চিকিৎসা-সম্মিলনী।

[প্রথম সংখ্যা।

বৈশাখ ১২৯২।

গ্রাহকগণের প্রতি।

"চিকিৎসা-সম্মিলনী" কার্য্যালয় ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে তাহারই ঠিক্ সম্মুখে ২০০ নং বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে। অতএব সম্মিলনী সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিটীপত্র ও মনিঅর্ডার প্রভৃতি এখন হইতে ২০০ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অপর ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়ও ১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে ৩৬নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নামীয় পত্রাদিও এখন হইতে তাঁহার নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরন্তু গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা গতবৎসরে ১ম হইতে ১২শ সংখ্যা সম্মিলনীর মধ্যে যে কোন সংখ্যা প্রাপ্ত হন্ নাই, তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা পাঠাইয়া দিব। আর বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, যখন যে গ্রাহক টাকা পাঠাইবেন, তখন যেন তাঁহারা মনিঅর্ডারের কুপণে স্বীয় নামধাম স্পষ্ট যে. যা লেখেন, কেননা গত বৎসরে কতকগুলি গ্রাহকের অনবধানতাবশতঃ আমরা অদ্যাপিও সেই টাকা জমা করিতে পারি নাই।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গত বর্ষ।

বর্ষ সমালোচন উপলক্ষে প্রায় সকল সম্পাদকই মনের আনন্দে বাৎসরিক কৃতকার্য্যতার বিষয় সাধারণসমক্ষে বিবৃত করিয়া অপার অ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ভাগে এবারে ঠিক্ তাহা ঘটিল না। কেননা আমরা গতবর্ষে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই ভাগী হইয়া হর্ষবিষাদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আজ বর্ষ সমালোচন উপলক্ষে অধিক আর কিছুই না বলিয়া সেই সুখদুঃখের বিষয়ই কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। আমাদের হর্ষের বিশেষ কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সংবাদপত্র-প্লাবিত দেশে রঙ্গরহস্যময় শত সহস্র পত্রিকার আবির্ভাবসত্ত্বেও বিজ্ঞান-মূলক অতএব স্বরস-বিহীন সম্মিলনীর অনেক লোকেই অতি আগ্রহের সহিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয় যে, বিজ্ঞান-বিতৃষ্ণ বাঙ্গালীর মধ্যে বৎসর পূর্ণ না হইতেই এইরূপ বৈজ্ঞানিক পত্রিকার, বিশেষতঃ চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার প্রায় ৮০০ আট শতেরও অধিক লোক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই ত গেল প্রথম আনন্দের কথা, দ্বিতীয় আনন্দ—সম্মিলনীর সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত ইহার গ্রাহক, পাঠক, সমালোচক ও লেখক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের সম্বন্ধে যেরূপ সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই অপার আনন্দের বিষয়। আরও একটী বিশেষ আহ্লাদের কথা এই যে, সম্মিলনী এই অত্যল্প কালের মধ্যেই সাধারণের নিকট যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থই আশার অতীত। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, নববিভাকর, বঙ্গবাসী ও সাধারণী প্রভৃতি উচ্চ সংবাদপত্রে বর্ষসমালোচনার মধ্যে সম্মিলনী চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্রিকা হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ফলতঃ বৎসরাধিক না হইতেই সম্মিলনী সাধারণের নিকট যেরূপ আদরের

পাত্রী হইয়াছে, ইহার গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা প্রকৃত পক্ষেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। পক্ষান্তরে দুঃখ বা বিষাদের কারণও আমাদের অনেকগুলি। প্রথমতঃ প্রধান কথা, সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে উদ্দেশ্যে সম্মিলনীর জন্ম, গত এক বৎসরের পত্রিকা দ্বারা সে মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ সংসাধিত হয় নাই। তবে কতকগুলি প্রবন্ধদ্বারা যাহাও কিঞ্চিৎ হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নয় যে, যে উদ্দেশ্যে যাহার জন্ম, সেই প্রধান লক্ষ্য বিষয় এক বৎসরের মধ্যেও আশানুরূপ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এখন প্রশ্নের বিষয় এই যে, যদি বৎসরের মধ্যেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইল, তবে ত সেকার্য্যে আর হস্তক্ষেপ না করাই ভাল? অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, সম্মিলন নামের অদ্যাপিও সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও একথা কখনই বলিতে পারি না যে, সম্মিলনীর সম্পূর্ণ সার্থকতা অদ্যাপিও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ভবিষ্যতে আর হওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথবা সেই জন্য পত্রিকা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কেন যে উচিত নহে, তাহা বলিতেছি। মনে কর সম্মিলনীর ত ৮০০ আটশতেরও অধিক গ্রাহক, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, প্রতিমাসে এই পত্রিকাখানি অন্ততঃ দশসহস্রলোকে পাঠ করিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক, এই এতগুলি গ্রাহক ও পাঠক বর্গের মধ্যে সম্মিলনী সম্বন্ধে কাহার অভিপ্রায় কিরূপ? ইহার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে একথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, এই এক বৎসরের মধ্যে সম্মিলনীর প্রায় ৫০০ পাঁচশতেরও অধিক গ্রাহক প্রতিমাসেই ইহার প্রকাশে বিলম্বজন্য উৎসুক হইয়া আমাদিগকে নানাভাবে পত্র লিখিয়াছেন এবং ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে ভুরি ভুরি প্রশংসাসহ আমাদিগকে পত্র পাঠাইয়াছেন। আর অবশিষ্ট ৩০০ শত গ্রাহক ইহার অত অধিক পক্ষপাতী না হইলেও তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে কোন অখ্যাতি করেন নাই, বরং সুখ্যাতিই করিয়াছেন। পরন্তু পরম্পর জনশ্রুতি দ্বারা আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অধিকাংশ লোকেই ইহার জীর্ণজীবন প্রার্থনা করিয়া মঙ্গল কামনা করিয়া

কন। মোট কথা সম্মিলনী পাঠে অধিকাংশ লোকই আন্তরিক সন্তুষ্ট, আর অল্পসংখ্যক লোক ঈর্ষাদ্বেষ বা অন্যান্য কারণে মৌখিক অসন্তুষ্ট। কাজেই এখন বলিতে পারি যে, অদ্যাপিও সম্মিলন নামের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন না হইলেও ইহা দ্বারা সমাজের কিন্তু বিশেষ উপকার সাধন হইতেছে। যাহাহউক, সাধারণে যাহাই বলুন, কিন্তু ইহা আমাদের এখনও আশানুরূপ হয় নাই বলিয়াই আমরা ইহা দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করিতেছি। এই ত গেল প্রথম দুঃখের কথা, দ্বিতীয় দুঃখ—ইহার অনিয়মিত প্রকাশজন্য, বস্তুতঃ সাময়িক পত্রিকা গুলি যদি নিয়মিত সময়ে পাঠকের হস্তে অর্পিত না হয়, তবে তাহা পাঠকবর্গের বড়ই বিরক্তিকর এবং সম্পাদকের পক্ষেও নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া পড়ে। পাঠক দেখিয়াছেন যে, সম্মিলনীর প্রকাশে বিশৃঙ্খলতা জন্য ইহার সম্পাদক উক্ত বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পান নাই। সে যাহাহউক, ঈশ্বর কৃপা ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ সম্মিলনী দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সকলের প্রবীণতারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতে থাকে, একথা আর কাহারও জানিতে বাঁকী নাই। সুতরাং আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, সম্মিলনীও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্রমেই আদরণীয়া হইতে থাকিবেক।

বিগত বর্ষে যে সমুদায় ডাক্তার কবিরাজ ইহাতে লিখিয়াছেন এবং যাঁহাদের উপদেশানুসারে ইহা লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় কলিকাতার মধ্যে প্রধান শ্রেণীর চিকিৎসক। পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা সম্মিলনীতে তাঁহাদের নাম লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বিস্তারভয়ে এস্থলে আর তাঁহাদের নামের পুনরুল্লেখ করা হইল না। তথাপি আমরা এক জনের নাম না করিয়াও পারিলাম না, তিনি আর[illegible] কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। বস্তুতঃ ইনি যদি সম্মিলনী নৌকার কর্ণধার-স্বরূপ না থাকিতেন, ইঁহার উপদেশানুসারে যদি ইহার বৈদ্যক বিষয়গুলি লেখা না হইত, তবে আজও পর্য্যন্ত সম্মিলনী ভাসমান থাকিতে পারিত

কিম্বা, তাঁহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। আর মফঃস্বলবাসী কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয়ের নিকটও সম্মিলনী ইদানীং ঋণী হইতে চলিল, শীতল বাবু ইহার দুই একটী প্রবন্ধে স্বকীয় দক্ষতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যত্নে ইহার অনেকটা সার্থকতা সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের অনেক ভরসা হইয়াছে। ফলতঃ সম্মিলনী সম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, ও করিতেছেন সম্মিলনী তাঁহাদের নিকট সেই জন্য সেই পরিমাণে আজন্মই ঋণী থাকিবে। এবং তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন। আর সম্মিলনী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ঋণী যতীন্দ্রবাবুর নিকট, সুতরাং এখন আসল কথা যতীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে, বস্তুতঃ আমাদের দেশে ধনীলোক ত অনেকেই আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে ধনের সংব্যবহারও অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু যতীন্দ্র বাবুর ন্যায় এহেন নবীন বয়সে কয় জন ধনীলোককে যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয় সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া একরূপ নিঃস্বার্থভাবে দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়? সুযোগ্য মিরার সম্পাদক ঠিক্‌কথাই বলিয়াছেন। তিনি চিকিৎসাসম্মিলনীর সমালোচনা উপলক্ষে যতীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে যে দুই একটী কথা বলিয়াছেন, কেবল তিনি নন্, দেশীয় সকল প্রকার সংবাদপত্রের অধিকাংশ সম্পাদকই যতীন্দ্র বাবুর এইরূপ সংব্যয়ের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় সঙ্গতই বলিতে হইবেক। মিরর বলেন "It is not every wealthy man who knows the right use of money; but Rai Jotendro Nath Chowdhury proves to be an honorable exception It is not so much the pecuniary help tha the has given on the present occasion, but the appreciation he has shown for a really useful work, that entitles him to public commendation With a few men like Rai Jotendra Nath to help such projects, we are sure much good to our country may be achieved.

Indian Mirror.

যাহাহউক, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আজ্ আমরা পূর্ব্

সংক্ষেপে যতীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে ২।৪টী কথা না বলিয়াই থাকিতে পারিলাম না। যতীন্দ্র বাবু জেলা ২৪ পরগণান্তর্গত টাকীর সুবিখ্যাত মুন্সী জমীদার রায় কালীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মৃত রায় মথুরানাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। বর্ত্তমান সময়ে ইহাঁর বয়ক্রম২৩।২৪বৎসর মাত্র। এই তরুণবয়স্ক জমীদারের বিষয় এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইনি এতাদৃশ অল্প বয়সেই লক্ষাধিক টাকা আয়ের সুবিস্তীর্ণ জমীদারী কার্য্য ম্যানেজারাদি কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বীয় অধ্যবসায়গুণে ও দক্ষতার সহিত প্রজাবর্গের বিরাগভাজন না হইয়া একাকী নির্ব্বাহ করিতেছেন। গত বর্ষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম বিএল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং বিলাস-বিমুখ হইয়া কি স্বদেশে কি বিদেশে নিঃস্বার্থ ভাবে যেরূপ পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। আর আমাদের সম্মিলনীর সাহায্যসম্বন্ধে ত কথাই নাই। আজ কাগজ নাই, আজ ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিতে অর্থের অভাব, আজ মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষের অর্থজন্য পীড়াপীড়ী ইত্যাদি যখন যে কোন অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমস্ত অনাটনসময়েই তিনি সম্মিলনীর জন্য যে রূপ মুক্তহস্ত হইয়া অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন, তাহাতে যত দিনপর্য্যন্ত সম্মিলনীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহার সেই দান তাঁহার সুবিমল যশোরাশি বিস্তৃত করিতে থাকিবে। ফলতঃ যতীন্দ্রবাবু! আপনিই ধন্য। আপনার কথা বার বার আর অধিক কি বলিব, প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী ও মনোহর উদ্যানাদি আপনার ন্যায় তরুণ যুবকের এত সমস্ত বিলাসভূমি থাকিতেও আপনি পরোপকার ব্রতরূপবিলাসিতায় যেরূপভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা মনে করিলে কাহার না আনন্দ উপস্থিত হয়? অতএব ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী ও স্বকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া এই রূপে সাধারণের উপকার ও নিজের যশোরাশি বিস্তার করিতে থাকুন।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত ৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

(গ) ঘাসশূন্য উলঙ্গ আর্দ্র ভূমিতে বাসগৃহ করা নিষেধ।

যে ভূমি ভিজা অথচ দূর্ব্বাঘাসে বা অন্য খর্ব্বজাতীয় উদ্ভিদে আবৃত নহে, তাহা হইতে যথেষ্ঠ জ্বরাদিরোগের কারণভূত বীজাণু উত্থিত হয় বলিয়া তাহার নিকট বাসগৃহ করা নিষেধ। কিন্তু ঐ সকল স্থানে ঘাস ঘেষাঘেষী হইয়া জন্মিলে তথায় বাস করাতে বিশেষ হানি নাই।

(ঘ) বাসগৃহের নিকট ফুলের বা আনাজের বাগানও নিষেধ।

ফুলের বিশেষতঃ আনাজের বাগানে প্রত্যহ জল দেওয়া হয় বলিয়া তাহাহইতেও কিছু ম্যালেরিয়া উঠে। সেই জন্য ঐ সকল বাগানের নিকট বাসগৃহ থাকাও নিষেধ।

(ঙ) ধান্য, চা, বা নীল ক্ষেত্রের নিকটও বাসগৃহ নিষেধ।

এই সকল স্থান আর্দ্র হওয়াতে তাহাহইতেও সময় সময় ম্যালেরিয়া উঠে, অর্থাৎ যখন ঐ সকলের গাছ কাটাযায় বা তাহার পাতা ছিড়িয়া নেওয়া হয়, কিম্বা যখন চারা রোপণের জন্য জমিকে খুড়িয়া ফেলা হয়, তখনই সূর্য্যের উত্তাপে উহাহইতে যথেষ্ঠ ম্যালেরিয়া উঠিতে থাকে, সেই জন্য তাহার নিকটেও বাসগৃহ করা নিষেধ।

(চ) লবণ-জলের নদীতীরে বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর।

নিকটে কোন ভিজা জায়গা অলবণ-জলের জলাশয় বা ঝিল নাথাকিলে, লবণ জলের নদীতীরে বাস বেশ স্বাস্থ্যকর।

(ছ) সমুদ্রতটে বাস সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

লবণ-জলে জ্বরাদিরোগাত্মক বীজাণু বিনষ্ট করে বা মৃত্তিকাহইতে উঠিতে দেয়না বলিয়া লবণাম্বু প্রবাহিণী বা সাগরতটে বাস সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। কেবল সুস্থলোকের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এমন নহে, সমুদ্রতটে পীড়িত লোকেরা বাস করিলেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

২০। গৃহসম্বন্ধীয় স্বাস্থ্যকর নিয়ম।

(ক) ঘরের মেজে ও দেয়াল পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

ঘরের মেজে দুইবেলা ঝাটিয়া দিবে এবং দেয়াল যতদূর হাতে লাগাইল পাওয়াযায় তাহাও রোজ ঝাড়িয়াফেলিবে। ভিতর-ছাত, এবং দেয়ালের উপরিভাগে লাগাইল পাওয়াযায় এমত একটা বাঁশের আগায় পরিষ্কার কোঁস্তা বা খেঙ্গরা বান্ধিয়া তাহাতে অন্ততঃ সপ্তাহে এক একবার করিয়া পরিষ্কার করিবে।

(খ) মেজে ও দেয়ালে আঁটা বা লাগান জিনিসপত্র।

ঘর সাজাইবার জন্য মেজে ও দেয়ালের সজ্জা বা জিনিসপত্রে, উহা পরিষ্কার করার কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না।

(গ) শয়ন কুঠরীতে কেবল শোয়ার আবশ্যকীয় জিনিস থাকিবে।

শয়নগৃহে অধিক জিনিসপত্র রাখাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাহিরের পরিষ্কার বায়ু উচিত পরিমাণে সন্নিবেশ হইতে পারেনা বলিয়া শোয়ার আবশ্যকীয় জিনিস ছাড়া তাহাতে আর কিছু রাখা নিষেধ।

(ঘ) মধ্যাহ্নের উত্তাপ এড়াইবার জন্যও বদ্ধ বায়ুতে থাকা নিষেধ।

রাত্রে বদ্ধ বায়ুতে শয়ন করিলে ক্ষয়রোগাদি যত প্রকার অসুখ হওয়ার ভয় থাকে, মধ্যাহ্ন বেলার উত্তাপের সময় গৃহের সমুদয় কপাট ও শার্সী বদ্ধ করিয়া বদ্ধ বায়ুতে ও অন্ধকারে থাকিলেও উক্ত পীড়া হওয়ার আরও অধিক আশঙ্কা থাকে। অথচ সার্শীদরজাতে বাহিরের উত্তাপকে তত অবরোধ করিতেও পারে না।

(ঙ) দ্বারখোলা ও বান্ধার নিয়ম।

প্রাতে ও বৈকালে বাহিরের শীতল ও পরিষ্কার বায়ু গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য গৃহের সমুদয় দরজা ও জানালা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়াদিবে। যে দরজা দিয়া বৃষ্টিরজল বা গ্রীষ্মের ভয়ানক রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেই দরজা সেই সময়ের জন্য বন্ধকরিয়া দেওয়া যায়।

(চ) যখন যে খড়খড়ি বা দরজার পাখীবদ্ধ রাখা আবশ্যক

গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বাহ্ন সময়ে পূর্ব্ব দিগের খড়খড়ি দরজা ও জানালা

বন্ধ করিবে এবং অন্যান্য পার্শ্বের দরজা খোলা রাখিবে। কোনদিকের সার্শীদরজা বন্ধ করিবে না। বৃষ্টি হইলে যেইদিগ হইতে জল ঘরে পড়ে বা প্রবেশ করে, শুদ্ধ সেই দিগের দরজা ও সার্শী বন্ধ করিয়াদিবে।

(ছ) শুদ্ধ জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতা অস্বাস্থ্যকর নহে।

শুদ্ধ বৃষ্টির আর্দ্রতা বা কোয়াসাতে (যাহা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অতি স্বাস্থ্যকর স্থানে সর্ব্বদা যথেষ্ট থাকে তাহাতে) প্রায় কোন পীড়া হয় না। কিন্তু উহাতে ম্যালেরিয়া মিশ্রিত থাকিলেই পীড়া জন্মায়, সেই জন্য বৃষ্টির সময় জলীয় আর্দ্রতা গৃহে প্রবেশ করিবার ভয়ে সার্শী বন্ধ করিয়া দেওয়া অপ্রয়োজন।

২১। শয়নের নিয়ম ও আবশ্যকীয় জিনিস।

(ক) মেজের উপর শোয়া নিষেধ।

বিছানার নীচেদিয়া বাতাস খেলিতে পায়না বলিয়া, শুদ্ধ মেজ্যার উপর শোয়া নিষেধ। কিন্তু তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকিলে মাটির উপর, বা সকলের নীচে বিচালী, মাদুর, পাটী বা দরমা পাতিয়া তাহার উপর কাঁথা বা গদি, এবং গদির উপর এক কম্বল এবং কম্বলের উপর কাপাসের তোষক পাতিয়া তাহার উপর চাদর বিছাইয়া দিলেই বেশ বিছানা হইবে। এই সকল পাওয়া না গেলে একটা মাদুর দরমা বা পাটী কিম্বা বিচালীর উপর একটা কম্বল, কার্পাসের তোষক বা কাঁথা পাতিয়া শোয়াও যায়।

(খ) খাট বা তক্তপোশে শোয়াই বিধি।

প্রত্যেকে খাট, তক্তপোশ, বা বাঁসের মাচানের উপর শুইবে, কেননা তাহাতে বিছানা বেশ শুষ্ক থাকে।

(গ) প্রশস্ত শয়ন কুঠরীর মধ্যভাগে শয্যা করা বিধি।

শয্যাযুক্ত খাট বা তক্তপোশ প্রশস্ত শয়ন কুঠরীর মধ্যভাগে সংস্থাপিত করা উচিত, কারণ দেয়ালের কাছে, বা কোণে বাতাস নির্ব্বন্ধ বা গতিরহিত হওয়াতে উহা অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার থাকে।

(ঘ) অতি পাতলা বা মেট কাপড়ের মসারীই ভাল।

মসারীর দরকার হইলে অতি পাতলা বা নেট কাপড়ের মসারীই ভাল, কারণ তাহাতে বড় বড় ছিদ্র থাকাতে উহার ভিতরের ও বাহিরের বায়ু বিনিময় হওয়ার বেশ সুবিধা আছে। মসারীর ভিতর শুইলে মসার কামড় এড়ান যায় এবং রাত্রে ভিতর-ছাত বা চালা হইতে সাপ গায়ে পড়িয়া অন্ধকারে ও নিদ্রিতাবস্থায় দংশিত হওয়া ভয় থাকে না। যাহারা শীত ঋতুতে বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য শয়ন কুটরীর দ্বারমুক্ত রাখিয়া শয়ন করে, মসারীর ভিতর শুইলে তাহাদের শরীর বেশ উষ্ণ থাকে।

২২। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শোয়া বিধি।

সন্তান সহ মাতা এক শয্যায় শুইবে না, কারণ মাতা তাহার সন্তান সন্ততি সহ এক শয্যায় শুইলে পরস্পরের প্রশ্বাস বায়ুতে ও শরীরের ময়লার গন্ধে পরস্পরের অসুখ হয় বলিয়া সেইরূপ শোয়া নিষেধ।

শিশুসন্তানও মাতার নিকট শুইবে না। কারণ যথা (১) মাতার ঘর্মাক্ত শরীরের গন্ধে শিশুর অসুখ হইতে পারে, (২) অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় প্রায় সারারাত স্তন্যপান করিয়া শিশুর প্রায়ই অজীর্ণ হয়, এবং (৩) মাতার নিদ্রিত অবস্থায় তাহার শরীরের স্তনের চাপা পড়িয়া শিশুর শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। অপর লোকেরা, এমন কি, স্ত্রী পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শুইবে।

২৩। দ্রব্যের সুঘ্রাণ স্বাস্থ্যকর।

কোন পদার্থের ঘ্রাণ পাওয়ার পূর্ব্বে উহার পরমাণু মনুষ্যের নাসিকাস্থ ঘ্রাণ বোধক স্নায়ুর সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। তৎপরে ঐ সকল পরমাণু রক্তে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

(ক) সুঘ্রাণের ক্রিয়া।

যতপ্রকার সুগন্ধ আছে, প্রায় সকলেই উদ্ভিজ্জের ফুল বা পত্র হইতে প্রাপ্ত। দারুচিনি ছাল হইতে এবং চন্দনের কাঠ হইতে সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। সুঘ্রাণে প্রথমতঃ উত্তেজিত মনে শান্তিরভাব আনয়ন করে, দ্বিতীয়তঃ ঐ ঘ্রাণ কিছু দীর্ঘকাল, ক্রমে গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যকারী নিদ্রা আনয়ন করে।

২৪। পদার্থের দুর্গন্ধ অনিষ্টকর।

সুঘ্রাণ পদার্থের মত দুর্গন্ধ পদার্থের পরমাণুও নাসারন্ধ্র দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ঘ্রাণ, বা বাষ্প শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ঘ্রাণ ভিন্ন ভিন্ন, ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যথা অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বাষ্পে দুর্গন্ধ থাকে, ও ফুস্ফুসে ক্ষয় কাসাদি জন্মায়। ক্লোরোফর্ম নামক পদার্থের তীব্রগন্ধে মস্তিষ্ককে চেতনা রহিত করে। হাইড্রোসিয়েনিক্ এসিড্ নামক অম্ল-বিষের ঘ্রাণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শীঘ্র রহিত করাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণবিয়োগ হয়। পারার গন্ধে,দন্ত ও মাঢ়ীর পীড়া জন্মায়,সিসকের গন্ধে অন্ত্রশূল জন্মায় এবং বিষ্ঠার গন্ধে অন্ত্রজ্বর ইত্যাদি নানা গুরুতর পীড়া জন্মায়।

(খ) শরীরের ময়লা শরীরে ধৃত বা পুন প্রবেশ করিলে দোষ।

শরীরের যে যন্ত্র হইতে যে ময়লা জন্মে তাহা হইতে উহা নির্গত হইতে না পারিলে কিম্বা নির্গত হইয়া উহা শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিলে প্রায় ঐ যন্ত্রেরই রোগ অগ্রে জন্মায়।

(গ) ময়লাতে উহার নিঃসরণকারী যন্ত্রের পীড়ার উদাহরণ।

শ্বাসযন্ত্রের ময়লা অঙ্গারাম্ল-বাষ্প ফুস্ফুস হইতে বাহির হইতে না পারিলে বা বাহির হইয়া বদ্ধ কুঠরীতে আবদ্ধ থাকাতে ফুস্ফুসে পুনঃ প্রবেশ করিলে ঐ ফুস্ফুসেরই ক্ষয়কাস ইত্যাদি গুরুতর পীড়া জন্মায়। শরীরের ঘাম দীর্ঘকাল শরীরে লাগিয়া থাকিলে কোন না কোন চর্ম্মরোগ জন্মায়। প্রস্রাব মূত্রকোষ হইতে নির্গত হইতে না পারিলে ঐ যন্ত্রের পীড়া জন্মে। বিষ্ঠা বা মল ত্যাগ করিতে না পারিলে বা তাহা দূষিত বিষ্ঠার গন্ধ শ্বাস পথে অথবা খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে উদরাময়, ইত্যাদি ভয়ানক পীড়া জন্মে। পিত্ত নিঃসৃত হইয়া আবার শরীরে আট-

কিয়া গেলে নেবা প্রভৃতি যকৃতের রোগই হয়। কিম্বা পাকস্থলীর জীর্ণকর রস খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া অন্ত্রের দিগে চলিয়া যাইতে না পারিলে পিত্ত শূলাদি পাকস্থলীর পীড়া জন্মে।

২৫। দূরীত পদার্থের ঘ্রাণ।

এই সকল দ্বিবিধ প্রকার যথা - পচা উদ্ভিজের ঘ্রাণ ও মরা জীবজন্তুর দুর্গন্ধ।

(ক) পচা উদ্ভিজের ঘ্রাণ অনিষ্টকর।

উদ্ভিজ, বা বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন সবুজ পত্র ও পত্রদণ্ড রৌদ্রে শুকাইতে না পাইলে তাহাতে যে দুর্গন্ধ হয় তাহাই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বলিয়া পূর্ব্বে অনেকের মত ছিল, এখন সেইরূপ বিশ্বাস অনেকের না থাকিলেও উহা যে অস্বাস্থ্যকর তাহাতে কোন মতভেদ নাই। মরা জলজ উদ্ভিজের দুর্গন্ধ আরও অধিক ও বিশেষ অস্বাস্থ্যকর। উহার অর্দ্ধেক ছিড়িয়া ডেঙ্গায় ফেলিয়া রাখিলে তাহার গন্ধে নিকটস্থ বায়ু দূষিত হয় এবং জলে যেটুকু ছিড়িয়া থাকে, তাহাতে জল ও অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধি হয়।

(খ) দুর্গন্ধ উদ্ভিজ পত্রাদি দূরীকরণ।

সেই জন্য কোন উদ্ভিজ্জ কাটা গেলে বা মূলোৎপাটিত করা হইলে তাহার পত্রাদি রৌদ্রে শুকান উচিত। বাটা জলজ উদ্ভিজ্জাদির পাতা রৌদ্রে শীঘ্র শুকায় না বলিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলাই বিধি।

(গ) জীবিত উদ্ভিজ মনুষ্যের মহোপকারী পদার্থ।

জীবিত উদ্ভিজ্জের এমন কোন গন্ধ নাই যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট হইতে পারে। বরং নানা মতে জীবিত উদ্ভিজে মনুষ্যের প্রভূত উপকারই সাধন করে যথা।—

(ক) উদ্ভিজে ম্যালেরিয়া নিবারণ করে।

পূর্ব্বে ১৯ ধারার (গ) দফাতে বলা হইয়াছে যে, দূর্ব্বা প্রভৃতি খর্ব্ব জাতীয় ঘাস আর্দ্র ভূমিতে ঠেষাঠেষী করিয়া উঠিলে সে স্থান হইতে ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন অনিষ্টকর বাষ্প উঠিতে পারে না। উদ্ভিজ্জ

যে ম্যালিরিয়া নিবারণ করে তাহার বেশ প্রমাণ এদেশে পাওয়া যায় যথা।—

ক্রমে ভরাট হইয়া বঙ্গ সাগরের গর্ভ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর কূলের সুন্দরবন, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, বরিশাল, সুধারাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান ঐ সাগরকে তিন দিকে বেষ্টন করিয়া আছে. তাহার অধিকাংশ ভূমি অতি নীচু ও জলার্দ্র হওযা সত্ত্বেও তত্রত্য গ্রাম সকল নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জে আচ্ছাদিত থাকাতে তাহাতে যথেষ্ঠ লোক অবাতরে বাস করিতে পারিতেছে। কিন্তু যথেষ্ঠ অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রদেশের মিউনিসিপেলিটী বা নাগরী-সভার অধীনস্থ স্থানে ঘাস জঙ্গলাদি বৎসর বৎসর কাটিলেও উদ্ভিজ্জে আবৃত পল্লীগ্রাম বাসীদের অপেক্ষা ঐ সকল নগর অধিক অস্বাস্থ্যকর হয়। ফলতঃ ঐ সকল নগর স্বাস্থ্যকর করিবার উদ্দেশ্যে তত্রত্য আর্দ্রস্থানের উদ্ভিজ্জ সকল কাটিয়া দূর করাতে তাহার বিপরীত ফল হয়। কারণ আর্দ্র উলঙ্গ ভূমির সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপের সংযোগ হওয়াতে তথায় যথেষ্ট ম্যালেরিয়া জন্মিযা পূর্ব্বাপেক্ষাও ঐ সকল স্থানকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলে।

(খ) জীবের প্রাণনাশক অঙ্গারাম্ল, উদ্ভিজ্জে গ্রহণ করে।

সবুজ পত্রযুক্ত সমুদয় উদ্ভিজ্জের দ্বারা বায়ুস্থ অঙ্গারম্ল বাষ্প আকর্ষিত হইযা উহার অঙ্গারভাগ উহার পুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য গৃহিত হয় এবং অঙ্গারাম্ল হইতে বিযুক্ত অম্লযান বায়ু আকাশে মিলিত হইয়া জীব জন্তুর পুষ্টিবর্দ্ধন করে। এরূপে বায়ুস্থ অঙ্গারাম্ল উদ্ভিজ্জে গ্রহণ না করিলে এতদিনে পৃথিবী আমাদের বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত।

(গ) উদ্ভিজ্জে বৃষ্টির জল আকর্ষণ করিযাও আমাদের আহারের শস্যাদিও যোগায। উদ্ভিজ্জে বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জমীকে উর্ব্বরা করে, এবং তাহাতে যে সকল ফল শস্য জন্মে, তাহ ভক্ষণ করিয়া আমরা প্রাণধারণ করি। এরূপে বিধাতা যখন উদ্ভিজ্জকে আমাদের জীবন রক্ষার মূল অবলম্বন করিয়া দিয়াছেন, তখন উহার প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া আর নিজের গলায় নিজে আঘাত করা দুই সমান কাজ বলিতে হইবে। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক

—o—

কি জানি কি সূত্র ধরিয়া কতকগুলি প্রথিতনামা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিতেছেন———"আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক"। শুনিয়া আমরা বড় ভীত হইয়াছি। আমাদের দেশ দরিদ্র ; বহু ব্যয়সাধ্য ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দরিদ্র দুঃখপীড়িত ভারত সন্তানের মুখ চাহিয়া ডাক্তার উদারতা দেখাইবেন এমত ভরসা অল্প। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহাদের বিস্তর ব্যয় পড়ে, ব্যবসায় করিবার সময়েও ব্যয়বাহুল্য পড়িয়া থাকে। প্রথামত না চলিলে ভাল দেখায় না সুতরাং রীতিমত গাড়ী যুড়ী ঘড়ী সকলেই চাই। বসন ভূষণ জাঁকাল হওয়া আবশ্যক। এবং ইংরেজরুচি গৃহ ও গৃহসজ্জা নহিলেও চলে না। এ সকল কিছু অল্প ব্যয়সাধ্য নহে, সুতরাং তাঁহাদের চিকিৎসাপণ অল্প হইলে কুলাইবে কি রূপে ? তাঁহারা যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন তাহাও বিদেশীয়। দেশ দেশান্তর হইতে আনিতে বিলক্ষণ ব্যয় পড়ে।

সাজাইয়া গুজাইয়া দর্শকের মনহরণার্থে বিস্তর খরচ হইয়া থাকে। আবার অধিকাংশ ঔষধ অল্প দিনেই অপচয় হইয়া যায় সুতরাং নষ্ট দ্রব্যেরও লোকসান পুষিয়া না নিলে চলে না। তারপর বিক্রেতার খরচ কুলাইয়া মুনফা হওয়া চাই। ইহার পরও অনেক স্থলে চিকিৎসকের ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবসায় আছে, নির্দ্দয়তাও আছে। এ হেন ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা লইয়া এরূপ মূল্যবান ঔষধ ক্রয় করিয়া ভারত সন্তান ক দিন কুলাইতে পারিবে ? বিদেশীয় ঔষধ এ দেশীয়ের শরীরের উপযোগী কি না ? ইত্যাদি তর্ক না তুলিলেও এক ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন ভারতীয় দরিদ্র সম্প্রদায়, ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে পারিবে না।

পক্ষান্তরে আয়ুর্ব্বেদ, ভারতের জাতীয় শাস্ত্র, দেশান্তর হইতে বহু ব্যয় করিয়া অধ্যাপক আনাইতে হয়না সুতরাং অধ্যয়নের ব্যয় অল্প, ঈশ্বর

ইচ্ছায় যদি আয়ুর্ব্বেদের সার্ব্বাঙ্গীন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেও শিষ্যদিগকে গুরুতর ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবেনা, যে জাতি ফলমূল মাত্রোপজীবী হইয়া বল্ককলমাত্র পরিধান পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে নিস্বার্থে বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বংশে জন্মিয়া শিষ্যস্কন্ধে গুরুতর ব্যয়ভার চাপাইয়া আপনারা অর্থলুণ্ঠন করিবেন ইহা কখনই সম্ভবেনা। তবে বলিতেপারিনা ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষে আমাদের প্রকৃতি বিকৃত হইতেছে, কতদূর গিয়া দাঁড়ায় অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। যেমন আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ব্যয় অল্প, তেমনি চিকিৎসকেরাও অল্পব্যয়ী; বহু ব্যয়সাধ্য ইংরেজি চাল চলনে দীক্ষিত হইতে বিলম্ব আছে। কাজেই অল্প পণে কাজ করা, স্থল বিশেষে দয়া দক্ষিণা প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ। তাঁহাদের ঔষধ সকল প্রায়ই দেশজাত বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য। সুতরাং দেশীয় লোকের অবস্থার অনুকূল, প্রকৃতির অনুকূল ও বটে। একপ স্থলে বিশেষ প্রণিধান না করিয়া, আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক? বিশেষ বিচার দ্বারা মীমাংসা না করিয়া দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া সুসভ্য ইংরেজের অকর্ত্তব্য। আজি কালি ইংরেজের কথা বাতাসে উড়িয়া যায়না। ইংরেজ যাহা বলিবেন, ইংরেজ শিষ্য দেশীয় দিগের কর্ণে তাহা বেদবাক্য। ইংরেজ যাহা করেন, তাহা অবশ্যই অনুকরণীয়, বিচার করিয়া ভাল মন্দ দেখার প্রয়োজন হয়না। এ দিকে দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তি গণ চিরকালেই সমাজের নেতা; সাধারণ সমাজ তাঁহাদের অনুকরণে চলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ শিষ্য গণ সমাজে উচ্চপদারূঢ়, অন্ততঃ তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের যে শাস্ত্রের উপর আস্থা দাঁড়াইবে, সাধারণে তাহাই মান্য করিয়া চলিবে। তাই আমরা ইংরেজ মুখে আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছি; কিছু সন্দেহও জন্মিয়াছে। ভয়ের কারণ বলা হইল; সন্দেহের কারণ পাঠক বর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গণের চক্ষে আয়ুর্ব্বেদ ত অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু দোষ কাহার? পণ্ডিত গণের না আয়ুর্ব্বেদের? আয়ুর্ব্বেদের দোষ সম্ভবেনা, যে হেতু আয়ু-

র্ব্বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং বিশুদ্ধ এবং শাশ্বত। তবে প্রচলিত আয়ু-র্ব্বেদ গ্রন্থ গুলি একান্ত নির্দ্দোষ বলা যায়না। সে দোষ সময় গতির—আয়ু র্ব্বেদের নহে। সূত্রকার, টিকাকার এবং সংগ্রহকারদিগেরও কথঞ্চিৎ দোষ আছে।—তাইবলিয়া "আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক" একপ বলা যায়না; যাঁহারা বলেন তাঁহাদের দোষ গুরুতর। কথা গুলি একটু বিস্তার করিযা বলা যাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ বেদের উপাঙ্গ। হিন্দুদিগের মতে বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং আয়ুর্ব্বেদও অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষনির্মিত নহে। ইহাতে এমত বুঝায় না যে, কতকগুলি বিষয় মনুষ্যভাষায় গ্রথিত হইয়া আপনা-অপনি মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য সতন্ত্র এবং তাহা এইরূপ।

যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাকে সৎ বলে। যাহা সদবিচ্ছিন্ন তাহা সত্যনামে অভিহিত হয। সনিত্যগ, অব্যয এবং স্বয়ংসিদ্ধ সুতরাং অপৌরুষেয। কারণ যোগে যেমন সত্তের আবির্ভাব হয, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কতক গুলি সত্যের আবির্ভাব হইয়াথাকে। কারণ বিশ্লেষে সত্তের বিলয়, সঙ্গে সঙ্গে সত্যেরও তিরোভাব হয। এই জন্য সত্য নিত্যগ, এবং পুরুষকারজন্যও নহে। নিয়ন্তা অবশ্যই আছেন, কিন্তু তিনি অনাদি, পুরুষপদ বাচ্যও নহেন। সাদি সৃষ্ট মনুষ্য অনাদির বিষয় ধারণা করিতে পারেনা, সুতরাং যাহা সত্য তাঁহাদের বিবেচনায় নিত্যগ এবং অপৌরুষেয়। অধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সত্য বেদও বিজ্ঞানের বিষয়। সত্য স্বরূপ বলিয়া ইহারাও নিত্য এবং অপৌরুষের বলিযা অভিহিত হইয়া থাকে। যে সত্য যিনি যখন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইচ্ছা হইলে তখন তিনি তাহা মনুষ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বেদে তাঁহাকে ঋষি বলে। বিজ্ঞানে তিনি বৈজ্ঞানিক। বেদ বল বিজ্ঞান বল উভয়েই জ্ঞানার্থক ধাতু লইয়া গঠিত। বিদ্ ধাত্বর্থে জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞা ধাত্বর্থেও তাই। সত্য বা তত্বজ্ঞান বেদ বিজ্ঞা-নের উদ্দেশ্য। এক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিষয়ক অপর আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকবিষয়ক।

লোকের গতিক দেখিয়া বড় ভয় হয়। পাছে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়।

ভাষার পরিবর্ত্তনে যে ফল হয় তাহা কথিত হইল, এক্ষণে আর একটী কালপ্রবাহের আয়ত্তাধীন পরিবর্ত্তনের কথা বলি, সে পরিবর্ত্তন আমাদের অদৃষ্টের দোষে ঘটিয়াছে। ভাগ্যদোষে আমাদের দেশ দীর্ঘকাল পরাধীন; শাস্তা ভিন্নজাতি ব্যক্তিবর্গ কোন শাস্ত্রের [illegible] ও হন না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষে শাসনকর্তা ছিলেন আয়ুর্ব্বেদ তাঁহাদের জাতীয় শাস্ত্র নহে। রাজার অনাদরে ও অনাস্থায় শাস্ত্রচর্চ্চার উৎসাহ থাকে না। বিশেষতঃ বিজাতীয়ের প্রথম আক্রমণে দেশীয় লোক জাতি কুল-মান ধন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত থাকে, শাস্ত্র আলোচনার অবসর থাকে না; ইচ্ছাও করে না। তখন আর কেহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ও তত্ত্বচিন্তনে রত নহেন; চিকিৎসাশাস্ত্রও প্রকাশ্য সার্ব্বজনীনভাবে আলোচিত হইত না, দুই একজন চিকিৎসকের গৃহে দুই একটী ছাত্র সম্মুখে পুরাতন শাস্ত্র কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইত। শেষে এই ফল দাঁড়াইল যে, তৎকালে যে সকল পর্য্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন হিন্দুদিগের কোন চিকিৎসা শাস্ত্র নাই।

দ্বিতীয় ফল, শাস্ত্রের বিরল প্রচার, অসম্যক্ আলোচনা,—তন্নিবন্ধন ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লোপ। এক্ষণে যাহাকে রসায়নশাস্ত্র বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ একখানি গ্রন্থও বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। পরন্তু বিস্তীর্ণ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে আয়ুর্ব্বেদীয় যোগ সমূহ উদ্ভাবিত হইতে পারে না। তার প্রমাণ আমরা পরে দেখাইব। এইরূপ শারীর বিজ্ঞানের সংকীর্ণতা, শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানের অলৌকিক সংকীর্ণতা এবং শল্যতন্ত্রের আলোচনাভাব ঘটিয়া উঠিল। ইহাতেও ক্ষান্ত নাই, কালচক্রের কুটিলাবর্ত্তনে মহদাশয়দেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে জাতি লোক হিতার্থে বিশ্বজনীন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরের "গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠিলেন। উৎকৃষ্ট যোগযুক্তির গোপন আরম্ভ হইল। শিষ্যের নিকট প্রচারভয়ে গ্রন্থ হইতে

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল যে, যাহা প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদ যা বিজ্ঞানপদবাচ্য তাহা বিশুদ্ধ, সুতরাং অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না। তবে এরূপ অসার বলনাপবাদ কেন? অহেতুক কিছুই সম্ভবে না। কাজেই এরূপ দোষারোপেরও হেতু আছে। আমরা এক্ষণে তাহারই সমালোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদে জ্ঞানাভাবই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দোষারোপের হেতু। অনন্তগামী কালস্রোতের আবর্ত্ত আবর্ত্তে পড়িয়া বিদ্যা ভাসিতে আসিতে অনেক গুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই পরিবর্ত্তন গুলি আয়ুর্ব্বেদে সম্যক্ জ্ঞান লাভের অন্তরায়। তন্মধ্যে ভাষার পরিবর্ত্তন অন্যতম। যে ভাষার সুললিত গানে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল, যাহা লইয়া আর্য্য ঋষি আয়ুর্ব্বেদ সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে চলিত ভাষা নহে। বিদেশীয়ের ত কথাই নাই, দেশীয় লোকে সে ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারে না। অগ্রে ভাষা শিক্ষা তৎপরে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ এবং পরীক্ষা দ্বারা ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন লোকে মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ হন? যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ধুয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে সমীচীনজ্ঞানলাভ করিয়াছেন কি? আমাদের ত সে সংস্কার নাই। তাই বিজ্ঞানসম্পাদিত চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি অযথা দোষারোপের জন্য তাঁহারা গুরুতর দোষী। দোষ কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিত দিগের নহে; য়ুরোপীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে এ অপরাধ লক্ষিত হয়। সকল বিষয়েই তাঁহাদের গোঁড়ামী কিছু বাড়াবাড়ি। দেখ, খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ অনভিজ্ঞ, যা কিছু জ্ঞান তাহা ঠাকুরুণ দিদির উপকথা শ্রোতার মুখে শুনিয়া। তাতেই বুঝিয়া লইয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যাধর্ম্ম। তাই তাঁরা ভারতবর্ষীয় দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে আইসেন। আমাদের দেশের লোকেরাও বড় হুজুগে, পাদ্রিসাহেব বলিলেন "টোমরা যে বোগবটী পূজা কর, আমরা টাহা কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া আহার করি, টবে সে বোগবটী হইল কিপ্রকারে?" এই অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিলে কি আর জ্ঞান থাকে? অমনি পাদ্রি সাহেবের পিছু পিছু ছুটীতে ইচ্ছা করে। দেশের

তুলিয়া লওয়া হইল; ইত্যাদি কারণে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্ দুর্লভ হইয়া উঠিল। চিকিৎসা গ্রন্থ গুলি বিচ্ছিন্নভাবে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইত। সুতরাং বুঝাইবার কেহ রহিল না, দেখাইবার জিনিষও দুষ্প্রাপ্য হইল।

উপরিউক্ত পরিবর্ত্তনদ্বয়—ভাষার পরিবর্ত্তন ও জাতীয় স্বাধীনতার পরিবর্ত্তনে এবং তদ্ভিন্ন বংশের বিশেষ ফল যে আয়ুর্ব্বেদের বলক্ষয়ের প্রধান হেতু, তাহা এক রকম দেখান গেল। আরও কয়েকটী কারণ আছে তাহা পরে বলা যাইতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি সংক্ষেপে স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত। এইরূপ সংক্ষেপতঃ সবদ্ধ বাক্যের নাম সূত্র। অনেক গুলি সূত্র লইয়া এক একখানি সংহিতা বা তন্ত্র। তন্ত্র কর্ত্তারা অনেক স্থলে বিস্তারিত রূপে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন না। সাধারণের বোধাতীত বায়ু পিত্ত কফের সাম্য বৈষম্যের প্রসঙ্গ করিয়া রোগ সংপ্রাপ্তি বুঝাইয়াছেন এবং নিবর্ত্তন বিধি দিয়াই নিরস্ত আছেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। তাই আমরা সূত্রকারদিগের দোষের কথা বলিয়াছি। সূত্রকার বলেন—"রাত্রৌচ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"।—কিন্তু কেন ত্যাগ করিব, তাহার কারণ কিছুই ব্যাখ্যাত হইল না। লোকে বুঝিল যে, এখন যেমন উদ্ভিজ্জের দিনে অক্সিজেন্ ও রাত্রে কার্ব্বণ ত্যাগের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন কার পণ্ডিত দিগের তদ্রূপ কোন জ্ঞান ছিল না। মুনিঋষিরা গাছের তলে তলে ফিরিতেন তাই অনুভবে অনুভবে কথাটী বলিয়া ফেলিয়াছেন।

তার পর টীকাকার দিগের কথা, তাঁহারা বৈয়াকরণতত্ত্ব, দার্শনিক বিচার ইত্যাদি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিলেন না। এই তাঁহাদের দোষ।

প্রথমতঃ যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবলম্বনে আয়ুর্ব্বেদীয় সত্য সকল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সংক্ষেপানুরোধে সূত্রকারেরা তাহা লিপীবদ্ধ করিলেন; ফল কথা গুলি বলিয়াই নিরস্ত থাকিলেন। টীকাকারেরাও তাহাতে হাত দিলেননা। লিপীকারের দিগেরও বিশেষ দোষ আছে, সংগ্রহ কারে-

রাও সংক্ষেপাদপি সংক্ষেপ করিয়া তুলিলেন। লোকের সন্দেহ আরও আঁটিতে লাগিল, একখানি সংগ্রহের সমালোচনায় এক জন ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন।—

"But for the explanations of these facts, they are often interwoven with absurd theories and doctrines which take the place of physiology and pathology

এই ফিজিওলজি ও প্যাথলজি ব্যাখ্যানে যদি কৃপণতা না করিতেন, জটিলতা না আঁটিতেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের কলঙ্কের কথা বিদেশীয়দিগের মুখে আজ শুনিতে হইত না। কিন্তু সংগ্রহ কর্ত্তাদিগের দ্বারা আমরা সবিশেষ অনুগৃহীত। তাঁহারা যদি সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী না হইতেন তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের নাম পর্য্যন্ত লোপের সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ নানাতন্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ। বলিতে কি তাঁহাদের ঔষধ সংগ্রহ গ্রন্থগুলি অতীব সুন্দর হইয়াছিল এবং অনেকগুলি নূতন ঔষধ তাঁহাদের সময় আবিষ্কৃত হয়। কুষ্মাণ্ডের রক্তপিত্তহরী ক্রিয়ার বিষয় চরক সুশ্রুতে শুনিতে পাওয়া যায় না। চক্রদত্তের সময় ইহা আবিষ্কৃত হইয়া কুষ্মাণ্ডখণ্ড বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড ইত্যাদি অত্যুৎকৃষ্ট যোগে প্রযুক্ত হয়।

আর একটী কারণে আয়ুর্ব্বেদের দুর্নাম ঘটিয়াছে, দেশীয় বৈদ্যজাতি তজ্জন্য দায়ী। তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়টী একচেটিয়া করিয়া লইতে অশেষবিধ যত্নে চেষ্টা করিয়াছেন; অনেক অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহাদের চক্রান্তে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠজাতি চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ফল হইল দেশে চিকিৎসকের অভাব হইয়া উঠিল। দেশের সমস্ত লোকের তুলনায় বৈদ্যজাতি কয়জন? অভাব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণাদি প্রতিভাশালী জাতি তাহাতে হস্তক্ষেপও করিলেন না, করিলে শাস্ত্রের এত অবনতি হইত না। তৎপরিবর্ত্তে মুচী জোলা পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোক ব্যবসায়ী হইয়া উঠিল। তাহাদের দ্বারা যেরূপ উন্নতি সম্ভবে তাহা হইল; লোকের মনোগতি আরও একটু টলিল।

তাহা হইল। যে কারণে হউক কুরব উঠিয়াছে। ইংরেজের কাছে যাহা আমাদের পাওয়ার আশা ছিল দাওয়াছিল তাহা পাইবার ভরসা নাই। যাঁহারা মুখে সর্ব্বদাই বলেন আমরা ভারতবর্ষের উপকারের জন্য রাজত্ব করিতেছি তাঁহারা যদি বলিতেন—'ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনঃসংযোগ প্রার্থনীয়। আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শিত ঔষধগুলি যেমন এদেশীয়ের প্রকৃতির উপযোগী তেমনই অবস্থোচিত সুলভ। সত্য বটে নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় আয়ুর্ব্বেদের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে ইহা মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় ভারতাকাশে নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে।—তাহাহইলে আজ আমরা দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। সাম্যবাদী খৃষ্টশিষ্যেরও কর্ত্তব্য কাজকরা হইত। তাত হইল না। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বব্যাখ্যানে কবিরাজ মাত্রেরই সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। এবং যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হীনতা ঘটিয়াছে বা ব্যত্যয় হইয়াছে তাহাদের সম্বর্দ্ধন ও সংশোধন করা উচিত।

দ্বিতীয় বিষয়ে কবিরাজ বিনোদলাল সেন হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন না উৎসাহ দিতেছেন না। প্রথম বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত কেহই হস্তার্পণ করেন নাই। ইচ্ছা আছে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে আমরা অগ্রসর হইব। সেই উদ্দেশ্যেই অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

ব্যাধ্যুপসৃষ্ট মনুষ্যগণের ব্যাধি পরিমোক্ষ এবং স্বাস্থ্যরক্ষণ আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সংসাধনার্থে কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক, সেই গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম। শারীরবিজ্ঞান ও শারীর ক্রিয়াবিজ্ঞান।

(ক) শরীরের প্রাকৃতিক উপাদান, গঠন এবং সংস্থান না জানিলে অসুস্থ অবস্থায় উপাদানগত, নির্ম্মাণগত, এবং সংস্থানগত পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। সুস্থশরীরে অনুক্ষণ যে সকল ক্রিয়া পরম্পরায় চলিতেছে, তদ্দ্বারা

সঙ্কালন, ক্ষয়, নিঃসরণ, আপ্যায়ন এবং পোষণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি যাহা ঘটিতেছে তাহা জানা উচিত; না জানিলে ক্রিয়াবৈষম্য জন্য দৈহিক বা মানসিক পীড়া বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না।

দ্বিতীয়। দ্রব্যতত্ত্ব, দ্রব্যধর্ম্মতত্ত্ব এবং মানব প্রকৃতির সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ নির্ণয় তত্ত্ব বিদ্যা। সংক্ষেপতঃ ইহাকে ভৈষজ্যতত্ত্ব বিদ্যা বলা যায়।

(খ) কোন্ পদার্থ কোন্ শ্রেণী নিবিষ্ট কিরূপ আকার প্রকার বিশিষ্ট কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ স্থানে জন্মে বা পাওয়া যায় এবং কোন্ সময়ে পূর্ণবীর্য্য ধারণ করে বা কীদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় ইত্যাদি এবং দ্রব্যের উপাদান রস বীর্য্য বিপাকাদির বিষয় না জানিলে রোগ প্রশমক ঔষধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না।

তৃতীয় রসায়ন বিদ্যা।

(গ) বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দ চলিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা অবৈধ, তজ্জন্য আমরা ইংরেজী কেমেষ্ট্রি শব্দবাচক অন্য কোন শব্দ গ্রহণ না করিয়া রসায়ন শব্দই ব্যবহার করিলাম। দুই বা ততোধিক দ্রব্য সম্মিলিত হইয়া কোন কোন স্থলে নূতন ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়। দ্রব্য দ্রব্যান্তর যোগ হইয়া কোন কোন স্থলে নূতন ধর্ম্মের অবতারণা করে। এমন কি মিলিত দ্রব্যগুলি আপন আপন পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক আর একটী পদার্থে পরিণত হয়। বাহ্য পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেহস্থ পদার্থান্তর সহ মিলিয়া উক্তরূপ কার্য্য হইয়া থাকে এবং দৈহিক উপাদান সকল পরস্পর সংঘর্ষে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়া না জানিলে ঔষধতত্ত্ব ঔষধপ্রয়োগবিজ্ঞান এবং শারীর ক্রিয়াতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করা যায় না।

চতুর্থ। রোগ নির্ণয় তত্ত্ব।

(ঘ) সুস্থ শরীরের নির্ম্মাণ ও ক্রিয়া বৈষম্য নিবন্ধন শরীরের ও মনের ক্লেশ জন্য ব্যাপারকে রোগ বলা যায়। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়

এবং সম্প্রাপ্তি. রোগতত্ত্ব নির্ণয়ের বিষয়। ইহাতে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা কার্য্যে জ্ঞান জন্মে না।

পঞ্চম। চিকিৎসা বিজ্ঞান।

(ঙ) যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বা যে যে উপায় অবলম্বন করিলে শারীরিক রোগ শান্তি হয় অর্থাৎ শরীরে যাহা বাড়িয়াছে তাহার সমতা হয়, যাহা কমিয়াছে তাহা বর্দ্ধিত হয় এবং সমের সমতা রক্ষিত হয়, তাহা উক্ত বিজ্ঞানের বিষয়। শরীরের দূষিত অকর্ম্মণ্য অংশ নিষ্কাশিত করা এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ আহরণ করাও এই বিজ্ঞানের বিষয়। ষষ্ঠ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান। এতগুলি বিষয় না জানিলে রোগ নির্ণয় ও রোগ প্রশমক ঔষধ আবিষ্কার ও তৎপ্রয়োগে ব্যাধি প্রশমন করা কদাচ সম্ভবে না। যদি আয়ুর্ব্বেদ এই সকল বিজ্ঞানে অপরিহীন হয়, তাহাহইলে বৈজ্ঞানিক বলাযায় কি না? অনেকেই জানেন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। আমরা এস্থলে দুই একটী বিষয়ের অবতারণা করিয়া হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হইবেনা। আমরা পাঠক বর্গকে আয়ুর্ব্বেদের ভিতর লইয়া যাইতে চাহি। বায়ুপিত্তকফ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ না করিলে আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ে কিছুই জ্ঞানলাভ করা যাইবে না। সুতরাং অগ্রে বায়ু পিত্ত কফের বিবরণ পাঠক বর্গকে উপহার দিব।

মাগুরা। শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

পুরাতনজ্বর।

(ডাক্তারী)

কবিরাজী মতে যে পুরাতনজ্বর চিকিৎসার অনেক প্রত্যক্ষ ঔষধ আছে, তাহা আমাদের সহযোগী ইহার পূর্ব্ব সংখ্যাতে লিখিয়াছেন। ডাক্তারীমতে

ইহার চিকিৎসা কিরূপ তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিব। এলোপ্যাথিকমতে পুরাতনজ্বর যে বড় আরোগ্য হয় না তাহা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু ঐ রূপ চিকিৎসা কোন কোন সময়ে বিফল হওয়ার কয়েক কারণ আছে যথা (১) ইংরাজী ডাক্তারী গ্রন্থে এলোপ্যাথিক ঔষধের যে মাত্রা ব্যবস্থা করা আছে, তাহা সবল ইউরোপীয়েনদের শরীরের উপযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এদেশীয়দের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত। (২) বিলাতী ডাক্তরেরা ঐ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন বলিয়া তাহাদের দ্বারা তরুণ জ্বর অনেক সময় উপশম হইলেও পুরাতনজ্বর প্রায়ই ভাল হয় না এবং দেশীয় ডাক্তরদের মধ্যে যাহারদের বহুদর্শিতা অল্প কিম্বা যাহারা পুস্তকের বা সাহেব ডাক্তরের অনুযায়ী চিকিৎসা করেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐরূপ চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। (৩) পথ্য ও পানীয় বিষয়ে সুব্যবস্থার অভাবেও একপ জ্বর সহসা আরাম হইতে পায় না। ডাক্তরেরা প্রায়ই মাংস পথ্য ও সুরাপান ব্যবস্থা করেন কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধানদেশে সুস্থাবস্থায়ও এই দুই দ্রব্য নিয়ত আহার ও পান সহ্য হয় না এবং রুগ্ন অবস্থায় ঐসকল যে আরো অসহ্য হইবে তাহা সহজ বুদ্ধিতেই উপলব্ধি হয়। আমিষ খাদ্যের মধ্যে মৎস্যই এদেশের বিশেষ উপযুক্ত, কেন না উহা মাংসাপেক্ষা সহজে পরিপাক হয় এবং রুগ্ন অবস্থায় যাহা সহজে পরিপাক হয় তাহা যে উৎকৃষ্ট খাদ্য, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইবে। সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সুরা শরীরকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে বলিয়া পুরাতনজ্বরের অবস্থায় ঐ শরীরউত্তপ্তকারী পানীয় প্রায়ই অনিষ্ট করে। কাজেই প্রোক্ত খাদ্য ও পানীয় পুরাতনজ্বরে প্রায় ডাক্তরে ব্যবস্থা করাতে তাঁহারা চিকিৎসার ফললাভ দেখাইতে পারেন না। কিন্তু যে সকল বহুদর্শী ডাক্তরেরা সাহেব ডাক্তরের ধামাধরা নহেন, দেশীয় দুর্ব্বল লোককে উপযুক্ত ও অল্প মাত্রায় ঔষধসেবন করান এবং রোগীর পথ্য ও পানীয় হইতে মদ ও মাংসবর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যে পুরাতনজ্বর বেশ আরাম করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমারা ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতনজ্বরের চিকিৎসাতে প্রায়ই কৃতকার্য্য হইয়া থাকি।

কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে পুরাতনজ্বরের চিকিৎসা যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। ক্ষুদ্র মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা হয় বলিয়া ইহাতে শরীরের কোন অপকার করিতে পারে না, কাজেই বহু-দর্শী চিকিৎসক, রোগের উপযুক্ত ঔষধ বাছনী করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলেই উপকার হয়। তাহা ছাড়া হোমিওপ্যাথিক মতে আহারের অত্যাচার হইতে পারে না এবং সুরাপান একেবারে নিষেধ থাকাতে উপযুক্ত ঔষধে নিজ আরোগ্য শক্তি প্রকাশ করিতে আর কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয় না। শুদ্ধ পুরাতনজ্বর কেন, যাবতীয় পুরাতন বা স্থায়ী পীড়াতেই এই মতের চিকিৎসাতে আশ্চর্য্য ফল প্রকাশ প্রায়। আমাদের সহযোগী বলেন যে, উপসর্গহীন পুরাতন জ্বরই কবিরাজী চিকিৎসাতে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে, ইহা আমরাও অস্বীকার করি না, কিন্তু উপসর্গযুক্ত অনেক পুরাতন জ্বরও আমরা হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে আরোগ্য করিয়া থাকি। পাঠকবর্গের অবগতার্থে আমরা আগামীবারে তাহার ২।৪টী উদাহরণ প্রদান করিব। ক্রমশঃ।

অর্শরোগ।*

(বৈদ্যক।)

যত প্রকার কষ্টসাধ্য বা দুশ্চিকিৎস্য রোগ আছে, তাহাদের মধ্যে এই অর্শরোগকেও একটী প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। বাস্তবিকও ইহা এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক বলিযাই বৈদ্যশাস্ত্রকারগণ ইহার অর্শ (অরিবৎ শৃণাতি হিনস্তীতার্শ) এই নাম দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এক অজীর্ণরোগ যেমন অর্শপ্রভৃতি নানাবিধ উৎকট উৎকট রোগের কারণস্বরূপ হয়, তেমন আর অন্য কোন রোগ হইতেই দেখা যায় না। সুতরাং পরিপাক শক্তির প্রতি অর্শরোগেরও হ্রাসবৃদ্ধির সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে। কারণ সর্ব্বদা অগ্নিবলের প্রতি দৃষ্টিরাখিলেই অর্শজনিত রোগসমূহ নিবৃত্ত হইয়া

*এই প্রস্তাবের বৈদ্যক বিষয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও ডাক্তারী বিষয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু বসু এম, ডি মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত হইল।

চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

থাকে। কেন না প্রায়ই দেখা যায় যে, পরস্পর পরস্পরের কারণভূত অর্শ, অতীসার এবং গ্রহণী এই তিনটী রোগেরই অগ্নির বল হীন হইলে বৃদ্ধি এবং অগ্নির বল বৃদ্ধি হইলে ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব এই তিনটী রোগে বিশেষরূপে অগ্নির বল রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত।

১। অর্শরোগের সংখ্যাভেদ।

এইমতে অর্শরোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার। কতকগুলি সহজ অর্থাৎ যাহা পিতৃমাতৃদোষে জন্মিবার সময় শরীরের সহিত উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি জন্মোত্তরকালজ অর্থাৎ জন্মিবার পর যাহা নিজের অহিত আহারাচারাদি হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কেহ বা অন্তর্বলী ও বাহ্যবলীভেদে অর্শকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। পরন্তু কাহারও মত যে স্রাবী ও শুষ্কভেদে অর্শ দ্বিবিধ অর্থাৎ যাহা হইতে রক্তাদির স্রাব হয়, তাহা স্রাবী অর্শ, আর যাহা হইতে তাহা হয় না তাহাই শুষ্কার্শ। অপর বৈদ্যক অধিকাংশ গ্রন্থে কিন্তু অর্শরোগকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ ও সহজ।

২। অর্শের উৎপত্তি স্থান।

মলদ্বারে যে সার্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল পরিমিত অন্ত্র আছে, তাহাই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটী বলি বলিয়া অভিহিত হয়। এই তিনটী বলিতেই অর্শ জন্মে। কেহ কেহ পুরুষাঙ্গ, যোনি ও মুখ নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ বিশেষকে অর্শের উৎপত্তি স্থান বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু প্রকৃতিপক্ষে তত্তৎস্থান জাত বর্দ্ধিত মাংস, অধিমাংস রোগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৩। সহজ অর্শের আকার।

সহজ অর্শের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি বৃহৎ, কতকগুলি অন্তঃকুটিল ও কতকগুলি বহিঃকুটিল প্রভৃতি হইয়াথাকে। এই সহজ অর্শের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা অতি বিস্তৃত বলিয়া এস্থলে আর তাহা বিবৃত করা হইল না। সুতরাং চরকাদি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানা আবশ্যক।

৪। জন্মোত্তর কালজ অর্শের কারণ।

প্রতিনিয়ত গুরুতর আহার প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অগ্নি নষ্ট হয় বলিয়া অত্যন্ত মলসঞ্চয় হয়। অনন্তর উবু হইয়া বসিয়া অত্যন্ত বেগ প্রদান ইত্যাদি কারণে সেই সঞ্চিত মল অধোগত মলের সহিত মিলিত হইয়া বলি সমূহে বদ্ধ করে, সেই হেতু বলি সমূহে অর্শ সকল জন্মিয়া থাকে।

৫। বাতজাদি অর্শরোগের আকার।

বাতাদি দোষজনিত অর্শ সমূহের সর্ষপ, মসুর, মাষকলায়, খেজুর, যজ্ঞডুমুর, পানিফল এবং কুক্কুট কিংবা ময়ূরের চঞ্চু বা জিহ্বার আকৃতির ন্যায় নানাবিধ আকার হইয়া থাকে। বাতাদিজনিত অর্শের পৃথক্ পৃথক্ কারণ, লক্ষণ ও আকৃতির বিষয় চরকাদি গ্রন্থে জ্ঞাতব্য।

৬। যে জন্য অর্শরোগ কষ্টসাধ্য।

অর্শরোগ জন্মিলে শরীরস্থ বায়ু পিত্তাদি ত্রিবিধ দোষই প্রকুপিত হয়, সেই জন্য অর্শ সকল অত্যন্ত কষ্ট ও নানাবিধ ব্যাধিজনক হইয়া সর্ব্বশরীরের ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। অতএব অর্শমাত্রকেই অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিতে হইবেক।

৭। যে অর্শরোগ প্রায়শঃ অসাধ্য।

অর্শরোগে যাহার হস্ত, পাদ, মলদ্বার, নাভি, মুখ ও অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ এবং হৃদয় ও পার্শ্বস্থানে বেদনা জন্মে, তাহার সেই অর্শ প্রায়ই অসাধ্য।

৮। অর্শরোগের যে অবস্থায় প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

অর্শরোগীর হৃদয় ও বস্তিস্থানে বেদনা, ছর্দ্দি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা এবং মলদ্বারে পাক হইলে তাহাতে অচিরাৎ প্রাণ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন এই মতে সহজ ও ত্রিদোষজ অর্শ এবং যে সমস্ত অর্শ অন্তর্বলি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। ঐ সমস্ত অর্শ অসাধ্য হইলেও যদি রোগীর প্রচুর

অগ্নিবল থাকে, বিশেষতঃ যদি চিকিৎসক, রোগী, পরিচারক ও ঔষধের কোনরূপ ত্রুটী না হয়, তবে ঐ অসাধ্য অর্শও যাপ্য অর্থাৎ চিকিৎসাদ্বারা উহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইলেও অনেকটা শান্তি থাকিতে পারে।

৯। যে সমুদায় অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য।

যে সমুদায় অর্শ দ্বিতীয় বলি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য। আর যে সকল অর্শ জন্মিবার পর একবৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাও কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে।

১০। সুখসাধ্য অর্শ।

যে সমুদায় অর্শ বাহ্য বলিতে জন্মে, এক দোষজ এবং অচিরোৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় অর্শ সুখসাধ্য, অর্থাৎ যত্ন করিলে সহজেই আরাম হইতে পারে। অতএব সেই সমস্ত অর্শের শান্তির জন্য বিচক্ষণ-ব্যক্তির খুব শীঘ্র শীঘ্র যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে হেতু এই সকল অর্শ সুখ-সাধ্য হইয়াও বিনা চিকিৎসায় ইহা অতি শীঘ্রই মলদ্বার রুদ্ধ করিয়া বদ্ধ-গুদোদর জন্মাইতে পারে। এবং ক্রমে অসাধ্য হইয়াও পড়ে। ক্রমশঃ—

এলোপ্যাথি মতে।

অর্শরোগের কষ্টসাধ্যতা বা দুশ্চিকিৎস্যতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বৈদ্য-মতে যাহা বলা হইল, তাহা সম্পূর্ণই সত্য বলিতে হইবেক। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, এই রোগ একবার রীতিমত জন্মিলে ইহা প্রায়শই রোগীর পক্ষে বিশেষ কষ্টদায়ক হয় এবং ইহার শান্তিও প্রায় সহজে হইতে দেখা যায় না। পরন্তু অজীর্ণতাই যে এই রোগের সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

১। অর্শরোগের সংখ্যাভেদ।

উপরে বৈদ্যকমতে যেমন অর্শরোগকে সহজ বাতপিত্তাদি ও অন্তর্ব-লিজ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে, ডাক্তারী মতে অর্শরোগের ঐরূপ সহজাদি বিশেষতঃ বাতজাদি সংখ্যাভেদ নাই।

পরন্ত জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সহিত যে অর্শরোগ জন্মিতে পারে, সে সম্বন্ধে ত ডাক্তারীমতে কিছুই নাই। এবং ইহা যে হইতে পারে, সে বিশ্বাসও আমাদের নাই। তবে জন্মোত্তরকালজ অর্থাৎ জন্মের পর মনুষ্যের অহিত আহারাচারাদি হইতে যে অর্শরোগের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহাতে আর কথা নাই। এবং তাই হইয়াই থাকে। সুতরাং এইটীই আমরা অর্শের সাধারণ কারণ দেখি। যাহা হউক, ডাক্তারীমতে সাধারণতঃ অর্শরোগ অন্তর্বলি ও বাহ্যবলিভেদে দুই প্রকার কথিত হইয়া থাকে।

২। অর্শের উৎপত্তিস্থান।

এই মতে কেবল মলদ্বার ভিন্ন শরীরের অন্য স্থান অর্শের উৎপত্তিস্থান বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুতরাং মলদ্বারই অর্শের উৎপত্তির প্রকৃত স্থান বুঝিতে হইবেক।

৩। জন্মোত্তর কালজ অর্শের কারণ।

জন্মোত্তর কালজ অর্থাৎ জন্মের পর অহিত আহারাচারাদিদ্বারা জাত অর্শের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে উপরে বৈদ্যমতে গুরুতর ভোজন প্রভৃতি যে সমস্ত অজীর্ণজনক কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণকে অতি উৎকৃষ্ট কারণ বলিতে হইবেক। ডাক্তারীমতেও অর্শরোগের কারণ উহাই। বিশেষতঃ মলসঞ্চয় হইয়া মলের গুঁটুলে বাঁধিয়া যে অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাও ঠিক্ বথা। কেননা এই গুঁটুলে হওয়ার কারণ রোগী বাহ্যে বসিয়া অত্যন্ত বেগ দেয় বলিয়া ক্রমে প্রায়ই তাহা হইতে অর্শ-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

৪। অর্শরোগের আকার।

ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যকমতে বাতপিত্তাদি জনিত অর্শের মসূরাদি যে সমস্ত আকারের বিষয় লিখিত হইয়াছে,অর্শের আকারাদি সম্বন্ধে ডাক্তারীমতেও বক্তব্য তাহাই।

৫। যে সমুদায় অর্শ প্রায়শঃ অসাধ্য।

অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্তপদাদিতে শোথ এবং হৃদয় ও পার্শ্বস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহার সেই অর্শ প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং উপরে অর্শের অসাধ্যতা সম্বন্ধে বৈদ্যমতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই বলিতে হইবেক। পরন্তু যদি এই রোগের সহিত জ্বর ও তৃষ্ণা প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং ইহাতে যদি মলদ্বার পাকিয়া উঠে, তাহাহইলে রোগীর প্রাণেবাঁচা ভার হইয়া থাকে।

ক। উপরে বৈদ্যমতে বলা হইয়াছে যে অন্তর্বলি অর্শ অসাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হয় না। কিন্তু অর্শ অন্তর্বলি হইলেই যে অসাধ্য হয়, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমরা অনেক অনেক অন্তর্বলি অর্শ আরোগ্য করিয়া থাকি। তবে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রচুর অগ্নিবল থাকিলে অর্শমাত্রেই সম্পূর্ণরূপে আরাম না হউক; কিন্তু যাপ্য থাকিতে পারে। এটী খুব্ ভাল কথা এবং আমরা এই কথার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।

খ। দ্বিতীয় বলি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন অর্শ যে কতকটা কষ্টসাধ্য বিশেষতঃ অর্শরোগ জন্মিবার পর এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে তাহার শান্তি করিতে আরও যে অধিক কষ্টপাইতে হয়, ইহা সম্পূর্ণই সত্য কথা। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, সামান্য রকমের অর্শরোগ সামান্যবোধে চিকিৎসা না করাইলে অচিরাৎই উহা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব অর্শ জন্মিবামাত্রেই শীঘ্র শীঘ্র ইহার প্রতীকারের চেষ্টাকরা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

গ। যদি অর্শ কেবল বাহ্য বলিতে জন্মে এবং ইহার সহিত বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকে, পরন্তু জন্মিবার পর অধিক সময় অতীত না হয়, তবে সেই অর্শ অতি সহজেই আরাম হইতে পারে। কিন্তু যে অর্শই হউক, শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসা না করিলে ইহা প্রায়ই গুরুতর আকার

ধারণ করে এবং ইহা হইতে ভগন্দর রোগও উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিক কি ইহাতে মলদ্বার ফাটিয়া যাইতেও আমরা দেখিয়াছি।

ক্রমশঃ—

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম, ডি।

হোমিওপ্যাথিক মতে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি এই উভয় মতে রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, সুতরাং অর্শরোগের আকার প্রকার বা লক্ষণাদি সম্বন্ধেও এইমতে আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। তবে ইহার লক্ষণ গুলি পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বর্ণিত থাকিলেও আমরা এস্থলে আর তাহার উল্লেখ না করিয়া ইহার চিকিৎসার সময় একবারে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসার বিষয় বলিব।

ক্রমশঃ—

মিলন বা মীমাংসা।

পাঠক দেখিযাছেন এক বায়ু পিত্তকফের গোলযোগ ভিন্ন উপরে অর্শরোগ সম্বন্ধে যতগুলি কথা বলা হইয়াছে, উভয়মতে তাহার অধিকাংশ স্থলেই মিল আছে। অজীর্ণ হইতে ক্রমে মলসঞ্চিত হইয়া অর্শ জন্মে, অর্শের আকার প্রকার এবং সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়েই সম্পূর্ণ মিল আছে। কেবল অর্শরোগ বলিয়া নহে, বৈদ্যমতে রোগনির্ব্বাচন প্রণালী যদি বায়ুপিত্তাদির প্রতি অধিক নির্ভর না করিত, তবে পাঠক দেখিতেন সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতেই দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসার মিলন দেখান যাইতে পারিত। যাহাহউক, ইহার চিকিৎসা-সম্বন্ধে কতদূর মিল আছে, তাহা আগামী বারে দেখাইব।

ক্রমশঃ—

হাতুড়ে চিকিৎসক।

বাঙ্গালায় কমবেশী ছ কোটী লোকের বাস। এই ছ কোটী লোকের পনর আনা উনিশগণ্ডা বিনা কষ্টে পরিবারের ভাত কাপড় যোগাইতে পারেন না। এর উপর নিত্য রোগ ঘরে ঘরে রোজ রোজ ডাক্তার কবিরাজের দরকার। চিকিৎসার খরচ—পথ্যের খরচ রোজ রোজ জুটান লোকের অসাধ্য হইয়া উঠিযাছে। এমন অবস্থায় রোগের হাত এড়াইবার উপায় আর সহজে ও খুব কম খরচে রোগভাল করিবার উপায় সাধারণের আয়ত্ত না হইলে এদেশের লোকের সুখসচ্ছন্দে বাস হওয়ারও আর উপায় নাই—জীবন রক্ষারও আর উপায় নাই। কঞ্চির কলম, কয়লার কালি, তালপাতা আর কলাপাতা যে দেশের লোকের লেখা পড়া শিখিবার উপকরণ, রোগের চিকিৎসায় সে দেশের লোকের কি বেশী খরচ করা সম্ভবে? কখনই না। এখন দেখ, কি হইলে এদেশের লোকের চিকিৎসার খরচ কমে। আমি এখানে সহরের বড বড় লোকদের কথা বলিতেছি না। মনে করিলে তাঁরা ইংরেজ ডাক্তরকে বারে বারে ষোল টাকা বিজিট্ দিয়াও চিকিৎসা করাইতে পারেন। পরিবারের ভাত কাপড় যোগাইতে যাঁদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, এখানে আমি কেবল তাঁদেরই কথা বলিতেছি। তাঁরাই এদেশের ভিত্তি—তাঁহাদের লইয়া এদেশ এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যও তাঁদেরই লইয়া। বেশী কথা আর কি? এদেশের উন্নতিই তাঁদের লইয়া তাঁদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি—তাঁদেরই শান্তিতে দেশের শান্তি—তাঁদেরই সুখে দেশের সুখ। এখানে আমি তাঁদেরই কথা বলিতেছি—আর তাঁদেরই চিকিৎসার খরচ কিসে কমে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে হাতুড়ে ডাক্তর কবিরাজদেরই হাতে তাঁদের জীবন—হাতুড়ে ডাক্তর কবিরাজ ছাড়া তাঁদের আর গতি নাই—হাতুড়ে ডাক্তর কবিরাজেরাই তাঁদের ত্রাণকর্ত্তা। চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত অবশ্য-জ্ঞাতব্য নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থূল স্থূল বিষয় গুলি যদি এই সব হাতুড়ে ডাক্তর কবিরাজদের শিখাইয়া দিতে পার, তবেই এদেশের লোকের জীবন রক্ষার উপায় যথার্থই করিয়া দিলে। চাপরাস—ওয়ালা ছোট বড় ডাক্ত-

ডাক্তারী।

(সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র)

য়েরা হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন,— এই হাতুড়ে বেটারাই দেশটাকে ছ্যার খারে দিলে। এ বেটারা আর চিকিৎসা করিতে না পায়, এমন উপায় না করিলে আর চলিল না। আমরা সকলে মিলিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিব, হাতুড়েরা যেন আর চিকিৎসা করিতে না পায়। মনে কর, এই দেশহিতৈষী চাপরাস-ওয়ালা ডাক্তার মহাশয়েরা কথায় যা বলিলেন কাযে তা ঘটাইলেন—এ দরিদ্র দেশে তা ঘটাইবার ত যো নাই—ই। তার পর, এদেশের কোটী কোটী নিঃস্ব লোকের দুর্দ্দশার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে সব রোগ ভোগ করিতেছে; কিন্তু বিনা অষুদে, বিনা পথ্যে সব মারা পড়িতেছে। দুকো ঠাকা অষুদ বিষুদ জানেন, চিকিৎসাও এক আধটু জানেন, এমন লোক নিকটে আছেন বটে; কিন্তু তাঁরা মেডিকেল কলেজেও পড়িয়া পাস পান নাই; মেডিকেল স্কুলেও পড়িয়া পাস পান নাই; চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট পড়িয়াও কবিরাজিতে পাস পান নাই। গবর্ণমেণ্টের হুকুম, হাতুড়ে দিয়া চিকিৎসা করাইবার যো নাই! এখন কি করি! বিসম মুস্কিলে পড়িলাম! জীবিত থাকিয়াই বা কেমন করিয়া স্ত্রী পরিবারদের এরকম মৃত্যু চকে দেখি। শুনিছি মহকুমার এক জন পাস করা ডাক্তর আছেন। মহকুমা এখান থেকে পাঁচ কোশ। এখানে তাঁর বিজিট দশ টাকা। এ ছাড়া এখানে তাঁহাকে আনিতে পাল্কীভাড়া ২ টাকা লাগিবে। এখন এই বার টাকা জুটাইতে না পারিলে তাঁহাকে ত এক বার আনিতেই পারিব না। অষুদের দাম আর পথ্যের খরচ ত পরের কথা। কিন্তু আমি এখন বার টাকা পাই কোথায়? দুমাসেও আমি বার টাকা উপায় করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট এ রকম হুকুম জারি করিয়া গরিব গৃহস্থদের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন! এ রকম হুকুম জারি করিবার আগে, গাঁয়ে গাঁয়ে গৃহস্থরা বিনা খরচে এক এক জন পাস করা ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্টের এরকম বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।

কাঙাল গরিবদের রোগ হইবে না, গবর্ণমেণ্ট এ রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিলে আরও ভাল হইত! আবার কিছুদিন দেখ না, এই হুকুম জারিতেই দেশটা নিষ্প্রদীপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট এমন বিচক্ষণ হইয়াও কি বুঝিতে পারেন নাই যে কাঙাল গরিবদের রোগ হইলে তাদের হাতুড়ে চিকিৎসক বৈ আর উপায় নাই—আর গতি নাই। গবর্ণমেণ্টের তা না বুঝিবারই কথা বটে। কেন না যাঁরা জুতো পায় দিয়া হাঁটেন, শুদু পায় যারা হাঁটে তাদের কষ্ট তাঁরা কেমন করিয়া বুঝিবেন? গবর্ণমেণ্ট এ রকম হুকুম জারি না করিয়া, কাঙাল গরিবদের ত্রাণকর্ত্তা হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজদের শিখাইবার কোন উপায় করিয়া দিলেন না? তা হইলে যে ইংরেজেরা এদেশের কাঙ্গাল গরিবদের সত্য সত্যই মা বাপ হইবেন। তা হইলে যে ইংরাজ রাজ্য যথার্থই রামরাজ্য হইত। তা হইলে যে পয়সার অভাবে কু চিকিৎসায় কাঙাল গরিবদের মরিতে হইত না। দেশ হিতৈষী চাপরাসওয়ালা ছোট বড ডাক্তার মহাশযরা হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর বিরক্ত হইয়া কথায় যা বলিযা থাকেন, কাযে তা ঘটাইতে পারিলে, গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গৃহস্থদের এই রকম আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইতে না।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(এলোপ্যাথি)

৩৪।৩৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক উকীলের প্রায় ৬ মাস পূর্ব্ব হইতে পুরাতন জ্বর ও তাহার সহিত শরীর ফ্যাকাশে হইতে থাকে। এমন কি তাঁহার হাত, চক্ষের কোণ, জিভ ও ওষ্ঠ পর্য্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্গে প্লীহা বা যকৃতের কোনরূপ দোষ জন্মে নাই। কেবল রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য অর্থাৎ বুকের ধড়ফড়ি অধিক মাত্রায় হইত। এবং প্রতিরোজ বৈকালে অতি সামান্য পরিমাণে জ্বর আসিত।

ক্ষুধা খুব্ কম ছিল, বলও অধিক ছিলনা। কিন্তু পেটের অসুখাদি অন্য উপসর্গ কিছুই ছিল না। বরং বাহ্যে অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। বৈদ্যমতে ইহাকে কি রোগ বলে তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের মতে ইহার নাম পারনিসেচ্ অ্যানিমিয়া (Pernicious aneamia) অর্থাৎ এই রোগে শরীরস্থ রক্তের মধ্যস্থিত রক্তকণার দিন দিন হ্রাস হইতে থাকে এবং রক্ত মধ্যস্থিত শুভ্রকণার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহাহউক, রোগী আমার নিকট আসিলেই আমি প্রথমে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর মনে করিয়া কুইনাইন্ ও লৌহ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাদ্বারা সুফল ফলিল না। এই ঔষধ ১০।১৫ দিবস সেবন করিয়াই রোগীর জ্বর ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। পরন্তু লৌহ প্রয়োগ করিয়া রক্তবৃদ্ধিব যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা কিছুই হইল না। সুতরাং এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, লৌহ সর্ব্বত্রই রক্তবৃদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত নহে। যাহাহউক, যখন দেখিলাম যে, কুইনাইন্‌দ্বারা আর জ্বর কমিল না, তখন কেবল জ্বরশান্তির জন্যই আমি রোগীকে লাইকার্ আর্সেনিক্ অর্থাৎ কেবল সেঁকোবিষ খুব্ অল্পমাত্রায় প্রথমে ১ ফোঁটা প্রত্যহ তিনবার করিয়া পরে ক্রমে ৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া গেল। বড় আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই ঔষধ ৪।৫ দিন সেবন করাতেই রোগীর জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল। এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি, দাস্ত পরিষ্কার হইয়া বুকের ধড়ফড়ানি কমিয়া আসিল। কেবল তাহা নহে, অন্ততঃ তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর শরীরস্থ রক্তেরভাগ বৃদ্ধি হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য যে,এই রোগী এই ঔষধেই দুইমাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন।

মন্তব্য।

এস্থলে এই রোগীর উপলক্ষে বক্তব্য—আর্সেনিক্ কেবল যে জ্বরের শান্তিকারক ঔষধ তাহা নহে, এবং ইহাদ্বারা কোন কোন স্থলে রক্ত কণিকারও যে কেবল হ্রাসরোধ করে, তাহা নহে, ইহাতে রক্ত কণিকার বৃদ্ধিও হইতে পারে।

শ্রীভগবানচন্দ্র রুদ্র এম্, এ, এম্, ডি,

সমালোচনা।

১। বাবু কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "অক্ষি চিকিৎসা" মূল্য ২, টাকা ছাত্রের পক্ষে ১, টাকা। গ্রন্থকার পূর্ব্বে অপ্থাল্মিক্ হস্পিটালে কাজ করিয়া অনেক বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও উহাতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাও দিয়াছেন। উভয় মতের চিকিৎসা বেশ হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত ঔষধেরদ্বারা চিকিৎসা দেওয়া হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সে যাহাহউক, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় চক্ষু চিকিৎসা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি থাকিলে অনেক সাহায্যলাভ করিতে পারিবেন।

২। আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী—

সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনগুপ্ত কবিরত্ন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কবিরাজ শ্রীভগবতী প্রসন্ন সেনগুপ্ত ও কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১২ নং কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মুল্য ৩।৵০ আনা মাত্র। যে মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য যে রূপ গুরুভার স্কন্ধে লইয়া সঞ্জীবনী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত সঞ্জীবনীতে সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন না হইলেও ইহার ভাষার সৌন্দর্য,লেখার গাম্ভীর্য্য ও অন্যান্য বিষয়ের পারিপাট্য দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবং ইহার ভাবী উন্নতি সম্বন্ধেও আমাদের অনেকটা আশা জন্মিয়াছে। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র দ্বয় অপেক্ষাকৃত ধনীসন্তান হইয়াও যে এত অল্পবয়সে ধনীজনসুলভ বিলাসিতা হইতে ক্রমে নিবৃত্ত থাকিয়া এতাদৃশ মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে যথার্থই গৌরবের কথা। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, সঞ্জীবনী ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া সাধারণের উপকার, স্বীয় নামের সার্থকতাসম্পাদন এবং সম্পাদক দ্বয়ের গৌরবের বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। কিন্তু প্রবলপরাক্রম দুর্দ্দান্ত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে সঞ্জীবনী স্থায়ী থাকিয়া তাহা পারিবেন কি?

জাতীয়দৈহিকপুনরুজ্জীবন।

এ দেশবাসীরা দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী বলিয়া যে প্রায় বিদেশীয় ও অনেক চিন্তাশীল স্বদেশীয় লোকের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আমরা ইহার কয়েকটী কারণ এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা পাইব।

এরূপ অপকৃষ্টতার সমুদয় কারণ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা (১) নৈসর্গিক বা স্থানীয় (২) ও ক্রমে-লব্ধ দূষিত প্রথা বা প্রকৃতিমূলক। যে সকল কারণ স্থানীয়, তাহা নিবারণ করা কঠিন, কেননা কোন দেশে বাস করিতে গেলে সেই দেশের জল বায়ু উত্তাপ বা শীতলতার অধীন হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া ক্রমে সেই দেশোপযোগী পরিবর্ত্তন শরীরে ঘটে। যেমন ম্যালেরিয়া, গোদ, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগপ্রধান দেশে বাস করিতে গেলে সেই সকল রোগাত্মক বীজ ক্রমে রক্ত ও মজ্জাগত হওতঃ শরীরকে যথোচিত মতে সবল ও বীর্য্যশালী হইতে দেয় না। যথা প্রথমোক্ত কারণ বশতঃ এদেশের স্থানে স্থানে, লোকের শরীর যেরূপ দুর্ব্বল ও বীর্য্যহীন হয়, তাহার কয়েকটা কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে যথা।

(১) যে সকল সমভূমি স্থানের প্রত্যেক ঘন বুরুল বায়ুর গুরুত্ব ১৫ পাউণ্ড বা সাড়ে সাত শের, তথাকার লোক যেমন দীর্ঘকায় সবল বা বলিষ্ঠ এবং তাহাদের কঙ্কাল বা অস্থি যেমন বড় ও ভারী, তেমন যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রত্যেকে ঘন বুরুল বায়ুর গুরুত্ব ৬।৮।১০ পাউণ্ড বা তিন চারি কি পাঁচ সের মাত্র, সেই দেশবাসীর শরীর দীর্ঘ বা বলিষ্ঠ হয় না। যথা ভুটিয়া বা দার্জ্জিলিংবাসী যুবকদের এদেশীয় ১০।১২ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় খর্ব্বাকার দেখায় এবং তাহাদের গঠন অনুসারে যথোচিত বলিষ্ঠ হইলেও এদেশীয় বা ইউরোপীয় সুস্থ শ্রমজীবীর ন্যায়

বলবান্ প্রায় কেহই হয় না। বায়ুর লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে যে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা দেখান হইল।

(২) আবার উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে মানব শরীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও সামান্য নহে, তাহার প্রমাণ এক জন ইউরোপীয়েন এবং আর এক জন বাঙ্গালী এই উভয় জাতীয় লোকের বিদ্যা বা জ্ঞান উপার্জ্জনের শক্তি সমতুল্য হইলেও তাহাদের শরীর সমভাবে গঠিত বা বলবান নহে। অপরদিকে অতি শীতল বা অতি উষ্ণ দেশের লোকেরা যে মধ্যবিৎ শীতল ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশ অপেক্ষা খর্ব্বাকার ও দুর্ব্বল, ইহার উদাহরণ এক দিকে উত্তর কেন্দ্রিয় "এস্কুইম্" এবং অপরদিকে ইকোয়েটার বা ভূমধ্য রেখার এণ্ডামান্ জাতি। পূর্ব্বে যে কয়টী উদাহরণের উল্লেখ করা গেল, তাহাতে যে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটে, ঐ সকল স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ক্রমে ২।৩ পুরুষে তাহা সংশোধন হইতে পারে, তাহা ছাড়া তজ্জন্য উপায়ান্তর নাই।

দূষিতপ্রথা বা প্রকৃতিমূলক কারণে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে এবং শরীরকে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন করে, তাহা নিবারণের উপায় প্রত্যেকের ইচ্ছা বা মনের উপর নির্ভর করে অথবা সামাজিক অনিষ্টকর নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই সাধিত হয়। তাহা এখন বিবৃত করা যাইতেছে—এইরূপ অনিষ্টের এদেশে কয়েকটী প্রধান কারণ আছে যথা।

(১) বাল্য বিবাহ (২) বহু বিবাহ (৩) অনুপযুক্ত আহার (৪) ব্যায়ামের অভাব (৫) পানদোষ। (৬) হস্তমোক্ষণ ও স্বপ্নদোষ (৭) অভিগমন দোষ। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিস্তারিত রূপে কিছু বলা গেলে প্রত্যেকের অনিষ্ট কারিতা সকলের সহজবুদ্ধিতে উপলব্ধি হইবে যথা।

বাল্যবিবাহ।

এ দেশে হিন্দুর এবং অনেক মুসলমানের বিবাহ অতি অল্প বয়সে হয়। হিন্দুদের মধ্যে ৫ হইতে ৮।৯ বৎসরের বালিকার ১২।১৩ বৎসরের বালকের সঙ্গে পরিণয় হয় এবং এরূপ কোমল বা অপক্ক বয়সে বিবাহ হইলে

বালিকার ১১।১২ বৎসর বয়সে প্রায় সন্তান জন্মে এবং ঐ সন্তান ও মাতা পিতার ন্যায় দুর্ব্বল বা ক্ষীণজীবী হওয়াতে প্রায় বাঁচে না অথবা দুর্ব্বল ও চিররোগী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বালিকা-প্রসূতির গর্ভাবস্থায় নানা গুরুতর পীড়া এবং প্রসবসময়ে ভয়ানক যাতনা ও পীড়া উপস্থিত হইয়া প্রাণরক্ষা সংশয় হয়। তৃতীয়তঃ ঐ বালিকাপ্রসূতি প্রসব যাতনা হইতে রক্ষা পাইলেও প্রায়ই আজীবন স্বাস্থ্যহারা হয় এবং ২০ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই যৌবনের রূপলাবণ্যময় শরীর বৃদ্ধ বয়সের কৃশতা বা কঙ্কালবৎ আকার ধারণ করে এব ৪০।৪৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে প্রায় পতিত হয়।

চতুর্থঃ। পুরুষের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে স্ত্রী সংসর্গ দোষ ঘটিলে ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর দুর্ব্বল ও রোগ-প্রবণ হয় এবং মস্তিষ্কের কার্য্যে অক্ষম হওতঃ জ্ঞান বা বিদ্যা উপার্জ্জনের পক্ষে ও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। পঞ্চমতঃ। বাল্যাবস্থায় বিবাহিত পুরুষদের ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ বা উপদংশ রোগ জন্মিয়া অল্পবয়সে স্বাস্থ্যহারা ও সংসারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং খর্ব্বজীবীও হয়। ফলতঃ চারা গাছে ফল জন্মিলে যেমন সেই গাছ বাড়িতে পারে না এবং শীঘ্র শুকাইয়া যায় বা মরে, বাল্যাবস্থায় সন্তানাদি হইতে লাগিলেও ঠিক্ সেই ফল হয়।

(২) বহুবিবাহ।

এদেশের প্রায় অনেক স্থানে এক পুরুষের সঙ্গে ২।৩ স্ত্রীর বিবাহ হয়। মুসলমানেরা আরো অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কুলীনদের মধ্যে একজন পুরুষকে শতাবধি স্ত্রী গ্রহণ করিতেও দেখা যায়। আবার আসাম ও উৎকলের স্থানে স্থানে এক স্ত্রী ৪।৫ পুরুষে বিবাহ করার প্রথাও প্রচলিত আছে। যাহাহউক এরূপ বিবাহে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পারিবারিক কলহ বিসম্বাদ ভ্রষ্টাচারিতা ইত্যাদি নানা সামাজিক বিপ্লব যে ঘটায়, তাহা বোধ হয় কাহারো অবিদিত নহে, কিন্তু এস্থলে এই সকল অনিষ্টকর কারণ প্রদর্শন করান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উহার সঙ্গে স্বাস্থ্যভঙ্গের ও শরীর

পতনের যে অনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহাই আমাদের বক্তব্য বিষয়। অশ্লীলতার ভয়ে যদিও আমরা বিষয়টী বিস্তারিত করিয়া বলিতে পারিলাম না, তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, স্ত্রীপুরুষ সংসর্গজনিত যে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা স্নায়বীয় বা মস্তিষ্ক ও পোশকশক্তির অতিরিক্ত উত্তেজনা বা প্রয়োগেই ঘটে। এই দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে এক প্রহর পূর্ব্বে তাহা প্রায়ই দূর হয় না, অর্থাৎ তাহাতে যে স্নায়বীয় ও পৈশিক পদার্থের ক্ষয় হয়, তাহা পূরণ হইতে অন্ততঃ এক প্রহর কাল আবশ্যক করে। বহু বিবাহ বা ব্যভিচারজনিত সংসর্গে পুনঃ পুনঃ শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী তাহাদের শরীর কখনো সবল বা বীর্য্যশালী হইতে পারে না। অভিগমনবিষয়ক প্রবন্ধে আমরা এবিষয় আরো কিছু বিস্তারিত করিয়া লিখিব, এক্ষণে এই মাত্র স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক রমণী সজীব যমজ বা বহুক্রমি প্রসব করিলে এবং ঐ সকলকে একক স্তন্য দিতে হইলে সেই সকল শিশু যেমন তাহাদের গর্ভধারিণীকে শীঘ্র দুর্ব্বল করে কিম্বা এক বৃক্ষে বৎসর বৎসর অধিক ফল ফলিলে সেই বৃক্ষ যেমন বড় হওয়া দূরে থাকুক বরং শীঘ্রই মরিয়া যায়, তেমন যুবক যুবতীদের পক্ষে বহুবিবাহ দোষ ঘটিলে তাহারা সবল ও বীর্য্যশালী হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রায়ই অকালে মৃত্যু গ্রাসে পড়ে।

(৩) আহার।

এদেশে আহার ও পান দোষ যথেষ্ট আছে এবং এজন্যও লোক প্রকৃত রূপে সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। এস্থলে তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখার স্থান নহে, বিশেষতঃ আমরা এই প্রত্যেক বিষয় সিটিকলেজের মাসিক সভার অধিবেশনে ইংরাজীতে যে উপদেশ দিয়াছি, তাহা ইণ্ডিয়ান্‌মিরর সংবাদ পত্রে প্রকাশ ও কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদপত্রেও অনুবাদ হইয়াছে, এস্থলে সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিব যে এই দেশে খাদ্য দ্রব্যের ত্রুটি নাই কেবলমাত্র স্থান বিশেষে বৃষ্টির অভাবে শস্য উৎপন্ন না হইলে যখন তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই খাদ্যের অনাটন হইয়া শরীরের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়, নচেৎ যাহারা মাছ ভাত বা ডাল ভাত

খাইতে সমর্থ হয়, তাহাদের পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব নাই, তাহারা ঐরূপ খাদ্যে সঙ্গের সঙ্গে প্রত্যহ যথোচিত পরিমাণে কায়িক শ্রমকর কার্য্য বা ব্যায়াম করিলে দেশীয়শ্রমজীবী কৃষক ইত্যাদিব ন্যায় সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। ধনবান্ লোকেরা যে পুষ্টিকর সামগ্রী অতিরিক্ত পরিমাণে প্রত্যহ আহার করে, তাহাতে হয়ত তাহাদের পেটের ব্যামোহ জন্মে, নচেৎ শরীরকে বসাতে স্থূল কবে এবং এরূপ স্থূল শরীব কখনো মঙ্গলকর নহে, কারণ অনতিবিলম্বে তাহাতে মধুমূত্র বোগ জন্মিবাব সম্ভাবনা থাকে। ফলতঃ পুষ্টিকর খাদ্যে প্রকৃতরূপে শরীরকে বলাধান করিতে হইলে কায়িক শ্রমকর কার্য্য বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ফুস্ফুসে বাহিরের বায়ু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করান আবশ্যক, তাহা হইলে ঐ বায়ুস্থ অম্লযান নামক প্রাণবায়ু রক্তে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর সারভাগকে উত্তমরূপে সংশোধন করিয়া ও অসারভাগ ত্যাগ করিয়া শরীরেব বলবীর্য্য বৃদ্ধি কবে। পূর্ব্বকালে দেশীয় রাজা ও ধনাঢ্য লোকেরা মৃগয়া, কাননবিহার, ডন, অস্ত্রশিক্ষা ইত্যাদি করিবার সময় যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট বলাধান হইত। এখনকার ভদ্রবিশিষ্ট বা বড় লোকদের আহার সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হইলেও ব্যায়াম ইত্যাদির প্রতি তাচ্ছিল্য হওয়াতে উৎকৃষ্ট আহারানুযায়ী শরীর সবল না হইয়া উহার ক্রমে অধোন্নতি হইতেছে। এজন্য দেশীয় লোকের দুর্ব্বলতা দূর ও শরীরের উন্নতি বা পুনর্গঠন করিতে হইলে আহার পরিবর্ত্তন না করিয়া, ব্যায়াম বা সর্ব্বাঙ্গ শ্রমকর কার্য্যের প্রতি প্রত্যেক ধনাঢ্য ও ভদ্রলোকেব মনোযোগী হইতে হইবে।

ইংলণ্ডে প্রত্যেক বড় লোকেব ৪।৫ ক্রোশ হাটিযা বেড়াইতে যত পরিশ্রম হয় এবং মধ্যম বয়স্ক স্ত্রীলোকেরও প্রত্যহ ২।৩ ক্রোশ হাটিয়া বেড়াইতে যত পরিশ্রম হয়, তাহা তাহারা অবাধে করিয়া থাকে। এদেশের ভদ্র ধনবান্ ও বিদ্যান্ পুরুষেরা যদি ইয়রোপীয় রমণীদের তুল্য কায়িক পরিশ্রম করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের শারীরিক উন্নতির একটী প্রধান পথ পরিষ্কার হইতে পারে।

(৫) পানদোষ।

এদেশে নির্ম্মল জল পান করিলেই শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকিতে পারে। গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্ন সময়ে, কেহ তৃষ্ণাযুক্ত ও উত্তপ্ত হইলে জলের সঙ্গে লেবুর রস বা অল্প তেতুল ও চিনী মিশাইয়া পান করিলেও শরীরের বলাধান হয়, কিন্তু সুরাপান এদেশের পক্ষে ভাবি অনিষ্টকর এবং ইহার ব্যবহার অধিক হওয়াতেই সুরাপায়ী লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শরীরের অধোন্নতি হইতেছে।

ফলতঃ শীতপ্রধান ইউরোপখণ্ডের লোকেরা তথায় সুরাপান করিয়া যেমন সুস্থ থাকিতে পারে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা আশা করা যায় না। বরং তাহার বিপরীত ফল বা সমূহ অনিষ্ট ঘটে, কারণ যকৃৎ মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড মূত্রোৎপাদক গ্রন্থি ইত্যাদি শারীরিক প্রায় সকল যন্ত্রই সুরাপানে রোগাক্রান্ত হয়। কাজেই এদেশবাসীর দেহের উন্নতি ও বলবীর্য্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে সুরাপান ত্যাগ করা অতি আবশ্যক।

(৬) স্বপ্নদোষ ও হস্তমোক্ষণ।

এই দুই দোষে যে শরীর শুদ্ধ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হয় এমত নহে, ইহাতে নানা গুরুতর পীড়াও উপস্থিত করে। যথা ধ্বজভঙ্গ, মৃগী, কামোন্মত্ততা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাসতা ইত্যাদি। যাহাদের ইহার কোন এক দোষ থাকে, তাহারা ক্রমে মনুষ্যত্বের বাহির হইয়া যায়। নিদ্রিতাবস্থায় রেতস্খলনের নাম স্বপ্নদোষ। যাহাদের জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ চিন্তা প্রায়ই থাকে, অথচ সংসর্গ দোষ নাই, তাহাদেরই নিদ্রিতাবস্থায় যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ বিষয় স্বপ্ন দেখিয়া সচরাচর রেতস্খলন হয়। প্রথমতঃ স্ত্রীস্বপ্ন দর্শন আবশ্যক, কিন্তু শেষে এমত অবস্থা হইয়া পড়ে যে বিনা স্বপ্নেও নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃপতন হয়। এই বিকৃত ভাব পরিবর্ত্তন করিবার দুইটী উপায় আছে যথা (১) অন্তর হইতে স্ত্রীসম্ভোগ চিন্তা একেবারে দূর করিয়া অন্যান্য চিন্তায় মনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে বা ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা গেলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল হয়। (২) শয়নের

আদ ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে কোন পাত্রে বরফ জল, বা তদভাবে সোরা ও নিশা-দল-মিশ্রিত অতি শীতল জলে বাহ্যিক জননেন্দ্রিয় (শিশ্ন ও মুষ্ক) দুই দণ্ডকাল ডুবাইয়া রাখিবে, পরে সমুদয় মস্তকে শীতলজল প্রোক্ষণ করিয়া পরে চুলে কিছু জল রাখিয়া শয়ন করিবে।

হস্তমোক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই অধিক করিয়া থাকে। যাহাদের পড়ার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ, বিবাহে পড়ার ব্যাঘাত, এবং ভ্রষ্টা স্ত্রী সহবাসে পাপ বা পীড়া জন্মিবে মনে করে, তাহারাই হস্তমোক্ষণ অর্থাৎ নিজ হস্তের দ্বারা গোপনে রেতঃপাত করিয়া মনের বেগ সম্বরণ করে। ফলতঃ তাহারা জানে না যে, এরূপ করাতে এক অনিষ্টের কারণ এড়াইয়া তাহার চতুর্গুণ গুরুতর অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ যাহারা হস্তমোক্ষণ পাপে লিপ্ত আছে, তাহারা প্রায়ই একেবারে স্বাস্থ্যহারা হয়, এবং ধ্বজভঙ্গ, মৃগী, দৃষ্টিহ্রাস, বা পক্ষাঘাত রোগ তাহাদের সচরাচর হইয়া থর্ব্বায়ু হয়, অধিকন্তু তাহাদের স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির হানি হওয়াতে তাহারা যে উদ্দেশে, (অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গে, পড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) সেইটী নিষ্ফল হয় অর্থাৎ শিক্ষা বিনা ব্যাঘাতে সুসম্পাদিত হওয়ার ও কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বহুদর্শী ডাক্তার টুল বলেন, যে সকল পুরুষ স্বহস্তকৃত সম্ভোগসুখে রত তাহাদের দেখিলেই নীচের কয়েক লক্ষণে জানা যায় যথা—তাহাদের চক্ষুর তারা প্রসারিত ও দর্শনশক্তি দুর্ব্বল এবং শরীরে জীর্ণ জ্বর প্রায়ই লাগা থাকে, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ কাঠিন ও ক্ষুধার অভাব, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে হস্তপদ কম্প, অগভীর নিদ্রার সঙ্গে স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি প্রকাশ পায়, সর্ব্ব শরীরে ছোট ছোট পোকা হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে এমত বোধ হয়, তাহারা গণিতবিদ্যা শিক্ষায় অপারগ, স্মরণশক্তি রহিত এবং কদাচ উন্মত্ত ইত্যাদিও হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোক গোপনে হস্তকৃত সম্ভোগ দোষে আশক্ত হইলে তাহারা প্রায়ই লোক সমাজে যাইতে অনিচ্ছুক হয়, তাহাদের শরীর কৃশ, মুখ মলিন ও চক্ষু তলিয়া যায় ও উহার চারিদিগে কালিমা পড়ে, হৃৎকম্প, নাড়ী ধীরগামী এবং শরীর হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ঘ্রাণ নির্গত হয়।

স্বরের সুমিষ্টতা, স্বভাবের নম্রতা এবং অঙ্গের লাবণ্য ক্রমে চলিয়া যায় এবং পুরুষের দিকে দেখিতে লজ্জিত হয়। স্বামীর সঙ্গে অতিরিক্ত সম্ভোগে রমণীদের স্বাস্থ্যভঙ্গাদি ও স্বভাবের অতিশয় পরিবর্ত্তন ঘটে। পূর্ব্বে যে স্ত্রী শান্তমতী ও মিষ্টভাষিণী ছিল, পরে সে প্রায়ই ঝগড়াটে চিড়চিড়ে ও রাগপরবশ হয়। ইহারা স্বামী হইতে দীর্ঘকাল পৃথক্ থাকিলে প্রায় সুস্থ থাকে এবং একত্রে বাস করিতে লাগিলে প্রবল রজঃসাধিক্য, রজঃকৃচ্ছ্র, ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণ এসকল অতি অস্বাস্থ্যকর বা আয়ুক্ষয়কারী দূষিত প্রকৃতিসংশোধন না করিলে স্ত্রীপুরুষেরা নিজে স্বাস্থ্যহারা ও খর্ব্বজীবী হইবে এবং সবল ও সুস্থকায় সন্তান সন্ততি কখনো উৎপাদন করিয়া দেশের উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে না।

(৭) অভিগমন।

কাহারো সন্দেহ নাই যে, পরিমিত রূপ স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ ঈশ্বরাদিষ্ট, কারণ তাহারাই তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার একমাত্র উপায় এবং সেই নিয়ম গুলিকে জ্ঞাত হইয়া পালন করিতে পারিলে স্ত্রীপুরুষের শরীরে কিছুমাত্র হানি হওয়া সম্ভাবনা নাই। অতএব এস্থলে দেখা আবশ্যক যে (ক) এসম্বন্ধে ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়ম কি (খ) সেই নিয়ম অতিক্রম করিলে শারীরিক কি কি অনিষ্ট ঘটে। এবং (গ) কামপ্রবৃত্তি প্রকৃতরূপে দমন করিলে শরীরের কি কোন হানি হয়, না উন্নতি হয় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া এস্থলে আলোচনা করা আবশ্যক।

ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়ম।

মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত না হওয়ার জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষ সংসর্গকে একমাত্র উপায় করিয়া দিয়া উহার বিশেষ নিয়মও আদেশ করিয়াছেন। আহার পান ইত্যাদি যেমন অপরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে শরীর অসুস্থ হয়, তেমন স্ত্রীপুরুষের সংসর্গও নিয়মাতীত হইলে শরীরের যথেষ্ট হানি করে। এখন দেখা আবশ্যক যে, ঈশ্বরের সেই নিয়ম কি? এইটী স্থির করিতে হইলে এসম্বন্ধে আর আর জীবজন্তুর

নিয়ম স্মরণ করিতে হইবে। বিহঙ্গমকুলের প্রায়ই মাসে একবার ছানা জন্মে, মৎস্যের প্রায়ই বৎসরে একবার ডিম হয়, চতুষ্পদ জন্তুরও বৎসরে একবার ছানা হয়। এইরূপে যে জাতির বৎসরে যতবার ছানা হওয়ার ঐশ্বরিক নিয়ম আছে, ততবার ঐ জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ হওয়া আবশ্যক এবং প্রকৃতির আদেশ বা পশুবুদ্ধি অনুসারে সমুদায় নীচ শ্রেণীর জীবেরা উপযুক্ত সময়েই পাল নেয়, এবং অন্য সময়ে সংসর্গ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিও করে না অথবা ভুলক্রমে কোন পুং জাতীয় জীব স্ত্রীজাতির নিকট অগ্রসর হইলে আঘাতিত হয় বা উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ নীচ শ্রেণীর যত জীব আছে, তন্মধ্যে বংশরক্ষাই স্ত্রী ও পুংজাতির সংসর্গের ঈশ্বরাদিষ্ট একমাত্র লক্ষ্য দেখা যাইতেছে।

মনুষ্যের পক্ষেও বংশরক্ষা বা বংশ বৃদ্ধিই স্ত্রী পুরুষ সংসর্গের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা ছাড়া তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য বা বলবৃদ্ধি কিছুমাত্র হয় না আবার সংসর্গ কার্য্যটী যে অতিশয় ঘৃণা জনক, তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ কার্য্যান্তে সকলেরই তাহা অনুভব হয়, এবং সম্ভোগ সময় বা তাহার আরম্ভে যে বিশেষ সুখ অনুভব হয় তাহা না হইলে কেহই তাদৃশ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না বলিয়াই ঈশ্বর উহার সঙ্গে ঐরূপ সুখবোধ হওয়ার নিয়ম করিয়াছেন। যেমন আহার্য্য দ্রব্যে আস্বাদন সুখ বা লালসা আছে বলিয়া আমরা তাহা খাইয়া নিজ নিজ পুষ্টিবর্দ্ধন করি, তেমনি স্ত্রীপুরুষ সংসর্গে সুখবোধ হয় বলিয়াই ঐরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। আবার আহারের অনাবশ্যকে শুদ্ধ আস্বাদনের লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যে কোন দ্রব্য আহার করিলে যেমন শরীরের পীড়া জন্মে তেমন সন্তান উৎপাদন স্বরূপ উদ্দেশ্য অভাবে স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ সুখভোগ শরীরের যথেষ্ট হানি করে, সেই জন্য কুলটা স্ত্রী সংসর্গ প্রকৃতির উদ্দেশ্যবিহীন বা ঐশ্বরীক নিয়ম বহির্ভূত বলিয়া শরীরের যথেষ্ট হানি করে এবং পাপের মধ্যে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ শরীরের রক্ষা বা বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য যে ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ নিয়ম স্থাপন করেন নাই তাহার কয়েক অকাট্য প্রাওয়া পাওয়া যায় যথা—

(১) ডিম্বকোষ নামক যন্ত্রে স্ত্রীলোকের ডিম্বের সৃষ্টি এবং অণ্ডকোষ নামক যন্ত্রে পুরুষের রেতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু অনেক স্ত্রী ও পুরুষের এই দুই যন্ত্র স্বভাবতঃ থাকেনা অথচ তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের কিছু মাত্রহানি হয় না বরং ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ অন্যান্য অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

(২) মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড যকৃৎ বৃক্কক, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি শরীররক্ষার সমুদয় আবশ্যকীয় যন্ত্র শরীরের অতি নিভৃত স্থানে স্বভাবতঃ রক্ষিত থাকে, কিন্তু নিয়ত যে পুরুষের অণ্ডকোষ এবং কদাচ স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষও যে বাহিরে সংস্থাপিত হয়, তাহাতে এই মাত্র অনুমিত হইবে-যে, এই সকল যন্ত্র সন্তানসন্ততি উৎপাদন ভিন্ন শরীরের উপকারার্থে সৃজন হয় নাই।

(৩) এই সকল শারীরিক যন্ত্রের অপ্রতিকার্য্য পীড়া জন্মিলে বহুদর্শী অস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা তাহা শরীর হইতে কাটিয়া পৃথক করা হয়, এবং উপযুক্ত ঔষধের দ্বারা ক্ষত শুকাইতে পারিলে পরে ঐ সকল যন্ত্রহীন স্ত্রী বা পুরুষের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়।

(৪) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে মুষ্ক-ছিন্ন বলদ ও খাসী, বৃষ ও পাঁঠা অপেক্ষা অনেক গুণে বলিষ্ঠ ও বৃহৎ। মনুষ্যজাতির মধ্যেও মুসলমান দের সম্রাট, বা নবাবদের অন্তঃপুরবাসী খোজা বা মুষ্ক-ছিন্ন ভৃত্য সকলই ভয়ানক বলিষ্ঠ এবং পালোয়ান নামে বিখ্যাত।

শেষোক্ত চারিটী দৃষ্টান্তে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীদের অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষযন্ত্র সন্তানসন্ততি উৎপাদন জন্যই আবশ্যক, শরীরের কিছুমাত্র হিতসাধন করে না। বরং ঐ সকল-যন্ত্রের পীড়া জন্মিলে শরীরের ও যথেষ্ট হানি করে এবং তাহাতে প্রায়ই চিররোগী বা খর্ব্বজীবী হইতে হয়।

উৎপাদনযন্ত্র যখন শরীরের কোন উপকার করে না, তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া বা স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ ও শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সাহায্য করে না কিন্তু সংসর্গ নিয়মাতীত হইলে বা উহার কামনা বিকৃত আকার ধারণ করিলে শরীরের অনিষ্ট করে বলিয়াই ঐ কার্য্য নিয়মমতে পালন

করা আবশ্যক। পূর্ব্বে দর্শান হইয়াছে যে, কোন কোন চতুষ্পদ জন্তু বৎসরে একবার শাবক প্রসব করে, কিন্তু মনুষ্যের সেইরূপ নহে, কারণ সন্তান ১০ মাস গর্ভে থাকে এবং ভূমিষ্ঠ হইলে আরো দশমাস যে ঐশুদ্ধ স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারন করে, তখন প্রসূতীরাও প্রায় ঋতুমতী হয় না এবং ঋতুমতী না হইলে আবার গর্ভ হওয়া সম্ভব থাকে না। কিন্তু স্তন্য পান অবস্থায় সংসর্গ দোষ ঘটিলে সেই স্ত্রী নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই ঋতুমতী হয় এবং ঋতুমতী হইলেই সেই স্ত্রীর স্তন দুগ্ধের সারত্বগুণ কমিয়া যাওয়াতে তাহা পান করিয়া শিশু উচিত পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না এবং সেই স্ত্রী উচিত সময়ের পূর্ব্বে আবার ঋতুমতী হওয়াতে শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় এবং তদবস্থায় আবার গর্ভবতী হইলে স্বাস্থ্যের আরো হানি করে। এই সকল কারণে মানব জাতির মধ্যে যুবতী স্ত্রীর অন্ততঃ বিশ মাস অন্তর অন্তর গর্ভ হওয়া ঐশ্বরিক নিয়ম বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে কুলটা স্ত্রীগমন ও বহু-বিবাহে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া গুরুতর দৈহিক পাপের মধ্যে গণ্য হয়, এখন প্রকাশ পাইতেছে যে সন্তানসন্ততি উৎপাদনার্থ গর্ভও স্তন্য পান কাল বাদ দিযা অর্থাৎ বিশমাস অন্তর বিবাহিতা স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তদধিক সংসর্গ হইতে গেলে ঐশ্বরিক নিয়ম বিরুদ্ধ হইবে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ট্রেল(R..Trall) নামক তাহারSexual Pathology নামক গ্রন্থে বলেন যে সন্তান উৎপাদনই স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের প্রধান উদ্দেশ্য,কাজেই গর্ভাবস্থা ও স্তন্য পানের সময় বাদ দিবে এবং স্ত্রী ঋতুমতী হইলে তাহার প্রথম চারিদিনও বাদ দিবে,তৎপরে১২ দিনের মধ্যে সংসর্গ হইলেও যুবক যুবতী অরোগী হইলে ঐ যুবতীর গর্ভ হয়। তাঁহার ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিক্টের (Dr Sixte) মতে পুরুষের দক্ষিণ অণ্ডে পুত্র এবং বাম অণ্ডে কন্যা উৎপাদনোপযোগী রেত জন্মে এবং সংসর্গের সময়েই উহা স্ত্রী অঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয় যথা।—যেই পার্শ্বের অণ্ড হইতে রেতস্খলন হইবে, সেই পার্শ্বের স্পার্মেটিক কড্ বা অণ্ড-রজ্জু আপনাহইতে সঙ্কোচিত হওয়াতে উভয়ের

অভ্যন্তরে ঐ অণ্ড চাপিত হয় তাহাতেই উহা হইতে রেত নির্গত হইয়া স্ত্রীঅঙ্গ স্খলিত হয়। সেইরূপ যদি সঙ্গে উভয় অণ্ড চাপিত হয় তাহা হইলে সঙ্গে দুই অণ্ড হইতেই রেত স্খলিত হয়। সুতরাং যাহারা পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বামপার্শ্বে শায়িত থাকিয়া স্ত্রীসঙ্গ হইবে এবং তখন বামদিগের অণ্ড নীচের দিগে টানিয়া ধরিয়া দক্ষিণ দিগের অণ্ড তলপেটের দিগে সরাইয়া ঠেলিয়া দিবে যেন সংসর্গের সময়ে উভয়ের অঙ্গের মধ্যে উহা কিছু চাপিত হয়। কন্যাসন্তান হওযার বাসনা থাকিলে তাহার বিপরীত অর্থাৎ বামঅণ্ড হইতে যাহাতে রেতঃ পতন হইতে পাবে তাহা করিবে। প্রসিদ্ধ ডাক্তারদ্বয়ের উপরোক্ত মতটী অসঙ্গত বোধ হইতেছেনা, কারণ যাহাদের জন্ম হইতে এক অণ্ড থাকে তাহাদের বাম অণ্ড সত্বে সমুদয় সন্তান কন্যা ও দক্ষিণ অণ্ড সত্বে সমুদয় পুত্র সন্তান হইয়া থাকে। আবার অপ্রতিকার্য্য রোগবশতঃ অস্ত্র-চিকিৎসকের দ্বারা এক অণ্ড ছিন্ন হইলে অপর যে অণ্ড অরোগী থাকে সেইটী দক্ষিণ পার্শ্বের হইলে পুত্র, বাম পার্শ্বের হইলে কন্যা তাহার সংসর্গে জন্মে, কিন্তু অণ্ড ছিন্ন করার ছয়মাস কি এক বৎসরের মধ্যে সংসর্গ হইলে উভয় জাতীয় সন্তান হইতে পারে, কারণ তাহার (Vesiculœ Saminalis) ভিসিকিউলী সেমিনেলিস্ নামক রেত কোষে ছিন্ন মুষ্কের রেত কিছু সঞ্চিত থাকিলে সেই সেই রেতে অণ্ডোপযোগী সন্তান জন্মিতে পারে।

উপরে স্বইচ্ছাধীন পুত্র কি কন্যাসন্তান উৎপাদন করার উপায় বলা হইল। এ দেশে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া যে অনেকের বিশ্বাস আছে,তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। শ্রমজীবীদের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক হয়। কেবল অলসদের ও মনোবৃত্তি ব্যব-সাইদের মধ্যেই ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যায়। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্থাৎ উচিত শারীরিক শ্রমকর ব্যায়াম অভাবে ইহাদের শরীর বলবীর্য্য হীন ও দক্ষিণ দিগের মুষ্ক বাম দিগের অপেক্ষা কার্য্যের অপারক হওয়াতে তাহারা শ্রমজীবীদের ন্যায় অধিক সংখ্যক পুত্রসন্তান উৎপাদনে অক্ষম। সেইজন্য ইহারা কায়িক শ্রমকর কার্য্য ও প্রদর্শিত মতে পুত্রসন্তান

উৎপাদনের উপায় অবলম্বন করিলে ঐ অভাব দূর হইবে। মহাত্মা ডি, ডি ফিকোয়েট (Mr. D. D. Fiquet) অনেক অনুসন্ধানে আরো আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংসর্গ কামনা যখন অধিক থাকে তখন উপরোক্ত নিয়মে সংসর্গ হইলে প্রায়ই পুত্রসন্তান জন্মে। আবার দুর্ব্বলা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান হইলেও ধারণা শক্তির অভাবে তাহাদের প্রায়ই গর্ভপাত হয়, এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারিলে উপযুক্ত সময়ে একবার সংসর্গ হইলেই বাঞ্ছিত সন্তানলাভ হয় এবং তজ্জন্য অনুপযুক্ত সময়ে বারবার সংসর্গ দোষে কাহারো কষ্ট পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকা যদি উচিত হয়, এবং যুবতী স্ত্রীর গর্ভের দশ মাসও স্তন পান করাইবার দশমাসের মধ্যে ঋতুমতী বা গর্ভ হওয়া যদি ঈশ্বর আদিষ্ট নিয়ম বহির্ভূত বা প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয়, সংস্কারাধীন নীচ শ্রেণীর জীব জন্তুরা যদি সেই নিয়ম পালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-গর্ব্বিত মানব জাতির মধ্যে বিশ মাস অন্তর অন্তর স্ত্রীসংসর্গ করার নিয়ম পালন করা দুরূহ হইবে না।

কিন্তু আহার ও নানা দূষিত প্রথার গতিকে স্ত্রী পুরুষের অত্যন্ত অধিকসংসর্গ দোষ ঘটে। সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডাক্তার ট্রল ইহার অনেক কারণ দর্শাইয়াছেন যথা শৈশবকাল হইতে মাংস আহার, উষ্ণ চা, কাফি, বা সুরাপান, বালক বালিকাদের দুষ্য প্রকৃতির চাকর চাকরাণী বা সমপাঠী ছাত্রগণের নিকট অধিক সময় থাকা ও তাহাদের কাম প্রবৃত্তি উত্তেজক আলাপ বা কার্য্য শ্রবণ বা দর্শন করা। কামোদ্রেক কারী দুষিত নাটক উপাখ্যান বা উপন্যাস, এদেশে বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি কাম উত্তেজক পুস্তক, পাঠকরা, অশ্লীল গান নৃত্য বা প্রতিমূর্ত্তি শ্রবণ ও দর্শন, এ দেশে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, এবং স্ত্রীপুরুষ এক শয্যায় বা এক কুঠরীতে শয়ন ইত্যাদি কারণেই মানব জাতির মধ্যে সংসর্গদোষ ঈশ্বরের নিয়মাতীত হইয়া পড়ে। ইউরোপে ইউদী-জাতীয় লোক গড়ে ৪৬ বৎসর বাঁচে, কিন্তু খৃষ্টিয়ানেরা গড়ে ৩৫ বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না, ইহার কারণ অনুসন্ধান হইয়া এই স্থির হইয়াছে যে, ইউদিয়া মদও মাংস অপেক্ষাকৃত অল্পই

ব্যবহার করে এবং স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন শয্যায়, এবং অনেকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতে শোয়াতে তাহাদের মধ্যে সংসর্গ দোষ অতি অল্পই ঘটে।

হিন্দু গ্রন্থে স্ত্রী পুরুষের সংসর্গের উপযুক্ত শারীরিক অবস্থা ও কাল সম্বন্ধে যে নানা নিয়ম আছে তাহাও স্বাস্থ্যকর। ভরসা করি, আমাদের সহযোগী সাধারণকে তাহা শীঘ্রই. অবগত করাইবেন। বহুদর্শী ডাক্তার ট্রল দেশাচারের অনুরোধে শেষ বলেন যে, যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের মাস বা পক্ষান্তরে এক একবার সংসর্গ হওয়াতে বিশেষ হানি হয় না এবং উভয় অরোগী ও বলিষ্ঠ হইলে সপ্তাহে একবারও সংসর্গ হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ অসহনীয় কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুরোধেই তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেন, কেননা তিনি স্বীকার করেন যে, তাহা ঈশ্বরের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য। কাজেই শরীরের হানি ভিন্ন তাহাতে কিছু মাত্র উপকার হইতে পারে না।

প্রমেহ ও উপদংশ নামক দুইটী গুরুতর পীড়াও কুলটা স্ত্রীর সহিত অতিরিক্ত সংযোগ দোষের ফল। এই সকল রোগে শরীরকে অপ্রতিকার্য্যরূপে রুগ্ন ও দুর্ব্বল করে। শেষোক্ত রোগে মানুষ ২।৩।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে। ফলতঃ এই দুই রোগের একটাও হয় নাই এমন লোক এদেশে অতি অল্প পাওয়া যায়, শতের মধ্যে ২০ জনের অধিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ স্থল। বিবাহিতা স্ত্রীসঙ্গে অতিরিক্ত সংসর্গে উপদংশ রোগ না হইলেও মেহ, প্রদর, রজঃকৃচ্ছ, রজসাধিক্য, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, ইত্যাদি সমুদয় পীড়া জন্মিয়া মনুষ্যকে বলহীন চিররোগী ও খর্ব্বজীবী করে। অনেকের বিশ্বাস যে কামবৃত্তি দমন করিলে নানা পীড়া জন্মে এইটীও ভ্রান্তি মুলক, কিন্তু যাহারা স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী সম্ভোগ চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারে নাই, কিম্বা ঐরূপ চিন্তাতে যাহাদের নিদ্রিতাবস্থায় নিয়ত বা সময় সময় স্বপ্নদোষ হয় অথচ যাহারা তৎপরিবর্ত্তে হস্তমোক্ষণ দোষে লিপ্ত আছে, তাহারা যে দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহারা হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যাহারা যথার্থরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছে অর্থাৎ শেষোক্ত কোনটাতে দোষী নহে, তাহারা

পূর্ব্বকালের যোগী ঋষির ন্যায় অরোগী বীর্য্যবান ও দীর্ঘজীবী হইবে এবং দেশবাসীর শরীর পুনরুজ্জীবন করিতে হইলে অভিগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রদর্শিত ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়ম সকল সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে।

প্রতিবাদ ও সম্মিলন।

—০ঃ০ঃ০—

আমরা চিকিৎসা সম্মিলনীর ১২শ সংখ্যার পাঠে অবগত হইলাম, মাননীয় শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় নবজ্বরের পথ্যাপথ্য বিষয়ে ডাক্তার ও কবিরাজদিগের মধ্যে, যেমত বৈষম্য আছে, তাহার সম্মিলন করিতে বসিয়া, দেখাইয়াছে যে, কবিরাজেরা কেবলমাত্র কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, নবজ্বরে দুগ্ধ ও মাংসযূষাদি প্রদান করেন না। বস্তুতঃ দুগ্ধ ও মাংসাদি নবজ্বরে প্রদান করিলে, কোনই অপকারের সম্ভাবনা নাই! বরং তিনি তজ্জন্য চরক হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়া, স্বীয়মত পোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ন্যায়ের অনুরোধে আমাদিগকে তাঁহার লেখনীর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। এখন কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া না উঠেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে আমরা কখনই ইচ্ছুক নহি। বরং যাহাতে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ মধ্যে ভ্রম প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহাতে উত্তরোত্তর তাহার উন্নতিকল্পে সম্মিলনী অগ্রেসর হয়, তাহাই আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(দুগ্ধ)

"জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনং।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরুহৈর্ব্বাহরেন্মলান্॥"

চরকসংহিতা।

যে রোগী জ্বর দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া দুগ্ধ পান বা নিরুহ দ্বারা মল নিঃসারণ করাই কর্ত্তব্য।

কবিরত্ন মহাশয় বলেন উপর্য্যুক্ত প্রমাণটী চরকে নবজ্বর প্রকরণে পঠিত; কাজে কাজেই নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যাহা হউক, এখন নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইহার স্থির নিশ্চয় করিতে হইলে, অগ্রে দেখা উচিত যে, আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগ অনুসারে জ্বরের কোন্ অবস্থা নবজ্বর শব্দে অভিহিত। এবং তাহাতে রোগীর ক্ষীণ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি সপ্রমাণিত হয় যে, নবজ্বরে রোগীর ক্ষীণ হওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল; তাহা হইলে পাঠক দেখুন কেবলমাত্র উক্ত প্রমাণটীর বলেই নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদানের বিধি দেওয়া কবিরত্ন মহাশয়ের কতদূর ভ্রম বিজৃম্ভিত।

যদি নবজ্বর আমজ্বরেরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে "সপ্তাহেন হি পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ।" প্রায়শঃ আমরস সপ্তাহ পর্য্যন্তই অপক্বাবস্থায় থাকে। এবং তজ্জন্যই "আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।" অর্থাৎ জ্বরোৎপত্তির পর সাত দিন পর্য্যন্ত তরুণজ্বর বা আমজ্বর। এই কালে রোগীর শরীরে প্রচুর পরিমাণে আমরস বিদ্যমান থাকে। যে পর্য্যন্ত না আমরসের পরিপাক হয়, সে পর্য্যন্ত প্রায়শঃই রোগীর ক্ষীণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কাজে কাজেই অক্ষীণ জ্বরিতের (নবজ্বরীর) পক্ষে উল্লিখিত প্রমাণের বলে দুগ্ধ প্রয়োগের কোনই কারণ পরিলক্ষিত হয় না। যদিও উক্ত শ্লোকটী চরকে নবজ্বর প্রকরণে লিখিত থাকুক, তথাপি উহাদ্বারা এমন বুঝায় না যে, নবজ্বরে বা রোগী ক্ষীণ না হইলেও দুগ্ধ পান করান যুক্তিসিদ্ধ।

অপিচ পাঠক দেখুন, কবিরত্ন মহাশয় নবজ্বরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা দিতে বসিয়া উর্ণনাভের ন্যায় কেমন স্বরচিতজালে নিজেই আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"দাহতৃষ্ণাপরীতস্য বাতপিত্তোত্তরং জ্বরং।
বদ্ধপ্রচ্যুত দোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ॥"

দাহতৃষ্ণাযুক্ত বাতপিত্তজ্বরে দোষ বদ্ধই হউক অথবা প্রচলিতই হউক, নিরাম অবস্থায় দুগ্ধদ্বারা দোষের দমন করা কর্ত্তব্য। ইহা পাঠেও কি স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে না, যে নিরামজ্বর ব্যতীত সামজ্বরে বা নবজ্বরে দুগ্ধপান করা শ্রেয়স্কর নহে? কেবল নবজ্বর প্রকরণে উক্ত শ্লোক দুইটি পঠিত হইয়াছে বলিয়াই যদি নবজ্বরে দুগ্ধপান যুক্তিযুক্ত মনে করি, তাহা হইলে মহর্ষি যে, কেন স্পষ্টাক্ষরে নিরাম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

(১) "যূষৈরম্লৈরনম্লৈর্ব্বা জাঙ্গলৈর্ব্বা রসৈ র্হিতৈঃ।
দশাহং তাবদশ্নীয়াল্লঘ্বন্নং জ্বরশান্তয়ে॥"

(২) "অত ঊর্দ্ধং কফেমন্দে বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে।
পরিপক্কেষু দোষেষু সর্পিঃ পানং যথামৃতং॥"

(৩) "নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতং।
ন সর্পিঃ পায়য়েদ্বৈদ্যঃ কষায়ৈস্তমুপাচরেৎ॥"

(৪) "যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যাৎ মাংসরসেন চ।
পরংহ্যলং দোষহরং পরংতচ্চ বলপ্রদং॥"

(৫) "দাহতৃষ্ণাপরীতস্য বাতপিত্তোত্তরং জ্বরং।
বদ্ধপ্রচ্যুতদোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ॥"

(৬("ক্রিয়াভিরাভিঃ প্রশমং ন প্রযাতি যদা জ্বরঃ।
অক্ষীণ বলমাংসস্য শময়েত্তং বিরেচনৈঃ॥"

(৭) "জ্বরক্ষীণস্য হিতং বমনং ন বিরেচনং।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরুহৈর্ব্বাহরেন্মলান্॥"

চরকসংহিতা—

(৮)

উল্লিখিত চরকোক্ত শ্লোক কয়েকটি পাঠে স্পষ্টই অনুমীত হয় যে, প্রথমতঃ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তরুণ জ্বরোক্ত লঙ্ঘনাদি ("লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকোরসঃ। পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে॥") ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর দশাহ পর্য্যন্ত সাম্র অথবা—অনম্র হিতকর জাঙ্গল মাংস রসের সহিত লঘু অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহার পর বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, ২।৩।৪।৫।৬।৭ শ্লোকোক্ত বিধি গুলি বিহিত মনে করিতে পারেন। এখন ভাবিয়া দেখিতে গেলে উল্লিখিত বিধি গুলি যে, নবজ্বরীর প্রতি বিহিত হইয়াছে এ কথা বোধ হয় কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। আমাদিগের বোধ হয় এই জন্যই অল্পমতি চিকিৎসকদিগের সুখবোধের নিমিত্ত মহামনাঃ চক্রপাণি দত্ত স্বীয় সংগ্রহে (নবজ্বর প্রকরণে) উক্ত শ্লোকগুলি সঙ্কলন না করিয়া, ভাবী অনিষ্টাপাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক, জ্বরের সমুদয় অবস্থাতে যদি দুগ্ধ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহর্ষি পুনরায় জীর্ণজ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন না। যথা,—

"জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃপ্রশমনং পরং॥"

চরকসংহিতা।

এই ত গেল কবিরত্ন মহাশয়ের ছোটখাট গোছের চাপাচাপি বিধিসূত্রের কথা। এখন দেখা যাউক, তাঁহার মতে দ্রব্যগুণ তত্ত্বদর্শীরাই বা নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদান সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করেন।

"পয়োহভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং শৃতোষ্ণং কফবাতজিৎ।
শৃতশীতন্তু পিত্তঘ্নং সদ্যোদুগ্ধং রসায়নং॥"

কবিরত্ন মহাশয় উল্লিখিত শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমদুগ্ধ গুরু ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক; শৃতোষ্ণ দুগ্ধ কফবাতনাশক, শৃতশীত দুগ্ধ পিত্তঘ্ন, এবং সদ্যঃদুগ্ধ রসায়ন। কাজে কাজেই তাঁহার মতে দ্রব্যগুণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে কোন ক্রমেই পরাঙ্মুখ নহেন।

(১) "পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং যুক্ত্যা শৃতমতোঽন্যথা।
ভবেৎ গরীয়োঽতিশৃতং ধারোষ্ণমমৃতোপমং॥"
বাগ্‌ভট।

(২) "শৃতশীতন্তু পিত্তঘ্নং শৃতোষ্ণং কফবাতজিৎ।
ত্যজেৎ বিবর্ণং গ্রথিতং বৈগন্ধং বিরসং কটু॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

পাঠক দেখুন—উল্লিখিত বাগ্‌ভট ও সুশ্রুতোক্ত শ্লোকদ্বয়ের সম্মিশ্রণেই যে, পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকটী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এখন বিবেচ্য এই যে, যদি মূল বাগ্‌ভট ও সুশ্রুত নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়ার বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সাদরে কবিরত্ন মহাশয়ের বাক্যের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট তাহাতে কৃতকার্য্য না হন; তাহা হইলেও কি আমরা বলিতে পারি যে, উল্লিখিত দ্রব্যগুণ সংগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য?

"————গব্যংতু জীবনীয়ং রসায়নং।
ক্ষতক্ষীণহিতং মেধ্যং বল্যং স্তন্যকরং সরং॥
শ্রম ভ্রম মদালক্ষ্মীশ্বাস কাসাতিতৃটক্ষুধঃ।
জীর্ণজ্বরং মুত্রকৃচ্ছ্রং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
বাগ্‌ভট।

গোদুগ্ধ জীবনীয়, রসায়ন, উরঃক্ষত ও রাজযক্ষ্মারোগে হিতকর, মেধা, বল ও স্তন্যবর্দ্ধক, সারক এবং শ্রম, ভ্রম, মদাত্যয়, শ্রীহীনতা, শ্বাস, কাস, অতি ক্ষুধা, অতি তৃষ্ণা, জীর্ণজ্বর, মুত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্ত নাশক।

মাহামনা বাগ্‌ভটের উল্লিখিত শ্লোকটী পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার মতে নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। যদি

তাঁহার মতে জ্বরের সর্ব্বাবস্থাতেই দুগ্ধপান প্রশস্ত হইত; তাহা হইলে তিনি "জীর্ণজ্বর" এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া, জ্বরের অন্যান্য অবস্থার ব্যবচ্ছেদ করিতেন না। সুশ্রুত সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিবার নাই। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদানে সুশ্রুত সর্ব্বতোভাবেই খড়্গহস্ত। অধিক কি সূক্ষ্মদর্শী সুশ্রুত সর্ব্ব বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে,——

"জীর্ণজ্বরে কফেক্ষীণে ক্ষীরংস্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবৎ হন্তিমানবং॥"

সুশ্রুতসংহিতা

গো—স্বামীর নিকট স্বীয় গাভীর বন্ধ্যাভিধান শ্রবণ করিয়াও প্রতিবেশীর নিকট দোগ্ধ্রী প্রতিপত্তি শুনিয়া উক্ত গাভী ক্রয় করিলে, অবিবেচক ক্রেতার যেরূপ অবস্থা ঘটে—, পাঠক! বলুন দেখি, মূলের প্রতি অবহেলা করিয়া, কবিরত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত শাখা আশ্রয় করিলে, ঠিক যে, সেইরূপ ফল ফলিবে না তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন?

"অথ ক্ষীরাণি বক্ষ্যন্তে কর্ম্মচৈষাং গুণাশ্চযে।
অবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চযৎ॥
উষ্ট্রানামথনাগীনাং বড়বায়া স্ত্রিয়াস্তথা।
প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পয়োমতং॥
প্রীণনং বৃংহনং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করং।
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাসনিবর্হণং॥
হন্তি শোণিতপিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ।
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনংতথা॥
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণক্ষতেষুচ।
পাণ্ডুরোগে অম্লপিত্তেচ শোষে গুল্মতথোদরে॥

অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিধীয়তে।
যোনিশুক্র প্রদোষে চ মূত্রেষু প্রদরেষু চ ॥
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাং।"

চরক সংহিতা—

যদিও চরক সংহিতায় উল্লিখিত অষ্ট প্রকার দুগ্ধের সাধারণ গুণ-কীর্ত্তন মধ্যে দুগ্ধ জ্বরের পথ্য বলিয়া অভিহিত হউক, তথাপি যে গোদুগ্ধ, আমাদিগের সর্ব্বদা আহার্য্য, তাহার বিশেষ গুণকীর্ত্তন স্থলে গোদুগ্ধের জ্বরহন্তৃত্ব স্বীকার করা হয় নাই। কাজে কাজেই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, দুগ্ধ নবজ্বরের পথ্য। চরক সংহিতায় গোদুগ্ধের গুণ সম্বন্ধে লিখিত আছে। যথা,——

"স্বাদুশীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণ পিচ্ছিলং।
গুরু মন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ ॥
তদেবগুণ মেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নং ॥"

চরক সংহিতা।

এখন হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন, শৃতোষ্ণাদি দুগ্ধে কফ বাতাদি নাশ ও লঘুত্বাদি গুণ বিদ্যমান সত্বেও নবজ্বরে দুগ্ধ পথ্য নহে কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, দুগ্ধে বিশেষতঃ গোদুগ্ধে যাহা আমাদিগের সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য, তাহাতে স্নেহ পদার্থ প্রচুর প্রমাণে বর্ত্তমান আছে। খরনাদ বলিয়াছেন,—"গব্যং স্নেহোত্তমং ক্ষীরং গব্যাঞ্চ পয়সঃ পয়ঃ। যথোত্তরং স্নেহহীনং মৌরভ্রচ্ছাগমাহিষং।" নবজ্বরে আমরস শরীরে বর্ত্তমান থাকাতে ঐ স্নেহ পদার্থ তৎকালে সহসা জীর্ণ পায় না। অধিকন্তু অজীর্ণাবস্থায় উদরে থাকিয়া, দোষত্রয়কে প্রক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। বোধ হয় এই জন্যই আর্য্য মহর্ষিগণ নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদান রহিত করিয়াছেন। এখনও দেখা

যায়, অনেক অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়েরা বালকগণের পীড়িতাবস্থায় মাতৃস্তন্য অসহ্য হইলে, গাধার দুগ্ধে বা ছাগদুগ্ধে স্নেহের ভাগ কম বলিয়াই তাহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অপিচ শৃতোষ্ণ দুগ্ধ লঘু বলিলেই যে, তাহা সুসিদ্ধ অন্ন অপেক্ষা লঘু (১) এমত বুঝায় না। এস্থলে লঘু শব্দে এই বুঝিতে হইবেক যে, শৃতোষ্ণ দুগ্ধ অপর অপক্ব দুগ্ধ, শৃতশীত দুগ্ধ বা অধিক পক্ব দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুতর। পাঠক দেখুন—যখন কবিরাজেরা সেই অন্নকেই গুরু মনে করিয়া নবজ্বরে প্রদান করেন না, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, শৃতোষ্ণ দুগ্ধ অন্নাপেক্ষা গুরু হইলেও তাহা নবজ্বরের পথ্য? যাহা হউক আমাদিগের বিবেচনায় যে পর্য্যন্ত দুগ্ধে স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত নবজ্বরে বৈদিক মতানুযায়ী চিকিৎসিতের পক্ষে তাহা অপেয়। তবে যদি কোনরূপে দুগ্ধ হইতে তাহার স্নেহাংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে বোধ হয় নবজ্বরে তাহা পান করিলে, সম্ভবতঃ বিশেষরূপ অনিষ্টোৎপত্তির আশঙ্কা না'ও থাকিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় মহামতি ভাবমিশ্র বলিয়াছেন;—

"ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতাপিত্ত কফাপহং॥"

ভাব প্রকাশ।

অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ গব্য অথবা ছাগদুগ্ধ মন্থন করিয়া, তাহার স্নেহ ভাগ পৃথক করিয়া লইলে উহা লঘু, বৃষ্য জ্বর, বাত, পিত্ত ও কফ নাশক হয়।

"উদকার্দ্ধিগুণং ক্ষীরং শিংশপাসারমেবচ।
তৎক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং॥"
"বৃশ্চীর বিল্লবর্ষাভু পয়ঃ সোদক মেবচ।
পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তু পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং॥"

ইত্যাদি—

(১) চিকিৎসা-সম্মিলনী ২৬১ পৃষ্ঠা ডাক্তার বমেণ্টের তালিকা দেখ।

উল্লিখিত শ্লোক দুইটির মতানুসারে দুগ্ধ পাক করিযা আজও অনেক কবিরাজ, নবজ্বরে (ঠিক নবজ্বরে না হউক) রোগীর অবস্থা বিশেষে প্রদান করিযা থাকেন। অধিক কি, কযেক দিবস হইল, আমরাই পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাক্রান্ত অহিফেণসেবী জনৈক রোগীকে শুণ্ঠী প্রভৃতি কযেকখানি দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিযা, পান করাইযাছিলাম; তাহাতে রোগীর কোনই অনিষ্টোৎপত্তি হয নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারাও আমাদিগের এই প্রতীতি হয় যে, কয়েকখানি দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, অন্ততঃ তাহার স্নেহ ভাগ অপনোদন করাই ইহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

শৃতোষ্ণ দুগ্ধ কফবাত নাশি বলিয়াই যদি কবিরত্ন মহাশযের মতে নবজ্বরের পথ্য হয, তাহা হইলে "সরঃ শ্লেষ্মানিলঘ্নস্তু" অর্থাৎ দধির উপরি-ভাগস্থ সর কফবাতনাশক এবং ছাগদধি পিত্তশ্লেষ্মা নাশক হইয়াও যে কেন নবজ্বরে প্রযুক্ত হয় না তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। বায়ু, পিত্ত বা কফ নাশক হইলেই যে, তাহা নবজ্বরের পথ্য, এ কথা মনে করা সঙ্গত কি না তাহা কবিরত্ন মহাশয়ই জানেন। সুশ্রুত ছাগদধির গুণ লিখিয়া-ছেন যথা,—

"দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘুপাকে বিষাপহং।
দুর্ণামশ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেশ্চ দীপনং॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

কবিরত্ন মহাশয় "সাত্ম্যবলাপেক্ষীভোজযেৎ" এই কথা বলিয়া, ডাক্তারি ও কবিরাজি মতের যে সমন্বয বিধান করিয়াছেন; তাহা পাঠ করিযা আমাদিগের অনেক দিনের একটি কথা স্মরণ হইল। পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য নিম্নে তাহা বিবৃত করা গেল।

একদা কোন একখানি পল্লীগ্রামে একজন অল্প বয়স্ক কবিরাজ সদর্পে পরিতাপের সহিত কতকগুলি ভদ্রলোকের নিকট বলিয়া ছিলেন। মহাশয! দুঃখের কথা কি বলিব, গবর্ণমেণ্টের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না থাকাই ইহার অবনতির মূল কারণ। নতুবা এই আয়ুর্ব্বেদ

শাস্ত্র হইতে সমুদয় বিষয় চুরি করিয়া লইয়াই আজ কাল ডাক্তারেরা বড় লোক বলিয়া পরিচিত। মহাশয়! চুরি; আঃ সে কি ছোট খাট চুরি! এমন কি শব্দ পর্য্যন্ত চুরি করিতেও ছাড়েন নাই। ডাক্তারেরা গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া স্বেদ দেওয়ার নাম "ফোমেণ্ট" বলেন। আর আয়ুর্ব্বেদমতে তাহার নাম ফাণ্ট (২)। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন,—"ফাণ্টো বাসো হিমোঽথবা" অর্থাৎ হিম জল অথবা গরম জলে বাসো অর্থাৎ বস্ত্র ভিজাইয়া স্বেদ দেওয়ার নাম ফাণ্ট। "ফোমেণ্ট শব্দ যে ফাণ্ট শব্দের রূপান্তর, তাহা বোধ হয় সকলে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি——

দৈবযোগে ঠিক সেই সময়ে আমিও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এবং তন্মধ্যস্থ জনৈক ভদ্রলোক উক্ত বিষয়ের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া, কোনই উত্তর প্রদান না করিয়া বরং অন্য কথা পাড়িয়া তাহা চাপিয়া ছিলাম। পাঠক দেখুন "সাত্ম্যবলাপেক্ষী ভোজয়েৎ" এই বিধিসূত্র ডাক্তার ও কবিরাজ উভয়েরই একমাত্র অবলম্বনীয় এই কথা উল্লেখ করিয়া উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা আর উল্লিখিত ফাণ্ট ও "ফোমেণ্টের" একতা প্রতিপাদন করিয়া, ডাক্তার ও কবিরাজী মতের একত্ব দর্শান প্রায়ই তুল্য কথা কি না?।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, হাতুড়ে কবিরাজেরা প্রায়ই বিষবটি খাওয়াইয়া, রোগীকে অবাধে ভাত ও দধি দুগ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থাতেও কি আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত হাতুড়ে চিকিৎসকগণ "সাত্ম্য বলাপেক্ষা ভোজয়েৎ" এই বাক্যের পদমাত্র অতিক্রম করিয়াছে? পক্ষান্তরে যখন দেখিতে পাই, বিষবটী খাওয়াইয়া রোগীকে দধি দুগ্ধাদি প্রদান না করিলে, ক্রমে ক্রমে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তত্তৎকালে উক্ত রোগীদিগের পক্ষে দধি দুগ্ধাদি অহিতজনক? "পথ্যমেব হিতং" হিতকর যাহা তাহাই পথ্য এই কথাটি সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও কি আমরা বলিতে পারি যে, ডাক্তারী ও

কবিরাজী মতানুযায়ী আহার্য্য (কেবল মাত্র সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) কি এক হওয়া উচিত? ডাক্তারেরা ঘর্ম্মকারক ও মুত্রকারকাদি ঔষধ প্রদান করিয়া, যত সত্বরে রোগীর নবজ্বরবিত্ব বিদূরিত করিয়া থাকেন, কবিরাজেরা কি সেই সময়ের মধ্যে রোগীকে তদ্রূপ অবস্থায় আনিতে সক্ষম হন? তাই আমাদিগের বিবেচনায় ডাক্তারেরা প্রায়শঃ ২।৩ দিন মধ্যে রোগীকে দুগ্ধ প্রদানে সক্ষম হন্। আর কবিরাজেরা সেই "আসপ্ত রাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।" স্মরণ করিয়া নীরবে নিস্তব্ধে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকেন। ফলতঃ নবজ্বর বা আমজ্বরে ডাক্তারই হউন আর কবিরাজই হউন, কেহই দুগ্ধ প্রদানের ব্যবস্থা করেন না। সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ দেখিয়াই দশা ধরা যেমন কাহারও একটি রোগ, তেমনি আজ কাল প্রায়শঃ উভয় মতাবলম্বিদিগের মধ্যে একটি রোগ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, বিধি ও নিষেধ বাক্যই যে উভয় সম্প্রদায়ীকে অতি প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিদোষে দুষ্ট করিয়াছে, তাহা বোধ হয়, বিবেচক চিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আজ কাল এমনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন ডাক্তারাভিমানী অবিবেচক চিকিৎসক রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই দুগ্ধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে রোগীকে ঘোরতর বিপন্ন করিয়া তোলেন। আবার সেইরূপ অনেক কবিরাজও দুগ্ধদানের প্রকৃত-কাল উপস্থিত হইলেও দুগ্ধ না দিয়া স্বীয় মূর্খতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। এই বিধি নিষেধ বাক্যই যে, আজ কাল উভয় মতা-বলম্বীকে এতদূর পৃথক্ পৃথক্ পথে চালিত করিয়াছে, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা জানি না পাশ্চাত্য চিকিৎসা—বিজ্ঞান ডাক্তার-দিগকে নবজ্বরে (আয়ুর্ব্বেদোক্ত) দুগ্ধ প্রদান করিতে দৃঢ়তররূপে পরামর্শ দিয়াছে কি না। কিন্তু বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তারদিগের চিকিৎসা-প্রণালী বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আমরা যাহাকে নবজ্বরী বলিয়া থাকি, ঠিক্ সেইরূপ অবস্থাক্রান্ত রোগীকে তাঁহারাও দুগ্ধ প্রদান করেন না।—

(৯)

"অরুচিশ্চাবিপাকশ্চ গুরুত্বমুদরস্যচ।
হৃদয়স্যাবিশুদ্ধিশ্চ তন্দ্রা চালস্য মেবচ॥
জ্বরোঽবিসর্গী বলবান্ দোষাণামপ্রবর্ত্তনং।
লালাপ্রসেকোহৃল্লাসঃ ক্ষুন্নাশো বিরসং মুখং॥
স্তব্ধ সুপ্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা।
ন বিড়্‌ জীর্ণা ন চ গ্লানির্জ্বরস্যামস্য লক্ষণং॥"

চরক সংহিতা।

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুত্ব, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, হৃল্লাস, ক্ষুধানাশ, মুখের বিরসতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা, গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপরিপক্কতা ও শরীরের অক্ষীণতা এই সমুদয় আমজ্বর বা নবজ্বরের লক্ষণ।

যদি উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত রোগীই আয়ুর্ব্বেদ মতে নবজ্বরী বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাহইলে বোধ হয় কোন সংপ্রদায়ী চিকিৎসকই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, নবজ্বরীর পক্ষে দুগ্ধ হিতজনক। কবিরাজেরা যে 'লালাপ্রসেকো হৃল্লাস হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ। তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্যবৈরস্যং গুরু গাত্রতা। ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি" এই কথাটী ভুলিয়াগিয়াই বিপথগামী হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমাদিগের বোধ হয়, আসপ্ত রাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।" এই কথাটী যদি কবিরাজ দিগের মর্ম্মে মর্ম্মে দৃঢ়তররূপে অঙ্কিত না হইত, তাহাহইলে আজ কাল উভয় সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে পথ্যবিষয়ে এরূপ মত বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না।

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন যদিও ডাক্তারদিগের মতে নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত না হউক। তথাপি মধ্যজ্বরে তাঁহারা অবাধে দুগ্ধপ্রদান করিতে পারেন। কিন্তু কবিরাজেরা মধ্যজ্বর দূরে থাকুক, জীর্ণ জ্বরেও প্রায়ই দুগ্ধ প্রদান করেন না। ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে,

কবিরাজেরা তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত প্রতীত হইলেও তাহা যে একেবারেই কুসংস্কারঘটিত তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, নিরামজ্বরে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা বৈদ্যক গ্রন্থে আছে কি না,তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্বিষয় অধিক লিখিয়া অনর্থক প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা নাই। মাংসযুষ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য বারান্তরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা থাকিল।

গ্রাম কয়েবা }
পোঃ অঃ মোহনপুর } শ্রীমধুসূদন রায়
কবিরাজ।

আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক?

বায়ু-পিত্ত-কফ।

দেশীয় সুচিকিৎসক, কুচিকিৎসক, অচিকিৎসক, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলের মুখেই আমরা বায়ু পিত্ত কফের নাম শুনিয়া থাকি। দেশের বালকেরা পর্য্যন্ত ইহাদেব নাম জানে। নাম সকলেই জানেন, কিন্তু অতি অল্প লোকের নিকট বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বায়ু পিত্ত কফ সম্বন্ধীয় অনেক কথা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল কথা একত্র সংগ্রহ ও তাৎপর্য্যোদ্ভেদ করিয়া বিজ্ঞানরহস্য বুঝা বড় সোজা ব্যাপার নহে। না বুঝিলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কিছুই জ্ঞানলাভ করা যায় না। তজ্জন্য বাতাদির যথাযৎ বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচনা করিবার যত্ন করা যাইবে।

আয়ুর্ব্বেদমতে বায়ু পিত্ত কফ শরীব ধারণের মূল; তজ্জন্য ইহাদিগকে ধাতু বলে। ইহারা কুপিত হইয়া দেহকে মলিন করে বলিয়া মলনামে এবং দূষি করে বলিয়া দোষনামে অভিহিত হয়।

যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, শত সহস্র বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধ ভূমণ্ডলের পীড়া শান্তির উপদেশ দিয়া সুখ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে, অদ্যাপিও যাহার নষ্টাবশিষ্ট অংশ লইয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি এবং যাহার উপদেশে নানা প্রকার উৎকট রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি ; সেই শাস্ত্র দোষধাতুমলসংজ্ঞক বায়ু পিত্ত কফকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া গঠিত। এই বাতাদির তত্ত্বোদ্ভাবনে চিকিৎসা শাস্ত্র অতীব সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের সাহার্য্যে দুজ্ঞেয় শারীরক্রিয়াতত্ত্বে সম্যক্ জ্ঞানলাভ না করিলেও এক প্রকার চিকিৎসা কার্য্য চলে।

শারীরক্রিয়াতত্ত্ব আমূলতঃ পর্য্যালোচনা করিতে প্রয়াস পাইলে বিস্মৃত হইতে হয়। সন্দেহের পর সন্দেহ আসিয়া চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলে। তুলিবারই কথা। অনন্ত শিল্পীর শিল্পকৌশল তন্ন তন্ন করিয়া রহস্যোদ্ভেদ করা মনুষ্য বুদ্ধির সাধ্যাতীত। অদ্যাপি কেহ পারে নাই, কখন যে পারিবে, এমত ভরসাও করা যায় না। গুরূপদেশ, শাস্ত্র সমালোচনা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদিদ্বারা শারীরক্রিয়া তত্ত্বের স্থূল স্থূল বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু সার্ব্বাঙ্গীন জ্ঞানের তুলনায় সে জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎ কর।

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ জীবিতের দেহ-তত্ত্ব-বিদ্যায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন; ভবিষ্যতে আরও উন্নতির আশা আছে। কিন্তু কখন যে চরম সীমায় পৌঁছিবেন এমত ভরসা করা যায় না। আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ উক্ত শাস্ত্রের ততোধিক দূরদেশে অগ্রসর হইয়াও সীমাদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা যখন উক্ত বিষয়ের বিশালত্ব ও জটিলতা উপলব্ধি করিয়া বিহ্বল হইতেছিলেন ; রোগ সম্প্রাপ্তির কুটিলতা ভাবিয়া শরীরমনোবৈষম্যের গূঢ়তম রহস্যোদ্ভেদে চিন্তাপরায়ণ ছিলেন ; তখনই ঐশী শক্তির স্ফুরণে বায়ু পিত্ত কফের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, জীবিতের দেহতত্ত্বে এবং রোগ সম্প্রাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে ; যতদূর সম্ভবে তাহাও শত সহস্রের মধ্যে ২।৪ জনের অদৃষ্টে

ঘটে। অথচ তাদৃশ অল্প সংখ্যক লোকদ্বারা সংসারে চিকিৎসাকার্য্য চলে না! এমন স্থলে এরূপ এক সিদ্ধান্তের (Theory) (১) প্রয়োজন, যাহা অবলম্বন করিয়া চলিলে কাজ অভ্রান্ত হয় এবং সোজা হইয়া উঠে। সেই সিদ্ধান্তই বায়ু পিত্ত কফ।

যদিচ আমরা শারীরক্রিয়াতত্ত্বে সমীচীন জ্ঞানলাভে অসমর্থ, তথাপি বুঝিতে পারি যে, গতি, তাপ এবং আপ্যায়ন লইয়াই দেহীর দেহ। জীবের উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত দৈহিক ক্রিয়া পরম্পরা এবং গঠনাদির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। এই গতি, তাপ ও আপ্যায়ন ধরিযা বায়ু পিত্ত কফের সত্ত্বা অনুমিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অগ্রে বায়ুর বিষয় কিছু বলা যাইতেছে।

জীব দেহে গতিক্রিয়ারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শুদ্ধ জীবদেহে কেন? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া গতিরই প্রাধান্য। আর্য্য ঋষিরা তাহা বুঝিতেন তাই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম রাখিয়াছেন জগৎ (২)। আজি কালি আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতেছি;—যে গুণ দেখিয়া আমরা পদার্থের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ কোন না কোন গতি ক্রিয়ামাত্র। ফলতঃ গতিক্রিযার সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। যে তাপ ও আপ্যায়নের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা গতিজন্য ক্রিয়া ও পরিণাম; শরীরে স্নায়বীয় স্পন্দন, পৈশিক গতি, রক্ত সঞ্চালন, শোষণ, নিঃসরণ এবং পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সমস্তই গতিজন্য। এসকল বিষয়ে যত মনঃসংযোগ করিবে ততই শিক্ষালাভ করিবে, ততই চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষ্কার হইয়া উঠিবে একথা সত্য বটে; কিন্তু যখন শরীর যন্ত্রের গতি ক্রিয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে, তখন এরূপ একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা আবশ্যক, যাহা অবলম্বন করিলে গতিতত্ত্ব জ্ঞান জন্য ফল সিদ্ধ হয়। সেই সিদ্ধান্ত বা থিওরি—বায়ু।

(১) সিদ্ধান্তো নাম যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ স সিদ্ধান্তঃ। চরক বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়।

(২) গচ্ছতীতি জগৎ। গম্+ক্বিপ্।

গত্যর্থক বা ধাতু লইয়া বায়ু শব্দ গঠিত—চলে বলিয়া ইহাকে বায়ু বলে। বায়ু স্বয়ং চলনশীল এবং গতিক্রিয়ার নেতা। শরীরাভ্যন্তরেও বায়ু স্বয়ং চলিতেছে এবং বায়ুর সাহায্যে শারীরোপাদন এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ অন্য পদার্থ চালিতহইতেছে। বায়ুব ধর্ম্ম, কার্য্য,কিসে প্রকোপ হয়, কিসে প্রশমিত হয় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ কবিলে বিস্তীর্ণ শারীরক্রিয়াতত্ত্ব ও রোগনির্ণয়তত্ত্ব প্রতিপাদ্য অনেক বিষয় সহজে বোধগম্য হয়।

বায়ু অন্য অন্য পদার্থের ন্যায় ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিব ব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ (৩)। যে বায়ু নিশ্বাস দ্বাবা ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হইতেছে,প্রশ্বাস রূপে বাহির হইতেছে কোষ্ঠে সঞ্চিত হইয়া আধ্মান জন্মাইতেছে, অপান পথে নিঃসৃত হইতেছে,তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্তবায়ু বলা যায়। ইহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেব বিষয়। আর যাহার বলে উবোবিভাজিকা (ডায়াফ্রাম) এবং পঞ্জর মধ্যবর্ত্তি পেশী সমূহ কুঞ্চিত হইয়া প্রশ্বাস ত্যাগ হয় (৪) তাহাকে অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত বায়ু বলে। ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয় নহে; লক্ষণ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহা দ্বারা স্নায়বীয় স্পন্দন, পেশী সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্থান ও কর্য্যভেদে বায়ু আবাব পঞ্চধা বিভক্ত। হৃদয়ে প্রাণ, পক্কাশয়ে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্ব শবীরে ব্যান বায়ু অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিতেছে।

হৃদয় প্রদেশ প্রাণ বায়ুব স্থান। ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত অতীন্দ্রিয় ব্যক্তাত্মক প্রাণবায়ু রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস গ্রহণ, প্রশ্বাস ত্যাগ অন্ননালীর (যে ভাগ হৃদয় প্রদেশে থাকে) গ্রহণের (৫) উপযোগী বলপ্রয়োগ এবং অন্য অন্য

---

(৩) ব্যক্তং চেন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদযদিন্দ্রিয়ৈঃ। অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গ গ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ৈঃ। চরক শারীরস্থান ১ম অধ্যায়।

(৪) আভিঃ শ্বসন প্রশ্বসন শোণিত যন্ত্রধারণাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদ্যন্তে। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

(৫) যে শক্তিদ্বারা অন্নাদি আমাশয়ে প্রেরিত হয় তাহাকে গ্রহণ এবং যে শক্তি দ্বারা বমন উদ্গারাদির বেগ প্রযুক্ত হয়, তাহাকে ইরণ বলা যায়।

সঞ্চালনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ইহার গতি অব্যাহত থাকিলে হৃৎকোষ্ঠ বা রক্তাশয় যথাসময়ে সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতে থাকে। সেই বলে বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম গর্ভকোষ্ঠ হইতে চালিত হইয়া ধমনীপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক শিরাপথে অবিশুদ্ধাবস্থায় দক্ষিণ গর্ভকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে শোধনার্থে ফুস্ফুসে গমন করে; আবার ফিরিয়া আইসে। ভূ বায়ু শ্বাস দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ফুস্ফুসস্থ হইলেও প্রাণ সংজ্ঞা লাভ করে। এই বায়ু হইতে বিষ্ণু পদামৃত (৬) (অক্সিজেন) বিযুক্ত হইয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করে। এই প্রাণবায়ুর কার্য্য বন্ধ হইলে নিমেষমাত্র অপেক্ষা সহে না, হটাৎ জীবনব্যাপার শেষ হয়।

ইহা কুপিত হইলে হিক্কা, হৃল্লাস, শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। অপান বায়ু পক্কাশয়ে থাকিয়া আমাশয় পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহার বলে গ্রহণী, আমাশয় হইতে অন্নকিট্ট (কাইম্) গ্রহণ করিয়া পক্কাশয়ে প্রেরণ করে, তথায় ইহার সাহায্যে অবশিষ্ট পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়। সমান বায়ু রক্ত হইতে অকর্ম্মণ্য জলীয়াংশ বৃক্ক যন্ত্রে সংগ্রহ করিয়া মূত্র বস্তিতে প্রেরণ করে। ইত্যাদি অনেক কার্য্য সমানবায়ু দ্বারা সাধিত হয়। এবং ইহার দ্বারা বাত, মূত্র, মল, শুক্র ভ্রূণ এবং ধাতুশোণিত যথাকালে নিঃসৃত হয়। অপান বায়ু প্রদুষ্ট হইলে বস্তি ও মলদ্বারের পীড়া উৎপন্ন করে।

সমান বায়ু নাভি দেশে থাকিয়া আমাশয় এবং পক্কাশয় পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহার দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া অন্নরস বিয়োজন প্রভৃতি কার্য্য

---

(৬) এক্ষণে যাহাকে অক্সিজেন বলা হয় এবং যাহা রক্ত সংশোধনের প্রধান সহায়, এমন কি যাহা জীবন ক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন তাহাও বায়ুর বিশেষ একটী উপাদান। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে বিষ্ণুপদামৃত বলা হইয়াছে, তাহাই অক্সিজেন ভিন্ন আর কিছুই নহে। "নাভিস্থঃ প্রাণ পবন স্পৃষ্টহৃৎ কমলান্তরং। কণ্ঠাদ্ বহি বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণু পদামৃতং ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা পাইলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাধা হয়। কুপিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গুল্ম ও আধ্মান প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ। উদীরিত সমান বায়ু উদান বায়ুকে স্পর্শ করিবামাত্র উদানবায়ু স্বর রজ্জুকে দীর্ঘ করিয়া শব্দ উৎপন্ন করে।

এই শব্দ, জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাক্যে পরিণত হয়, ইহা কুপিত হইলে স্বরভেদ এবং নানা প্রকার কণ্ঠরোগ উৎপন্ন করে।

ব্যানবায়ু সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং নানা প্রকার স্নায়বীয় ও পৈশিকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্যানবায়ুর প্রকোপে আক্ষেপক বাত প্রভৃতি অধিকাংশ বাতব্যাধি এবং বিবিধ প্রকার সার্ব্বাঙ্গীন রোগ জন্মে। অতঃপর বায়ুর গুণ এবং চয় প্রকোপ প্রশমনের কথা কিছু বলা যাইতেছে।

রুক্ষ, শীত, লঘু সূক্ষ্ম, চল, বিষদ এবং খর এই সাতটী বায়ুর স্বাভাবিক গুণ (৭)। শার্ঙ্গধর বলেন বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, শীত, রুক্ষ, লঘু এবং চল (৮)। প্রকৃতিস্থ বায়ুর এই সকল গুণ দ্বারা শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

রুক্ষ, স্নিগ্ধ গুণের বিপরীত, বায়ুর এই গুণদ্বারা শরীর অস্বাভাবিক স্নিগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে না। এইরূপ শীত গুণে শারীরোষ্মা সংযমিত থাকে; লঘু গুণ শারীর বিধানের গুরুত্ব জন্য ক্লেশের লাঘব করে; চল গুণশালী বায়ু গতিকার্য্য নির্ব্বাহ করে; বায়ু সূক্ষ্মগুণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহার গতি অব্যাহত, খরগুণে অস্বাভাবিক মৃদুতা সংযত হয়। বায়ুর এই সকল গুণ যখন অস্বাভাবিক হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তখন যে গুণের আধিক্য বা সমতা হইয়াছে, তদ্বিপরীতধর্ম্মী দ্রব্যাদি প্রয়োগে তাহাকে প্রকৃতস্থ করা যায়। স্নিগ্ধ, গুরু, মৃদু, শ্লক্ষ্ম, পিচ্ছিল এবং ঘনকারক,

---

(৭) রুক্ষঃ শীতো লঘু সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিষদঃ খরঃ।
চরক। সূত্রস্থান। ১ম অধ্যায়।

(৮) রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্ম শীতোরুক্ষো লঘুশ্চলঃ।
শার্ঙ্গধর।

দ্রব্যাদি বায়ু নাশক। দোষদ্রব্যসম্বন্ধ নির্ণয়তত্ত্ব নামক প্রবন্ধে এ সকল কথার সবিশেষ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইবে। এক্ষণে চয়-প্রকোপ প্রশমনের কথা বলা যাইতেছে।

চয শব্দের প্রকৃত অর্থ সঞ্চয় হওয়া। কোন পদার্থ একত্র সমবেত হইতে থাকিলে চয হইতেছে বা সঞ্চয় হইতেছে এরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বায়ুর চয় বলিলে ঠিক্ সেরূপ বুঝাইবে না। শরীরের ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত বায়ুর রাশি (Volun) যখন অস্বাভাবিক বর্দ্ধিত হয়, তখন চয় শব্দের উক্ত অর্থ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত বায়ুর চয়ের অর্থ ভিন্ন প্রকারে সমর্থন করিতে হয়। যখন রুক্ষাদি ধর্ম্ম কোন কারণে স্বাভাবিক অপেক্ষা উগ্র হইতে থাকে, তখন বায়ুব চয হইতেছে বুঝিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে বায়ুর চয় হয়, বর্ষায প্রকোপ হয় এবং শবৎকালে প্রশমিত হইয়া থাকে। এখন যেমন তাড়িত তত্ত্বের অনেক কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদেব সময় সে সকল কথার আলোচনা কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাড়িত তত্ত্বে তাঁহারা যে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, এমত বোধ হয় না। এই বায়ুব চয প্রকোপ প্রশমনের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শবীবে যে বৈদ্যুতিকশক্তি আছে, এ কথা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকাব স্থিব হইযা গিয়াছে এবং তাড়িত তাডিতকে আকর্ষণ কবে ইহাও নিশ্চিত। গ্রীষ্মকালে ভূ বায়ুতে তাড়িতাধিক্য হয়, সুতরাং তাডিতাকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ নিয়মানুসারে শরীরের তাড়িতে ভূ বায়ুর তাড়িতে অলক্ষিত ভাবে আদান প্রদান হইয়া শরীরকে কিঞ্চিৎ ক্ষোভিত কবে। সেই ক্ষোভ জন্য অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত বায়ু সতেজ হইতে থাকে। ইহাকে বায়ুর চয বলে। চীয়মান বায়ু বিশেষ অসুখেব কারণ হয় না। পরে বর্ষাগমে মেঘোদয হইলে আরও তাড়িতের প্রাবল্য এবং ভূ বায়ুর আপেক্ষিক—গুরুত্বেব আধিক্য হইলে

বায়ু প্রকুপিত হয় (১)। তখন বাত প্রকোপ জন্য ক্লেশ অনুভব হইয়া থাকে। পরে শরদাগমে আকাশ নির্ম্মল হইলে বায়ুর প্রশমন হয়।

নিম্নলিখিত কারণে বায়ু প্রকুপিত হয়।

ব্যায়াম, লঙ্ঘন, উচ্চস্থান হইতে পতন, অঙ্গভঙ্গ, ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, মূত্র পুরীষাদির বেগধারণ, অতিশয় শোক, অতিশয় শৈত্য সেবন, রুক্ষ সেবন, কোন প্রকার শরীরের ক্ষোভ অর্থাৎ সঞ্চালন, কটু তিক্ত কষায় দ্রব্য ভোজন। এতদ্ভিন্ন বর্ষাকালে অন্ন পরিপাকের শেষাবস্থায়, দিবা রাত্রির শেষভাগে এবং বৃদ্ধ বয়সে বায়ু প্রকুপিত হয়।

বায়ু প্রদুষ্ট হইলে, আধ্মান, শরীরের জড়তা, নিঃস্নেহতা, ত্বকের বিদীর্ণ-ভাব, শরীরের কোন অংশ ছিন্ন হইয়াছে এমত বেদনা বোধ, বেষ্টন ক্ষোভ, অবসন্নতা, শ্রমবোধ, গ্লানি, বিবর্ণতা, বিচ্ছিন্ন বেদনা, সন্ধির উদ্ঘাটন, অঙ্গগ্রহ, শরীরের পীড়ন ও তাড়ন, ক্রোড়নতত্ত্ব, পৃষ্ঠনতত্ব, পরিপতন, জৃম্ভা, রোমহর্ষ, অঙ্গবিক্ষেপ, মস্তকাক্ষেপ, তৃষ্ণা, শোষ, স্বরভেদ বা উৎকাশি, মুখের কষায়তা, ত্বকের পারুষ্য, শ্যাম বা অরুণ বর্ণত্ব, নিদ্রাবিশ্লেষ, মোহ, জ্ঞানবিশ্লেষ ভ্রান্তি, কর্ণনাদ, দৃষ্টিভ্রম এবং বিষয়-জ্ঞান শূন্যতা। প্রকুপিত বায়ু নিম্নলিখিত আহার বিহারাদি দ্বারা উপশমিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ, স্থির, বলকারী এবং তেজোবর্দ্ধক দ্রব্য, সাম্লম্ন লবণরসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য, তিলতৈল ও মাংস প্রভৃতি।

দোষত্রয়ের মধ্যে যাহার দেহে বায়ুর প্রাবল্য স্বভাবতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে বাতপ্রকৃতি পুরুষ বলে।

বাতপ্রকৃতি মনুষ্য অল্পায়াস বিশিষ্ট, কৃশ, রুক্ষ, বাচাল, চলচিত্ত এবং স্বপ্নে আকাশবিহারী হয়।

---

(১) ভূ বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific grunity) বাড়িলে শরীরের বায়ু কেন বৃদ্ধি হয়? ইহার তাৎপর্য্য বায়ু পিত্ত কফের উপসংহার নামক প্রস্তাবে বলা যাইবে।

যাহার শরীরে বায়ু অব্যাহত গতি হইয়া স্বস্থানে স্থিত ও স্বভাব গুণশালী অর্থাৎ অবিকৃত অবস্থায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সেই মনুষ্য নিরূপিত আয়ুভোগ করে। অর্থাৎ একশত বিশবৎসর পঞ্চরাত্র বাঁচিয়া থাকে।(১০)

ক্রমশঃ—

১৮ই আষাঢ় ১২৯২ সাল
মাগুরা (খুল্‌না।)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কবিরত্ন।

পুরাতনজ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৫ পৃষ্ঠার পর)

৭। নেবাযুক্ত পুরাতন জ্বর।

ময়মন্‌ সিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছায় একজন জমীদারের ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্রের পুরাতন জ্বরের সঙ্গে চক্ষু ও শরীর হলুদেবর্ণ, যকৃতের স্থানে টিপিলে ব্যথাবোধ, বাহ্য সহজ, প্রস্রাব হলুদেবর্ণ ক্ষুধার হ্রাস ও পুরাতনজ্বর থাকে। ছেলেটি প্রথমে মাসাধিক কবিরাজী চিকিৎসায় থাকে, কিন্তু তাহাতে কিছু উপকার না হওয়াতে চিকিৎসার্থ আমরা আহূত হইলে অমরা ক্রমে নক্স (৩) ব্রাইওনিয়া (৩) ব্যবস্থা করি, তাহাতে কোন উপকার না হওয়াতে শেষ টিলিয়া (৫) দেওয়া হয় এবং দুইদিন খাওয়াতেই উহাদ্বারা জ্বর ত্যাগ হয় এবং ক্রমে একপক্ষ খাওয়াতে যকৃতের ব্যথা, নেবা ইত্যাদি সমুদয় লক্ষণ তিরোহিত হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

(২) পুরাতন জ্বরের সঙ্গে প্লীহা।

একটি ১৫ বর্ষীয় শ্রমজীবী বালকের যত বড় পেট তত বড় একটি প্লীহা জন্মে, কোষ্ঠ নিয়ত কঠিন থাকে। উপায়হীন বলিয়া ক্রমে ২।৩ জন

---

১০ অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃস্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতং ॥

কবিরাজের নিকট বিনা বেতনে ভৃত্যের কাজে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করাতেও বিশেষ উপকার হয় না। বালকটী শেষ আমাদের চিকিৎসাতে আইসাতে সিয়েনো থস্ (৩) ঔষধ তাহাকে রোজ তিনবার করিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে ৫দিনের মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয় ও রোজ ২বার করিয়া বাহ্য হইতে থাকে এবং এক মাসের মধ্যে প্লীহাও বেশ ছোট বা প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(৩) জীর্ণজ্বরের সঙ্গে প্লীহাবৃদ্ধি ও উদরাময়।

আর একটি বালক জীর্ণজ্বরের সঙ্গে প্লীহা বৃদ্ধি ও উদরাময় রোগে দীর্ঘকাল কষ্ট পায় ও এলোপ্যাথিক এবং কবিরাজী মতে চিকিৎসা অনেকদিন করে, কিন্তু বিশেষ উপকার না হওয়াতে আমাদের চিকিৎসাতে আসাতে আমরা ইউকেলিপ্টস্ গ্লবিউলস্ (৩) ক্রমে সেবন করাই, তাহাতে তাহার পেটের ব্যামো'হ প্লীহা ও সমুদয় আরোগ্য হয়।

(৪) পুরাতন জ্বর ও উদরাময়।

কলিকাতার একটী ধনবান লোকের সাত মাস বয়স্কা একটী শিশু বালিকার এই পীড়া হয়, তিনি একজন সাহেব ডাক্তারের হাতে উহার চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন, ক্রমে দুই মাস চিকিৎসা করাইয়া বিস্তর ধন ব্যয় করেন, কিন্তু রাত্রে রাত্রে যে শিশুর জীর্ণজ্বর হইত, তাহা কিছুতেই ত্যাগ পায় না। পরে আমরা ঐ শিশুকে চিকিৎসা করি এবং এমেরিকা দেশীয় নবাবিষ্কৃত জেল্‌সিমিনম্ (৩) ঔষধে ঐ শিশুকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করি।

পূর্ব্বে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উপসর্গযুক্ত পুরাতন জ্বরে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর চিকিৎসাতে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ঝটিতি উপকার লাভ হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, কোন প্রকার উপসর্গ যোগ না থাকিলে জ্বর পুরাতন হইয়া শরীরে দীর্ঘকাল থাকে না। এবং যে সকল স্থায়ী জ্বর

উপসর্গ হীন বোধ হয় তাহাতেও প্রকৃত পক্ষে যকৃৎ প্লীহা ফুস্ফুস বা মূত্রোৎপাদক গ্রন্থির কোন না কোন অলক্ষিত পীড়ার সঙ্গে যোগ থাকে, কাজেই তাহাকে আমরা উপসর্গ হীন জ্বর বলিয়া মনে করি। সে যাহা হউক, পুরাতন জ্বরে কবিরাজী ঔষধের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে, বিশেষ ফলদায়ক, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং এলোপ্যাথিক ঔষধও অল্প মাত্রায় সেবন করিয়া আহার পানীয় সম্বন্ধে সতর্ক থাকিলে যে, প্রায় সেইরূপ উপকার হইবে তাহা আশা করা যায়।

অর্শরোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১ পৃষ্ঠার পর)

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।

গতবারে অর্শের আকার প্রকার ও লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। এবারে চিকিৎসার বিষয় বলিতেছি। ইহার চিকিৎসার জন্য বিশেষতঃ বলির বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন, অথবা কোনরূপ দাহক ঔষধদ্বারা দাহ করা আবশ্যক। অপর রক্তস্রাব বন্ধের জন্য লৌহশলাকা গরম করিয়া তথায় পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সমস্ত নিয়ম পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন আর প্রায়ই কেহ ঐ সমস্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলেন না। সুতরাং এক্ষণে প্রায়শঃ অর্শের বলি বিনাশের জন্য নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ দ্বারা পোড়ান হইয়া থাকে, এবং অপরাপর সঙ্কোচক ঔষধদ্বারা অর্শকে কমাইয়া আনা হয়।

অর্শের চিকিৎসা সম্বন্ধে যেমন বলির বিনাশের জন্য ঐরূপ নানাবিধ বাহ্যিক ক্রিয়ার আবশ্যক করে, তেমনি পরিপাক যন্ত্রে বা যকৃতে যাহাতে স্থায়ীভাবে রক্ত অবস্থিতি করিতে না পারিয়া রক্ত সুচারুরূপে চলাচল করিতে পারে, তজ্জন্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। কেন না পরিপাক যন্ত্রে ও যকৃতে রক্তের স্থায়ীত্ব হয় বলিয়া প্রায়ই অর্শের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ অর্শমাত্রেতেই প্রায় বেদনা, জ্বালা ও দপ্‌দপানি প্রভৃতি নানা রকমের যন্ত্রণা থাকিলে তাহার শান্তির জন্য কেবল বরফ জলের পিচ্‌কারী অথবা ঐ জলের সহিত অহিফেণের অরিষ্ট মিশাইয়া পিচ্‌কারী দিলে তৎক্ষণাৎ বিশেষ উপকার দর্শে। আবার কোন কোন সময় উত্তাপ দ্বারাও অর্শের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে বরফ-জলের অভাব হয়, সেখানে খুব ঠাণ্ডাজল দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু যদি ঐ সমস্ত উপসর্গের সহিত অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে অহিফেণ সংঘটিত সঙ্কোচক মলম ব্যবহারে উভয়েরই শান্তি হইতে পারে।

এই রোগে প্রায়ই দাস্ত অপরিষ্কার থাকে, অথচ কঠিন দাস্ত হইতে লাগিলে রোগীর যন্ত্রণাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। একারণ অর্শরোগে রোগীর মলকে অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থায় রাখা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। অর্শ-রোগীর মল তরল রাখিবার জন্য উহাকে প্রতিরোজ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে পরিষ্কার বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ৵০ দুই আনা অল্প দুগ্ধের সহিত পান করাইলে তাহার দাস্ত বেশ তরল হইবেক এবং দাস্ত পরিষ্কারও থাকিবেক। এই রোগে কোন প্রকার উত্তেজক (মদ্যাদি) ও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ তাহাতে জ্বালা যন্ত্রণা ও রক্তস্রাবের বৃদ্ধি হইতে পারে। তবে যদি এ অবস্থায় ইহার বিরেচন করান নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে লাবণিক ঠাণ্ডা বিরেচক, এবং পারদ ঘটিত ইংরাজী ব্লুপিল ও বৈদ্যক কজ্জলী দ্বারা বিরেচন করাইবেক। আবার কাহারও বা অর্শরোগের সহিত দিবা রাত্রি মধ্যে ৫।৭ বার পাতলা দাস্ত প্রভৃতি নানাবিধ রকমের পেটের অসুখ থাকিতেও দেখা যায়। অতএব সেইরূপ পেটের অসুখ থাকিলে অগ্রে অল্প ধারক ও জীর্ণকারক ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করিয়া পরে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে কাঁচা বেল দ্বারা উপকার দর্শে।

অর্শরোগের সূত্রপাতমাত্র ইহার বলি বড় হইতে না হইতেই চিকিৎসা করা উচিত। কারণ সেই সময়ে সেই সামান্য বলির শান্তি যেমন সহজেই

হইতে পারে, কিন্তু ঐ বলি অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইলে শেষে উহার শান্তি কষ্টকর হইয়া উঠে। বলির বিনাশ বা বৃদ্ধির নিবারণজন্য এই অবস্থাতে বিশেষ সংকোচক ও তীব্র অম্ল ঔষধ যথা—ষ্ট্রং নাইট্রীক্‌এসিড্‌ ও লাইকার্‌ফেরি পার ক্লোরাইডি কিম্বা ট্যানিক্‌এসিড্‌ ব্যবহার করিবেক। আর আভ্যান্তরিক সেবন ঔষধের জন্য মৃদুবিরেচক যথা।—

জলমিশ্রিত নাইট্রোমিউরিয়াটিক্‌ য়্যাসিড্‌, নিশাদল ও তিক্ত বলকারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

অর্শরোগে বলি হইতে রক্তস্রাব না হইয়া যদি মলদ্বারে অতিশয় প্রদাহ জন্মে, তবে সেই স্থানে গরম জলের স্বেদ দিবেক, এবং জলৌকা (জোঁক) দ্বারা ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব করাইবে। তাহা হইলে প্রদাহের শান্তি হওয়ার সম্ভাবনা, কিম্বা কথন কখনও সঙ্কোচক ঠাণ্ডা ঔষধ যথা।—

গোলাড্‌স্‌ লোসন্‌ কিংবা বরফ দিয়া ভিজাইয়া রাখিলেও ঐরূপ ফল হইতে পারে।

অর্শরোগে রোগী বলবান্‌ থাকিলে সহসা তাহার রক্তস্রাব একবারে বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ এই রক্ত হঠাৎ বন্ধ করিলে তাহা হইতে অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু রক্তস্রাব দ্বারা যদি রোগী উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমে শীঘ্রই রক্তস্রাবের রোধ করা আবশ্যক।

অর্শরোগে পথ্য।

এই রোগে পথ্যের জন্য সাধারণতঃ কোনরূপ উত্তেজক আহার্য্য বস্তু যথা—মাংস, মদ্য, ঝাল, গরম মসলা ও অধিক তৈলাক্ত বস্তু এবং লুচি মিঠাই প্রভৃতি গুরুপাক বস্তু ব্যবহার করিবে না। ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ অর্থাৎ কোন কোন শাক্‌শবজী দ্বারা অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে। কারণ তাহাতে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার থাকে। তদ্ভিন্ন এই রোগে দুগ্ধ, ঘোল, দধি, মাগুর ও ছোট ছোট মাছের ঝোলের সহিত খুব্‌ পুরাতন চাউলের অন্ন প্রশস্ত। ইলিশ্‌ মাছ, কাঁকড়া এবং যে সকল মাছে অধিক

তৈল থাকে, সে সমস্ত মৎস্য ব্যবহার করিবে না। আর ফলের মধ্যে পাকা পেঁপে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য, তাহা ছাড়া কাঁচা পেঁপের তরকারীও খুব ভাল। পরন্তু এই রোগে অতিরিক্ত রক্তস্রাববশতঃ রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে মাংসের কাথ দেওয়া বিধেয়।

নিষেধ।

তাহা ছাড়া এই রোগে মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ এবং অধিক পরিমাণে স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা বড়ই অপকার দর্শে। ফল কথা যে সমস্ত আহার দ্বারা অর্শরোগীর অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি হয়, তৎ সমস্ত আহার অর্শরোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই প্রশস্ত।

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম, ডি।

সম্মিলনীর দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বসু, অর্শরোগের নিদান ও আকারপ্রকার ইত্যাদি বিষয়ের যেমন সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কিছুই বলিতে হইবে না। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, নূতন প্রমেহ বা ধাতুচলা রোগে এবং এই পীড়া ষ্ট্রিকচর্ বা মূত্রপথ সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হইলে প্রস্রাব করিবার সময় যে নিয়ত বেগ দিতে হয়, তাহাতেও অর্শ রোগ জন্মে এবং কারণ দূর না হইলে ঐ অর্শও কখনো ভাল হয় না। যক্ষ্মাকাসীগ্রস্ত রোগীরও শেষে মলদ্বারে অর্শরোগ জন্মে। উপদংশরোগে প্রথম মলদ্বারে ক্ষত জন্মিয়া পরে তাহা অর্শে পরিণত হইতে প্রায় দেখা যায়। নিয়ত সুরাপানেও অর্শ হয়। এই সকল অর্শরোগের মূলকারক পীড়া নিঃশেষরূপে দূর না হইলে প্রায়শঃ অর্শ ভাল হয় না।

যাহা হউক, এ পীড়ার লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রশংসিত ডাক্তার বাবু উপরে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ইহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিষয় কিছু বলিতেছি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

১। কোষ্ঠ কঠিন হইয়া এ রোগ জন্মিলে নক্স (৩), সল্ফার্ (৩০), ঈস্কুলস্হিপোক্যাসটেনস্ (৩), কলিন্সোনিয়া (৫) বা কার্ব্বো ভেজি-টেবিলিস্ (৩০)।

২। সুখভোগী ও মানসিক ব্যবসায়ীদের প্রায় নিস্পন্দ অবস্থায় থাকাপ্রযুক্ত পীড়া জন্মিলে পড্ফিলম্ (৫), নক্স (৩), বা সল্ফাব (৩০)। তাহা ছাড়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ১ ঘণ্টা করিয়া মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম বা দ্রুতপদে গমন প্রশস্ত।

৩। গর্ভাবস্থায় অর্শ হইলে এলোস্ (৩), নক্স (৩), বা কলিন-সোনিয়া (৫)।

৪। অর্শ হইতে রক্তপাত হইলে হেমেমেলিস (৫), সল্ফাব্ (৩০) অত্যন্ত রক্তপাতে হেমেমেলিস্ (৩), ঈস্কুলস্ (৩) বা এলোস্ (৫)।

৫। অর্শ হইতে কখনো রক্তপাত না হইলে নক্স(৫) আর সল্ফাব(৩০), পর্য্যায়ক্রমে রোজ দুই কি চারিবার খাওয়াইবে।

৬। অর্শে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইলে একোনাইট্ (৩)।

৭। অর্শে জ্বালা ও চুল্কানি জন্মিলে ক্যাপ্সিকম্ (৫)।

৮। অর্শ হইতে সাদা বর্ণের ক্লেদ নির্গত ও ছড়্ যাওয়া ব্যথা জন্মিলে মার্কিউরিয়স্ (৩), বা একোনাইট (৩)।

৯। কৃশ শরীরে অতি পুরাতন অর্শ থাকিলে আর্সেনিক্ (৩), ফীবম্ (৬)।

এক এক ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

১। একোনাইট্(৩) তারল্য, এক কি দুই ফোটা মাত্রায় আদ ছটাক জলের সঙ্গে রোজ ৩।৪ বার।

প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—

যে অর্শ হইতে রক্ত পাত হয় অথচ উহা স্ফীত আরক্তবর্ণ ও ব্যথা-

যুক্ত হয। কিম্বা গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানিয়া ব্যথা ও চাপা বোধ। পেটে বাথা ওঅন্ত্রশূল, কোষ্ঠকঠিন, মস্তকঘূর্ণন ও উহাতে ভারবোধ।

২। ঈস্কুলস্‌হিপক্যাষ্টেনস্(৫)তারল্য, শেষোক্ত নিয়মে। প্রযোগের লক্ষণ যথা—অর্শের রক্তে বেগুনিয়া রঙ্ এবং তাহার সঙ্গে পৃষ্ঠে ব্যথা। গুহ্যদ্বার শুষ্ক। গুহ্যদ্বার ঝুলিয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কাবোধ, কোষ্ঠ কাঠিন, গুহ্যদ্বারে ব্যথা চুল্কানি ও জ্বালা। উভয স্কন্ধের মধ্যস্থানে ব্যথা।

৩। এলোস্ মুসব্বর বা ঘৃতকুমারী(৫)তারল্য একোনাইটের নিযমে। প্রযোগের লক্ষণ যথা—অঙ্গুর ফলের ন্যায অর্শগুচ্ছ ঝুলিযা পড়ে। যথেষ্ট রক্তপাত হইলে উহাতে ব্যথার হ্রাস হয। উদরস্ফীত। মানসিক শ্রমকারী বা বৃদ্ধ লোকের বা সুখভোগীর এ পীড়া জন্মিলে। গুহ্যদ্বারে ব্যথা জ্বালা ভাব ও উত্তাপবোধ হইলে। নূতন অর্শে।

৪। এমোনিয়ম্ কার্ব (৫) তারল্য একোনাইটের নিযমে। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—বাহ্যের সময বেগ দিলে অর্শ নির্গত হয ও অত্যন্ত ব্যথা করে। অন্য সমযে বেগ না দিলেও নির্গত হইতে পারে। বাহ্যের সঙ্গে এবং পরে রক্ত পড়ে।

৫। আর্সেনিক (৩০) তারল্য পূর্ব্ব নিযমে। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—মাতালদের অর্শ হইলে বিশেষ উপকারী। দাঁড়াইলে বা চলিতে লাগিলে অর্শে শূলনী ব্যথা কিন্তু বাহ্যের সময় নহে। গুহ্যদ্বারে ও উহার উপরে জ্বালা ও তাড়স বোধ।

৬। ক্যাপ্‌সিকম্ (লঙ্কা মরিচ) (৫) তারল্য একোনাইটের নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা। অর্শস্ফীত এবং উহাতে চুল্কানি ও জ্বালা বোধ, গুহ্যদ্বারে টিপিলে ব্যথাবোধ অর্শের বলি ডাগর এবং সরল অন্ত্র হইতে রক্ত বা রক্ত মাথা শ্লেষ্মা নির্গত হয।

৭। কার্ব্বোভেজিটেবিলিশ (৩০) তা। একোনাইটের নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—গুহ্যদ্বার দিয়া তীক্ষ্ণ ও জ্বালাকর ক্লেদ নির্গত হয়। কাল বা নীল বর্ণের রক্তপূর্ণ অর্শ বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে এবং

তাহা হইতে দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গত হয়। কটিতে ব্যথা হাত জ্বালা ও কোষ্ঠ কঠিন

৮। কষ্টিকম্ (৫)। একোনাইটের নিয়মে ব্যবহার্য্য। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—অর্শের সঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠ কঠিন। দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে মলত্যাগ হয়। ভগেন্দ্রের সঙ্গে অর্শের যোগ। অর্শ স্পর্শ করিলে জ্বালা ও ব্যথা বোধ। দাঁড়াইলে বা চলিলে অর্শেতে ব্যথা ও জ্বালার বৃদ্ধি এবং কখন কখন সরল অন্ত্রে পর্য্যন্ত সেই ব্যথা ব্যাপ্ত হয়, অর্শের বিষয় চিন্তা করিলে বা মানসিক শ্রমেও উহাতে অধিক ব্যথা অনুভব হয়।

৯। কলিন্‌সোনিয়া (৫) তা। একোনাইটের নিয়মে। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—প্রাতে কষ্টের হ্রাস শেষ রাত্রে বৃদ্ধি, গুহ্যদ্বার দিয়া শ্লেষ্মাতে আবৃত কালরক্ত পাত। উদর স্ফীত ও কোষ্ঠ কঠিন। অর্শের সঙ্গে একবার কোষ্ঠ কঠিন একবার ভেদ। পুরাতন অর্শে। প্রায়ই বাহ্য সন্ধ্যার সময় হয়।

১০। ডাইয়স্কোরিয়া (৫) তা। একোনাইটের নিয়মে। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—এক থোবা আঙ্গুরের ন্যায় কয়েকটা অর্শ গুহ্যদ্বারে ঝুলিয়া থাকে। গুহ্যদ্বার হইতে নিয়ত ক্লেদও নির্গত হয়। গুটলির মত বাহ্য হইয়া মলদ্বার বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে।

১১। গ্রেফাইটিস্ (৬) তা। দিনে তিন বার। প্রযোগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—পা ছড়াইয়া চলিতে গেলে বা বসিলে অর্শে ছুরিকা দ্বারা ছেদন-কর ব্যথাবোধ, সরল অন্ত্র হইতে বড় আকারের অর্শ বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে। মলদ্বারের চারিদিগে ফাটল এবং বাহ্যের সময় ও পরে কয়েক ঘণ্টা অবধি তাহাতে ছেদনকর ব্যথা বোধ। রাত্রে ব্যথার আরো বৃদ্ধি। কোষ্ঠ কঠিন ও যকৃৎ টিপিলে শক্ত বোধ। স্ত্রীলোকদের অর্শের সঙ্গে প্রদর এবং ঋতুর পরিবর্ত্তে তৎসময়ে সাদা বা অন্যবর্ণের তরল পদার্থ নির্গত।

১২। হেমেমেলিস [৫] তা। একোনাইটের নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—

সামান্য রক্তপাতে অধিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। কখন কখন অধিক রক্তপাত ও অর্শে জ্বালা ও ব্যথা। মলদ্বারের চারিদিকে আরক্তবর্ণ। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত।

১৩। হিপার্ সল্‌ফার্ (৬) তা। পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—

অর্শের সঙ্গে যকৃতের বৃদ্ধি। নরম বাহ্যের সঙ্গে রক্তপাত। উদর স্ফীত ও টিপিলে ব্যথা বোধ।

১৪। ইগনেসিয়া (৬) তা। পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ। যথা—

সরল অন্ত্রে হঠাৎ এক একবার তীক্ষ্ণশূল ব্যথা উপস্থিত হইয়া শরীরের দিকে বিস্তৃত। বাহ্যের বেগ দিলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

১৫। ল্যাকোসির্ (১২) তা। পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—

অর্শ নির্গত হইয়া গুহ্যদ্বারে ফাঁস লাগাতে তাহাতে ব্যথা বোধ কাস বা হাঁসি দিলে যাতনার বড় বৃদ্ধি।

১৬। মার্কিউরিয়াস্ (৩০)। পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—বড় বড় নীলবর্ণের অর্শ হইতে রক্তপাত ও সময় সময় পুঁজ নির্গত। প্রস্রাবের সময় বেগ ও মূত্রকোষ হইতেও রক্তপাত। অল্প শ্রমে শরীর কম্প ও নিতম্বে ব্যথা যেমন কঠিন আসনে বসিলে বোধ হয়।

১৭। নক্স ভমিকা। ৫। পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ যথা—

অর্শ হইতে রক্তস্রাব। গুহ্যদ্বারে জ্বালা ব্যথা বা শূল বেদনা। কটিতে ব্যথার জন্য নিজে নিজে উঠিয়া বসিতে পারে না। কোষ্ঠ কঠিন।

১৮। ফস্‌ফরস্ (৩০) পূর্ব্বনিয়মে প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ, যথা—

বাহ্যের বেগের সময়ে সরুধারে রক্ত পতন হয়, সরল অন্ত্রে ক্ষত হইয়া রক্ত ও পুঁজ নির্গত হয়।

১৯। ফাইটোল্যাকা (৫) পূর্ব্ব নিয়মে। প্রযোগেব উপযুক্ত লক্ষণ। যথা—বৃদ্ধ বয়সে কোষ্ঠ কঠিন, অর্শ হইতে রক্তপাত, সরল অন্ত্রে ফাটল, নিতম্বে ব্যথা।

২০। পড ফিলম্ (৫) পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগেব উপযুক্ত লক্ষণ যথা—অর্শের সঙ্গে বাহ্যের সময়ে মলদ্বার ঝুলিয়া পড়ে, বেগ দিলে রক্ত মাখা আম পড়ে। পুরাতন গ্রহণী।

২১। রসটক্স (৫) পূর্ব্ব নিয়মে। প্রয়োগের লক্ষণ যথা—অর্শ গুহ্যদ্বারে ফাটল। সময় সময় অত্যন্ত রক্তপাত। পৃষ্ঠে ও কটিতে ব্যথা, বার বার প্রস্রাবের বেগ। বাহ্যের বেগ দিলে ভিতর হইতে অর্শ বাহির হইয়া পড়ে।

২২। সিলিসিয়া (৬) পূর্ব্ব নিয়মে। প্রযোগেব লক্ষণ যথা—অর্শে অসহ্য বা অত্যন্ত ব্যথা। গুহ্যদ্বাব হইতে সরল অন্ত্র এবং অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত ব্যথা বিস্তৃত হয়। বাহ্যেব সময় অর্শ বাহির হইয়া গুহ্যদ্বাবে ফাঁস পড়ে ও পবে তাহাতে পুঁজ জম্মে। ভগেন্দ্র। কটিতে ও নিতম্বে ব্যথা।

২৩। সল্ফাব্ (৬) পূর্ব্ব নিয়মে। প্রযোগের লক্ষণ যথা—কোন কোন অর্শ হইতে রক্তপাত হয় না। নীলবর্ণের বক্ত-গর্ভ-অর্শ হইতে রক্তপাত হয়। কটি হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বেদনা, বাহ্যেব পরেও তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ ও গুহ্যদ্বার স্ফীত হয়।

অস্ত্র চিকিৎসা।

যে সকল আভ্যন্তরিক অর্শ মলদ্বার দিয়া বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে তাহার বোঁটাতে লিগেচর্ লাগাইলে অর্থাৎ শক্ত তসবের সূতা দিয়া উহার বোঁটায় যদি এমন কসিয়া বান্ধ দেওয়া যায় যে, তাহার ভিতর দিয়া রক্তের যাতায়াত আর হইতে পারে না তাহা হইলে ঐ অর্শ শীঘ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

গুহ্যদ্বারের বাহিরে যদি অর্শের বলি জম্মে, তবে একখানা ধারাল

কাঁচি দিয়া উহাকে কাটিয়া পৃথক করার পর ঐ ক্ষতে লুনার্ কষ্টিক্ লাগাইবে এবং তাহার উপর পরিষ্কার তুলার গদি চাপিয়া বান্ধিলে রক্ত পড়া বারণ হয়। তৎপরে মলম প্রয়োগ করিয়া ক্ষত শুকাইলেই রোগী ভাল হয়। অর্শের আরম্ভে শুদ্ধ ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড্ নামক তীক্ষ্ণ সোরা দ্রাবক লাগাইলেও রোগ ভাল হয়। অতি কৃশ শরীরে বা যক্ষ্মাকাসের সঙ্গে অর্শ জন্মিলে উহার অস্ত্রচিকিৎসা নিষেধ।

পথ্য।

যে সকল অর্শগ্রস্ত রোগীদের কোষ্ঠ স্বভাবতঃ কঠিন, তাহারা উদ্ভিদ ব্যঞ্জন ডাল ও ভাত মাছ পথ্য করিতে পারে কিন্তু মাংস নিষেধ। যাহাদের কোষ্ঠ পাতলা বা তরল, তাহারা সরু পুরাতন চাউলের ভাত ও আমিষ শূন্য ছোট জাতের মাগুর, সিঙ্গী ইত্যাদি মৎস্য দিয়া পথ্য করিবে। কোষ্ঠ স্বভাবতঃ কঠিন হইলে সুমিষ্ট ফল ইত্যাদিও ভক্ষণ করা যায়। অর্শের সঙ্গে প্রকৃত আমাশা বা গ্রহণী থাকিলে ছোট জাতের কাঁচা বেল কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শুকাইবে এবং তাহার এক ছটাক বেল দুইসের জলে সিদ্ধ করিবে যেন জলটা হল্‌দেবর্ণ দেখায়। ঐ জলের কিয়দংশে সরু দাদ্‌খানি চাউলের ভাত ও মাগুর ইত্যাদি সহজে জীর্ণকর ছোট মাছের ব্যঞ্জন করিয়া খাইবে। লঙ্কামরিচ ফল পিষ্টক মিষ্ট সামগ্রী, ভাজাকড়াই, শাক্, সজ্‌জি, শুক্ত, পচা বা নোণামৎস্য বা মাংস ইত্যাদি সমুদয় খাওয়া নিষেধ। কাঁচা বা পাতলা দুধে বা সদ্য ঘোলে বেল-পোড়া মিশাইয়াও ঐ রোগী কখন কখন জলযোগ করিতে পারেন।

বৈদ্যকমতে চিকিৎসা।

যদিও ইহার পূর্ব্বসংখ্যা সম্মিলনীতে অর্শরোগের লক্ষণাদির বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তথাপি সাধারণের পুনঃস্মৃতির জন্য আবার আমরা ২।৪টী কথা বলিতেছি। কারণ ইহার চিকিৎসার সময়ে নিম্নলিখিত লক্ষণ

যা উপসর্গগুলির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে চিকিৎসার বিশেষ অসুবিধা ঘটে। অতএব কোন অর্শরোগী দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা জানা আবশ্যক যথা—(১) রোগীর বয়স কত ও কতদিন হইতে তাহার সেই অর্শের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার কারণই বা কি ? (২) অর্শের বলি বাহিরের দিকে না অভ্যন্তরে এবং সেই বলি শুষ্ক না, তাহা হইতে ক্লেদ বা রক্তাদি কোনরূপ স্রাব নির্গত হয়। পরন্তু সেই বলির আকার ক্ষুদ্র না বৃহৎ ? (৩) রোগীর অগ্নিবল অর্থাৎ পরিপাক শক্তি আছে কেমন এবং তাহার মল তরল না কঠিন ? (৪) অর্শের বলিতে জ্বালা যন্ত্রণা বা দপ্‌দপানি প্রভৃতি কোনরূপ উপসর্গ আছে কি না অথবা ঐ বলি হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাবাদি হয় কি না? (৫) অর্শরোগের সহিত জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ আছে কি না ?

কেবল অর্শরোগ নহে, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিরই চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে চিকিৎসকের অনেক অনুসন্ধান লইয়া যে, চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যাহা হউক, আমরা উপরে মোটামুটি ২।৪টী কথার উল্লেখ করিলামমাত্র,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার সময় রোগীর আরও অনেক অনেক আভ্যন্তরিক অবস্থা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ যে চিকিৎসক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগনির্ব্বাচন করিয়া পরে ঔষধ প্রয়োগ করেন, তিনি প্রায়ই অধিকাংশস্থলে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

বৈদ্যকমতে অর্শের চিকিৎসা জন্য সাধারণতঃ চারি প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয় যথা—ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকার্য্য, এবং অস্ত্র-প্রয়োগ। এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে অস্ত্র প্রয়োগ এইপ্রবন্ধে আপাততঃ আলোচিত হইবেন না। অতএব ইহারপর বৈদ্যকমতে অস্ত্রচিকিৎসানামক যে,স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিত হইবে, তাহাতে অস্ত্রসাধ্য অর্শের বিষয় সবিশেষ আলোচনা করা যাইবেক। আর তাহাও বলি, বৈদ্যকমতে যখন অস্ত্র প্রয়োগ প্রচলিত নাই, তখন আর অনর্থক তদ্বিষয়ক কথা লইয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করারও ততদূর আবশ্যকতা দেখিনা। তথাপি আমরা পাঠকগণের

কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অন্য প্রবন্ধে বৈদ্যকমতে অর্শরোগের অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা কবিব। যাহা হুউক, সম্প্রতি অন্যান্য উপায়-সাধ্য অর্শের বিষয় বলা যাইতেছে।

১। কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্শরোগের চিকিৎসার সময় রোগীব বয়স ও কতদিন হইতে অর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য কবিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেক। কেন না যদি এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বেশ বলিষ্ঠ অথচ বালক বা যুবক হয়, তবেই বুঝিতে হইবেক যে, তাহার অর্শের অবস্থা ভয়ানক হইলেও বয়সের অল্পতা বিশেষতঃ বলাধিক্য থাকায় তাহাদেব সেই অর্শ যত্নদ্বাবা আবোগ্য হওযার সম্ভাবনা আছে। আর বৃদ্ধব্যক্তির অর্শ সামান্য রকমেব হইলেও তাহাহইতে তাহারআরোগ্যেব সম্ভাবনা খুব কমই জানিতে হইবেক। সুতরাং সেইরূপস্থলে রোগীর অসাধ্যতাব বিষয় স্পষ্টরূপে বলিয়াই তাহাব চিকিৎসা কবা ভাল। কারণ তাহা হইলে ইহাতে চিকিৎসকের অযশ বা অখ্যাতি ঘটে না। তবে সময় ও ব্যক্তিবিশেষে এইরূপ কথা দ্বারা বোগীর নিকট হইতে আদবের পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে এইমাত্র। কতদিন হইতে অর্শেব উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জানার আবশ্যকতা এই যে. কোন বক্তিব অর্শবোগ যদি অনেক দিবস হইতে শবীরে স্থাযীভাবে থাকিয়া যায, তাহা হইলে তাহার আর সেই অর্শ প্রাযই নিঃশেষরূপে আবোগ্য হয়না। কিন্তু অল্পদিনের উৎপন্ন অর্শ প্রায়ই অনাযাসে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়া থাকে। পরন্তু কি কারণে অর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা যদি ঠিক জানা যায়,তবে রোগীকে সেই সমস্ত কাবণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে প্রায আপনা হইতেই রোগের অনেকটা শান্তি হইতে পাবে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা পৈতৃক অর্শাৎ কুলজ বা সহজ প্রভৃতি কতকগুলি অর্শের সাধ্যাসাধ্যও স্থির করিয়া লওয়া যাইতে সাবে।

২। দ্বিতীয় কথা অর্শেব বলির সম্বন্ধে। এই বলি যদি বাহিরে জন্মে, তবে ইহার ধ্বংস অপেক্ষাকৃত সহজে হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্বলি অর্শের শান্তি বিশেষ কষ্টকর। যাহা হউক, বলি অন্তরেই হউক, আর বাহিরেই

হউক, ইহার শান্তির উপায় বলা যাইতেছে। অর্শের বলিধ্বংসের জন্য মনসাসিজের আটা ও হরিদ্রাচূর্ণ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেইদ্রব্য একটি সূত্রে পুনঃ পুনঃ লাগাইয়া ঐ সূত্র শুষ্ক করিবেক। পরে সেই সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে অর্শের বলির মূল বাঁধিয়ারাখিলে উহা কাটিয়া পড়ে এবং অর্শের নিবৃত্তি হয়। আর এইরূপ স্থলে আবশ্যক মত অস্ত্রদ্বারাও অর্শের বলির কর্ত্তন করা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহবা বলির মূল চুলদ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিতেও পরামর্শ দেন, এবং তাহাতেও বলি খসিয়া পড়ে, কিন্তু ইহার ফল কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়। এখন কথা এই যে, অর্শের বলি যদি কিঞ্চিৎ বড় অর্থাৎ উচু হয়,তবেই বন্ধন বা কর্ত্তনাদি হইতে পারে, নচেৎ ক্ষুদ্র আকারের বলির ত আর তাহা হইতে পারে না। অতএব সেইরূপ স্থলে বলিতে প্রলেপ বা বলির ক্ষয়কারক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ক) হস্তীর বিষ্ঠা, ঘৃত, ধুনা, শিলারস,হরিদ্রাচূর্ণ এবং মনসা সিজের ডাটা এই সমুদয়ে দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শের শান্তি হয়।(খ) আকন্দের ক্ষীর, মনসাসিজের ডাটা, তিক্ত লাউর পাতা, ও ডহর করঞ্জ এই সমুদায় ছাগমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ প্রলেপ।

(গ) মনসাসিজের আটার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলির মুখে কিঞ্চিৎমাত্র প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

উপরে যে সমস্ত প্রলেপের বিষয় বলাহইল এবং চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপআরও যে সমুদায় প্রলেপের বিষয় কথিতআছে,সেই সমুদয় দ্বারা শুষ্ক অর্শের (যাহাহইতে স্রাবাদি নির্গত না হয়) স্তব্ধভাব, ফুলা,চুলকানি এবং বেদনার উপশম হয়। বিশেষতঃঐ সমস্ত প্রলেপাদির ব্যবহারে অর্শস্থ দুষ্টরক্ত নির্গত হইয়া যায় বলিয়া রোগী সুস্থতা অনুভব করে। যাহা হউক, শুষ্কঅর্শে পূর্ব্বোক্ত ফুলা ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে তাহার শান্তির জন্য প্রথমে কুড কাষ্ঠ সিদ্ধ তৈল বলিতে মাখাইয়া যব, মাষকলাইও কুল্‌থি কলায়ের পুঁটলী বাঁধিয়া সেই পুঁটলী ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দারা অথবা গোবরের পিণ্ড গরম করিয়া তাহাদ্বারা কিম্বা উষ্ণ রসুন

পিণ্ডদ্বারা বলিতে স্বেদ প্রদান করিবেক। আরও ঐসমুদায় উপসর্গের শান্তির জন্য বাসক, এবও ইহাদের পত্রের ক্বাথ করিয়া তদ্বারা অর্শের বলিতে সেচন করিবেক। তদ্ভিন্ন অত্যন্ত যাতনা হইলে সেইস্থান অগ্নিদ্বারা অর্থাৎ অগ্নিতে লৌহশলাকা পোড়াইয়া তাহাদ্বারা দাহ করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবেক। পরন্তু ঐ বলিতে জ্বালা বা তীব্র দাহ থাকিলে শীতল জল সেচন করা কর্ত্তব্য। ফল কথা এইরূপ স্থলে শীতল ক্রিয়া, উষ্ণক্রিয়া, রুক্ষক্রিয়া ও স্নিগ্ধক্রিয়া, আবশ্যক বুঝিয়া এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে যে কোন ক্রিয়া ব্যবহার করিবেক। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে, অর্শের বলিতে যদি দুষ্টরক্ত জমা থাকে, তাহা হইলে উক্ত উষ্ণাদি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াদ্বারা কোনও উপকারের সম্ভাবনা থাকেনা। অতএব সেইরূপ স্থলে অর্শের বলিতে জোঁক বসাইয়া অথবা সূচী কিম্বা অস্ত্রদ্বারা সেই দুষ্ট রক্তের স্রাব করা কর্ত্তব্য, নচেৎ কোন মতেই বলির যন্ত্রণার শান্তি হয়না। এতদ্ভিন্ন অর্শরোগে ধূপ ও অবগাহন প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়া আছে, কিন্তু বিস্তার ভয়ে তাহা আমরা বিবৃত করিতে পারিলাম না। চরকও সুশ্রুতপ্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে সমুদায় অর্শ হইতে কোন প্রকার স্রাব নির্গত না হয়, তাহার বাহিক চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম, অতঃপর ঐ অবস্থায় আভ্যন্তরিক ঔষধের কথা বলিতেছি। এই অবস্থায় আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের সময় প্রথমতঃ দুইটি প্রধান বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবেক, যথা—অর্শরোগে কাহারও দাস্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন থাকে এবং কাহারও বা দাস্ত খুব তরল হয়। ফলতঃ দাস্ত যেরূপই হউক, কিন্তু অজীর্ণদোষ যে ইহার সঙ্গে থাকিবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই অবস্থায় যাহাতে অগ্নির খুব দীপ্তি হয়, এমত ঔষধ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তাহার পর যে সমস্ত রোগীর দাস্ত কঠিন থাকে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বিরেচক অথচ অগ্নিদীপক ঔষধ, আর যাহাদের অত্যন্ত পাতলাদাস্ত হয়, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ধারক অথচ জীর্ণকারক ঔষধ প্রদান করিবেক। নিম্নে সেই সমুদায় ঔষধের বিষয় বলিতেছি যথা।—

(ক) অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ সহযোগে ঘোল পান করিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (খ) ঐরূপ স্থলে প্রতিরোজ হরীতকীচূর্ণ ঘোলের সহিত সেবন করিলেও ঐরূপ উপকার দর্শে। (গ) অর্শরোগে অগ্নিদীপ্তির জন্য পিপুল পিপুলেরমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্রব্য ঘোলের সহিত সেবন করিতে দিবেক। (ঘ) অর্শরোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও বায়ু শান্তির জন্য ঘৃত ভর্জ্জিত জাঙ্গী-হরিতকী চূর্ণ কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণও গুড়ের সহিত সেবন করিবে, অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ ও দন্তীমূলচূর্ণ সহ সেবন করিবে। (ঙ) ঐ অবস্থায় খোসা-তোলা কৃষ্ণতিল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পরন্তু অর্শরোগে যাহাদের মল অত্যন্ত তরল হয়, তাহাদের সেই পাতলা ও পুনঃ পুনঃ দাস্তের শান্তির জন্য অতীসারোক্ত ধারক ঔষধ প্রদান করিবেক।

এতদ্ভিন্ন অর্শরোগ শান্তির জন্য ওলদারা প্রভৃত নানাবিধ মোদক, ভেলা, হরিতকী, দন্তীপ্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত অভয়ারিষ্ট, দন্ত্যরিষ্ট, প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধ বৈদ্যক গ্রন্থে প্রচলিত আছে। সেই সমুদায় দ্বারাও অর্শরোগের শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিস্তার ভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না।

উপরে শুষ্ক অর্শের চিকিৎসার বিবরণ বলা হইল; অতঃপর স্রাবী, অর্শের অর্থাৎ যে সমুদায় অর্শ হইতে রক্তাদি স্রাব নির্গত হয়, সেই সমুদয় অর্শের চিকিৎসার বিবরণ বলিতেছি। এই স্রাবী অর্শ সাধারণতঃ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যে অর্শ হইতে ফ্যাকাশে বর্ণ, কঠিনও রুক্ষমলনির্গত এবং পাতলা লালবর্ণ ও ফেনাযুক্ত রক্তস্রাব হয়, অপর কটি ও উরুস্থানে বেদনা অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এবং যাহার রুক্ষবস্তু সেবনে উৎপত্তি, তাহার সেই অর্শ বাতানুবন্ধি জানিতে হইবেক। এই বাতানুবন্ধ অর্শে স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে হিতকর। আর যে অর্শে মল শিথিল, শ্বেত ও পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং পিচ্ছিল, আর স্রুতরক্ত যদি ঘন, তন্তুবৎ (রক্তেরমধ্যে সূত্রবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়), পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, মলদ্বার পিচ্ছিল ও স্তিমিত অর্থাৎ

ভিজা বোধ হওয়া এবং গুরুও স্নিগ্ধকারণে যাহার উৎপত্তি, সেই অর্শে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকে। এই অর্শে রুক্ষ ও শীতল দ্রব্য হিতকর। অতএব স্রাবী অর্শ মাত্রেতেই এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অর্শরোগে রোগী বলবান্ থাকিলে সহসা রক্তস্রাবের রোধ করা উচিত নহে। কেননা এই প্রবর্ত্তমান দুষ্টরক্তের রোধকরিলে সেই ব্যক্তির রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কামলা, শোথ, পাণ্ডুরোগ, শিরঃপীড়া ও অন্যান্য নানাবিধ রক্তজ পীড়া জন্মিতে পারে। সেই জন্য কোন মতেই ঐ দূষিত রক্তের স সা রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি রক্তস্রাববশতঃ রোগী উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রক্তবন্ধ করিবে।

(১) অর্শ হইতে রক্তস্রাব বন্ধের জন্য কুটজছালের ক্বাথ অল্প শুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিবে। সেইরূপ দাড়িমের ত্বকের ক্বাথ করিয়া শুঁঠের চূর্ণের সহিত অথবা রক্তচন্দনের ক্বাথ শুঁঠের চূর্ণের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(২) আতুষ, কুটজছাল, ইন্দ্রযব এবং রসাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্য বাঁটিয়া চেলুনিজল ও মধুরসহিত পানকরিলে রক্তস্রাব ওপিপাসাশান্তিহয়।

(৩) অর্শে দাহ থাকিলে তাহাতে পুনঃ পুনঃ শীতল জলদ্বারা সিক্ত কচি কলাপাতা অথবা উৎপলপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

(৪) দূর্ব্বাদ্যঘৃত, শতধৌত ঘৃত অথবা সহস্রধৌত ঘৃতদ্বারা প্রলেপ এবং শীতল তালবৃন্তাদির বাতাস দ্বারা অতি শীঘ্রই রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

(৫) মাখম ও কৃষ্ণতিল একত্রে অথবা নাগেশ্বর ফুলের রেণু, মাখম ও মিশ্রি একত্রে সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। *

---

* উপরের লিখিত যোগগুলির মধ্যে অনেক ঔষধ আমাদের দৃষ্টফল হইলেও শেষোক্ত অর্থাৎ নাগেশ্বর ফুলের রেণু, মাখমও মিশ্রি, ইহাদের একত্র সেবনে অর্শরোগে মহোপকার দর্শে। যদিও চরকে কেবল রক্তার্শের শান্তিরনিমিত্তই ইহা লিখিত আছে, কিন্তু আমরা প্রায়ই অর্শরোগের অনেক অবস্থাতেই অর্শকুঠারবস প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধের অনুপানার্থে এই যোগটি ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখিয়া থাকি। ইহার মাত্রা প্রত্যেক ।০ চারি আনা।

(৬) এতদ্ভিন্ন রক্তার্শের চিকিৎসার জন্য রক্তাতিসারে যে সমুদায় কুটজ-ঘটিত দৃষ্টফল ঔষধের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় ব্যবহারদ্বারাও রক্তার্শের শান্তি হইতে পারে।

পথ্য।

উদরাময় শান্তির জন্য সুপথ্য যেমন মহৌষধ, পথ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উদরাময় রোগে যেমন কোন ঔষধের দ্বারাই আশানুরূপ উপকার দর্শে না, বলা বাহুল্য যে, অর্শরোগে পথ্য সম্বন্ধেও তাদৃশ কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ অজীর্ণ হইতেই প্রায় অর্শরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব অর্শরোগের পথ্য সম্বন্ধে প্রথমতঃ রোগীর জীর্ণশক্তির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যাদি প্রদান করিবেক। এইরোগে কৈ মাগুর প্রভৃতি সুমৎস্যের ঝোল ও বল্কাদুগ্ধের সহিত খুব পুরাতন চাউলের অন্ন খাওয়া উচিত। পরন্তু অত্যন্ত রক্তস্রাব বা অন্য কোনও কারণে রোগী দুর্ব্বল হইলে শশক ও কচ্ছপ প্রভৃতি শীতল গুণবিশিষ্ট মাংসের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহার মধ্যে শশক সর্ব্বদা পাওয়া দুষ্কর, সুতরাং কচ্ছপের মাংস সর্ব্বতোভাবেই প্রশস্ত। আমরা জানি, কেবলমাত্র পুকুরস্থিত শুঁদি কচ্ছপের মাংসের যূষ খাইয়া অনেক ব্যক্তি অর্শরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। আমরা আশা করি, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবেন। অর্শরোগীর পক্ষে সদ্য ঘোল বড়ই উপকারী। চরক বলেন—"নিয়মিত রূপে ঘোল সেবন করিলে অর্শরোগে বিশেষ উপকার দর্শে" আর এক কথা, গোদুগ্ধাপেক্ষা মাহিষদুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত ঘোল আরও অধিক উপকারী, ফলতঃ মাহিষদুগ্ধ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত মাখম, ঘোল ও ঘৃত প্রভৃতি সমস্তই অর্শরোগে বিশেষ হিতকর। এতদ্ভিন্ন অর্শরোগে ওলের তরকারী দ্বারাও বড় ফল হয়, ইহা দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার থাকে সুতরাং রোগী বেশ সুস্থতা অনুভব করে। কিন্তু পাতলা দাস্ত হইলে ইহা অপ্রশস্ত। ফলতঃ সহজে জীর্ণ হয়, অথচ দাস্ত বেশ পরিষ্কার থাকে, এরূপ পথ্যই অর্শরোগে সর্ব্বদা হিতকর।

নিষেধ।

যে সমুদায় কারণ হইতে অর্শরোগের উৎপত্তি হয়, অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তি কদাচ তাহা ব্যবহার করিবে না। তদ্ভিন্ন গুরুপাকী দ্রব্য ভক্ষণ করাও উচিত নহে। পরন্তু অর্শরোগী মল ও মূত্রের বেগধারণ, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অশ্বাদি যানে আরোহণ এবং উবু হইয়া উপবেশন পরিত্যাগ করিবে।

মিলন বা মীমাংসা।

অর্শরোগ।

সম্মিলনীর প্রথমতঃ প্রধান লক্ষ্য—আধুনিক আবিষ্কৃত ডাক্তারীমতে চিকিৎসা প্রণালীর যেরূপ বন্দবস্ত, অতি পূর্ব্বকালের আবিষ্কৃত বৈদ্যমতের চিকিৎসা প্রণালীতে ঠিক্ সেইরূপ বন্দবস্ত ছিল কি না, ইহা যাহাতে সাধারণের জ্ঞানগোচর হয়—আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে জানিতে পারেন উভয়বিধ চিকিৎসার মধ্যে কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ চিকিৎসা প্রশস্ত। যাহা হউক অর্শরোগের সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে গিয়া আজ আবার সেই কথার অবতারণা করিলাম। অতএব অগ্রে দেখা যাউক, অর্শরোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাহার মত কিরূপ? অর্শরোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন--"অজ্ঞলোকদিগের পূর্ব্বোক্ত অহিতাচারাদি নানাবিধ কারণে প্রকুপিত বায়ু পিত্ত কফ পৃথক্ পৃথক্ হউক অথবা সমস্ত একত্রেই হউক, কিম্বা ইহারা বা ইহাদের একটি রক্তের সহিত একত্রে শরীরের প্রধান ধমনী বা শিরাপথে গমন পূর্ব্বক ক্রমে শরীরের অধোভাগে অর্থাৎ মলদ্বারে আসিয়া মলদ্বারস্থ বলিকে দূষিত করতঃ তাহাতে মাংসাঙ্কুর জন্মায়। এই মাংসাঙ্কুরই অর্শ বা অর্শের বলি নামে অভিহিত হয়"। আবার দেখুন এলোপ্যাথি ডাক্তারও ঠিক্ তাহাই বলেন "অজীর্ণাদি নানাবিধ কারণে পাকাশয়ে বা যকৃতে রক্ত জমিয়া সেই রক্তের চলাচল বন্ধ হয়, অনন্তর সেই রক্তই ধমনী দিয়া মলদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মলদ্বার-

স্থিত শিরা ঐরূপ ফুলিয়া উঠে এবং সেই ফুলাস্থানটীই অর্শের বলি বা অর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। পরন্তু উৎপত্তি ও লক্ষণসম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি ডাক্তারের মতের কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং দেখিতে হইবে যে এ অংশে উক্ত ত্রিবিধ চিকিৎসারই প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে। এইত গেল উৎপত্তি সম্বন্ধে, এখন দেখা, যাউক আকার প্রকার ও লক্ষণগত মিল আছে কি না। অর্শ হইলে অভ্যন্তরে বা বাহিরে বলি হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি নানাবিধ অসুখ ও থাকে, ইহা আর কিছুই নূতন নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিবার নাই। তবে এসম্বন্ধে একটুক বক্তব্য এই যে, হোমিওপ্যাথিক মতে যেমন উপসর্গগুলি পৃথক্ পৃথক্রূপে বর্ণিতআছে, এলোপ্যাথি বা কবিরাজীমতে কিন্তু তেমন নাই, না থাকিলে ওশেষোক্ত দুই চিকিৎসায় যে তদ্দ্বারা কোন অসুবিধা ঘটে, তাহা বলিতে পারি না। ফলকথা রোগের লক্ষণগত পার্থক্য সাধারণকে বুঝাইবাদেওয়া সম্বন্ধে অবশ্য হোমিওপ্যাথিকমতে কতকটাউৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকারকরিতে হইবেক। সুতরাং এ অংশে হোমিওপ্যাথিই অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানপাইল। কিন্তু রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় সম্বন্ধেআমরা যতদূর জানি, তাহাতে যেন বৈদ্যমতেই অধিকতর উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এখন ইহার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়া দেখা যাউক, এসম্বন্ধেই বা কতদূর মিল আছে ?

ইতিপূর্ব্বে অর্শরোগের চিকিৎসারসম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধ মতের চিকিৎসকেরা যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় সকলেই এক রকম জানিতে পারিয়াছেন যে, কবিরাজী ও ডাক্তারীমতে চিকিৎসাগত পার্থক্য খুব কমই আছে, এমন কি নাই বলিলে ও চলে। বস্তুতঃ এক হোমিওপ্যাথি ঔষধের মাত্রা বিষয়ক পার্থক্য ভিন্ন উক্ত ত্রিবিধ চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে আর কোন অংশেই প্রায় অমিল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কেন না দেখুন—ডাক্তার অর্শের বলির বিনাশের জন্য দাহক ঔষধ দ্বারা দাহ, অগ্নিদ্বারা পোড়ান অথবা আবশ্যক স্থলেঅস্ত্রেরদ্বারা কর্ত্তনকরিবার উপদেশ দিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ স্থলে কবিরাজ ও তাহাই করিতে পরামর্শ দেন। আবার দেখ, অর্শের জ্বালা যন্ত্রণা বা দপ্দপানি শান্তির

জন্য ডাক্তার কোন স্থলে বরফ বা শীতল জল এবং কোন স্থলে বা উত্তাপের ব্যবস্থা করেন, কবিরাজ ও ঠিক্ সেই সেই স্থলে শীতল জল ও উত্তাপেরই সম্যক পক্ষপাতী। মোট কথা অর্শের চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার যে পথেই যাইবেন, কবিরাজ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেই পথের পথিক হইয়া অগ্রেই সেস্থলে বসিয়া আছেন। ফলতঃ এসমস্ত কথা যে, কতদূর সত্য, তাহা অর্শরোগের প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন। তবে এস্থলে কেহ কেহ এআপত্তি তুলিতে পারেন যে, এই ত্রিবিধ চিকিৎসার বিশেষতঃ এলোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসার চিকিৎসাগত সম্পূর্ণ মিল থাকিলেও বৈদ্যমতে যখন অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলিত নাই, তখন আর অর্শের চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈদ্য চিকিৎসার প্রতি কখনই নির্ভর করা যাইতে পারে না। অবশ্য, যদিও এআপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত নহে, না হইলেও আপত্তিটা যেন কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। কেবল এসম্বন্ধে নহে, এআপত্তি সকল বিষয়েই বড় বড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে কর এক ব্যক্তির হয়ত দাস্ত পরিষ্কার না হওয়ায় তাহারমলদ্বারে কিঞ্চিৎ জ্বালাযন্ত্রণা থাকায় অর্শের মত হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সেই সামান্য অসুখের শান্তির জন্য হয়ত স্থানীয় বা নিকটস্থ একজন যে সে কবিরাজের ব্যবস্থিত মাখম মিশ্রি বা অন্য কোনওসামান্য মুষ্টিযোগঔষধেদ্বারাই তাঁহার সেই অসুখের সহজেই শান্তি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার যে কি দুর্ব্বুদ্ধি, কবিরাজের প্রতি তাঁহার যে কি বিজাতীয় আক্রোশ, এমন সহজ পন্থা থাকিতেও তিনি কবিরাজের নামমাত্রও না করিয়া বহুদূরবস্থিত একজন ডাক্তারের নিকট গিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য যাঁহার নিকটেই হউক, তাঁহার সহজ পীড়া যে অতি সহজেই সারিবে, সে কথা নিশ্চিত। তবে কিনা আমাদের বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে স্বদেশীয় গরিব কবিরাজ কি অপরাধ করিল? অপরাধ কেবল যে এইরূপ স্থলে তাহাও নহে, আমরা এমন ভূরি ভূরি স্থলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত রোগ দেশীয় চিকিৎসামতে অল্পব্যয়ে অথচ অতি সহজেই

আরাম হইতে পারে, লোক ঠিক্ সেই সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের নিকট বড়ই লালায়িত হইয়া থাকে।

সে যাহাহউক, আমরা কবিরাজ হইয়া আজ্ এই সমস্ত কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, আমরা বৈদ্য চিকিৎসার প্রতি গোঁড়ামী করিয়াই এসমস্ত কথা বলিলাম। ফলতঃ আমরা যে গোঁড়ামী না করিয়া একান্ত পক্ষপাতশূন্য হইয়াই কথাটির অবতারণা করিলাম, তৎ-সম্বন্ধে আরও ২।১টী কারণ দেখাইতেছি—প্রায় ১০।১২ দিনের অধিক অতীত হইল, আমাদেরকোন ইংরাজী শিক্ষিত বন্ধু একদিন হটাৎ আসিয়া বলিলেন, দেখ ভাই, আমার স্ত্রীর আজ সকাল হইতে পেটে এমন ভয়ানক ব্যথা ধরিয়াছে যে, কোন ঔষধেই তাহার কিছু হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, সে স্ত্রী কিন্তু গর্ভবতী নহে। আমি বলিলাম বেদনার উৎপত্তির কারণ কি? তিনি বলিলেন পূর্ব্বদিবস রাত্রে সে অনেক গুলি কাঁটাল খাইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, বেদনার প্রকৃত কারণকি যাহা হউক কাঁটালগুলি এখনও ভালরূপে হজম হয় নাই বলিয়া এরূপ পেট কামড়াইতেছে, অতএব আপনি এখনই যাইয়া রোগীকে লবণ মিশ্রিত কতকটা গরমজল খওয়াইয়া দিন্, তাহাহইলে বমি হইয়া অজীর্ণ কাটাল উঠিয়া যাইবে এবং রোগীও সম্যক্ সুস্থ হইতে পারিবেক, আর যদি ইহাতে বমন হইয়াও বেদনার শান্তি না হয়, তবে এই ঔষধ মোড়াটি লইয়া যান। আগামী কল্য খুব সকালে খাওয়াইয়া দিবেন। এবং ১২টার সময় আমাকে যেন একবার সংবাদ দেওয়া হয়। ইহাদ্বারা ৩।৪ বার দাস্ত হইলেই রোগীর বেদনার শান্তি হইবেক। এই বলিয়া তাঁহার হস্তে এক মোড়া জোলাপের ঔষধ দিলাম। (ক)

এদিকে বন্ধু বাটী পৌঁছিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়ান দূরে থাকুক, বাটী গিয়াই দেখেন যে, গৃহিণীর আদেশমত একজন খ্যাতনামা হোমিও

(ক) জোলাপের ঔষধটী কি তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক। তেউড়ী লতার মূলের ছালের চূর্ণ বৈদ্যকমতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিরেচক। ইহার পূর্ণমাত্রা ।০ আনাহইতে ।।০আনা পর্য্যন্ত। কিন্তুআমি ঐস্থলে ।৵০আনা দিয়াছিলাম।

প্যাথি ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার ব্যবস্থিত নক্স ও অন্যকি কি ঔষধ দেওয়া হইতেছে। অমুক ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়াছেন, বন্ধু ইহা শুনিয়াই একেবারে গলিয়া গেলেনএবং আহ্লাদে আটখানাহইয়া চুপিচুপি আমাদের সেই ঔষধ মোড়াটী অন্যত্র রাখিয়াদিয়া ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। ঔষধেই হউক, আর স্বভাবেই হউক, ২।৩ দিন ঔষধ খাইয়া রোগী অপেক্ষাকৃত কতকটা সুস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু যন্ত্রণার একেবারে শান্তি হইল না। এমন কি অর্দ্ধেকেরও অধিক বেদনা তখনও ছিল।

এদিকে ৩,৪ দিন পর্যন্ত আর বন্ধুর দর্শন নাই। বন্ধু লজ্জায় আর এদিকেও পা দেন না। ভাবিলেন বন্ধুর নিকট হইতে বিনামূল্যে ঔষধ আনিলাম, অথচ তাহা ভরসা করিয়া সেবন করাইলাম না। সুতরাং দেখা হইলে কি উত্তর প্রদান করিব। যাহা হউক, এরূপ স্থলে বন্ধুর কতকটা লজ্জার কারণই বটে। কিন্তু আমাদের ত আর লজ্জার কোনও কারণ নাই, বরং বন্ধুর স্ত্রীকে জোলাপের ঔষধ দিয়াছি, অথচ তাহার ইষ্টানিষ্ট কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইয়া তিনদিনের দিন খুব সকালে বন্ধুর বাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। একেবারেই তাঁহার শয়ন গৃহে যাইয়া দেখিলাম—বন্ধু তাঁহার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি হটাৎ আমাকে দেখিয়া কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে আমতা আম্‌তা গোচের কথাদ্বারা পীড়ার আদ্যোপান্ত অবস্থা ও ঔষধের ক্রিয়ার বিষয় সম্যক্ পরিচয় দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ৩ দিনের মধ্যেও তাঁহার স্ত্রীর বেদনার সম্যক শান্তি হয় নাই শুনিয়া আমি কিছু চমৎকৃত, পক্ষান্তরে আমার ঔষধটি সেবন করান হয় নাই বলিয়া কতকটা দুঃখিতও হইলাম। বন্ধু আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন যে, বাটির মেয়েদের কথাতে তোমার ঔষধটী সেবন করাই নাই,তা যদি ভাই ভাল বোঝ'ত এখনই না হয় খাওয়ান যাউক। আমার পূর্ব্বেইবিশ্বাস ছিল যে, সেই ঔষধে২।৪ বার দাস্ত হইলেই বেদনার সম্পূর্ণ শান্তি হইবেক, সুতরাং আমিও তৎক্ষণাৎ বন্ধুর মতে মত দিয়া স্বহস্তেই ঔষধটী সেবন

করাইয়া দিলাম। এই ঔষধ সেবনে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ৪।৫ বার দাস্ত হইয়া গেল এবং সেই দিনেই রোগী বেদনার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিল।

এখন কথা এই যে, এইরূপ স্থলে কবিরাজীমতে যেমন জোলাপের ব্যবস্থা আছে, ডাক্তারীমতেও তেমন ক্যাষ্টরঅয়েলদ্বারা এরূপ অবস্থায় জোলাপের ব্যবস্থা আছে এবং উপকারও তাহাদ্বারা আশানুরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতে এইরূপ কোন জোলাপের ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা জানি না। যাহাহউক, সকলমতেই যে পীড়ার এই ঔষধ আছে এবং তাহাদ্বারা সারিয়াও থাকে, ইহা নিশ্চিত। আমরা কোনমতেরই পক্ষপাতী হইয়া নিন্দা বা কোনরূপ অখ্যাতি করিতে চাহি না। তবে ঐরূপ স্থলে আমাদের ব্যবস্থিত ঔষধ প্রথমে যে কি অপরাধ করিয়াছিল, ইহাই আমাদের জানিবার বিষয়। বস্তুতঃ এইরূপ জিজ্ঞাস্য যে আমাদের কতশত বিষয়ে আছে তাহা আমরাই জানি, আর আমাদের অন্তরাত্মাই জানেন, ফলকথা আমাদের ন্যায় দেশীয় লোক যদি এগূঢ়রহস্যের বিষয় কতকটাও অবগত থাকিতেন,তাহাহইলে আজ আমরা আস্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারিতাম যে, দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন আর কোন অংশেই কোন অভাব নাই। অভাব দূরে থাকুক, বরং নৈসর্গীকনিয়মানুসারে দেশীয় লোকের পক্ষে দেশীয় চিকিৎসাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। কিন্তু এসমস্ত দুঃখের কথা জানাইবার কি আমাদের কোন স্থল আছে? কোন্ দেশহিতৈষী সদাশয় ব্যক্তি আমাদের লিখিত কথায় বিশ্বাস করিয়া নিরপেক্ষভাবে ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

তাই বলিতেছিযে অর্শরোগের সমস্তচিকিৎসাই বৈদ্যশাস্ত্রে ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু তাহা থাকিলেকি হইবে? রাজারআশীর্ব্বাদে বিশেষতঃ দেশীয় লোকের উপার্জ্জন লালসাচরিতার্থ জন্যপরানুরত্তিতেতাহা এখনথাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুত ইহাকি কম আক্ষেপের বিষয় নয় যেশত সহস্র লোককেচোখে অঙ্গুলদিয়াবুঝাইয়া দাও বৈদ্যচিকিৎসা

অনেকাংশে দেশীয় লোকের পক্ষে হিতজনক তবুও কেমন যে ডাক্তারী চিকিৎসার একটানা স্রোতবহিয়াছে এস্রোতেরআর কিছুতেই বিরামনাই আর কেমন করিয়াই বা স্রোতের গতি ফিরিবে? দেশের মধ্যে যাঁহারা গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তলোক, তাঁহারাই যখন এই স্রোতে গা ঢেলিয়াদিয়াছেন, তখন আর কাহার সাধ্য যে, এ দুর্নিবার্য্য স্রোতের গতিরোধ করে? তোমার আমার ক্ষমতা কি যে এই স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াই? তবে নাকি অবোধ মন কিছুতেই বুঝেনা, তাই সময় সময় থাকিতে না পারিয়া অজ্ঞানের মত ২।১ কথা বলিয়া ফেলি। সুযোগ্য দৈনিক সম্পাদক, সে দিনকার দৈনিকে ঠিক্‌কথাই লিখিয়াছেন।যদিও সম্মিলনীতেসেইসমস্তকথার আলোচনা অসঙ্গত,তথাপি কথাগুলি নাকি আমাদের বড়ই মনের মতহই-য়াছেতাই নিম্নেকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতকরিয়া দেখাইতেছি।দৈনিক বলেন "ভারতে শিল্পেরআদরকমিয়াছে। ইহা কেবলরাজারদোষে নহে,ইহাতেআমাদেরও দোষআছে। আমরা যদি বিলাতীরনামে গলিয়ানাযাইতাম বিলাতীরবাতাসে উড়িয়ানা বেড়াইতাম,বিলাতীর দর্শনে যদি আমাদের প্রাণমন মাতিয়া না উঠিত,তাহাহইলে কাহার সাধ্য দেশীয় শিল্পের আদরএকেবারেবিদূরিত করিয়া দেয়। ভারতবাসীর দোষেই ভারতে আজ শিল্পের এত দুর্দ্দশা, আবার ভারতের ভিতর বাঙ্গালারদুর্দ্দশা অধিক,বাঙ্গালার কাছে দেশীয় শিল্পের অনাদরও অধিক। বিলাতীময় জীবন জীব পৃথিবীতে বাঙ্গালার মত আর নাই। বাঙ্গালী বিলাত যাইবেন, শ্রীফশূন্য ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন,মার্কিণে যাইবেনহায়রে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়াআসি-বেন, জর্ম্মনীতে যাইবেন, জাদুগীর্ জর্ম্মনভাষা ও মোহিনী ফিলসফীর আমেজ পাইয়া ফাজিল হইয়াআসিবেন'ফরাসীর দেশে যাইবেন ফ্যাসনে কায়দা কারখানায় খুনহইয়া ঘরে ফিরিবেন। আসলকাজে বাঙ্গালী প্রায়ই হাত দিবেন না। বাঙ্গালীর গলাবাজই প্রধান অস্ত্র; জিহ্বাই বাঙ্গালীর প্রধান যন্ত্র" দৈনিকের ঐস্থলে শিল্পশব্দের পরিবর্ত্তে বৈদ্যশাস্ত্র বসাইয়া আমরাও বলি—ভারতে বৈদ্যচিকিৎসারযে এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে,ইহা কেবল রাজারদোষে নহে, ইহাতে আমাদেরও বিলক্ষণ দোষ আছে।

হাকিমী মতে।

জ্বরের চিকিৎসা।

এই মতে জ্বরের প্রধানতঃ দুই কারণ যথা—বাহ্যিক ও আন্তরিক। তন্মধ্যে দুঃখঃ, আহ্লাদ, গ্রীষ্ম,রৌদ্র ইত্যাদির আতিশয্য বাহ্যিক কারণ। আর শরীরের অন্তর্গত(Humour)হিউমারের দোষ আন্তরিক হেতু। (Humours) হিউমার শব্দের অর্থ বায়ুঃ, পিত্ত, কফ ও রক্ত।

জ্বর প্রধানতঃ তিন প্রকারের। ১ম দুঃখ, আহ্লাদ, শোক, রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদি কারণে একপ্রকার জ্বর হয়। ২য় যদি Elements অর্থাৎ শারীরিক উপাদান শীরার্ভিতরে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাহইলে জ্বর সর্ব্বদা থাকে,যদি বাহিরে হয় তাহাহইলে সর্ব্বদা থাকে না। যদি রক্ত পচিয়া জ্বর হয় তাহাহইলে সেই রক্ত শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া (Bleeding) ঈশফ্‌গুল ভিজাইয়া তাহার জল সেবন করিতে দিবেক। এইরূপ জ্বরে ঈশফ্‌গুলের ন্যায় শীতল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

পিত্তবশতঃ যে জ্বর হয় তাহার (Element) যদি শীরার বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বর তৃতীয় দিবসে কম্প দিয়া হয়। যদি অন্তরে থাকে, তাহা হইলে জ্বর সর্ব্বদা থাকে কিন্তু তৃতীয় দিবসে বিশেষ আধিক্য হয়। পিত্তহেতু যে জ্বর হয় তাহার (Element, যদি হৃদয়ের (Heart) নিকট থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বরে অত্যন্ত গাত্র দাহ হয় ও গরম বোধ হয়। এই প্রকার জ্বরে পালন শাকের বিচি, শশা, কাকুড়, তর্মুজ ইত্যাদির বিচি, আলু, পিয়াবা বোখরা প্রভৃতি শীতল ঔষধ সেবন বিধি। তৎপরে জোলাপ দিবেক। শ্লেষ্মাবশতঃ যে জ্বর প্রত্যহ থাকে, তাহার চিকিৎসা যে সকল দ্রব্য অধিক শীতল অথবা অধিক উষ্ণ নহে যথা মৌরি, জ্যেষ্ঠমধু ইত্যাদি। তৎপরে জোলাপ দিবেক।

বায়ুর আধিক্য বশতঃ জ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে হইয়া থাকে। উহার Element। শিরার বাহিরেই কদর্য্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে জ্বর সর্ব্বদা থাকে ও যাহার (Element) শিরার অন্তরে দূষিত হয়, তাহা অতি

অল্পই হয়। এ জ্বর বৎসরাবধি থাকে ও ইহার চিকিৎসা অতি কষ্টসাধ্য শুঁঠ, চন্দন, নিলোফর, খশখাশ, ইত্যাদি ঔষধ সেবন করাইবেক ও তৎপরে জোলাপ দিবেক।

আর এক প্রকার জ্বর আছে হাকিমেরা তাহাকে "দিক" বলেন এই জ্বর সর্ব্বদাই থাকে। গ্রীষ্মহেতু যে সকল জ্বর হয় তাহা পুরাতন হইলেই ক্রমে "দিক" জ্বরে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃত "দিক" জ্বর অতি অল্পই হয়। আহারান্তে এই জ্বরের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে গুর্চ, জ্যেষ্ঠমধু ইত্যাদি ঔষধ সেব্য। এই জ্বর প্রায় চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠে। শরীর কৃশ, গলাসরু, হস্তপদ ফুলা, শরীর চিক্কণ হওয়া, ও স্বর তীক্ষ্ণ হইলে আরোগ্যের আশা থাকে না।

হাকিম দিগের মতে Quinine কুইনাইন তুল্য বা জাতীয় কোন ঔষধ নাই। হাকিমেরাও জ্বরে সেঁকোবিষ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই বিধি বৈদ্যদিগের নিকট হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন।

আন্তরিক কারণবশতঃ যে সকল জ্বর হয় তাহাতে স্নান কখনই বিহিত নহে। ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি বস্তু কোন প্রকার জ্বরে ব্যবহার করিবেক না। গরম হওয়ার জ্বরে গরমবস্তু ও শীতল হওয়ার জ্বরে শীতলবস্তু অব্যবহার্য্য।

রক্তের কারণে যে জ্বর হয় তাহার লক্ষণ—মুখ মিষ্ট হওয়া, মুখশ্রী চক্ষু ও প্রস্রাব রক্তবর্ণ হওয়া, শরীর ভারী, গাত্রে ব্রণ হওয়া ও মাড়ি ও নাসিকা হইতে কখন কখন রক্ত নির্গমন হয়। পিত্তের লক্ষণ, মুখশ্রী, চক্ষু জিহ্বা ও প্রস্রাব পীতবর্ণ হয়, মুখের আস্বাদন তিক্ত, নাসিকা শুষ্ক, নিদ্রা কম পিপাসা ও গাত্রদাহ অধিক। শ্লেষ্মের লক্ষণ—মুখশ্রী জিহ্বা ও চক্ষু প্রস্রাব শ্বেতবর্ণ, গা মাটি মাটি করে, নাসিকা হইতে কফ নির্গত হইতে থাকে। পিপাসা কম, নিদ্রা অধিক ও মুখাস্বাদন বিস্বাদ হয়।

বায়ু লক্ষণ। প্রস্রাব ও মুখশ্রী কাল হয়, গাত্র শুষ্ক, গাত্রদাহ, শরীর দুর্ব্বল, মুখাস্বাদন অম্ল ও কষায়, শরীর ভারী ও আলস্য বোধ হয়, ক্ষুধা বোধ হয় না এবং প্রস্রাব কিছু ঘন হয়। ক্রমশঃ—

শ্রী বিষ্ণুচন্দ্র সন্ন্যাল।
বেনারস।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(হোমিওপ্যাথি মতে)

গত ২৫ মে, স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার চিকিৎসার্থ অহূত হই।

রোগীর—বয়স ১৫ বৎসর, গর্ভবতী পূর্ণ নবম মাস। এই প্রথম গর্ভিণী ; গত কল্য বেলা দুই প্রহরের সময় জ্বর হয়, এবং তৎকাল আম সংযুক্ত দাস্ত হইতে থাকে,নাভির নিম্নদেশে কিঞ্চিৎমাত্র বেদনা অনুভব হয়। প্রশ্নোত্তরে জানিলাম, বেদনার গতি রোগিণী ততদূর অনুভব করিতে পারে না ; জ্বরের যাতনায় অস্থিরা। তাপ ১০৩ডিগ্রি, প্রবল পিপাসা, মাথা বেদনা এবং সময় সময় বমির উত্তেজনা হইয়া থাকে। এঅবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতেএকোনাইট কয়েক মাত্রাব্যবহার করিতে দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। ৩।৪মাত্রা ঔষধ সেবনের পর হইতে জ্বর ক্রমশঃ মগ্ন হইতে চলিল ; কিন্তু বেদনার আধিক্যতা প্রকাশ পাইয়া রোগিণীকে অস্থির করিয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম, এই বেদনাই প্রসব বেদনা। ক্রমে বেদনা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, রোগিণী কোন মতেই সহ্যকরিতে পারেনা ; কিন্তু তখনও অচইউট্রাই,(জরায়ুরমুখ প্রসারিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায়, রাত্র ১০ ঘটিকার সময়, ধাত্রীদিগকে রোগিণীর নিকট হইতে বিযুক্ত রাখিয়া, কতক সময় বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া,১০ গ্রেণ মাত্রায় ক্লোরেল হাইড্রেট্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলাম। মাত্র দুই ডোজ ঔষধ আমাকে দিতে হইয়াছিল। অচিরেই সুস্থাবস্থায়, একটী বালিকা ভূমিষ্ঠা হইল।

ক্লোরেল ব্যবহারের পর, রোগিণী একটুকু আরাম বোধ করিয়াছিল। পরদিন রোগিণীর জ্বর হয়, উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারেও সুশ্রূষায় অচিরেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন উভয়েই, সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছে।

মন্তব্য।

এই রোগিণীর প্রসবসম্বন্ধে দুইটি অন্তরায় দৃষ্ট হয় (১)দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রসব বেদনা ও প্রথম গর্ভিণী। (২) বেদনার আধিক্য সত্বেও জরায়ুর মুখ প্রসরিত না হওয়া। ক্লোরেল হাইড্রেট্ ব্যবহারে অচিরেই জরায়ুর মুখ প্রসারিত করিয়া নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ট হইযাছিল। ক্লোরেল হাইড্রেটের এই বিষদ ক্রিযা দৃষ্টে, আমি এই রোগিণীর বিষয় আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম। প্রোক্ত ঔষধের ক্রিয়া প্রসব বেদনার সমকালী কিরূপ হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছুক থাকিলাম। *

ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ।	শ্রীজগদ্বন্ধু রায় ডাক্তার। ১২ আষাঢ় ১২৯২ সাল।

* ক্লোরেল হাইড্রেট ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখকের মতের সহিত আমাদের একমত। চি, স, স।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

—:০:—

[redacted] স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লইয়া দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ আন্দোলন উপ-
[redacted] ছোট বড় সহরে, পল্লীগ্রামে প্রায় অনেক স্থলে অনেকেই
[redacted] শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ
[redacted]। এবং এই জন্য সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে না
[redacted] ও ভদ্রপল্লীতে স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা
[redacted] ও খাদ্যাখাদ্যের অনেকটা বন্দোবস্ত
[redacted] পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন।
[redacted] দৈহিক স্বাস্থ্যসুখ সম্বন্ধে কতকটা
[redacted]। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি-
[redacted] কারণ কি? এবং কি
[redacted] নিবৃত্তি হইয়া ইহারা
[redacted], সেই গূঢ়মর্ম্ম সম্বন্ধে
কেহ [redacted] না। যদি শিক্ষিত
সম্প্রদায়ের [redacted] দৈহিক
অবনতির প্রকৃত [redacted] আজ্ কথ-
নই তাঁহারা প্রকৃত [redacted] অস্ত্র
আইন, পথের দৈনিক [redacted]
ভাবে ভুলিয়া থাকিয়া [redacted]
ওলাউঠা ও দাসবৃত্তি প্রভৃতি [redacted]
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাতে [redacted]
চার, অনাচার, অসদ্বিহার, [redacted]
সেবন, মনোবৃত্তির অপরিমিত [redacted]
নানাবিধ বিষময় অপরিণাম দর্শিতা প্রভৃতি [redacted]
দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া স্বাস্থ্যসুখে [redacted]

উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, সেদিকে কিন্তু কাহারও বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই, অথচ লোকের দৃষ্টি কেবল এবারে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় অধিক পাশ পায় নাই, গভর্ণমেন্ট সখের সৈনিকদলে দেশীয়গণকে লইলেন না ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি। ভাল পাশ না হয় ৫ পাঁচ হাজারের মধ্যে সবই হইল, না হয় দেশীয় সমস্ত লোকেই এক দিনে এম্, এ, পাশ করিয়া বসিল, রাজা না হয় দেশশুদ্ধ লোককেই সখের সৈনিকদলে কেন, একবারে আসল সৈনিকে প্রবেশ করাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহা হইলে কি তাহারা ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী সন্তানের প্রকৃত মনোরথ সম্পন্ন হইবে? তাহা হয় কখনই নহে। কেন যে নহে তাহা বলিতেছি। আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আর কিছুই বলিতে হইবে না, তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শরীর সম্যক্ সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইলে এ জগতে কোন জাতিই কোন দিনে স্বাধীনতা সুখে সুখী হইতে পারেন নাই বা পারিবেনও না। সুতরাং যে জাতির সেই আসল বিষয়েই সম্যক্ [illegible] যে জাতির সহস্রের মধ্যেও ২।১টী সম্যক্ বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় খুঁজিয়া পাওয়া ভার, সে জাতির প্রকৃত উন্নতি যে এখনও কত অধিক দূরে অবস্থিত, তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিবেন। আর সাধারণে ইহাও প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিবেন যে, সে জাতির দাসাবৃত্তির অনুরোধে এম্, বি, প্যাশ ও স্বাধীনতার লোভে সখের সৈনিকদলে প্রবেশ কতদূর সঙ্গত? ফলতঃ বাঙ্গালীর দৈহিক উন্নতিরূপ আসল বিষয়ের প্রতি যাঁহারা সবিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া অন্যান্য বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া সময় সময় একেবারে মাতিয়া উঠেন, আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা বলি না যে, এম্, বিএ পাশ বা ইংরেজী শিক্ষায় আবশ্যকতা নাই। তবে কিনা আমরা বলি যে, যেমন দেশীয় লোক ইংরেজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে চোথল মুখল ও সুচতুর হইয়া উঠিতেছে এবং সেইজন্য দেশীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই যেমন মহাব্যস্ত, সেইরূপ আবার দেশীয়গণ যাহাতে বলিষ্ঠ হইয়া সেই চতুরতা ক্রমে ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্যও সঙ্গে সঙ্গে সকলের সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া

আবশ্যক। যাহা হউক,সম্মিলনীতে এরূপ প্রসঙ্গের আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা এসম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না,তবে কিনা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিষয় ভাবিতে গেলে প্রাণ নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাই প্রসঙ্গক্রমে ২।১টী কথা না বলিয়াও থাকিতে পারি না।

বাঙ্গালীর দৈহিক উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে যতগুলি কারণের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে ধর্ম্মে মতনাস্থাপন, বায়ু, আহার, পান, অবিচারে ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ব্যায়াম, ব্যবসায় ও অভিগমন (স্ত্রীসংসর্গ) প্রভৃতি কতক গুলিকেই সর্ব্ব প্রধান কারণ বলিয়া উপপন্ন করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ নাস্তিকদিগের যেরূপে স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে, সুতরাং অযথা আহারাদি দ্বারা যেরূপে স্বাস্থ্যের হানি ও ইহাদের যথাযথ ব্যবহারে যেরূপে সম্যক্ স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে,এই প্রবন্ধে ক্রমে তাহাই আলোচিত হইবেক। সম্প্রতি আহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

আহার।

শরীরস্থ সম্যক্ সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকার পক্ষে আহারের সুবন্দোবস্ত যে সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এমন কি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যতগুলি প্রধান কারণ আছে, তন্মধ্যে আহারকেই সর্ব্ব প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ আহার লইয়াই জীবীর জীবন। প্রাণীগণ এ জগতে অভাবে পড়িয়া সবই সহ্য করিতে পারে, না করিতে পারে এমন কাজই নাই, কিন্তু আহারাভাবে এক দিনও থাকা দুষ্কর হইয়া উঠে। মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মশামাছি কীট পতঙ্গ সকলেই আহারের জন্য মহাব্যস্ত। এই যে তুমি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ভূতের ন্যায় অনবরত পরিশ্রম করিতেছ,ইহার মূলভিত্তিই আহার,কেননা নিজের পেটটায় দুটো ভাত করিয়া

খাইবে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে, ইহাই তোমার মূলমন্ত্র,কেমন নয় কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,আহার মনুষ্য জাতির এতদূর প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হইলেও বাঙ্গালী জাতির কিন্তু অনেকের মধ্যেই এই আহার কার্য্যটী এখন এক রকম ছেলেখেলার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুষে উঠিয়া তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণার লেশমাত্র নাই, কিন্তু আফিষের তাড়নায় তোমাকে ৮টার মধ্যেই যথাসাধ্য আহার করিয়া আফিসে যাইতেই হইবেক, কাজেই এক আহার সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার তুমি তাহার উপর আবার আহার চাপাইলে, এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবন্ধু অম্লরোগও ক্রমে আসিয়া দেখা দিলেন। আর শরীরটীও ক্রমে জন্মের মত সেই সঙ্গে উৎসন্ন দিতে বসিল। ইত্যাদি আহার বিষয়ক যে, আমাদের দেশে কতদূর বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। মহাত্মা সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ।"

অর্থাৎ আহারই প্রাণিসমূহের জীবন রক্ষার এবং দৈহিক বল বর্ণ ও তেজের কারণ। ফলতঃ সুশ্রুত যে কিরূপ গভীর উদ্দেশ্যে এই গূঢ় বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এই আহারের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য থাকিলেও আপাততঃ তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা প্রথমে দেখাইতেছি যে, আমাদের পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিগণ এই আহারের সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে আহার সম্বন্ধে সুদূরদর্শী মহাত্মা চরকের মত এস্থলে বিবৃত করিতেছি। চরক বলেন,—"নিম্নলিখিত নিয়মে আহারের ব্যবস্থা, সুস্থ এবং পীড়িত এই উভয়বিধ ব্যক্তির পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে হিতজনক। যথা—পূর্ব্বকৃত আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে পরিমিত (আহারের মাত্রা অধিক বা অল্প না হওয়া), বীর্য্যাবিরুদ্ধ (মৎস্যদুগ্ধাদি একত্রে সংযোগ বিরুদ্ধ না হওয়া), ঈষদুষ্ণ, এবং স্নিগ্ধ (ঘৃতাদি সংযুক্ত) অন্ন প্রশস্ত স্থানে সর্ব্বপ্রকার আহারীয় উপকরণের সহিত অতি শীঘ্র

না হয়, অধিক বিলম্বে না হয়, বৃথা জল্পনা ও হাস্যাদি পরিহার পূর্ব্বক নিস্তব্ধভাবে আপনার শারীরিক অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ কোন্ বস্তু আমার পক্ষে হিতজনক এবং কোন্ বস্তুই বা অহিতজনক, ইত্যাদি বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া আহার করিবেক।

ঈষদুষ্ণ অন্নভোজন করিবেক। যেহেতু এইরূপ অন্ন সুস্বাদু হয়, জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, শীঘ্রই পরিপাক হয়, বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন করে এবং কফ শুষ্ক করিয়া থাকে। অতএব উষ্ণান্ন ভোজন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্নিগ্ধান্ন (ঘৃতাদি সংযুক্ত অন্ন) ভোজন করিবেক। যেহেতু স্নিগ্ধান্ন সুস্বাদু হয়, জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বায়ুর অনুলোমতা জন্মে, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, শারীরোপচয়ের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে, বল জন্মায় ও শারীরিক বলের প্রসন্নতা জন্মায়। অতএব স্নিগ্ধান্ন ভোজন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পরিমিত ভোজন করিবেক। যেহেতু পরিমিতভোজন বাতপিত্তকফের প্রকোপ জন্মায় না, আয়ুবৃদ্ধি কারক, অতিশয় সুখজনক, কোষ্ঠস্থানে গমন করিয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে না এবং শরীরে কোন প্রকার গ্লানি না জন্মাইয়া সহজেই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অতএব পরিমিত ভোজন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পূর্ব্বকৃত আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার আহার করিবে। যে হেতু পূর্ব্বদিবসের ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ না হইলে যদি তদুপরি ভোজন করা যায়, তবে ঐ পূর্ব্বকৃত আহার রস পরের অপক্ক আহাররসের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্রই শরীরস্থ বাতপিত্তাদি সমস্ত দোষকে প্রকুপিত

---

* আতিশয্য ভয়ে আমরা এই প্রবন্ধে চরকোক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলি উঠাইয়া দিতে পারিলাম না। অতএব যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি চরক বিমান স্থান ১ম অধ্যায়ে দেখিবেন।

করে। যে সমস্ত ব্যক্তির ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ হয়, তাহাদের দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থান করে, অগ্নির দীপ্তি হয়, সম্যক্ ক্ষুধা জন্মে, স্রোত সমূহের মুখ বিকশিত হয়, বিশুদ্ধ হয়, বায়ুর অনুলোমতা জন্মে এবং যথা সময়ে বাত, মূত্র ও বিষ্ঠা নির্গত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে আহার সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এইরূপ সম্যক্ জীর্ণাবস্থায় আহার করিলে আহারীয় রস শরীরের ধাতুসমূহকে দূষিত না করিয়া আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বকৃত আহার সম্যক্ জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার ভোজন করিবেক।

বীর্য্যাবিরুদ্ধ ভোজন করিবে অর্থাৎ মৎস্য দুগ্ধাদি একদা এক সঙ্গে ভোজন করিবে না। কারণ এইরূপ ভোজন দ্বারা কুষ্ঠ বিসর্পাদি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব এইরূপ ভোজনও সঙ্গত নহে।

মনোরম স্থানে ভোজন করিবেক। যেহেতু যে সমস্ত ব্যক্তি মনোরম স্থানে ভোজন করে, তাহারা অনিষ্টস্থান জনিত মনোবিঘাত কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সেইরূপ বাঞ্ছিত (মন যাহা চায়) আহারীয় উপকরণের সহিত ভোজন করিবেক। কারণ যাহারা এই প্রকার বাঞ্ছিত উপকরণের সহিত ভোজন করে, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অতএব মনোরম স্থানে এবং বাঞ্ছিত উপকরণের সহিত ভোজন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিবে না। কেন না যে সমস্ত ব্যক্তি অতিশয় তাড়াতাড়ি ভোজন করে, তাহাদিগের ভুক্তদ্রব্য ঊর্দ্ধমুখে উঠে, শরীরের অবসন্নতা জন্মায়, ভুক্তদ্রব্য কোষ্ঠ স্থানে পতিত হয় না। এইরূপ ভোজনশীলব্যক্তি সর্ব্বদা ভুক্ত দ্রব্যগত দোষ (ভোজনদ্রব্যে কেশ লোমাদির পতন) এবং সম্যক্ স্বাদুতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়না। অর্থাৎ কোন সময় পূর্ব্বোক্ত কেশ পতনাদি দোষ দর্শনে সমর্থ হয় এবং কোন সময় বা সমর্থ হয় না। এইরূপ আহারীয় দ্রব্যের স্বাদুতাও সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারে না। তন্মধ্যে দোষের অনুপলব্ধি হেতু দোষসংসৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে,

এবং স্বাদুতার অনমুভাবে ভোজনকালে প্রীতিরও অভাব হইয়া থাকে। অতএব অতি দ্রুত ভাবে ভোজন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।

অতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন করিবে না। যেহেতু যে সমস্ত ব্যক্তি অতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন করে, তাহারা আহার করিয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না। অধিক ভোজন করে,ভোজ্য দ্রব্য শীতল হইয়া যায় এবং অগ্নির বৈষম্য উপস্থিত হয়। অতএব অতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন করিবেক না।

অধিক কথা না বলিয়া, হাস্য না করিয়া এবং নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ভোজন করিবেক। যেহেতু যে সমস্ত ব্যক্তি ভোজন কালে অধিক কথা বলে,হাস্য করে অথবা অন্যমনস্ক হয়, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অতিদ্রুত ভোজন জনিত দোষ ভুক্তদ্রব্য উর্দ্ধমুখে উপস্থিত হওয়া এবং শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ভোজন কালে অধিক কথা না বলিয়া হাস্য না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভোজন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

.আপনার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবেক। কারণ এই বস্তু ভোজনে আমার উপকার হয় এবং এই বস্তু ভোজনে আমার অপকার হয়, ইত্যাদি বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজন করিলে শরীর বেশ সুস্থ থাকে। অতএব আপনার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিবেক।

ইহাদের মধ্যে পরিমিত ও অপরিমিত আহার জানিবার উপায় এই যে পরিমিত আহার করিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি.শরীরে প্রকাশ পায়। যথা—আহার দ্বারা কুক্ষিস্থানে কোনরূপ পীড়ার (পেট টিস্ টিস্) প্রভৃতি অনুভব হয় না, হৃদয়স্থান পরিষ্কার বোধ হয়, পার্শ্বস্থানে কোন প্রকার ক্লেশ জন্মে না, উদর বেশ লঘু বোধ হয়। ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক হয়, ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়, শয়ন, উপবেশন, গমন, শ্বাস প্রশ্বাস নির্গমন এবং হাস্য পরিহাস ও কার্য্যাদি করিতে বেশ সুখজনক বোধ হয়, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালের যথোপযুক্ত আহার জীর্ণ হইয়া ক্ষুধার অনুভব হয় এবং শরীরের বল, বর্ণ ও পুষ্টির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা পরিমিত আহার স্থির করিবেক।

অপরিমিত আহার দুই প্রকার, এক হীনমাত্রা অর্থাৎ যাহার যতটা খাওয়া উচিত, তদপেক্ষা কম খাওয়া; আর দ্বিতীয় অধিক মাত্রা অর্থাৎ আহারের উচিত মাত্রার অপেক্ষাও অধিক খাওয়া। তন্মধ্যে অল্পমাত্রায় আহার বল বর্ণ ও পুষ্টির ক্ষয়কারক, অতৃপ্তিকর, উদাবর্ত্তরোগ কারক, অবৃষ্য [শুক্রাদি ধাতুর বৃদ্ধি করে না], আয়ুর হানিকারক, শরীরেরও বল ধাতুর ক্ষয় কারক, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্ষয়কারক, শ্রীভ্রষ্টকর এবং অশীতি প্রকার বায়ু রোগের আশ্রয়। অপর অতিরিক্ত মাত্রায় আহার বাতাদি ত্রিদোষ প্রকোপ কারক এবং সর্ব্ব রোগের আকর হইয়া থাকে।

আহারের সাবেকী বন্দবস্তে এই দেখাইলাম, এখন জিজ্ঞাসা এই যে আহার বিষয়ক এই এত গুলি কথার মধ্যে যথার্থ বল দেখি, কোন্ কথাটী অসঙ্গত বা সেকেলে বলিয়া ঘৃণিত? আর কয়জন হিন্দুসন্তানই বা আহার সম্বন্ধে ঐ সমস্ত উপদেশ জানিয়া বা মনে রাখিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন? বরং একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে ঐ সমস্ত আহার বিষয়ক সুনিয়মে সমুদায় না হউক, অন্ততঃ অনেক গুলি নিয়ম আজ কাল বিদেশীয় কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। কেন যে যায় তাহা একটী সামান্য কথায় বোঝ, মনে কর এক অফিসেই একজন সাহেব ও একজন বাঙ্গালী একত্রে কাজ করেন। বাঙ্গালী হয় ত মাসিক সহস্র টাকা বেতন পান, আর সাহেব দুই শতের অধিক বেতন পান না। কাজেই এস্থলে অধিক আয় বলিয়া বাঙ্গালী ভায়ারই সকল দিকেই সুপ্রতুল থাকার কথা। কেমন নয় কি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কার্য্যতঃ কি ঠিক্ তাহা ঘটে? বোধহয় কখনই নহে, কেন যে নহে, তাহা বলিতেছি—আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, অথবা শাস্ত্রের দরকার কি, একথা সকলেরই জানা আছে যে, প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মলমূত্রাদির ত্যাগ করিবে, নিয়মিত সময়ে ভোজন করিবে এবং রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি করিবে না। এইত গেল কথায়, আবার কাজে দেখ—চঞ্চলমতি তরুণ লম্পট যুবকের কথা ছাড়িয়া দাও, কেননা তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু যাঁহারা মাসগেলে অন্ততঃ

হাজার টাকা ঘরে আনেন, দশজনকে প্রতিপালন করেন, সমাজের মধে বিলক্ষণ গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত এস্থলে একবার তাঁহাদের কথাটাই শুনুন, দেখুন— তাঁহারাই বা নিয়মের কতদূর বাধ্য?

এই শ্রেণীর মহাত্মাদের প্রত্যুষে ওঠা দূরে থাক, শয্যা পরিত্যাগ করিতেই প্রায় ৯টা বাজিয়া যায়, তাহার পর মলমূত্রত্যাগ, মুখধোয়া ও স্নান আহ্নিক আছে। সুতরাং এদিকে ৯টা বাজিল আর সময় নাই, আবার ১০ টার মধ্যে আফিসে না গেলেও অব্যাহতি নাই। কেননা উপরওয়ালা রাগ করিবেন, কাজেই এক ঘটা সময়ের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ না সারিলেই নয়, সুতরাং এরূপ স্থলে আহার বিষয়ক সুনিয়ম কি রূপে রক্ষা হইতে পারে? তবে পারিত যদি তিনি প্রত্যুষে উঠিতেন, দস্তর মত ব্যায়ামাদি করিতেন। যাহাহউক, বাঙ্গালীবাবুর সম্বন্ধে এইরূপ সকাল হইতে রাত্রি শয়নকাল পর্য্যন্ত যখনই খবর লও, দেখিবে তাঁহার চারিদিকেই বিশৃঙ্খলতা, চারিদিকেই নিয়মাভাব। আর একজন ইংরেজবাচ্চার প্রতি এক বার লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি তাহারা নিয়মের কতদূর দাস। বেচারী হয়ত ২।১ শত কিংবা যৎসামান্য বেতন পায়, কিন্তু অতি প্রত্যুষে উঠিবে, ঘোড়াচড়া ও রাস্তাহাঁটা প্রভৃতি যাহার যেমন সামর্থ্য, সে তদনুরূপ ব্যায়াম করিবে, ক্ষুধার সময় উপস্থিত হইলে সহস্র কার্য্য বন্ধ করিয়া নিয়মিত খা বে এবং প্রাণান্তেও প্রায় রাত্রিজাগরণ করিবে না, ফলতঃ স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদের যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে মোটের উপর আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা আয়ের এক জন সাহেব যে পরিমাণে নিয়মের বাধ্য, মাসিক ২।৩ সহস্র আয়ের হিন্দু কখনই ততদূর সুনিয়মের বাধ্য হইয়া চলেন না। সে যাহাহউক, আহারের অনিয়মবশতও যে হিন্দুস্থান দিন দিন বলবীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আহার সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক বলিবার রহিল। ক্রমশঃ—

—

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩ পৃষ্ঠার পর।)

(খ) গলিত জীবজন্তুর দুর্গন্ধ।

[১] পূঁয জ্বরেব কারণ

গলিত জীবজন্তুব দুর্গন্ধ আমাদের শ্বাস পথ দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে উহা প্রায়ই গুরুতব পীড়া জন্মায়। তাহাকে গলনজ্বর বা পূঁযজ্বর বলাযায। খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে বা ক্ষতাদির ভিতব দিয়া গলিত বস সুস্থ শরীরে প্রবেশ কবিলে তাহাতেও পূঁয়জ্বর উৎপাদন করে। এই সকল পীড়া প্রায় সংঘাতিক হয়।

[২] বসন্তজ্বর ইত্যাদিব কাবণ।

হাম, বসন্ত, আবক্তজ্বব, গলায ছোঁয়াটিয়া ক্ষত ইত্যাদির গন্ধে ও সুস্থ-লোকের এই সকল পীডা জন্মিতে পাবে।

[৩] পচা খাদ্য অজীর্ণ ইত্যাদিবও প্রধান কারণ।

পচা মাছ বা পচা মাংস বেশ কবিয়া সিদ্ধ কবিয়া খাইলেও উহাতে ক্বচিৎ পেটের অসুখ জন্মায। কিন্তু কাঁচা বা আদসিদ্ধ মাংস খাইলে ভারী অনিষ্ট করে, এবং মুখে, গলায় বা পেটে ক্ষতযুক্ত অবস্থায় তাহা ভক্ষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত পাইমিয়া নামক ভয়ানক পূঁয়জ্বব হইতে পারে।

[৪] মৃতদেহ দূরীকরণ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে জীবজন্তুর মৃত দেহ দূর করা বিশেষ আবশ্যক।

[ক] দুর্গন্ধ দূব। যে কোন মরার গন্ধ হউক না কেন,তাহার ঘ্রাণ পাওয়া না যায় এমত দূরে থাকা আবশ্যক কিম্বা ঐ মৃতদেহই দূব কবা আবশ্যক। যথা।—

[খ] মৃতদেহ পুতিযা ফেলা। [৬] পাদ মাটির নীচে সকল প্রকার মৃতদেহ পুতিয়া ফেলিবে। তাহাতে শৃগাল ইত্যাদিতে তাহা তুলিয়া খাইতে পায় না।

[গ] লবণজলে মৃত দেহ নিক্ষেপ। লবণজল দুর্গন্ধহারক ও গলন-নিবারক বলিয়া তাহাতে সকল প্রকার গলিত মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

[ঘ] মৃতদেহ দাহন। যে কোন জীবের দেহ হউক না কেন, উহাকে পোড়াইয়া ভস্ম করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়। কারণ পরে তাহা হইতে জীবিত লোকের কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

[ঙ] পানীয় জলের পাতকুয়া বা জলাশয়ের নিকট মৃতদেহ পুঁতিবে না। বর্ষাকালে মাটিতে পোঁতা মৃতদেহের গলিতরস বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির নীচে দিয়া নিকটস্থ কূয়া বা জলাশয়ের জলে মিশিয়া ঐ সকল জলকে নষ্ট ও পানের অনুপযুক্ত করে।

২৬। সকল প্রকার ধূমপানই ন্যূনাধিক অনিষ্টকর।

১ কাঠের বা কাঠের কয়লার ধূম।

ইহাতে অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও অঙ্গারের কণা বা ঝুল যথেষ্ট থাকে। কাজেই তাহা ফুস্‌ফুসে গেলে অনিষ্ট হয়। সেই জন্য প্রত্যেক রান্নাঘরের উনানের ঠিক সোজা উপরের ছাতে ধুঁয়া বাহির হওয়ার ও আলো প্রবেশ করিবার জন্য একটা করিয়া ফুকার বা ছাতের ঝড়্‌কা প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া চারিদিগের ও মধ্যের দেয়ালের কড়িকাঠের ফাঁকে ফাকে বা দুই তিন ফুট অন্তর অন্তর ৬ছয় বুরুল ব্যাস যুক্ত বা শালপাতা প্রমাণ লোহার জালী বসান গোলাকার ছিদ্র রাখা আবশ্যক।

২ পাথরী কয়লার ধূম।

কাঠের কয়লার, বা কাঠজালান ধূম অপেক্ষা পাথরী কয়লার ধূম অধিক অনিষ্টকর। সেইজন্য উহা নির্গত হওয়ার জন্য ৪০।৫০ হাত উচ্চ করিয়া চিম্‌নি বা ধুঁয়াঘর বা নলী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

৩ গৃহে গ্যাসের বা বাষ্পীয় আলো অনিষ্টকর।

গৃহের সমুদয় দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাতে গ্যাস্‌লাইট্‌ বা এক প্রকার

বাষ্পের আলো জ্বালান যায়, কিন্তু দ্বার বন্ধ করিয়া জ্বালাইলে উহার ঘ্রাণ ভারী অনিষ্টকর হয়।

৪ শয়ন কুঠরিতে বাষ্পীয় আলো বিশেষ অনিষ্টকর তাহা ছাড়া যে পায়খানার সঙ্গে নর্দ্দমার নালির যোগ থাকে, তাহা শয়ন কুঠরী বা বাস গৃহ সংলগ্ন না থাকিয়া দুইয়ের মধ্যে কিছু মুক্তস্থান থাকা বিধি। নতুবা নর্দ্দমার অনিষ্টকর দুর্গন্ধ সময় সময় ঘরের ভিতর ঢুকিতে পাইলে ঐ গৃহবাসীদের উদরাময়, অন্ত্রজ্বর প্রভৃতি গুরুতর পীড়া জন্মাইতে পারে।

২৭। বিহ্বলকর পদার্থের ধূম অনিষ্টকর।

এদেশে সচরাচর তামাকের ধূম, আফিমের বা গুলীর ধূম অথবা গাঁজার ধূম লোকে যে পান করে, তাহা সকলই ন্যূনাধিক অনিষ্টকর।

২৭ ক তামাকের ধূম।

১ বালক বালিকাদের বিশেষ অনিষ্টকর।

ডাক্তার জি, উইলসন [Dr. G Wilson] মহোদয়ের মতে বালক বালিকাদের শরীর যত কাল বাড়িবার সময়, ততকাল তামাক খাওয়া নিষেধ। অর্থাৎ ২০ বৎসরের পূর্ব্বে যদি তামাক খাইতে অভ্যাস করে, তাহাহইলে তাহারা প্রায়ই কৃশ দুর্ব্বল বা খর্ব্বকার থাকিয়া যায়।

২ তামাকের ধূমে যে যে অনিষ্টকর পদার্থ আছে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি, রিচার্ডসন [Dr B. Richardson] মহোদয়ের মতে তামাকের ধূমের মধ্যে অঙ্গারের কণা, অঙ্গারাম্ল বাষ্প, এবং কার্ব্বনিক অক্সাইড্ ও নিকটিন্ নামক পদার্থ সকল আছে। পটাস্ নামক ক্ষার পদার্থ উহার সঙ্গে মিশাইলে হাড্রোসিয়েনিক এসিড্ মহাবিস, প্রিয়েসোট্ এবং হাইড্রোকার্ব্বন্ ও উহার ভিতরে ধরা যায়। কাজেই উহা অতি অনিষ্টকর বাষ্পীয় পদার্থ।

৩ তামাকে যে যে পীড়া জন্মায়।

উহা অজীর্ণ ও ক্ষুধা মন্দ করে ও থুথু বৃদ্ধিকরে এবং গলায় ব্যাথা ও

স্ফীতি জন্মায়। যাহারা নিত্য চুরট্ ব্যবহার করে তাহাদের নীচের ঠোঁটে ক্যান্সার বা ঘুর্ঘুরে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪ উহা সর্দ্দিকাসকে স্থায়ী পীড়া করে।

তামাকখোরদের সামান্য সর্দ্দিকাস প্রায়ই চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। পানের সঙ্গে দোক্তা খাইলে বা দোক্ত চূর্ণ দিয়া দাঁতন করিলেও উহা সেই রূপ অনিষ্টকর হয়। কাজেই যে তামাকে কোন উপকার না হইয়া এত প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে। বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই তাহার ধূমপান অভ্যাস ত্যাগ করিবে।

২৮ খ আফিমের বা গুলীরধূম।

১ আফিমের ধূমপান।

আফিম খাওয়া অপেক্ষা উহার ধূম পান করা অধিক অনিষ্টকর। কারণ ধূম অতি শীঘ্র শরীরকে আক্রান্ত করে এবং ধূমার আকারে আফিমের কোন ভাগ বাহিরে না গিয়া শরীরে প্রবেশ করে।

২ আফিমে খর্ব্বজীবী করে।

ডাক্তার রিচার্ডসন্ ও ডাক্তার উইলসনের মতে আফিমে মানুষকে খর্ব্বজীবীকরে। আমরাও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি।

৩ অফিম ব্যবহারে বক্রপিঠ বা কুঁজ হয়।

ডাক্তার রিচার্ডসনের মতে আফিম প্রথমতঃ স্নায়ুর ক্রিয়া-শক্তি হ্রাস করে। তৎপরে পৃষ্ঠের যে সকল মাংসপেশী আছে ঐসকল স্নায়ুর দ্বারায় চালিত না হওয়াতে তাহাও ক্রমে ক্ষয় পায়, কাজেই মস্তক ও বক্ষঃ সম্মুখ দিগে নত হইয়া বা হেলিয়া পড়ে।

৪ ক্ষুধামান্দ্য ও অনাহার।

আফিমে ক্ষুধা হরণ করিয়া রোগীকে শুকাইয়া রাখে বা অনাহারে মারে।

৫ প্রথমে কোষ্ঠ কঠিন করে।

আফিমে প্রথম কোষ্ঠ কঠিন করে বলিয়া অনেক পেটরোগারা তাহা

খাইতে আরম্ভ করে, পরে যখন উহার আদত পড়িয়া যায়, ইচ্ছা করিলেও তখন তাহা ছাড়িয়া দিতে পারে না।

[৬] ক্রমে মৌতাত না বাড়াইলে লব্ধফল স্থায়ী হয় না।

শরীরে ব্যথা বা গ্রহণীরোগ হইলে লোকে আফিম খাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু ক্রমে উহার দৈনিক মাত্রা না বাড়াইলে পূর্ব্বের মত উপকার অনুভব হয় না।

[৭] সকল কারণেই আফিম ব্যবহার নিষেধ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, আফিম ব্যবহার করা অতি অনিষ্টকর ও একেবারে নিষেধ।

২০। গাঁজা বা সিদ্ধির ধূম।

(১) আফিম অপেক্ষা গাঁজা অধিক অনিষ্টকর।

গাঁজা, আফিম অপেক্ষাও অনিষ্টকর। কারণ যাহারা তাহা পূর্ব্বে ব্যাবহার করে নাই, তাহারা শীঘ্র উহাতে আক্রান্ত হয়। এমন কি পাঁচ(৫) রতি শুষ্ক গাজার পাতা তামাকের সঙ্গে মিশাইয়া ধুমপান করিলে সে শীঘ্র বিহ্বল হয় ও উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করে, এবং শরীর বা লোকবিশেষে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস বা বৎসরের অধিক ঐ উন্মত্ততা থাকিয়া যাইতে পারে।

(২) গাজাতে মনীষাশক্তি, পুংশক্তি ও পরমায়ু হ্রাস পায়।

যাহারা নিয়মিত রূপে গাজা ব্যবহার করে, তাহাদের বুদ্ধিশক্তি দুর্ব্বল হয় এবং ক্ষুধার হ্রাস হওয়াতে খাইতে না পাইয়া ভয়ানক কৃশও হইয়া পড়ে। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব পীড়া আফিম অপেক্ষাও গাজা দ্বারা শীঘ্র জন্মায়। ইহাতে স্থায়ী বা ধ্রুব কাস ও জন্মায় এবং আফিম অপেক্ষাও আয়ু অধিক খর্ব্ব করে। সেইজন্য উহা ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ।

২৮। ধূলিময় বায়ু। ইহাতে নানা পীড়া জন্মে, যথা—

(১) কচিৎ ক্ষয়কাস জন্মিতে পারে।

কাহারও মত যে, বায়ুর সঙ্গে ধুলা ফুস্ফুসে প্রবেশ করিলে উহাতে ক্ষয়কাস জন্মিতে পারে। যাহাদের পৈত্রিক ক্ষয় রোগ রক্তগত হইয়া-আছে, কিম্বা যাহারা বদ্ধ বায়ুতেও থাকে, তাহদের ধুলাময় বায়ুতে আরও শীঘ্র ক্ষয়কাস জন্মে।

২ ধুলাযুক্ত বায়ু জনিত অন্যান্য পীড়া।

বায়ুতে ধুলা-বালু থাকিলে অন্যান্য পীড়াও জন্মে, যথা—উহা চক্ষুতে পড়িলে চক্ষুর রক্ত উঠা পীড়া জন্মে। চর্ম্মে লাগিয়া থাকিলে চর্ম্মরোগ হয়। এবং আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে পেটে গেলে পেটের কোন না কোন পীড়া জন্মায় সেই জন্য ধুলা-বালুযুক্ত স্থানে বাস না করাই উচিত।

২৯। ম্যালেরিয়া বা জ্বরাদি রোগজনকআর্দ্র ভূমির বাষ্প।

ইহাই এই দেশের অধিকাংশ রোগের মূল কারণ। কাজেই ঐ সকলের মধ্যে প্রধান কয়েক রোগ নিবারণের উপায় বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ইহার এক্ষণে মূলকারণও প্রকৃতি সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

১ মূলকারণ ও প্রকৃতি।

নানাজাতীয় সজীব উদ্ভিজ্জাণু বা বীজ যাহা সূর্য্যের ন্যুনাধিক উত্তাপে আর্দ্র ভূমি হইতে সময় বিশেষ উঠিয়া থাকে, তাহাকেই জ্বরাদি রোগজনক বাষ্প বা ম্যালেরিয়া বলা যায়। কাজেই ম্যালেরিয়া বহুবিধ রোগাত্মক বীজের সমষ্টি, এক নহে। এবং এই সকল বীজাণু এত ক্ষুদ্র যে, যেসকল অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্র পদার্থকে অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখায়, তাহাতেও ঐসকল অনুভব হয় না।

বহুব্যাপক জ্বর, উদরাময়, ও ওলাউঠা এইসকল নানাজাতীয় বীজাণুতেই জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।।

২ ডাক্তার রিচার্ডসনের মত অসঙ্গত।

সজীব উদ্ভিদজ্জাণু না হইয়া ছোয়াঠিয়া দৈহিক পদার্থের রসে এই সমুদয় রোগ জন্মে বলিয়া যে ডাক্তর রিচার্ডসন মত প্রকাশ করেন, তাহা হাম, বসন্ত প্রভৃতি স্পর্শাক্রমক রোগের পক্ষে হইতে পারে, কিন্তু জ্বর, ওলা-

উঠাদি রোগের পক্ষে নহে, কারণ এইসকল রোগ প্রকৃতার্থে স্পর্শক্রামক নহে এবং কোন কোন জাতীয় উদ্ভিজ্জের ন্যায় কেবল সময় বিশেষে দেখা দেয়, কিন্তু ছোয়াটিয়া রোগবীজ দৈহিক রসে জন্মে বলিয়া যখন উহা সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে তখনই ঐ সকল রোগ জন্মায়।

২৯ (ক) জ্বরাত্মক বাষ্প।

ইহা নিবারণের অনেক উপায় আছে। যথা—

(১) ১৮ ও ১৯ ধারা মতে নিবারণ।

যাহারা ১৮ ও ১৯ ধারায় বর্ণিত স্থান ও গৃহ সম্বন্ধীয় উপায় সকল পূর্ব্বে হইতে অবলম্বন করে, তাহাদের এরোগ হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে।

(২) জ্বরের প্রাবল্যে স্থানত্যাগ।

কোন স্থানে জ্বরের বিশেষ প্রাবল্য দেখাগেলে, তখন সেইস্থান ত্যাগ করিবে ও ঐ রোগ ক্ষান্ত না হইলে তথায় আবার ফিরিয়া আসিবেনা।

(৩) সূর্য্যের উত্তাপে গিয়া কোন কাজকরা নিষেধ।

যাহাদের জ্বরাহত স্থান ত্যাগকরা সহজ নহে, তাহাদের রৌদ্রে গিয়া কাজ করা রহিত করা আবশ্যক, কারণ সেই সময়েই রৌদ্রের উত্তাপে জ্বর রোগের বীজ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা হইতে উঠে। দরিদ্র শ্রমজীবীরা এই নিয়মটী রক্ষা করিতে পারেনা বলিয়া তাহাদের মধ্যেই অধিক সংখ্যক লোক জ্বরাহত হয়।

৪ প্রাতের মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম।

সূর্য্য উদয় হওয়ার একঘণ্টা পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রমবিহীন লোক এক ঘণ্টা কাল মুক্তবায়ুতে ডন্, অশ্বারোহণ বা দ্রুতপদে ভ্রমণ করিলে তাহাদের শরীর সবল হওয়াতে অনেক সময় রোগের আক্রমণ কে তাহারা এড়াইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাত্রে শিশিরের সঙ্গে বায়ুস্থ সমুদয় ম্যালেরিয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে অতি প্রত্যুষে বাহিরে ব্যায়াম দি করাতে কোন হানি হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা।

(৫) সন্ধ্যার বা রাত্রের শীতল বায়ুতে ম্যালেরিয়ার ভাগ অত্যন্ত।

তখন শিশিরের সঙ্গে ম্যালেরিয়া ভূমিতে পতিত হওয়াতে যাহারা মধ্যাহ্নে কাজ করে না, তাহারা এসময়ে সুবিধা হইলে অনেক কাজ করিয়া ফেলিতে পারে।

যে প্রকার বাস স্থান ম্যালেরিয়া হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত।

মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামাদি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর যে ঘর আছে, তাহাতে বাস সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সেই কারণে হেঁট ঘর বা নীচের কুঠরী অপেক্ষা দোতলা এবং দোতলা অপেক্ষা তেতালা ক্রমে উপরদিগে অধিক স্বাস্থ্যকর। যে হেতু অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ম্যালেরিয়াও মধ্যাকর্ষণের অধীন এবং নিম্ন স্থানের বায়ুতে অধিক পরিমাণে থাকে।

(৭) পানীয় জল সিদ্ধ করিলে তন্মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া ধ্বংস হয়।

পানীয় জলকে ছাঁকিয়া লইয়া সিদ্ধ করিবে। পরে আবৃত পাত্রে শীতল হইলে পান করিবে। এরূপ করিলে জলে যে সকল ম্যালেরিয়া থাকে, তাহা বিনষ্ট বা ধ্বংশ হয়।

(৮) বদ্ধ বায়ুতে বা শীতল মেজের উপর শোয়া নিষেধ।

কারণ চারিদিগে আবদ্ধ শয়ন কুঠরীতে অথবা ভিজা বা শীতল মেজের উপর নিদ্রা গেলে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে রোগে আক্রমণ করার সুযোগ পায়।

(৯) অপরিমিত ভোজন বা পান নিষেধ।

অপরিমিত ভোজন বা পানে অজীর্ণ জন্মাইয়া শরীরকে দুর্ব্বল করতঃ ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আক্রমণের সুযোগ হয় সেই জন্য কিছু ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিবে এবং অতি পরিমিত ভাবে জলাদি পান করিবে।

[১০] রাত্রি জাগরণ।

রাত্রজাগরণে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে রোগাক্রমণের সুযোগ হয়, সেই জন্য তাহাও নিষেধ।

[১১] জ্বরনিবারক মুষ্টিযোগ।

যাহারা ম্যালেরিয়ার ভিতর থাকিয়া নিজ নিজ ব্যবসায় কাজ করিতে বাধ্য, তাহারা নিম্নের বর্ণিত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিবে। এক রতি কুইনাইন [যাহা এখন মুদি দোকানেও পাওয়া যায়।] এক ছটাক চিনির সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া শিশিতে কাক দিয়া রাখিবে। এবং প্রত্যহ প্রাতে দুই অঙ্গুলে তাহার যতটুকু উঠে, তাহা মুখে দিয়া পরে একটুকু জল মুখে লইয়া গিলিয়া ফেলিবে। কিম্বা আদ রতি সম্বলক্ষার বিষ দুই ছটাক চিনির সঙ্গে পূর্ব্বনিয়মে বেশ করিয়া অল্পে অল্পে মিশাইয়া শিশিতে রাখিবে ও সেই নিয়মে খাইবে। তাহার এক ঘণ্টা পরে কিছু আহার করিয়া কাজে যাইবে। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক?

পিত্ত।

পূর্ব্ব কালের পণ্ডিতেরা জানিতেন তেজঃ জড় পদার্থ। এখনকার পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, তেজঃ জড় বা দ্রব্য পদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যগত পরমাণু সঞ্চালনজন্য গুণবিশেষ। দ্রব্য হউক, আর গুণ পদার্থ হউক, সে বিচারে আমাদের আপাততঃ প্রয়োজন নাই। ইহা একটী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেই কাজ চলিতে পারিবে। তেজঃ পদার্থ সর্ব্বব্যাপী অথবা ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বদা সর্ব্ব পদার্থে তাপোদ্ভব হইয়া থাকে। এমন পদার্থ মনুষ্যের প্রত্যক্ষে আসে নাই, যাহা একান্ত তেজহীন। এই সর্ব্বব্যাপী তাপকে বিষ্ণুতেজ বলাযায়। মনুষ্য শরীরেও বিষ্ণুতেজ নানা কারণে উৎপন্ন হইতেছে, ব্যয়িত হইতেছে। ইহার সাম্যে শরীর রক্ষিত হয়, বৈষম্যে বিকল হয়।

শরীর ধারণোপযোগী স্বাভাবিক তাপের নাম ইংরেজী ভাষায় "নর্ম্যাল টেম্পারেচার" আমরা সাম্য বিষ্ণু তেজ বলিতে পারি। এই তাপ সন্ত-

ধের কারণ অতি দুজ্ঞের্য়, ইহার কার্য্যও সহজ বোধ্য নহে; তবে একটী সিদ্ধান্ত ধরিয়া চলিলে শরীরের তৈজস তত্ত্ব অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। সেই সিদ্ধান্ত পিত্ত। পিত্ত শরীরের তেজঃ স্বরূপ।

এমন অনেকগুলি উষ্ণদ্রব্য আছে, যাহা সেবনে তাপোদ্ভব হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে সে গুলি পিত্তকর। রৌদ্রেরতাপ ও অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি তাপ বর্দ্ধক সুতরাং তাহারাও পিত্তকর। আবার এমন কতকগুলি আহার বিহার আছে, যাহাতে শারীরিক উত্তাপের শমতা হয়, সেগুলি পিত্ত প্রশমক। এই তেজস্বরূপ পিত্ত শরীরের নানা স্থানে থাকিয়া স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে। ইহাও ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ। যকৃৎ দেশে যে পিত্ত স্বীয় কোষে সঞ্চিত দেখাযায় এবং যাহা নিঃসৃত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে যাইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে, শোষিত হইয়া রক্তকে পরিষ্কার করে, ভক্ষ্য দ্রব্যকে সহসা পচিতে দেয়না এবং শারীরিক তাপোদ্পাদন করে, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত পিত্ত বলা যায়। ইহার নাম পাচক পিত্ত।

আবার যখন এই ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্তপিত্ত যকৃত কোষ্ঠে রক্তের শোণিকা নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন ইহাকে রঞ্জক পিত্ত বলা যায়। অন্নরস শিরার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যকৃৎ কোষ্ঠে উপস্থিত হইলে তথায় রঞ্জক পিত্তের তৈজস শক্তির স্ফুরণে শোণিকা (রেডকার্প সল্‌স্) নির্ম্মিত হয়। এই দ্বিবিধ পিত্ত, পাচক ও রঞ্জক দৃশ্য পিত্ত, যকৃত ইহার স্থান। ইহাদের রূপ রসাদি তুল্য কেবল শক্তি ও কার্য্য ভেদে একের নাম পাচক, অপরের নাম রঞ্জক।

এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার পিত্তের নাম ও কার্য্যের বিবরণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহারা অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত পিত্ত। তন্মধ্যে তেজঃস্বরূপ আলোচক পিত্ত নেত্রযুগলে অবস্থিতি করে।

চক্ষুর চতুর্থ পটল [ভিটিয়াস্ হিউমার] দৃষ্টি [ক্রিষ্টেললাইন্ লেন্স]

দৃক্ বিততা [রেটীনা] প্রভৃতি আলোচক পিত্তের তেজে তেজোময় বলিয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ হয়।

সাধক পিত্ত মস্তিকে অবস্থিতি করিয়া স্বীয় তেজের স্ফুরণে মেধা প্রজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের স্ফূর্ত্তি বিধান করে।

ভ্রাজক পিত্তের আবাস স্থান ত্বক্। ইহা কান্তিজনক এবং লেপ অভ্যঙ্গাদি পাচক।

এই পঞ্চ প্রকার পিত্তের কার্য্য পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শরীরস্থ তেজের যে কার্য্য, ইহাদেরও সেই কার্য্য। বাত্ পিত্ত কফের পরিশিষ্ট প্রকরণে সে সকল কথার বিশেষ আলোচনা করিব।

শরীরান্তর্গত পিত্ত শক্তির অর্থাৎ তেজের বৈষম্য ঘটিলে, অপরিপাক, অদর্শন, মাত্রাধিক্য, উষ্মার বিকৃতি, ভয়, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি জন্মায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে সকল আহার বিহার শরীরের তাপোৎপাদক তাহা পিত্তকর। অতিরিক্ত তাপ জনক আহারাদি দ্বারা পিত্ত প্রকোপিত হয়। কটু, লবণ এবং অম্ল রসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য, তিল, তিসি, দধি, সুরা, শুক্ত, কাঁজি প্রভৃতি দ্রব্য অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্ত প্রকোপিত হয়। ক্রোধ, উপবাস, স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি বিহারও পিত্ত প্রকোপে হেতু। যে হেতু উপবাসাদি দ্বারা শরীরে আণবিক সঞ্চালনাধিক্যবশতঃ তাপোদ্ভব হইয়া থাকে। আর মধ্যাহ্ন কালে, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে, অন্নের পচ্যমান অবস্থায় এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে মনুষ্যদেহে নানাবিধ রাসায়নিক কার্য্য ও সৌর তাপ প্রভৃতি হেতু অন্য তাপাধিক্য হয়, সুতরাং তাহারাও পিত্ত প্রকোপের হেতু। দেহে পিত্ত প্রকোপিত হইলে নিম্নলিখিত বিকার সমূহ উৎপন্ন করে যথা—বিস্ফোট, প্রলাপ স্বেদ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রম, গ্লানি, ত্বক বিদীর্ণতা, দাহ, উষ্ণত্ব, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, অর্থাৎ আহারে অনভিলাষ, মুখের কটুতিক্ত এবং অম্লাস্বাদ, অম্লোদ্গার, নিশ্বাসের দুর্গন্ধত্ব, মুখপাক, রেচন এবং অন্ধকার প্রবেশ বোধ ইত্যাদি।

পিত্তের অপর কয়েকটী নাম শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা বায়ু, উষ্মা, তেজঃ তিক্তধাতু এবং অগ্নি। ইহা সত্বগুণযুক্ত স্বভাবতঃ উষ্ণ তিক্ত কটু দ্রব পীত নীলবর্ণ এবং অগ্নি স্বরূপ। অন্যত্র পিত্ত এবং পিত্ত প্রকৃতি মনুষ্যের বিষয় নিম্ন লিখিত রূপে বর্ণিত আছে যথা পিত্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, এক প্রকার অপ্রতীকর গন্ধযুক্ত, অম্ল এবং কটু। পিত্তের উষ্ণতা বশতঃ পিত্ত প্রকৃতি মনুষ্যের শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ, সুকোমল ও গৌরবর্ণ হয়। দেহে পিপ্লু, ব্যঙ্গ, তিলক ও পীড়কা প্রভৃত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। পিত্ত প্রকৃতি মনুষ্যের ক্ষুধা তৃষ্ণার আধিক্য হয়। ক্ষিপ্রকাকারিত্ব ইহাদের স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এবং অকালে বলী পলিত খালিত্য হইয়া থাকে। পিত্তের তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত পিত্ত প্রকৃতি মনুষ্য তীক্ষ্ণ পরাক্রম এবং তীক্ষ্ণাগ্নি সম্পন্ন হয়। পান আহার বাড়ে, এবং ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না।

কফ।

সংস্কৃত ভাষায় শ্লিষ নামে একটী ধাতু আছে। শ্লিষ অর্থে আলিঙ্গন বুঝায়। এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থ সংলগ্ন হইলে উভয়ে শ্লিষ্ট বা আলিঙ্গিত হইলে এমত বলা হইয়া থাকে। এই শ্লিষ ধাতু লইয়া শ্লেষ্মা পদগঠিত। শ্লেষ্মা বলাস বলী ইত্যাদি শ্লেষ্মার পর্য্যায়।

শরীরে নানা প্রয়োজন সাধনার্থ অনুক্ষণ গতিক্রিয়া চলিতেছে। গতি ক্রিয়ার স্ফুরণ—স্ফুরণে তাপোদ্ভব, তাপ জন্য ক্ষয় হইয়া থাকে। এই ক্ষয় নিমিত্তক ক্ষতি পূরণ না হইলে দেহীর দেহ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া জীবন ব্যাপার শেষ করিয়া ফেলে। জীবন ব্যাপার নিয়মিত রাখিবার জন্য, উন্নীত করিবার নিমিত্ত ক্ষীয়মান উপাদানের পূরণ ও বর্দ্ধন আবশ্যক। আহার দ্বারা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কতকগুলি অপূর্ব্ব কৌশলে গতি ও তাপের সাহায্যে শরীর নির্ম্মাপক পদার্থ আহার হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, পরে রস রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া শরীরের গঠন ও পোষণ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ইহাতে শরীর আপ্যায়িত হয়। প্রথম গতি,

দ্বিতীয় তাপ, তৃতীয় আপ্যায়ন এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নিয়মিত থাকাতে শরীর রক্ষা হইয়া থাকে। গতি ক্রিয়ার সিদ্ধান্ত বায়ু, তাপের পিত্ত, আপ্যায়ন ক্রিয়ার সিদ্ধান্ত শ্লেষ্মা বা কফ। এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের সাহায্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অতীব সহজ বোধ্য হইয়াছে।

সুশ্রুত বলেন—যেমন চন্দ্র শীতল ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করে, সূর্য্য স্বীয় শোষণ শক্তিদ্বারা শুষ্ক করে, বায়ু এই উভয় গুণ সঞ্চালন দ্বারা ভূমণ্ডলকে পালন করে, সেইরূপ কফ পিত্ত এবং বায়ু জীব দেহকে যথাক্রমে আর্দ্র শুষ্ক এবং সঞ্চালন করতঃ রক্ষা করিতেছে।

এখন "চন্দ্র শীতল ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করে" এই বাক্যার্থে আমরা কি বুঝিব? ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিত গণের মতে চন্দ্র ওষধীশ। ওষধী সমূহ [ওষধী বলিতে এখানে উদ্ভিদ সামান্য বুঝিতে হইবে] চন্দ্র কিরণে আপ্যায়িত হয়। প্রথমে ভূমি হইতে রসাকর্ষণ,পরে অতি রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে রস হইতে বৃক্ষশরীর পোষণোপযোগী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশোপযোগী পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই উপাদান সংশ্লেষে আপ্যায়ন ক্রিয়া সমাধা হয়। প্রাচীন পণ্ডিত গণের মতে এই আপ্যায়নী শক্তি চন্দ্র হইতে পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয়। আপ্যায়ন ক্রিয়ায় আর্দ্রী ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র করে চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র করে এ মত সত্য কি অসত্য সে বিবেচনা ফিজিক্যাল সায়েন্সবিদেরা করিবেন। আমরা এই আলঙ্কারিক বাক্যে যাহা সমর্থন। করিতে পারি, তাহা বলিতেছি।

চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে আর্দ্র করে, কফ সেইরূপ শরীরকে আর্দ্র করে। চন্দ্র কিরূপে পৃথিবীকে আর্দ্র করে তাহা বলাগেল, কফ কিরূপে শরীরকে আর্দ্র করে, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। অন্ন পাচিত হইলে তাহা হইতে শরীরের গঠনোপযোগী বিবিধ উপাদান বিশিষ্ট হইতে থাকে, সেই সেই উপাদান শ্লিষ্ট হইয়া শরীরকে আপ্যায়িত করিতে থাকে এই আপ্যায়ন ক্রিয়াকে সুশ্রুত গ্রন্থে আর্দ্রী করণ বলা হইয়াছে এবং এই ক্রিয়ার সিদ্ধান্ত

শ্লেষ্মা। যে যে দ্রব্য শরীরের পোষক আয়ুর্ব্বেদ মতে সেই সেই দ্রব্য শ্লেষ্মাকর। যে যে দ্রব্য যে মাত্রায় সেবন করিলে অনুচিত মাত্রায় শরীর পুষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাই শ্লেষ্ম বর্দ্ধক। যথা দুগ্ধ শ্লেষ্মকর, গুরু ভোজন শ্লেষ্ম প্রকোপক ইত্যাদি। ইহাও ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। শ্লেষ্মধরা কলায় যে, স্নিগ্ধ-শুক্ল-মৃদু-মধুর সার-সান্দ্র-মন্দ-স্তিমিত গুরু শীতল-বিজ্জল অচ্ছগুণ বিশিষ্ট পদার্থ সঞ্চিত হইয়া শরীরে স্থৈর্য্য ও পটুতা বিধান করে, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত শ্লেষ্মা বলে আর যাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহে অথচ তুল্য হেতুসম্ভব কারণকার্য্য প্রভৃতি তাহাকে অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত শ্লেষ্মা বলা যায়। ইহার স্নিগ্ধতা বশতঃ শ্লেষ্মল পুরুষের শরীর স্নিগ্ধ, শুক্লতা বশতঃ শুক্ল, মৃদুতা হেতু শরীর প্রিয়দর্শন সুকুমার এবং পরিষ্কার হয়। কফের মাধুর্য্যতা প্রযুক্ত শুক্রাধিক্য, অতিরিক্ত ব্যবায়শক্তি এবং বহুসন্তান হইয়া থাকে। ইহার সারতা বশতঃ শরীরে সংহতত্তা এবং স্থিরত্ব সম্পাদিত হয়। সান্দ্রতাহেতু দেহ পরিপুষ্ট এবং পূর্ণাবয়ব। মন্দতা হেতু ধীরে কথা এবং আহার ও চেষ্টার শৈথিল্য দৃষ্ট হয় স্তৈমিত্য বশতঃ কার্য্যারম্ভ, ক্ষোভ এবং বিকার বিলম্বে হয়। গুরুত্ব জন্য শ্লেষ্মল পুরুষের গতি ও অবস্থান কখন স্খলিত হয় না। শৈত্য বশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা সন্তাপ এবং দোষের অল্পতা হয়। বিজ্জলতা জন্য সন্ধিস্থল সকল সুদৃঢ় ও সুশ্লিষ্ট এবং অচ্ছতা নিমিত্তক শ্লেষ্মল পুরুষের মুখ নেত্র বর্ণ এবং স্বরের প্রসন্নতা হয়।

শরীরের প্রায় সর্ব্বত্র শ্লেষ্মা-ধরা কলা [মিউকস্‌মেম্‌ব্রেন্] লক্ষিত হয়। এই কলা বা ঝিল্লিতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া সঞ্চারিত হওতঃ স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহাকে এবং নানাবিধ সমুৎসৃষ্ট পদার্থকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত শ্লেষ্মা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যেস্থান শ্লেষ্মানাদি ক্রিয়ার অনুভবে শ্লেষ্মা অনুমিত হয়, তথায় অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত শ্লেষ্মা কল্পিত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ শ্লেষ্মা দ্বারা শরীর সেবনাদি ক্রিয়া সাধিত হয়।

স্থান ও কার্য্যভেদে শ্লেষ্মা পঞ্চধা বিভক্ত। যথা ক্লেদন, স্নেহন, রসন,

অবলম্বন এবং শ্লেষণ। ক্লেদন শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়। বাগ্মীগণের উপ-লক্ষণা দ্বারা মুখগহ্বর বুঝায়। ভক্ষ্যদ্রব্য আদৌ চর্ব্বিত পশ্চাৎ আমাশয়িকরসে অভিষিক্ত হইয়া ক্লিন্ন হয়। এইটী ক্লেদন বা ক্লেদক শ্লেষ্মারকার্য্য স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মার স্থান মস্তক। মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ করে বলিয়া ইহার স্নেহন নাম এবং নেত্রমণ্ডলে স্বীয় ঝিল্লীতে অবস্থানপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয়ের তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তর্পক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। রসন বা বোধক শ্লেষ্মধরা কলা জিহ্বা হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভক্ষ্যদ্রব্যের অণু সকল রস-বাহী স্নায়ু জালে শ্লিষ্ট করিয়া দ্রব্যের রস বোধের সাহায্য করা ইহার কার্য্য। অবলম্বন শ্লেষ্মার স্থান বক্ষঃস্থল। ফুস্‌ফুস প্রভৃতিকে আর্দ্র করা ও অন্য প্রয়োজন সাধন ইহার কার্য্য। শ্লেষণ বা শ্লেষক নামক কফ সন্ধিস্থলে থাকিয়া সন্ধিকে আর্দ্র ও বিশেষ বিশ্লেষ করে।

এক্ষণে শ্লেষ্মার চয় প্রকোপ প্রশমনের কথা বলা যাইতেছে। হেমন্তে শরীরে কফের চয়, বসন্তে প্রকোপ এবং গ্রীষ্মে প্রশমন হয়।

শীতকালে ভূবায়ুর শৈত্যতা বশতঃ শ্লেষ্মধরা কলা উত্তেজিত হইতে থাকিলে সমধিক ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং সেই সময়ে শ্লেষ্মার সঞ্চয় আরম্ভ হয়। বসন্তে রসের আধিক্যবশতঃ পূর্ব্বে সঞ্চিত শ্লেষ্মা আরও বর্দ্ধিত হইয়া প্রকুপিত হয়। গ্রীষ্মে বিষ্ণু তেজের আধিক্য বশতঃ সঞ্চিত শ্লেষ্মা দ্রবীভূত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্ম প্রকৃতি মানব গম্ভীর-বুদ্ধি, স্থূলাঙ্গবিশিষ্ট, স্নিগ্ধকেশ ও মহাবলাক্রান্ত হয়। এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে।

আমরা এই প্রস্তাবে বাত পিত্ত কফের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম। কিন্তু সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ মানসিক গুণের সহিত বাতাদির বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, তজ্জন্য অগ্রে তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশিষ্টে অবশিষ্ট বিষয় বিবৃত করিব। ক্রমশঃ—

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মাজুরা } কবিরত্ন।

ক্রিমিরোগ।*

(এলোপ্যাথিমতে)

১। ক্রিমির সংখ্যাভেদ।

সাধারণতঃ ক্রিমি তিন প্রকার। ১ ম. গোলাকৃতি নলের মত লম্বা কেঁচোর আকৃতির ন্যায় আকার, দ্বিতীয়তঃ শাদা ফিতার ন্যায় আকৃতি এবং তৃতীয়তঃ খুব সরু কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম অথচ ছোট ছোট।

২। ক্রিমির বাসস্থান।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ গোলাকৃতি লম্বা ও শাদা ফিতার ন্যায় ক্রিমির বাসস্থান ক্ষুদ্র অন্ত্র। আর শেষোক্ত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্রিমির বাসস্থান বৃহৎ অন্ত্রের অধোদেশ অর্থাৎ গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে।

৩। ক্রিমিরোগের চিহ্ন।

এই রোগ হইলে প্রায়শঃ পেটে বেদনা, সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, মুখ দিয়া জল উঠা, কোন কোন সময় ক্ষুধা মান্দ্য হয়, আবার কোন কোন সময় খুব অধিক পরিমাণে ক্ষুধা হয়, যদি পেটের মধ্যে ক্রিমি থাকে, তবে নাকের ডগা অর্থাৎ অগ্রভাগ সর্ব্বদা চুলকায়, নিদ্রা অবস্থায় দাতকিড় মিড় করে, পেটের ভিতরে মধ্যে মধ্যে তাল পাকিয়া পাকিয়া উঠে, অনেক সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে না, আবার কখন কখন বা উদরাময় হয়। এই উপরোক্ত চিহ্ন গুলি প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ কেঁচো ও ফিতার আকার বিশিষ্ট ক্রিমিরলক্ষণ জানিবে। ইহা ব্যতীত এই ক্রিমি অধিক দিবস স্থায়ী থাকিলে শরীর শুষ্ক হয়, রক্তের অল্পতা ও হীনতা হয়, শরীরের রং ফ্যাকাশে হয় এবং কখন কখন মুখ ও পা ফোলে অর্থাৎ যেন শোথ রোগের ন্যায়

---

* এইপ্রবন্ধ কোন গ্রন্থ বিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগবন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগী চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শন জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিলেন। চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

বোধ হয়। কিন্তু এই শেষ দুইটী চিহ্ন খুব বিরল। আর শেষোক্ত সূক্ষ্ম ক্রিমি অর্থাৎ যাহাদের বাসস্থান মলদ্বারের উপরে, তাহারা প্রায়ই ছোট ছোট ছোট বালকদিগের হইয়া থাকে। ইহাতে গুহ্যদেশ সর্ব্বদা চুলকায় এবং সেই জন্য বালকেরা সর্ব্বদা গুহ্য দ্বারে হাত দিয়া চুলকাইয়া থাকে। এই ক্রিমিতে কখন কখন ছোট ছোট ছেলেদের প্রস্রাব বন্ধ হয়। যাহা হউক, এই তিন রকমের ক্রিমিই যখন ছোট ছোট বালকদিগকে আশ্রয় করে, তখন অনেক সময়ে এই কারণবশতঃ তড়্কা বা কন্‌ভল্‌সন্ (Convulsoou) উপস্থিত করে। বয়স অধিক হইলে এই ক্রিমিবশতঃ তড়্কা প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের ক্রিমি রোগ থাকিলে, একরকম বায়ু রোগ জন্য (যাহাকে ইংরাজিতে হিষ্টিরিয়া কহে) তাঁহার যে কখন কখন তড়্কা বা খেঁচুনী হয়, তাহাকে ইহা উত্তেজিত করে। বাঙ্গালায় সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, ক্রিমিসত্ত্বে বিকার জন্মে। কিন্তু একথা মিথ্যা নয়, কারণ আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি যে, জ্বররোগে প্রায়ই ছোট ছোট ছেলেদের সম্পূর্ণ বিকার অর্থাৎ অচৈতন্যাবস্থা এই ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যদি ক্রিমিবিরেচক ঔষধ প্রদান করা যায়, আর তাহার দরুণ যদি ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এমন কি ৮। ১০ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বালকের বিকারের শান্তি হইয়া চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, একটী পাঁচ বৎসরের বালিকার ওলাউঠা হয়। অনন্তর তিন দিনের পর সেই বালিকার বিকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হয়, এমন কি সেই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার ৩। ৪ বার প্রস্রাব হইত এবং মলবদ্ধ ছিল। আমি এই অবস্থায় তাহাকে এক গ্রেন স্যাণ্টনাইন এবং দেড়গ্রেন ক্যালমেল দেওয়াতে ১৪৫টী ক্রিমি ২৪ঘণ্টার মধ্যে নির্গত হওয়ার পরে সেই বালিকার চৈতন্য হয়। তাহার পর আরো দুই তিন দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাত্রিতে সেই বালিকাকে ইপিকাকুয়ানা I 4 গ্রেন ও ক্যালমেল ১ গ্রেন তিন দিন পর্য্যন্ত একত্রে দেওয়াতে আরো প্রায় ৫০ ৬০টী ক্রিমি বহির্গত হইয়াছিল। তাহার পর সেই বালিকা

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। যাহাহউক, এই রূপ বিকার অল্প-বয়স্ক বালক বালিকা দিগেরই সচরাচর অবসন্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী সাধারণ জ্বরের ঔষধ, ক্রিমি বিরেচক ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে তাহাদের বিকারের শান্তি হইতে পারে।

৪। ক্রিমির উৎপত্তির কারণ।

কেঁচোর এবং চুলের মত সূক্ষ্ম ক্রিমির উৎপত্তির প্রকৃত কারণ কি তাহা ঠিক্ বলিতে পারিনা। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ফিতার ক্রিমি প্রায়ই মৎস্যভোজী দিগের অন্ত্রের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। কারণ ইহা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল মাংসেতে কখন কখন এই প্রকার ক্রিমির বীজ থাকে। অনেক সময়ে শূকরের মাংস (যাহাকে ইংরেজিতে মিচলিপোর্ক বলে) হইতে এই ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম্ ডি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপরে ক্রিমিরোগ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বসু এম ডি, মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপরে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। তবে কেঁচোর মত বড় বড় ও চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমির কারণ সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, যেসকল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া ভালরূপে ঢাকনি দ্বারা আচ্ছাদিত না থাকে, তাহাতে মাছি প্রভৃতি পতঙ্গ বসিতে পাইলে তাহারা বিষ্ঠা কি অন্য কোন ময়লা পদার্থে বসিয়া তাহা হইতে অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমির ডিম, পায়ে বা পাখাকে লাগাইয়া আনিয়া ঐ সকল খাদ্য সামগ্রীতে দেয় এবং তাহা ব্যবহার করিলে পেটে ঐ ক্ষুদ্র ডিম ক্রমে বড় হইতে থাকে। অতএব বালক বালিকারা ঐ সমস্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে বলিয়া প্রায় তাহাদেরই ঐরূপ ক্রিমি অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়।

হোমিওপ্যাথিক মতে।

আমরা বার বার বলিয়া আসিয়াছি যে, এলোপেথি ও হোমিওপেথি এই উভয় মতে রোগের আকৃতিও লক্ষণাদির কোন প্রকার পার্থক্য নাই। সুতরাং ক্রিমি রোগের আকৃতি ও লক্ষণাদি সম্বন্ধেও এই মতে অধিক কিছু বলিবার নাই। তবে ইহার লক্ষণাদি ধরিয়া পৃথক পৃথক লেখা থাকিলেও আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ইহার চিকিৎসার সময় একেবারে পৃথক পৃথক লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসার বিষয় ক্রমে বলিব।

ক্রমশঃ—

বৈদ্যমতে।

এই মতে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ভেদে ক্রিমি সাধারণতঃ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ক্রিমি আবার কফ, রক্ত, বহির্মল ও বিষ্ঠা এই চারি বস্তু হইতে জন্মে বলিয়া ইহারা চারিপ্রকার এবং ইহাদের নাম বিংশতি প্রকার তন্মধ্যে বাহ্য মল অর্থাৎ ঘর্ম্মাদি হইতে যে সমস্ত ক্রিমি জন্মে, তাহাদিগের নাম বাহ্যক্রিমি। ইহাদের আকৃতি তিলের ন্যায় এবং বহুপাদ ও সূক্ষ্ম হয়। ইহারা কেশ ও বস্ত্রাদি আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের নাম যুক ও লিখ্যা। ইহারা শরীরের উপরে কোট, পিড়কা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ জন্মায়।

আভ্যন্তরিক ক্রিমির কারণ।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ না হইতে আহার করে, সর্ব্বদা মধুরাম্ল দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে, পিষ্টক ও গুড় ভক্ষণ করে, অথচ যদি কোন রকম শ্রমজনক কার্য্যাদি না করে এবং দিবসে নিদ্রা যায় ও দুগ্ধমৎস্যাদি একত্রে ভোজন করে, তাহাদের প্রায় এই ক্রিমি জন্মে। শরৎ মাষকলাই, শাক, পিষ্টক, অম্ল, লবণ ও গুড় ভক্ষণে লোকের পুরীষজ ক্রিমি, মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর দুগ্ধ দধি ও অম্ল ভক্ষণে কফজ ক্রিমি এবং দুগ্ধ মৎস্যাদি একত্রে আহার ও অজীর্ণে ভোজনকারী ব্যক্তির রক্তজ ক্রিমি জন্মে।

আভ্যন্তরিক ক্রিমির লক্ষণ।

যে ব্যক্তির উদরে ক্রিমি জন্মে, তাহার জ্বর, শরীরের বিবর্ণতা, পেটে বেদনা, হৃদ্রোগ, শরীরেরে অবসন্নতা, আহারে অনিচ্ছা ও অতিসার উপস্থিত হয়।

কফজ ক্রিমির লক্ষণ।

আমাশয়ে কফ হইতে যে ক্রিমি জন্মে, তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের নানা স্থানে গমনাগমন করে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত ও কতকগুলি গোলাকার, কোন গুলি কেঁচোর মত, কোন গুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায়, কতক গুলি খুব দীর্ঘ এবং কতক গুলি খুব সূক্ষ্ম হয়। ইহাদের মধ্যে কতক গুলি শ্বেতাভাযুক্ত এবং তাম্রাভাযুক্ত। অন্ত্রাদ প্রভৃতি নাম ভেদে ইহারা সাত প্রকার। এই ক্রিমি হইতে মনুষ্যের গা বমি বমি, মুখ হইতে লালাস্রব, অজীর্ণ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, জ্বর, পেট ফুলা, দেহের কৃশতা, হাঁচি এবং নাক দিয়া জল পড়ে।

রক্তজ ক্রিমির লক্ষণ।

রক্তবাহী শিরাস্থ রক্ত হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে, তাহারা পাদবর্জিত, গোল ও তাম্রবর্ণ, তাহাদের মধ্যে কোন গুলি এত সূক্ষ্ম যে দর্শন করা যায় না। ইহারা কেশাদ প্রভৃতি নাম ভেদে ছয় প্রকার। এই সমস্ত ক্রিমি কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন করে!

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ।

পক্কাশয়ে যে সমস্ত ক্রিমি জন্মে, তাহারা প্রায়ই শরীরের নিম্নভাগে মলদ্বারে বিচরণ করে। এবং তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে সময়ে আমাশয়ের দিকে যায়, সেই সময়, সেই ব্যক্তির উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ইহাদের আকৃতি কোন গুলি বিস্তৃত, কোনগুলি গোল, কোনগুলি সূক্ষ্ম ও কোন গুলি স্থূল হয়। ইহাদের কোন গুলির বর্ণ শ্যাম, কোন গুলি পীত, কোন গুলি শুভ্র, এবং কোন গুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ককেরুক প্রভৃতি নামভেদে ইহারা পাঁচ প্রকার। ইহারা

যাহা, পেটে ব্যথা, পেট দম্‌দমে হইয়া থাকা, শরীরের কৃশতা ও পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, মন্দাগ্নি ও মলদ্বারে চুলকান এই সমস্ত ক্রিমির কার্য্য।

ক্রমশঃ—

চিকিৎসীত রোগীর বিবরণ।

হোমিওপ্যাথি মতে।

রোগীর নাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র, বয়স ৩০ বৎসর, গত ১০ শ্রাবণ মাসে জ্বর ও উদর স্ফীতি (টিম্পেনাইটিস) অবস্থায় চিকিৎসার্থ আহূত হই।

সবিশেষ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া জানিতে পারিলাম রোগীর সাত দিন যাবত অবিচ্ছেদি জ্বর, এক জন সাধারণ কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা হইতেছে। অদ্য প্রাতে কবিরাজ মহাশয় কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়া তদ্‌বশে রোগীকে স্নানাহারের ব্যবস্থা করেন। রোগীও চিকিৎসকের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বিরত না থাকিয়া স্নান ও অন্ন আহার করে। আহারের অন্তত দেড় ঘণ্টা পরে, উদরস্ফীততার (টিম্পেনাইটিসের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, রোগীকে যন্ত্রণার প্রায় চরম সীমায় উপনীত করে। প্রবল জ্বর নাড়ির গতি বক্র, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হিক্কা, কানিনীকা প্রসারিত, চক্ষুর বর্ণ ঘোলাটে, বাহ্য প্রস্রাব বন্ধ। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম—তিনি সম্বলঘটিত কোন ঔষধ ব্যবহার করেন নাই, কেবল কস্তুরী ভৈরব ব্যবহার করিয়াছেন যাহা হউক তৎকালে, অন্য বাক্য ব্যয় অনুচিত বিধায় রোগীকে এক ডোজ কাষ্টের অয়েল ব্যবহৃত করিয়া উদরে টারপিন অয়েল মালিশ করত, ফ্লানেল সেকের ব্যবস্থা করিলাম। অনুমান ১০ মিনিট মধ্যে বমি হইয়া পাকস্থলীস্থ সঞ্চিত পদার্থ অনেক নিঃসৃত হইয়া, রোগীকে আশু কতক যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিল।

এই অবস্থায় বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া, ৩ ডাইলিউসনের কার্ব্ব ভেজি টেব্‌লিস্ কয়েক মাত্রা ব্যবহার করিতে দিয়া, উদরে পূর্ব্ববৎ সেক[ফোমেণ্ট] দিতে [illegible] রাখিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর, রোগীর দুইবার দাস্ত

একবার প্রস্রাব হইলে পর, সকল যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইতে চলিল। এ অবস্থায় জ্বরও মগ্ন হইয়া আসিল। সম্প্রতি উপযুক্ত ঔষধ সেবনে, জ্বর হইতে বিমুক্ত হইয়া রোগী নিজকার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

মন্তব্য।

এই রোগীর সপ্তাহকাল স্থায়ী অবিচ্ছেদিজ্বর, ও তৎকালীন অর্শ ও উদরস্ফীতির দিন প্রাতঃকালে কবিরাজ মহাশয় কর্তৃক কি ঔষধ সেবিত ও তৎসহ স্নানাহার, নাড়ী বক্র গতি, চক্ষুর ঘোলাটেবর্ণ, কনিনীকা প্রসারিত, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে আমাকে অত্যন্ত আশঙ্কান্বিত করিয়াছিল। এনীমা সিরিঞ্জ ভিন্ন বাহ্য হইবার কথা ছিল না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এ অবস্থায় কার্ব্ব ভেজ ব্যবহারে; এনীমা সিরিঞ্জের যন্ত্রণা হইতে রোগীকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করিয়াছিল।

১২৯২ সাল ১ ভাদ্র	ডাক্তার শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়। ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কার্ব্বভেজি যে উদরাধ্মানের শান্তি করে, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু পত্রপ্রেরক তাঁহার সহিত এলোপ্যাথি প্রয়োগ সকল সচ্ছন্দ পরিমাণে ব্যবহার করাতে কর্ব্বভেজিটেবলিস্ ঔষধ যে ঐস্থলে তাহার স্বকীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয়।

চন্দন নগর হরিসভা হোমিওপ্যাথিক দাতব্য—চিকিৎসার অধীন।

১। একটী স্ত্রীলোক বয়স ৪০, প্রথমতঃ জ্বর হয়, পরে জ্বরের ২।১ দিন পরেই তলপেটের বামদিকে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা আরম্ভ হয়, এবং ক্রমশঃ ঐ স্থান ফুলিয়া উঠিল ও শক্ত হইল। এই অবস্থায় ৩।৪ দিন একটি কবিরাজ ও একটী এলোপ্যাথি ডাক্তার দেখেন, কিন্তু উঁহার কিছুই

আমত্তা করিতে সক্ষম হন নাই, অদ্যাবধি প্রায় আমি ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ দত্ত দেখিতে আহুত হই, অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর স্থির করিলাম (siphilits) হইয়াছে, তজ্জন্য উভয়েই যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া কেবল ঔষধ মার্কিউরিয়স সল ৩০ দিবসে ৪ বার ব্যবস্থা করি। এক দিবসেই রোগী শান্তি লাভ করে, পরে ২।১ দিন ঐ ঔষধই প্রত্যহ দুইবার সেবন ব্যবস্থা, ইহাতে রোগী সর্ব্বপ্রকার অর্থাৎ জ্বর, বমি, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদির শান্তি লাভ করে। রোগ যথার্থ বিচার করিয়া রোগীর যথার্থ একটিমাত্র ঔষধেই সেই পীড়ার যতই কেন উপসর্গ (complications) থাকুক, সকল গুলির শান্তি হইয়া যায়।"

২। পালাজ্বর; একদিন অন্তর।

আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত বিবৃদ্ধি, এক দিন অন্তর পালাজ্বর অধিক হওয়াই লোকে ভোগ করেন; তাহাতে অনেকেই কুইনাইন সিংকোনা, আর্সেনিক্ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে ২।৪ পালা মাত্র ভাল থাকেন পরে পুনরায় জ্বর আক্রমণ করে ও ক্রমে শরীর ও মন নিস্তেজ হয়। কিন্তু এবম্বিধ পালাজ্বর এখানে বহু সংখ্যক রোগী স্বল্পসময়ে শুদ্ধ নেট্রাম মিউর ৩।৪ ঘণ্টান্তর ৫।৭ দিন ব্যবহার করিতে দিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য সাধারণের সুবিধার্থে উক্ত ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের (Svuiption) বিবরণ গোচর করিলাম।

প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি, Anaemice) মুখ রক্তহীন, কিন্তু আহারাদিতে বিলক্ষণ রুচি থাকে, কোমর, গা, হাত, পা, ভারি হইয়া জ্বর আসে অত্যন্ত বা অত্যল্প-মাথাধরা, জ্বর আসিবার সময় পা, হাত ঠাণ্ডা পরে ভয়ানক উত্তপ্ত জ্বর প্রভৃতি' অতএব এই ঔষধ উক্ত লাক্ষণিক পালাজ্বরে ব্যবহার করিতে যেন কোনমতে বিস্মরণ না হন, এপ্রকার ঔষধের গুণ যতই প্রচার হইবে ততই আমাদের দেশের ও সমাজের মঙ্গল।"

শ্রীগগণ চন্দ্র নন্দী—হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অভিগমন বা স্ত্রীপুরুষসংসর্গ।

মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া যে কত শত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলে যে কত কত বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন হয়, তাহা, ভুক্তভোগী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেই বেশ অবগত আছেন। ফল কথা যাঁহারা একটু বিবেচনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, মনুষ্যজীবন প্রকৃত সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে হইলে ঘরে বাহিরে প্রতিনিয়ত কত মহাশত্রুকে পরাজয় করিয়া তবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুন্দররূপে ও সুস্থশরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না হওয়ার পক্ষে এসংসারে যতগুলি প্রধান অন্তরায় দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এই স্ত্রীপুরুষসংসর্গটীকেও একটি সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিতে হইবেক। প্রায়ই দেখা যায়—মনুষ্য, কামরিপুর বশীভূত অতএব কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া একটা না একটা ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্য করিয়া বসে। এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি জীবনের মধ্যে একবার না একবার এই দুরন্ত রিপুর হস্তে পড়িয়া অন্ততঃ কিছু না কিছু অনুতাপানলে দগ্ধ না হইয়াছেন। কেহ বাল্যাবস্থায় দুষ্ট বন্ধুর পরামর্শে ভয়ানক শত্রু হস্তমৈথুনের হস্তে পড়িয়া, কেহ পরস্ত্রীলাভবিষয়ক শরীর ধ্বংসকারিণী দুশ্চিন্তা লইয়া, কেহ স্বকীয় স্ত্রীর সহিত অপরিমিত সংসর্গ করিয়া, কেহ বা বেশ্যাসক্ত হইয়া এবং কেহবা অন্যান্য অবৈধ উপায়ে শুক্রপাত অভ্যাস করিয়া অল্পবিস্তরভাবে শরীরকে উৎসন্ন দিতে ত্রুটী করেন না। জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ, ধনীনির্ধন, রাজা মহারাজ, যাঁহাকে লক্ষ্য কর—যাঁহার ভিতরের খবর লও, দেখিবে, তিনি ইহার কোন না কোন দোষে কিছু না কিছু সংসৃষ্ট থাকিয়া শারীরিক সুস্থতাসম্বন্ধে অন্ততঃ কতকটা বঞ্চিত আছেনই। এখন কথা এই যে, যদি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই প্রায় এই দুরন্ত রিপুর কুহকে

পড়িয়া কিছুনা কিছু কষ্ট পাইয়া থাকেন,যদি সকলেরই এসমস্ত দোষের কথা জানা থাকে, তবে আর এসম্বন্ধে বৃথা আলোচনার প্রয়োজন কি? কেননা যে দোষ অনেক মনুষ্যেরই চিরাভ্যস্ত, যাহা জানিয়াও লোকে সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহার আর নিবারণের চেষ্টার প্রয়োজন বা উপায় কি? ইহারই উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,প্রয়োজন আছে এবং উপায়ও আছে, অতি সুন্দর সুন্দর উপদেশ এবং যুক্তিও আছে, মনুষ্য যে উপদেশ ও যুক্তিবলে চেষ্টা করিলে অনায়াসেই এই দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতে অনেক সময়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

সে যাহাহউক, এখন আসল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক যে, এই সমস্ত মহৎ দোষের মধ্যে কোনটী দ্বারা মনুষ্যের পরিণামে কতদূর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় এবং তাহাদের শান্তির উপায়ই বা কি? খুব্ সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, শুক্রপাতের উপরোক্ত উপায় গুলির মধ্যে এক হস্তমৈথুন হইতে মনুষ্যের যতদূর শোচনীয় অবস্থা ঘটে,এমন আর কিছুতেই হয় না। অবশ্য বেশ্যাদি সংসর্গে অর্থক্ষয় ও উপদংশাদি দূষিত রোগ জন্মিয়া মনুষ্যকে একবারে ধনেপ্রাণে নষ্ট করে একথা সত্য বটে, কিন্তু তাহাহইলেও আমরা বলি যে,বেশ্যাসংসর্গের পরিণামত অবশ্যই মন্দ আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও হস্তমৈথুনের পরিণাম অধিকতর শোচনীয় বলিতে হইবে। কেন যে অধিকতর শোচনীয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি কারণ দেখান যাইতেছে। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে এস্থানে আমাদিগকে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত কথা না বলিলে চলিল না। কারণ হিন্দুসমাজ মধ্যে এমন একদল গণ্যমান্য লোক আছেন, যাঁহারা এসমস্ত কথার আন্দোলনে বড় পক্ষপাতী নন্। কেন না তাঁহাদের সংস্কার এই যে,এইরূপ দুষ্কার্য্যের পরিণাম যার পর নাই শোচনীয় হইলেও এবিষয়ের কিন্তু সাধারণের মধ্যে আন্দোলন হওয়া উচিত নহে। যেহেতু ইহার আন্দোলনের ফল এই হয় যে, যে সমস্ত বালক হস্তমৈথুনের নাম মাত্রও জানে না

তাহারা এই বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এই কুরীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার আলোচনা দ্বারা বালকদিগের কুপ্রবৃত্তির একরকম উত্তেজনা করিয়াই দেওয়া হয়। আবার এই গণ্যমান্য লোকেরমধ্যে আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের এসম্বন্ধে বড় একটা খেয়ালই নাই। অধিক কি, এই দোষেরদ্বারা যে, বালকগণের বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে এধারণাই তাঁহাদের আছে কিনা, তাহাতেই আমাদের সন্দেহ আছে। কাজেই এই সমস্ত লোক উক্ত দোষকে তত দোষাবহ মনে না করিয়া একমাত্র বেশ্যাসংসর্গকে সকল দোষের আকরস্বরূপ বিবেচনা করেন। বেশ্যাসংসর্গে পড়িয়া কত লোক কতরূপে বিপদ্গ্রস্ত হইতেছে, কত লোকই বা সেই রাক্ষসীদিগের কুহকে পড়িয়া শেষে আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সংপ্রতি এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সমাজ মধ্যে বিলক্ষণ হৈহৈ রৈরৈ শব্দ উঠিয়াছে, কোথাও চরিত্রসংরক্ষণী এবং কোথাও বা স্বভাবসংগঠনী প্রভৃতি নানাবিধ সভা হইতেছে। মোট কথা বাঙ্গালী জাতির যেন গভীর নিদ্রার পর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। ভাল এসমস্ত বিষয়ের প্রতি বাঙ্গালীরা মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন করুন, তাহাতে আমরা তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতেছি না, বরং ইহা আমাদের পক্ষে আহ্লাদেরই বিষয়, তবে আমরা বলি যে, একজন যুবকের মৃত্যুতে যেমন দেশশুদ্ধ লোক চম্‌কিয়া উঠিয়াছেন, তেমনি তাহার ন্যায় শত সহস্র নধর যুবক যে হস্তমৈথুনদোষে জীবিতাবস্থাতেও ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলিতেছে, তাহার প্রতিবিধান করে কে? তাই বলিতেছি যে, বালকগণ যাহাতে সংসর্গদোষে উক্ত শত্রুর হস্তে পড়িয়া চিরজীবনের জন্য উৎসন্ন না যায়, তৎসম্বন্ধে সাধারণের যত্নবান হওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই সমস্ত কথাগুলি হয়ত অনেকেই অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন। হয়ত অনেকেই ভাবিবেন যে, হস্তমৈথুন হইতে এক কি অধিক অনিষ্ট ঘটিতে পারে, যাঁহার আলোচনা এত বাড়াবাড়ি রকমে করা যাইতে পারে। অবশ্য যাঁহারা ভিতরের কথা না জানেন, তাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু একথা

আমরা বোধ হয় খুব্ ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, সুদূরদর্শী চিকিৎসকের (ডাক্তার বা কবিরাজের)মধ্যে কেহই আমাদের কথা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। কেন না তাঁহাদের গৃহে সমাগত রোগীর মধ্যে প্রকতৃতীয়াংশেরও অধিক লোক উক্তদোষ এবং অন্যান্য অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন জন্য জরাজীর্ণাবস্থায় আসিয়া থাকে। ফলতঃ এই দোষের পরিণামে বিষময় ফল আমরা অনেককেই ভোগ করিতে দেখিতে পাই বলিয়াই আজ এই সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

আমরা যতদূর জানি তাহাতে অতিরিক্ত হস্তমৈথুন হইতে ক্রমে শরীর নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হয়, নানাবিধ প্রমেহরোগ, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীসংসর্গে ধারণা শক্তির অল্পতা, শুক্রের তারল্যাদি দোষ, শিরোবেদনা, কামোন্মত্ততা, স্মরণশক্তির অভাব, পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্রতা, অজীর্ণদোষ, সন্তান উৎপাদনে শক্তির অভাব, চক্ষুর নীচে কালিমা, কোষ্ঠবদ্ধ এমন কি ধ্বজভঙ্গ ও ক্ষয় বা যক্ষ্মা পর্য্যন্ত অতি গুরুতর রোগও ইহা দ্বারা জন্মিতে পারে। আর এককথা পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার পূর্ব্ব সংখ্যাতে সুযোগ্য সহযোগী মহাশয়ও এইদোষের ঐরূপ বিষময় পরিণাম উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই এই দোষে অধিক দোষী" এবং এসম্বন্ধে তিনি নানাবিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার লিখিত কারণ গুলি যে অতিউৎকৃষ্ট, তাহাতে আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই, তথাপি এই সম্বন্ধে আমরা আরও ২।৪টী কথা বলিতেছি। কি সহরস্থ, কি পল্লিগ্রামস্থ, কি ইতর লোক অথবা কিভদ্রলোক, সকল শ্রেণীর অধিকাংশ বালকের মধ্যে এই ভয়ানক কুরীতি প্রচলিত থাকিলেও ইহার বিষময় পরিণাম কিন্তু ইতর লোক অপেক্ষা ভদ্রলোকের ছেলেদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক ভোগ করিতে হয়, এই ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবার যাহারা পাঠ্যাবস্থায় থাকে, তাহাদের অদৃষ্ট আরও মন্দ। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, যাঁহারা প্রতিনিয়ত বিদ্যাভ্যাস বা অন্য কোন অতিরিক্ত মানসিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, সাধারণের অপেক্ষা একেইত তাঁহাদের কাম প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প

হইয়া পড়ে। তাহাতে সেই অবস্থাতে যদি আবার হস্তমৈথুনাদি দ্বারা অনুত্তেজিত ও অপরিস্ফুট শুক্রকে বলপূর্ব্বক অতিকষ্টে উত্তেজিত করিয়া শরীর হইতে প্রতিনিয়ত নির্গত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর কি রূপে দেহস্থ শুক্রধাতু অব্যাহত থাকিতে পারে? কাজেই এইরূপ কার্য্যের পরিণামে পূর্ব্বোক্ত ভয়ানক উপসর্গ গুলি একে একে আসিয়া দেখা দিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যিনি যাহাই বলুন, অপরিস্ফুট যৌবনে হস্তমৈথুনই হউক, আর বাল্যবিবাহবশতঃ স্ত্রীসংসর্গই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত দেহ হইতে শুক্রের ক্ষয় হইতে থাকিলে যে, দেহ ক্রমেই রোগ প্রবণ হইতে থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু এস্থানে একটী কথা আছে, আমাদের নব্য পাঠকের মধ্যে হয়ত কেহ মনে মনে এ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, কেন আমিত বাল্যাবস্থায় যথেষ্ট শুক্র মোক্ষণ করিয়াছি, আবার কেহ বা বলিবেন—কেন আমারত খুব অল্পতেই বিবাহ হইয়াছিল, অধিক কি আমার বয়স যখন ১৪ বৎসর, তখনই আমার বড় ছেলে হেমন্তের জন্ম হয়, কিন্তু কৈ তাহাতে আমার'ত কোন অনিষ্ট ঘটেনাই, সুতরাং কেমন করিয়া বলিব যে, বাল্যকালে দেহস্থ শুক্রের ক্ষয় হইলে শরীর একেবারে উৎসন্ন যায়? উত্তর—অবশ্য তোমার শরীরের স্বাভাবিক বাঁধুনি কতকটা ভাল ছিল বলিয়াই তুমি বাল্যাবস্থায় দুরন্ত অত্যাচারেও ততদূর ক্লিষ্ট হও নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সংসারের সকলের দেহত আর লৌহনির্ম্মিত নহে। মনে কর গোপালের যতটুকু ক্লেশে প্রাণ কণ্ঠগত হয়, রামের হয়ত সেই ক্লেশে ভ্রূক্ষেপও নাই, কিন্তু এই রামের মত দেহের বাঁধুনি এজগতে কয় জনের হইয়া থাকে? বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশেরই কিন্তু বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির দেহ স্বভাবতই যার পর নাই মৃদু ও ক্লেশসহিষ্ণু এবং অত্যল্প লোকেরই দেহ স্বভাবতঃ বলবীর্য্যশালী দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই আমরা এস্থলে সেই অধিকাংশের হইয়াই কথাগুলি বলিলাম। আবার তাহাও বলি, বাল্যাবস্থাতে অতিরিক্ত অত্যাচারে তোমারও যে শারীরিক কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই, একথাই বা

কে বলিল? তুমি যাহা মনে করিয়া এ আপত্তি তুলিয়াছ, আমরা বলি যে, সে আপত্তি নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। কেন না যে সমস্ত দুরন্ত অত্যাচার করিয়াও তুমি এই যৌবনে এখনও সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছ, ইহার কিছু পরেই যে, ইহার ভোগ অন্ততঃ তোমাকে কিছু না ভুগিতে হইবে তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি? অথবা ইহাই বা কেন না বলিতে পারি যে, তুমি যৌবনারম্ভে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াও বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছ, কিন্তু যদি তুমি সে সময় বেশ সতর্ক হইয়া চলিতে, তাহা হইলে তুমি আজ ইহা অপেক্ষাও অধিক গুণে সুস্থ দেহে জীবন কাটাইতে পারিতে। সে যাহা হউক, এক কথা লইয়া আমরা অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই। এখন আসল কথা এই, বাল্যকালে হস্ত-মৈথুন বা স্ত্রীসংসর্গ বশতঃ যে শরীরের সমূহ অকল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল আমরাই যে এই কথা লইয়া বার বার চীৎকার করিলাম তাহা নহে, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাত্মা চরক ঋষি এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা একবার শুনুন—

চরক বলেন—

"নর্ত্তে বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্তত্যাঃ পরতো নচ।
আয়ুষ্কামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তু মর্হতি
অতি বালোহ্যসম্পূর্ণ সর্ব্বধাতুঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্
উপতপ্যেত সহসা তড়াগমিব কাজলং॥

"অর্থাৎ যাঁহারা দীর্ঘায়ু অভিলাষ করেন, তাঁহাদের ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়সে এবং সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বা অন্য উপায়ে শুক্রত্যাগ করা উচিত নহে। যে হেতু অতি বাল্যাবস্থায় রসাদি সমস্ত ধাতুই অসম্পূর্ণ থাকে, অতএব ঐ অবস্থাতে স্ত্রীগমন বা অন্য উপায়ে শুক্র ত্যাগ করিলে অল্পজল বশিষ্ট তড়াগের ন্যায় সমস্ত ধাতু সহসা

শুষ্ক হইয়া যায়"। কেবল যে চরক একথা বলিয়াছেন তা নহে, মুনিঋষি বৃদ্ধ, বা আধুনিক ভুক্তভোগী, যাঁহার নিকট অনুসন্ধান লও, মনের কপাট খুলিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় সকলকেই আমাদের মতে মত দিতে হই-বেক। অধিক আর মাথামুণ্ড বলিব কি? এই অসৎ কার্য্য হইতে যে, প্রতিনিয়ত সমাজের কিরূপ ঘোরতর অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে, তাহা সাধারণকে জানাইবার জন্য নিম্নে আমাদের একটী বিদেশীয় রোগীর এক খানি লিখিত পত্র এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রখানি এই-

"মহাত্মন্! যখন আমি মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, তখন আমি, কতিপয় দুষ্ট বালকের সংসর্গে পতিত হইয়া "হস্তমৈথুন" অভ্যাস করি। ইহা যে সর্ব্বনাশের মূল ইহা তখন জানিতাম না। জানিতাম না বলিয়াই এই কাল সর্পকে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। কাল সর্প ই আমার মস্তক উন্নতির মূলে দংশন করিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হস্তমৈথুন করার পর যখন আমি ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি, তখন আমাদের শিক্ষক প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত জীবনরক্ষক আমাকে পড়িতে অনুরোধ করেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি হস্তমৈথুনে বিরক্ত হই। কিন্তু বিরক্ত হইলে কি হইবে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেই হইবে। আজ প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইল, স্বপ্নদোষ পীড়ায় অপরিমিত শুক্র-পাত দ্বারা শরীর অতি শীর্ণ (কঙ্কাল অপেক্ষা কিছু ভাল) ও দুর্ব্বল হইয়াছে। চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, মেধাশক্তি সমস্তই এককালে গিয়াছে। সামান্য একটা বিষয় চিন্তা করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পূর্ব্বে ১ ঘণ্টায় কোন পুস্তকের যতখানি কণ্ঠস্থ করিতে পারিতাম, এখন ৩। ৪ ঘণ্টায়ও তাহা কণ্ঠস্থ করিতে অক্ষম। অনেক সময় ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা করে, মাথায় বেদনা বোধহয় বিশেষতঃ নাভির নীচে অতি কঠিন বেদনা অনুভূত হয়। শরীর এখন রক্তহীন ফ্যাকাসে হইয়াছে। মুখ বিবর্ণ ও রক্তহীন। চক্ষুদ্বয় কোটরগত হইয়াছে। চক্ষু রক্তহীন। শরীরের রক্ত অতি দূষিত হইয়াছে, ললাটেও গণ্ডদ্বয়ে অসংখ্য ব্রণ উদ্গত হইয়াছে। শরীর এতই দুর্ব্বল যে, আমাপেক্ষা অত্যল্পবয়স্ক বালকের সঙ্গে যুঝিতে পারি না।

প্রস্রাব কালীন কখন কখন দারুণ জ্বালা বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে সাদা খড়ির ন্যায় প্রস্রাব নির্গত হয়। পুরুষাঙ্গ দক্ষিণদিকে অনেক বক্র হইয়া-গিয়াছে সুতরাং প্রস্রাব সোজাসুজি মাটীতে না পড়িয়া কিয়দ্দূরে ডাইন-দিকে পতিত হয়। পুরুষাঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ছোট বোধ হয়, সামান্য উত্তেজনায় অতি তরল শুক্র পতিত হয়। আগে স্বপ্নদোষ হইলে শুক্রপাত দ্বারা কাপড় দাগলাগিত, এখন জলের ন্যায় এতই তরল হইয়াছে যে, কাপড়ে দাগলাগে না। এখন ৪।৫ দিন অন্তর স্বপ্নদোষ হয়, কখন কখন বা ১৫ দিন পরে কখন বা ২।১ দিন পরে কখনও বা উপর্য্যুপরি ২ দিন স্বপ্নদোষ হয়। শরীরে যে কিছু সারপদার্থ আছে, এরূপ বোধ হয় না। যেন সাহস কমিয়া-গিয়াছে, স্বভাব উগ্র হইয়াছে। সময়ে সময়ে চলিয়া যাইতে ফোটা ফোটা করিয়া জলবৎ শুক্র পতিত হয়। মধ্যে মধ্যে চক্ষু জ্বালাকরে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, পরিপাক শক্তি অনেক কমিয়াগিয়াছে, ক্ষুধা ও অনেক কম। কখন কখন মলত্যাগ সময়ে বল প্রয়োগ করিলে শুক্রপাত হইয়া থাকে এবং মলের সহিত আটারমত একরকম ধবল তরলবস্তু পতিত হয়।"

এখন বলুন দেখি, এই পত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কোন পাষাণ হৃদয় না দ্রবীভূত হইয়া যায়? বলা বাহুল্য যে, প্রতিমাসে এইরূপ শত শত পত্র আমাদিগের হস্তগত হওয়ায় সাধারণের অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক দুঃখভোগ করিতে হইয়া থাকে। আবার কেবল যে বিদেশ হইতে এই রূপ পত্রাদি আইসে, তাহা নহে স্থানীয় অনেক বালকও এই দুরন্ত শত্রু হস্ত মৈথুনের বিষময় পরিণাম ভোগ করিতে করিতে আমাদিগের নিকট আসিয়া থাকে। যাহাহউক, এখন কি উপায়ে এই সমস্ত ঘোরতর অনিষ্ট হইতে বালক গণের রক্ষা করা যাইতে পারে এবং এই কারণে রোগ জন্মিলে তাহার প্রতিবিধানেরই বা উপায় কি? অতঃপর তাহাই আমাদের বিবেচ্য ও বক্তব্য।

এইরূপ অসৎ কার্য্যের পরিণামে বালক গণের যে সমস্ত রোগ জন্মে তাহার চিকিৎসা কিন্তু জরাদি অন্যান্য সাধারণ রোগের ন্যায় বিশেষ সুবিধাজনক নহে। অসুবিধার প্রধান কারণ এইযে, চক্ষু লজ্জা এবং ভয়।

পিতা যে সন্তানের জীবনরক্ষা বা রোগশান্তির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় এবং প্রাণপণে যত্ন করিতে কখনই ক্রটী করেন না, পক্ষান্তরে সন্তানও পীড়াশান্তির জন্য যে পিতার নিকট হইতে সমস্তই পাওয়ার অধিকারী, দুঃখের বিষয় এই যে, এই সম্বন্ধীয় পীড়াতে কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। পোড়া চক্ষুলজ্জা ও ভয় প্রাণান্তেও তাহা করিতে দেয় না। আমরা এমন দুই একটী স্থলে দেখিয়াছি—যে সন্তানের সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইলে পিতা মহাব্যস্ত হইয়া শত শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার সেই সন্তানই ঐরূপ অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগী হইয়া পিতার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লইতে সাহসী হন্ নাই। তাই বলিতেছি যে, কার্য্যটী প্রথমেই যেমন অসৎ, ইহার ফলভোগও তেমনি কদর্য্য এবং চিকিৎসার সময়ও তেমনি মহা-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। অতএব যে কার্য্যের সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল দিকেই বিষম গোলযোগ, সেই অসৎ কার্য্য হইতে যে বালকগণকে প্রতিনিয়ত কতদূর সাবধানে রাখা উচিত, বুদ্ধিমান্ পাঠক তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর ইহাও সাধারণের যেন ধারণা থাকে যে, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন বা বাল্যাবস্থার অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বশতঃ সাধারণতঃ স্বপ্নদোষ, শুক্রের তরলতা, ও ধারণাশক্তির অল্পতা প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ জন্মে, সেই সমস্ত রোগ প্রায়ই দুঃসাধ্য। এমন কি ইহা হইতে ধ্বজভঙ্গের সূত্রপাত হইলে আর আরোগ্য হয়না বলিলেও চলে। ফলতঃ রোগ জন্মিলে তাহার চিকিৎসার জন্য যত্নবান্ হওয়া অপেক্ষা এই দুরন্ত রোগ যাহাতে জন্মিতে না পারে, বালকগণ যাহাতে ভুলক্রমেও হস্তমৈথুন বা অন্যান্য অবৈধ উপায়ে অপরিস্ফুট শুক্রের ত্যাগ বা উত্তেজনা না করে, সতত পরত সেইরূপ উপায় করাই অভিভাবকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমাদের সাধারণ বিবেচনায় আমরা ইহার প্রতিবিধানজন্য নিম্নলিখিত উপদেশ গুলি সমাজ মধ্যে সর্ব্বদা প্রচলিত হওয়ার জন্য বলিতে চাই।

১ম। স্কুলে যেমন বালকগণকে ভূগোল জ্যামিতি ও সাহিত্যাদি নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়—চৌর্য্য বা অন্যান্য অসৎ কার্য্য হইতে

নিবৃত্ত থাকার জন্য যেমন তাহাদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ দেওয়া হয়, আমরা বলি, যে তেমনই তাহারা যাহাতে অসৎ সংসর্গে পড়িয়া ঐ সমস্ত ভয়ানক দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত না হয়, তজ্জন্যও বিশেষরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

২য়। বালকগণের অভিভাবকদিগেরও কর্ত্তব্য এই যে, অন্যান্য সারগর্ভ উপদেশের সহিত তাঁহারাও যেন সময় সময় এই ভয়ানক অনিষ্টের বিষয় তাহাদিগের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতে ক্ষান্ত না থাকেন। আমাদের বিশ্বাস যে, স্কুলের শিক্ষক অপেক্ষা গৃহস্থ অভিভাবকের উপদেশ দ্বারা অধিক সুফল দর্শিতে পারে।

৩য়। শেষ কথা। শেষে আমরা এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে-আজ্ কাল যেমন ব্যক্তি বিশেষের ফাঁসির উপলক্ষে স্থানে স্থানে শুভসাধিনী প্রভৃতি নানাবিধ সভা স্থাপন করিয়া বালকগণের চরিত্র সংশোধনের উপায় করা হইতেছে—কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাগণ বালাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বালকগণের চরিত্র সংরক্ষার জন্য যেমন প্রাণপণ যত্নে উদ্‌যোগী হইয়াছেন, আমরা বলি যে, তেমনই অল্প বয়স্ক বালকগণ যাহাতে কুসংসর্গে পড়িয়া হস্তমৈথুনাদি দোষে লিপ্ত হওতঃ আজীবন স্বাস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি না দেয়, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তৎসম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া সভার ও আশ্রমের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করেন। ক্রমশঃ—

আহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

ধনী ও দরিদ্রের আহার।

কোন কোন লোকের সংস্কার এই যে, ধনবানের যথেষ্ট অর্থ আছে কাজেই তাঁহার মদ্যমাংস ও ঘৃতদুগ্ধাদি বলক দ্রব্য সর্ব্বদাই বহুল পরিমাণে যথেচ্ছ ভক্ষণ করিতে পান বলিয়া বলবান্ ও দীর্ঘজীবি হইয়া

[redacted]রে কালাতিপাত করেন। আর দরিদ্রদিগের অর্থ নাই, সুতরাং [redacted] যথেচ্ছ ভক্ষণ করিতে না পাইয়া শাকসব্জি প্রভৃতি অসার [redacted]ভক্ষণ করে বলিয়া রীতিমত বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘজীবী হইতে [redacted]না। আমরা অনেক সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, "আহা পেটে দুটো ভাল করিয়া আহারই পাই না, তা শরীর সুস্থ থাকিবে কিসে?" আবার কোন কোন পীড়িত ব্যক্তির মুখে শোনা যায় যে, "পথ্যই চলে না তা আর চিকিৎসা করাইব কি?" ফলতঃ আহারগত শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য লইয়া সাধারণের মধ্যে এইরূপ মত-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত মত কতদূর সঙ্গত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য। প্রচুর অর্থ থাকিলে বিশেষতঃ মদ্যমাংস বা ঘৃতদুগ্ধাদি দ্রব্য বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করিলেই যে মনুষ্য বলবীর্য্যশালী ও সুস্থকায় থাকিতে পারিবে, আর গরিব বেচারী যে মদ্যাদির অভাবে স্বাস্থ্যসুখে একেবারে বঞ্চিত থাকিবে, একথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। কেন না শরীর সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ ও সুস্থ থাকিবার পক্ষে মাংসাদি পদার্থ সম্যক্ উপযোগী হইলেও বর্ত্তমান হিন্দুসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এই সমস্ত দ্রব্যের ভক্ষণবিধি যেরূপ ভাবে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু সুফল না ফলিয়া বরং কুফলই ফলিয়া থাকে। কেন যে কুফল ফলে, তাহা আমরা এক এক করিয়া দেখাইতেছি। মনে কর বলকর পদার্থের মধ্যে সাধা-রণতঃ দুগ্ধ মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ত আছেই, কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল যে এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি সম্যক্ নির্ভর করিলেই স্বাস্থ্যসুখ অব্যাহত [redacted] পারে, তাহা নয়। মঙ্গলনিধান পরমেশ্বর [redacted] ঘৃত দুগ্ধ বা সর্পবিষ প্রভৃতি যে কোন [redacted] সমস্তই জীবের প্রভূতমঙ্গলের জন্যই [redacted] পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আম[redacted] খণ্ডে বলিয়াছি যে, "নানৌষধি ভূতং জাগ[redacted] দ্রব্যম্।।

"অর্থাৎ জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা ঔষধ নহে অথবা ঔষধার্থে

প্রযুক্ত হয না। দ্রব্যশক্তি মীমাংসা করা অতি দু[illegible] সুধা[illegible]রক, তাহাতেও জীবসঞ্চারিণী শক্তি আছে, যে [illegible] আস্বাদে মে[illegible]স্থিত হয়, তাহাতেও সময়ে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে। [illegible]ন্তরে যাহাকে [illegible] বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহাও বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। বায়ু [illegible] হইলেও অতিযোগে প্রাণসংহারক এবং জল শীতসংস্পর্শ হইলেও সময়ে দাহজনক। কেবল প্রয়োগকর্ত্তার কৌশলে দেশ কাল পাত্র ও মাত্রা ইত্যাদি নির্ণয পূর্ব্বক বিনিযোগেই উহাদের অমৃতময় ফললাভ করা যায়। প্রযোগান্ধের নিকটে সমুদায়ই অকিঞ্চিৎকর।”

সে যাহা হউক, অত্যন্ত বল ও পুষ্টিকারক বলিয়া ঘৃতাদি দ্রব্যই [illegible] মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে আহার্য্য, আর শাকসব্‌জী দ্রব্য ততোধিক বল-কারী নয বলিযা যে, উহা অখাদ্য, একথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। কারণ ঘৃতাদি পদার্থ বলকর হইলেও উহার মধ্যে আবার এমন দুই একটী পদার্থের অভাব আছে, যে অভাব শাক সব্‌জী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই পূরণ করিতে সমর্থ নহে। আমরা শুনিয়াছি—ইংরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা প্রতি নিযতই সমুদ্র পথে ভ্রমণ বা গমন করেন, তাঁহারা রুটী ও মাংসাদির সহিত লেবুর আরক বা ঐরূপ অন্যান্য সামগ্রীগুলিও অতি যত্নের সহিত লইয়া থাকেন। কেন না কেবল প্রতিনিযত মদ্য মাংস ও রুটী প্রভৃতি আহার সঙ্গত নয বলিয়াই উহাদের সহিত অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখিতে পাওযা যায। আমরা দেখিতে পাই—অনেক বাবু লাউকুমড়া বা পুঁইশাক চিংড়ি মাছের নাম শুনিলে অমনি নাক সিঁকটিয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা জানেন না যে, উহার [illegible] শ্রমবিমুখ ধনবানের পক্ষে ঘৃতদুগ্ধাদির অপেক্ষাও গরিব শ্রমজীবীর পক্ষে এই লাউকুমড়া অধিক বলকারী হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রচুর ধন-শালী ও ঘৃতদুগ্ধাদি দ্রব্য অনাযাসলভ্য বলিযা যে সমস্ত ধনী লোক নিযত কেবল ঘৃতাদি অধিক পরিমাণে ভক্ষণ ও তৎকর্তৃক মেদস্বী

[redacted] া প্রদর্শন করেন, তথা বাহুল্য [redacted] চ বলিয়া মনে করিতে পারি। [redacted], মোট কথা আহারের প্রধান [redacted] হউক, আবার কাহারও কাহারও [redacted] তে পারিলেই বল হয়, তা সেই [redacted] এই উদ্দেশ্যে তাহারা ভোজন [redacted] ভোজন করিয়া শেষে "ত্রাহি [redacted] করিয়া থাকেন। কোন নিম [redacted] দুর্দশার বিষয় আমাদের পাঠক- [redacted] আছেন। সুতরাং এসম্বন্ধে আমা- [redacted] একমাত্র বলি যে, ভোজনটা অধিক [redacted] ল হইবেক একথা কোনমতেই [redacted] যদি প্রচুর আহার করিয়াও মনুষ্য [redacted] জীর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে [redacted] হইয়া বরং উপকারই দর্শিয়া থাকে। [redacted] াক চিংড়িমাছ প্রভৃতি যৎসামান্য আহারও যদি সম্যক্‌রূপে জীর্ণ ও উপযুক্ত রস রক্তাদিতে পরিণত হয়, তবে তাহা দ্বারা দেহের যতদূর কল্যাণ সাধন হইতে পারে, আর প্রতি-নিয়ত বহুল পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধাদি দ্বারা ভোজন করিয়াও যদি তাহা সম্যক্ জীর্ণ ও তাহা হইতে উপযুক্ত রক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শরীরের কিছুমাত্র উপকার না দর্শিয়া বরং অপকারই দর্শিয়া থাকে। আমরা এমন অনেক বালকবালিকা ও যুবক যুবতীকে দেখিতে পাই যে, তাহারা প্রতিরোজ ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য যথেষ্ট ভক্ষণ করে, অথচ তাহারা যার পর নাই শীর্ণ ও দুর্ব্বল। ফলতঃ ইহার কারণ এই যে, তাহাদের সেই আহার সুন্দররূপে কখনই জীর্ণ হয় না। যেমন খায় তেমনই বাহ্যে করিয়া ফেলে। আহার সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য রহিল।

ক্রমশঃ—

আধিভৌতিক [redacted]

যে সূত্রটী ধরিয়া আজ্ ক[redacted] বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন[redacted] মস্তিষ্ক হইতেই সমুদ্ভাবিত হইয়া[redacted] অতীত তামসজালে সমাচ্ছন্ন র[redacted] সমীচীন রূপে নির্ণয় করা সম্পূ[redacted] নভিন্নং এই বাক্যটী যে [redacted] বলিয়া থাকেন, সে দেশের পুরাবৃত্ত আবিষ্কার করিতে যাওয়া যে [redacted] উন্মত্তের কার্য্য তাহা সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করা যাইতে পারে। যদিও আমরা জানি যে, মাদৃশ জন প্রস্তাবিত বিষয় লিখিতে অগ্রসর হইলে পদে পদেই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তথাপি ভারতবাসীর লুপ্তপ্রায় গৌরব-পতাকা পুনর্ব্বা দিগদিগন্তে উড্ডীন হইয়া, আর্য্যমহত্ব প্রচার করিবে বলিয়াই আমরা মূঢ়ের ন্যায় এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম। আশা করি, আমাদিগের ভ্রম লক্ষিত হইলে, পাঠক মহাশয়গণ জানাইয়া বাধিত ও উৎসাহিত করিবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। সকলে অবগত আছেন, বিবিধ শাস্ত্রানুরাগী নবজন পণ্ডিত লইয়া তাহার একটি মহতী সভা সংস্থাপিত ছিল। উক্ত পণ্ডিতগণের সাধারণ নাম নবরত্ন। এই নবরত্নের অন্যতম বঙ্গকাব্য কাননের পুংস্কোকিল কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস একদিন বলিয়া গিয়াছেন—

"শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

কবিপ্রবর কালিদাসের উল্লিখিত শ্লোকার্দ্ধ পাঠে আমরা এই মাত্র অবগত হইতে পারি যে, "বিষ বিষের ঔষধ" ইহা তিনি বৃদ্ধদিগের মুখেই

[illegible] কারও প্রত্যক্ষ করেন নাই; অর্থাৎ তাঁহারও [illegible] অবস্থায় দাঁড়ায় যে, অবশেষে কেবল বাক্য-মাত্রেই ইহার অস্তিত্ব [illegible]ভুত হইত। আজ কাল যেমন দুর্দ্দমনীয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আপাতমধুর মোহিনী শক্তিতে আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন বিলীন হইতে চলিয়াছে, হয়তঃ সেইরূপ একদিন বৈদিক চিকিৎসার প্রদীপ্ত তেজস্পুঞ্জে অথবা উপদেষ্টাগণের দোষে ইহা কোণঠাসা হইয়া কর্ণবিবরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

যদিও বৈদিক চিকিৎসাপ্রভাবে ইহা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, সত্য বটে, তথাপি বৈদিক চিকিৎসকগণ ইহার মহীয়সী শক্তি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রলোভনে পড়িয়া বৃদ্ধ বাগ্ভট ইহার বীজ সূত্রটী (১) উদরস্থ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু টীকাকারগণ অনবধানতাবশতঃ কেহবা এই বীজ সূত্রটীকে বিকৃত (২) আবার কেহবা কষাকসি করিয়া কতকটা মানে মানে বৈদিক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত (৩) রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা-হউক, যখন চরকের মুখেও শুনিতে পাইলাম যে,—

"অস্মিন্নর্থে উপশয়ঃ পুনর্হেতুব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থ কারিণাঞ্চৌষধাহারবিহারণামুপযোগঃ সুখানুবন্ধঃ।ঃ"

তখন এই অবধৌতিক বা সদৃশ চিকিৎসাপ্রণালী যে, বহুকাল হইল ভারতক্ষেত্রে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আর কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

আমরা, চরক সংহিতা পাঠে অবগত হইয়াছি যে, অঙ্গির, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সাংখ্য, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত,

(১) "হেতুব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাং।
ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্ ॥,,

(২) বিজয় রক্ষিত কৃত ব্যাখ্যামধুকোষ দেখ।

(৩) অরুণদত্ত কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকা দেখ।

অগস্ত্য বামদেব মার্কণ্ডেয় অশ্বলায়ন বিশ্বামিত্র, ভার্গব, কৌণ্ডিন্য গার্গ্যও বাদরায়ন প্রভৃতি (৪) মহর্ষিগণ একদা হিমালয়ের পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষের মহদন্তরায় রোগবিনাশের উপায় উদ্ভাবনে যত্নপর হইয়াছিলেন। এখন উল্লিখিত মহর্ষিগণের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিতে পারিলে যে, চরকসংহিতার পত্তনকাল স্থিরীকৃত হইবে, ও প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসাপথে দাড়াইতে পারিব, তাহা বোধ হয় সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন।

আমরা মহর্ষি পাণিনির "গর্গাদিভ্যোযঞ্।" "বিকর্ণ শুঙ্গচ্ছগলা দ্বৎসভরদ্বাজাত্রিষু"। "অত্রিভৃগুকুৎসবশিষ্টগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ।" অগস্ত্য কৌণ্ডিন্যযোরগস্তি কুণ্ডিনচ।" ইত্যাদি সূত্রপাঠ করিলেই সহজেই বুঝিতে পারি যে, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, অত্রি, বশিষ্ট, গৌতম, ভৃগু অঙ্গিরা, অগস্ত্য ও কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ পাণিনির পূর্ব্বে ভারতক্ষেত্রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। গোল্‌ডষ্টুকার নামক জনৈক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন—খৃষ্ট জন্মের ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আমাদিগের ২৭৮৫ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি পাণিনি জীবিত ছিলেন। আবার কেহ কেহ মহর্ষি পাণিনিকে ইহতোধিক কালেও প্রাচীন বলিতে ইচ্ছা করেন। কেননা

---

[৪] তদাভূতেবনু ক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষযঃ। সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে। অঙ্গিরা জমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোভৃগুঃ। আত্রেয়ো গৌতমসাংখ্যঃ পুলস্ত্যোনারদোসিতঃ। অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেযাশ্বলাযনৌ। পারিক্ষিঃভিক্ষুরাত্রেযো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ। বিশ্বামিত্রাশ্বরথ্যৌচ ভার্গবশ্চ্যবনোহভিজিৎ। গার্গ্যঃ শাণ্ডিল্যকৌণ্ডিন্যৌ বার্ক্ষিদ্দেবলগালবৌ। সাঙ্কৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকো বাদরাযণঃ। বড়িশঃ শরলোমাচ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ। কাঙ্কায়নঃ কৈকশেযো ধৌম্যো মরীচি কশ্যপৌ। শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ॥ শৌনক শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়া মৈমতাযনিঃ। বৈখানসা বালখিল্যা স্তথা চান্যে মহর্ষযঃ। ব্রহ্মা জ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্য নিয়মস্যচ। তপসস্তেজসা দীপ্তা হু[illegible]না ইবাগ্নযঃ। সুখোপবিষ্টাস্তে তত্রপুন্যাং চক্রুঃ কথানিমাং। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ। প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ঃ মহানয়ং। কঃস্যাত্তেষাং শমোপায়ঃ—। চরক সংহিতা।

মহর্ষি পাণিনি একজন নন্দরাজার সমসাময়িক লোক (৫)। ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পরীক্ষিতের জন্মের ১৫১০ বৎসর পরে নন্দ রাজা রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন [৬]। প্রথিত আছে, যে সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘানক্ষত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আবার সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থানকালেই পরীক্ষিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অপিচ এই নক্ষত্র পুঞ্জের ভোগকাল ১০০ শত বৎসর, সুতরাং কলির সূচনা হইতে একশত বৎসর মধ্যেই যে, পরীক্ষিত অবনী মণ্ডলে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ সহজেই প্রতীতি হয়। অতএব ১০০।১৫১০।১৬০ কল্যব্দে অর্থাৎ আমাদিগের ৪৯৮৬—১৬১০ = ৩৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বেও যে নন্দরাজা অথবা মহর্ষি পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মহামতি গোল্‌ডষ্টুকারের গণনাই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া বোধ করি। [৭] কেবল ভাগবত বিরোধী বলিয়াই আমরা শেষোক্ত মতের অবতারণা করিয়াছি। যাহা হউক, আমরা যখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেই [৮] বর্ত্তমান দেখিতে পাই; তখন আমরা এতদ্বিষয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর না হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না।

যখন আমরা দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদ, অসিত, দেবল, ধৌম্য, কৌশিক

---

[৫] কথা সরিৎসাগর দেখ।

[৬] "আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

ভাগবত ১২ স্কঃ ২ অঃ।

৭। গোলডষ্টুকারের মতটি অপেক্ষাকৃত কেন যে সমীচীন বলিলাম, তাহা পরে দেখাইব।

৮। "ত্রেতা দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।"

অনুশাসনপর্ব্ব।

মার্কণ্ডেয়, কৌণ্ডিন্য, গালব, পৈঙ্গ, কাক্ষীবান মৈত্রেয় ও ভৃগু [৯] প্রভৃতি মহর্ষিগণ আসীন রহিয়াছেন, তখন আপাততঃ চরক সংহিত প্রণেতাকে যুধিষ্ঠিরের সমকালভব বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু যখন চরক সংহিতায় দ্রোণগুরু পরশুরামের পিতা জামদগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন এতদপেক্ষা উর্দ্ধকালেও আমাদিগের দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট না হইয়া বিরত থাকিতে পারে না।

বোধ হয় সকলেই জানেন—কবিগুরু বাল্মীকি রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে একখানি সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই রামায়ণ পাঠে রামচন্দ্রের সমকালেই যখন বামদেব কাশ্যপ বশিষ্ঠ [১০] বিশ্বামিত্র [১১], ভরদ্বাজ [১২]

৯। মহাভারত সভাপর্ব্ব সভাক্রিয়া পর্ব্বাধ্যায় চতুর্থ দেখ।

১০। রামচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজা দশরথের যজ্ঞস্থলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপং।
পুরোহিতং বশিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজ সত্তমাঃ॥"

রামায়ণ বালকাণ্ড ১২ সর্গ

১১। বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার সহিত রামচন্দ্রের একত্র সহবাস পরিলক্ষিত হয় যথা,—

"তৎশ্রুত্বারাজশার্দ্দুলোবিশ্বামিত্রস্য ভাষিতং।
মুহূর্ত্তমিব নিঃসজ্ঞঃ সজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ॥
উনোষোড়শ বর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধ যোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥"

রামায়ণ বালকাণ্ড ১৮—১৪ সর্গ।

১২। "এব মুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
প্রত্যুবাচ শুভংবাক্যং রামঃ সর্ব্বহিতে রত॥"

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৫৪—৫৫ সর্গ

বৈখানস মুনিগণ, বালখিল্য মুনিগণ (১৩) মহর্ষি অগস্ত্য (১৪) ও দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইতেছি (১৫)। তখন রামচন্দ্রের কিছুকাল পূর্ব্বেই যে চরকসংহিতা সঙ্কলিত ও তাহারও পূর্ব্বে যে, সদৃশ চিকিৎসাবিধি ভারতক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কতকটা স্বীকার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, রামচন্দ্র কোন্ সময়ে অবনীমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমরা রামচন্দ্রের ত্রিংশৎ পুরুষ অধস্তন বৃহদ্বল নামক জনৈক নৃপতিকে অযোধ্যা সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাই। ভাগবত পাঠে অবগত হইয়াছি, এই বৃহদ্বল নৃপতি কুরুক্ষেত্র সমরে অভিমন্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (১৬)। এখন অগ্রে এই বৃহদ্বল নৃপতি কোন্ সময়ে অযোধ্যা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অথবা কোন্ সময়ে ভারতসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই নির্ণয় করা যাউক।

(১৩ "বৈখানসা বালখিল্যাঃ সংপ্রক্ষালা মরীচিপাঃ।,,

বামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৬ সর্গ।

(১৪) "এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্য্যবর্চ্চসং।

অগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌচ রঘুনন্দনঃ॥,

রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ১১—১২ সর্গ।

১৫। "নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনি পুঙ্গবং।,, ইত্যাদি পাঠে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, দেবর্ষি নারদের মুখে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্রের জীবনী শ্রবণ করিয়াই মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। সুতরাং দেবর্ষি নারদ যে, রামচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন তাহা সহজেই বোধ হয়। যাহারা "রাম না জন্মিতে ষষ্ঠী সহস্র বৎসর ইত্যাদি পাঠ করিয়া ইহার অন্যথা মনে করেন, তাঁহারা "প্রাপ্ত রাজস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥ চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদমর্থবৎ।,, দেখুন।

১৭। ততোবৃহদ্বলো যস্ত পিত্রাতে সমরে হতং।

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১২ অঃ।

রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ধার্ম্মিকাগ্রণী মহারাজ যুধিষ্ঠির ৬৫৩ কল্যব্দে (১৭) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ঠিক সেই সময়েই আদিগোনর্দ্দ নামক জনৈক রাজা কাশ্মীর দেশে প্রাদুর্ভূত হন (১৮)। প্রথিত আছে এই আদিগোনর্দ্দ রাজা ৩৫ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করিয়া, মথুরা সমরে বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইহার পুত্র দামোদর ৩৫ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করিয়া, গান্ধার দেশে (কান্দাহারে) কৃষ্ণহস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ইহার পুত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক দ্বিতীয় গোনর্দ্দ কাশ্মীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রথিত আছে এই দ্বিতীয় গোনর্দ্দ বালত্বহেতু ভারতসমরে আহূত (১৯) হইয়াছিলেন না।

রাজতরঙ্গিণীতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে, যে সময় ভারত সমর সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সময়

১৭। "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।
রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ

১৮। "ষট্‌সু বর্ষশতেষ্বেব ত্রিপঞ্চাশৎ যুতেষু চ।
প্রযাতেষ্বাদি গোনর্দ্দঃ শশাস পৃথিবীমিমাং।
কাশ্মীরেষ্বাদি গোনর্দ্দঃ খ্যাতঃ সর্ব্বধরাভুজাং।
সমকালভবঃ পাণ্ডুপুত্রানাং শৌর্য্যশালিনাং।"
রাজতরঙ্গিণী

১৯। "তস্মাদ্রবধরুল্লোল কাকপক্ষং নৃপাসনে।
বিধায় মন্ত্রিণো শৃন্বন্ প্রজানাং ধর্ম্মসংশয়ং।
ইতি কাশ্মীরিকো রাজা বর্ত্তমানঃ সশৈশবে।
সহায় কায়সমরে ন নিন্যে কুরুপাণ্ডবৈঃ।"
রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ।

দ্বিতীয় গোনর্দ্দ অনুমান ২।৩ বৎসরের অধিক বয়স্ক নহে। এখন ৬৫৩, ৩৫—৬, ৩৫-৬ ও ৩ এই কয়েকটী সংখ্যা একত্রিত করিলে দেখা যায় যে ৭২৭ বৎসর হইয়াছে। অতএব ৭২৭ কল্যব্দে যে কুরুক্ষেত্র মহাসমবের সূচনা হইয়াছিল, তাহার আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার মার্সমান বলেন খৃষ্ট জন্মের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয় কিন্তু তিনি যে কেন এরূপ অসম্প্রিত মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কি ভাগবত, কি রাজতরঙ্গিনী অথবা আর্য্যদিগের অন্য যে কোন প্রমাণক গ্রন্থ হউক না কেন, তাহাব সকলেব সহিতই মার্সমানের মতটী অসমন্বিত। যাহাহউক, যাহারা চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা বুধকেই খৃষ্ট জন্মের ষড় বিংশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন, তাহাদেব মুখে যে উল্লিখিতরূপ অসামঞ্জসীভূত প্রলাপ বাক্য নিঃসৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যকি! ফল কথা এইরূপ শ্বেতাঙ্গের ভ্রূভঙ্গি যে, কতই পরিলক্ষিত হয, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিরক্তিকর বোধে তদুল্লেখে বিরত থাকিলাম।

দেশীয প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতিব পরিবর্ত্তন, অথবা রাজা কিম্বা খ্যাতনামা কোন মহানুভবেব জন্ম বা কোন বিশেষ ঘটনা হইতে আরম্ভ করিযা, অব্দগণনার সূত্রপাত হইয়া থাকে। যেমন মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের মদিনা পলায়ন দিবস হইতে হিজরীশাক, যীশুখৃষ্টের জন্ম হইতে খৃষ্টাব্দ, বিক্রমাদিত্য হইতে সংবৎ ও শালিবাহন হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইযা আসিয়াছে। তেমনি দেশীয প্রাচীন [দ্বাপরের আচার, ব্যবহার, রীতি ও নীতির পরিবর্ত্তন লক্ষ করিয়াই আর্য্যগণ কল্যব্দ নামে একটী অব্দ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, সম্প্রতি ৪৯৮৬ কল্যব্দ চলিতেছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ৭২৭ কল্যব্দে কুরুপাণ্ডবীয় ভীম সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদিগের ৪২৫৯ বৎসর ৪৯-

৮৬৭১২৭ পূর্ব্বে যে, উল্লিখিত মহাসমরের সূত্রপাত হয়, তাহার আর কোনই সংশয় নাই ২০।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সূর্য্যবংশাবতংশ কুশবংশীয় বৃহদ্বল নামক জনৈক নরপতি ভারত সমরে অভিমন্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। অতএব বৃহদ্বল ৭২৭ কল্যব্দেও জীবিত ছিলেন; আবার এই বৃহদ্বল হইতে ত্রিংশৎ পুরুষ ঊর্দ্ধে রামচন্দ্র বিরাজিত এখন এই ৩০ জন্মের রাজত্বকাল ন্যূন কল্পে গড়ে ৫০ বৎসর করিয়া ধরিলেও রামচন্দ্র বৃহদ্বলের ১৫০০ বৎসর পুরোবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সুতরাং ১৫০০ ৪২৫৯—৫৭৫৯ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে রামচন্দ্র অযোধ্যা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাহউক, যখন রামচন্দ্র কর্তৃক

২০। যাঁহারা ভাগবত যুধিষ্ঠিরের সমসময়ে রচিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ১০ কলাব্দ মধ্যেই অর্থাৎ আমাদিগের কিঞ্চিন্ন্যূন, একোনপঞ্চাশ শতাব্দ পূর্ব্বে ভারত সমর স্থির করিয়া লইবেন।। পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রচলিত ভাগবতের লিখন ভঙ্গী প্রভৃতি দৃষ্টে ইহাকে প্রাচীন ভাগবত বলিয়া পরাঙ্মুখ তাঁহারা রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারেই গণনা করিয়া লইবেন। আমাদিগের বোধ হয় প্রচলিত ভাগবত প্রণেতা সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে পাপময় কলিযুগে স্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত জন্যই এতাদৃশ মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। নতুবা জ্যোতির্ব্বেত্তা গর্গাচার্য্যের সহিত ও ভাগবতের একবাক্যতা পরিলক্ষিত হয় না। কেন না গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন "আসলমঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে পতে। ষড়দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালে তস্য রাজ্যস্য।", অর্থাৎ যে সময় যুধিষ্ঠির রাজা শাসন বা রাজ্য পরিগ্রহ করেন, সে সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘানক্ষত্র অবস্থিত ছিল। এবং ইহার ২৫২৬ বৎসর পরে শকাব্দ আরম্ভ হয়। বোধ হয় সকলেই জানেন সম্প্রতি ১৮০৭ শকাব্দ চলিতেছে। সুতরাং আমাদিগের ২৫২৬ ১৮০৭—৪৩৩৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির প্রাদুর্ভূত ও আমাদিগের ৪২৫৯ বৎসর ৪৩৩৩—৭৪ পূর্ব্বে যে, কুরুক্ষেত্রের ভীম সমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে এই জন্যই আমরা ইতঃপূর্ব্বে মহামতি গোলডষ্টাকরের গণনাই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কেন না ৪২৫৯—১৫১০—২৭৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ..অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৮৬৫ বৎসর ২৭৪৯ ১৮৮৪ পূর্ব্বে পাণিনি জীবিত ছিলেন একথা বলা যাইতে পারে।

চরকসংহিতোক্ত জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের পরাভব ২২ দেখিতে পাই, তখন আরও-কিছুদূর উর্দ্ধে গমন না করিয়া বিরত থাকা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে যুধিষ্ঠিরের নিকট সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাসভা বর্ণন শ্রবণ করিয়া অবগত হইয়াছি যে, মরীচি, গৌতম, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ভৃগু মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ চ্যবন, অসিত, দেবল ও বালখিল্য মুনিগণ ২৩ সত্যযুগে ব্রহ্মাসভা সমুজ্জ্বল করিয়া বসিয়া ছিলেন। সুতরাং আপাততঃ চরক সংহিতা সত্য যুগেই রচিত বলিয়া অনুমিত হয় সত্য বটে। কিন্তু যখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে আমরা ত্রেতাযুগের পূর্ব্বভাগে দেখিতে পাই না, তখন চরকসংহিতাকে এতদিনের প্রাচীন বলিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নাই। অতীত অন্ধকার ভেদ করিয়া, আমাদিগের দৃষ্টি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহাতে এই মাত্র লক্ষিত হয় যে, চরকসংহিতা অনুমান ত্রেতাযুগের প্রথমেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশের রাজাদিগেরই যথাযথ ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া দুর্ঘট; সে দেশে ফলমূলাহারী বনবাসী ঋষিদিগের আবির্ভাব কাল স্থির করিতে বসিয়া যে, ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা চরকসংহিতাকে ত্রেতা যুগের প্রথমেই রচিত বলিয়া অনুমান করি। এবং গদৃশ চিকিৎসাবিধি ইতোধিক কালেরও প্রাচীন ইহা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি।

২২। "ততঃ পরশুরামস্য দেহান্নির্গতাবৈষ্ণবং।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবনাং তেজোরামমুপাগমৎ॥"

নৃসিংহ পুরাণ।

"আরোপ্য সধনুরামঃ শরং সজ্যং চকারহ।
জামদগ্ন্যঃ ততোরাম রামং ক্রুদ্ধোহব্রবীদিদম্॥"

রামায়ণ বালকাণ্ড।

২৩। মহাভারত সভাপর্ব্ব সভাক্রিয়া পর্ব্বাধ্যায় ব্রহ্মাসভা বর্ণননাম একাদশ সর্গ দেখ।

পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রচলিত চরকসংহিতা খানি ভগবান্ চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত, কাজে কাজে আদৌ চরক সংহিতাতে যে বিপরীত অর্থকারী মতটী সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা সাহস করিয়া কখনই বলা যাইতে পারে না। হয়ত উল্লিখিত মতটী চরক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। এ পর্য্যন্ত চরকের আবির্ভাব কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। সুতরাং সদৃশচিকিৎসাবিধি যে, ত্রেতাযুগেরও পূর্ব্বভাগে উদ্ভূত হইয়াছে একথা কখনই অনুমোদন করা যাইতে পারে না। তবে এই মাত্র স্বীকার করা যায়, যে মহর্ষি চরকের পূর্ব্বেও সদৃশ চিকিৎসার পত্তন হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, মহাত্মা চরক কোন্ সময়ের লোক। কেননা তাঁহার আবির্ভাব কাল স্থির করিতে পারিলে প্রস্তাবিত বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে।

আমরা স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড পাঠে মহর্ষি চরকের নাম শুনিতে পাই ২৪ স্কন্দ পুরাণ ভারত প্রণেতা মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, মহর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মহর্ষি চরক বা সদৃশ চিকিৎসাবিধি যে আমাদিগের ৪৩৩৩ বৎসরেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যে চিকিৎসাপ্রণালী কিঞ্চিৎ ন্যূন ১০০বৎসর হইল মহাত্মা হানিমানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছে অথবা যাহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পারা সেল্‌সস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত কিম্বা যে বীজ সূত্রটী খৃষ্ট জন্মের ৪০০ শত কি ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশীয় চিকিৎসক-শিরোভূষণ খ্যাত নামা হিপক্রেটিস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাহা যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই পদদলিত, অসভ্য বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ জাতির মস্তিষ্ক ক্ষেত্রে সমুৎপন্ন হইয়া ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই

২৪। "ধন্বো ধন্বন্তরির্নাম চরকশ্চরতীহ ন। নাসত্যাবপি নাসত্যা-বত্র চিন্তাজ্বরে কিল ॥" কাশীখণ্ড।

"ভাবতক্ষেত্রই সদৃশ চিকিৎসা-প্রণালীর আকর।" এই কথাটী শুনিয়া হৃদয় যেমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়; তেমনি যখন ইহার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়,—যখন হানিমান-প্রবর্ত্তিত সদৃশ চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত ইহাকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করা যায়, তখন কাহার না হৃদয়, শোকসন্তাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে? কোন্ ব্যক্তি এই পামর আত্মম্ভরী অবধূতদিগকে ধিক্‌কার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

আমরা হোমিওপ্যাথি মতের নিকট অবধৌতিক মতটী অপেক্ষাকৃত অবনত বলিলাম বলিয়াই পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, বক্ষ্যমান চিকিৎসা প্রণালী কিছুই নহে, অথবা ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে রোগ দমন হইতে পারে। তবে আমাদিগের কথার এই তাৎপর্য্য যে, হোমিওপ্যাথি যেমন পুষ্টাঙ্গ ও বহু বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা আজও তত-দূর উন্নত হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ উদাসীনগণ এখনও যাহার আশ্রয়ে সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন ইহা সেই প্রত্যক্ষ আশুফলপ্রদ অবধৌতিক মত।

এখন সদৃশ চিকিৎসা কথাটা কি তাহাই অগ্রে দেখা যাউক। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন—সুস্থাবস্থায় যে কোন ঔষধ সেবনে মানব দেহে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্বতঃই সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইলে সেই ঔষধটী সূক্ষ্মমাত্রায় সেবন করিলে উপশমিত হইয়া থাকে; এই বিধিটীর নামই সদৃশ চিকিৎসা বিধি।

উল্লিখিত বাক্যটী যেমন হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র, তেমনি বক্ষ্যমান অব-ধৌতিক চিকিৎসা বিধিরও ইহাই বীজসূত্র। হানিমান যেমন পৃথক পৃথকরূপে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন; অবধূতগণও তেমনি দুই বা ততোঽধিক দ্রব্য একত্রিত করিয়া প্রয়োগ বিধির পক্ষপাতী নহেন। হানিমান যেমন ব্যাধিবিশেষে তারল্যের ন্যূনাধিক্য করিয়া, সূক্ষ্ম-মাত্রার তারতম্য বিধান করিয়াছেন, অবধূতগণ তেমনি সোজাসুজি মাত্রার ন্যূনাধিক্য করিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রদান করেন। প্রভেদের মধ্যে কেবল এই মাত্র দেখা যায় যে, হানিমান সর্ব্বত্রই জল সহ ঔষধ পানের ব্যবস্থা

প্রদান করিয়াছেন, আর অবধৌতিক মতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের রস সহপান রূপে নির্দ্দিষ্ট। যাহা হউক, প্রায় শত বৎসর অতীত হইল হানিমান "ড্রেসডেনে" বসিয়া যে আর্শেনিকের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন অগ্রে অবধৌতিকমতে সেই শঙ্খবিষের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম।

শঙ্খবিষ। ১।

শঙ্খবিষ এক প্রকার শুভ্রবর্ণ কঠিন পদার্থ। চলিত ভাষায় ইহা শেঁকো বা শিমুলক্ষার বলিয়া পরিচিত। প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ ইহাকে আর্শেনিক বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা প্রস্তরাদির ন্যায় কঠিন পদার্থ হইলেও আকরিক নহে। হিঙ্গুল যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে পারদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাও তেমনি হরিতাল-বীর্য্য সম্ভূত। হরিতাল হইতে কিরূপে শঙ্খবিষ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সুলভমূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া, আমরা এপর্য্যন্ত স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লই নাই।

শঙ্খবিষ প্রস্তুত প্রণালী।

তীর্য্যক্ পাতন যন্ত্রে বংশ পত্র হরিতাল ভস্ম করিলে, তাহা হইতে এক প্রকার শ্বেত বীর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্বেত বীর্য্যই শঙ্খবিষ বলিয়া পরিচিত (১৫)।

সুস্থাবস্থায় শঙ্খবিষ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, মুখাভ্যন্তর আরক্ত, গলদেশ শুষ্ক, উষ্ণ ও জ্বলিত বোধ, কণ্ঠনালী স্ফীত ও রন্ধ্র সঙ্কুচিত, অসহ্য পিপাসা, কম্প, আক্ষেপ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, ও অবসাদ, মাথাঘোরা ও

---

২৫ "তির্য্যক্ পাতনযন্ত্রেন তালে ভস্মীকৃতে ততঃ।
লভ্যতে শ্বেতবীর্য্যং যৎ
শঙ্খবিষ মিতি লোকে। রসেন্দ্র কৌমুদী

ভার বোধ, গ্রন্থি দেশে বেদনা, শ্লেষ্মার উদ্রেক ও নাক মুখ দিয়া কফ নির্গমন, বমনোদ্বেগ ও রক্ত মিশ্রিত ভুক্ত দ্রব্যের বমন, পচন ক্রিয়ার শৈথিল্য, পাকাশয় জ্বলিত ও প্রপীড়নে বেদনা বোধ, মলদ্বার আরক্ত ও বেদনা বিশিষ্ট, মল পীত, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ বা মলধার ঘিলুর মত ও দুর্গন্ধ, অতীসার, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ, মূর্চ্ছা ও কখন কখন অতিরিক্ত অস্থিরতা বোধ, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগ, জীবনী শক্তির হ্রাস অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে।

শঙ্খবিষ শোধন বিধি।

প্রথমতঃ একখানি মননাসিজের ডালের অভ্যন্তরস্থ মজ্জা ফেলিয়াদিয়া তন্মধ্যে শঙ্খবিষ পুরিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিতে হয়। পরে আর্দ্র ধান্য রাশি দ্বারা একটী স্থালী পূর্ণ করতঃ তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবিষ সহ সিজুডাল নিহিত করিয়া, মৃদু অগ্নি সন্তাপে ১ এক প্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে; যখন দেখিবে যে,ধান্য রাশি ভেদ করিয়া সুন্দররূপে ধুম নির্গত হইতেছে,তখন চুল্লী হইতে শঙ্খবিষ পৃথক করিয়া লইবে। অনন্তর দুগ্ধ সহ অনুমান ১০ কি ১২ মিনিট কাল দোলা যন্ত্রে [২৬] পাক করিলেই শঙ্খবিষ শুদ্ধ হয়। ইহা অজীর্ণ, জ্বর নাশক ও কান্তি, পুষ্টি বলপ্রদ (২৭)।

শঙ্খবিষ ভস্ম বিধি।

হাতীশুঁড়ার রসসহ শঙ্খবিষ মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া, পরে টঙ্কন [সোহাগা] ও দুগ্ধ দ্বারা সন্ধিস্থান উত্তম রূপে বদ্ধ করতঃ পঙ্কলিপ্ত বস্ত্রে সাতবার বেষ্টন করিয়া গজপুট প্রদান করিলেই সুন্দররূপ ভস্ম হয়। অথবা নাগ ফেণার পাতার কাঁটা ফেলিয়াদিয়া অর্দ্ধ কুট্টিত করতঃ ৩০ ত্রিশ সের

---

(২৬) "দ্রব্যেন ভাণ্ডস্য পূরয়িত্বার্দ্ধ মাত্রকং।
সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধাভেষজপোট্টলীং।
স্বেদয়েচ্চান্তরগতাং দোলাযন্ত্র মিদংস্মৃতং॥"

[২৭] "তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি পুষ্টিবলপ্রদং।" রসেন্দ্র কৌমুদী।
রসেন্দ্র কৌমুদী।

পরিমাণে কোন একটী পাত্তিলে পুরিয়া তন্মধ্যে শঙ্খবিষ নিহিত করতঃ তেঁতুল কাষ্ঠের অগ্নিতে ১২ প্রহর জ্বাল দিতে হয়, পূর্ব্বমত ভস্ম করিতে হইবেক। অপিচ কেহ কেহ বলেন কাটানটের মূল সুন্দর রূপে কুট্টিত করতঃ তন্মধ্যে শঙ্খবিষ নিহিত করিয়া লঘুপুট প্রদান করিলেই উত্তমরূপে ভস্ম হয়।

শঙ্খবিষ ব্যবহার বিধি।

১। জ্বরবিকার বা হিমাঙ্গ সন্নিপাতে—দেড় ১॥০ চাউল পরিমাণে শঙ্খবিষ মধুদ্বারা হাতের তালুতে মাড়িয়া অঙ্গুলিতে লইয়া লেহন করাইবে। যদি রোগীর ঔষধ সেবনে ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ পিচকারীতে পুরিয়া নাসারন্ধ্রে পিচকারী করিবে।

২। পুরাতন জ্বরে—তুলসী পত্ররস অর্দ্ধতোলা সহ ১ এক চাউল পরিমিত শঙ্খবিষ ৫ পাঁচ দিন সেব্য। ঔষধ সেবনে যদি গরম বোধ হয়, তাহা হইলে ঘৃত ৵০ পোয়া মরিচ চূর্ণ সহ পানীয় অথবা পদিনাররস জল মিশ্রিত করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

৩। বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগে—শ্বেত বিছাটী মূল ১ এক তোলা এক ছটাক জল সহ পেষণ করিয়া লইয়া, ১ চাউল পরিমিত শঙ্খবিষ আরোগ্য দর্শন কাল পর্য্যন্ত মুহূর্মুহু সেব্য।

৪। রক্তপিত্তে—বার্লীর রস ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমিত শঙ্খবিষ ৭ সাত দিন সেবন করা কর্ত্তব্য।

৫। শ্বাসকাসে—আদার রস ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমিত শঙ্খবিষ ৫ পাঁচ দিবস সেব্য।

৬। পেটে বাতে—আদার রস ।০ অর্দ্ধ তোলা ও পদিনার রস ।০ অর্দ্ধ তোলা সহ ১।০ চাউল প্রমিত শঙ্খবিষ ৫ পাঁচ দিন সেবনীয়।

৭। বহুমূত্রে—শ্বেত বিছাটীর মূল ১ তোলা ১ ছটাক জলে পেষণ করিয়া, তৎসহ ১ এক চাউল পরিমিত শঙ্খবিষ ৭ সাত দিবস সেবন করা কর্ত্তব্য।

৮। উদর রোগে—১ এক তোলা বাসী হুকোর জল সহ ১ এক চাউল প্রমাণ ১১ একাদশ দিবস সেবনীয়।

৯। প্লীহা বা তদাশ্রয়ী জ্বরে—চাঙ্গেরী রস ।।০ অর্দ্ধ তোলা ও লেবুর রস ।।০ অর্দ্ধ তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমিত শঙ্খবিষ ৭ সাত দিবস সেবন করা কর্ত্তব্য।

১০। অম্লপিত্তে—আদার রস ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল পরিমিত শঙ্খবিষ ৩ তিন দিবস সেবন করা কর্ত্তব্য।

১১। বাজীকরণার্থ ১ এক চাউল প্রমাণ শঙ্খবিষ ／০ এক ছটাক মাখন সহ ৭ দিবস সেব্য। চতুর্দ্দশ দিবস নিয়ম প্রতিপাল্য।

শঙ্খবিষ ২৮। ইতোঽধিক ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা তাহা আমরা জানি না অথবা কেহ জানিলেও তাহা আমরা অবগত নহি। ইহা কে উন্নত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্রমশঃ—

গ্রাম—কয়েরা
পোঃ অঃ মোহনপুর
জিলা—পাবনা } শ্রীমধুসূদন রায় কবিরাজ!

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রবন্ধ লেখকের লিখিত এই প্রবন্ধস্থ সকল কথায় আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

ক্রিমিরোগ চিকিৎসা।

এই রোগ সম্বন্ধে মন্তব্য।

এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-সম্মীলনীতে যে কয়েকটী রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে, পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, সেই কয়েকটী

[২৮] শঙ্খবিষ শ্বেত ও রক্ত ভেদে দ্বিবিধ। অদ্য যাহা বলা হইল, তাহা শ্বেত সম্বন্ধীয় কথা। বারান্তরে রক্তশঙ্খী সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা আছে।

রোগেরই কারণ ও চিকিৎসা প্রভৃতিতে কবিরাজী ও ডাক্তারী এই উভয় মতে প্রায়ই অনেকটা মিল আছে। কিন্তু ক্রিমিরোগ সম্বন্ধে আমরা ইহার পূর্ব্ব সংখ্যা সম্মিলনীতে উক্ত উভয়মতে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে এই উভয় মতে মিলন দেখাইতে পারি নাই। কেননা ডাক্তারী মতে সাধারণতঃ ক্রিমি ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আর কবিরাজী মতে ইহা বিংশতি প্রকার; সুতরাং এই অমিল সম্বন্ধে এস্থলে দুই চারিটী কথা বলিতেছি।

যখন বৈদ্যমতে মস্তকস্থ চুলের উকুন এবং দদ্রু রোগ উৎপাদক কীটকে ও ক্রিমি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন ইহার চিকিৎসার সময় মসামাছি ও ইন্দুরপর্য্যন্তকেও দূর করিবার উপায় লিখিত আছে। আর ডাক্তারী মতে কেবলমাত্র ত্রিবিধ আভ্যন্তরিক ক্রিমির উল্লেখ ও তাহারই চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে, তখনই এই উভয় মতের পরস্পর পার্থক্যের বিষয় বোধহয় আর পাঠক গণকে অধিক করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখন কথা এই যে, ডাক্তার মাত্র তিন প্রকার ক্রিমির বিষয় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, আর কবিরাজ সে স্থলে বিংশতি প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব এরূপ স্থলে ঐ উভয় মতের মধ্যে কাহার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নেরই উত্তরস্থলে আমরা বলি যে, ডাক্তার ক্রিমিকে ত্রিবিধ বলিয়া স্বীকার ও তদনুরূপ চিকিৎসার বিধান করিয়া যে, কোনরূপ ক্রটী বা ইহার চিকিৎসার অসম্পূর্ণতা রাখিয়াছেন, আর কবিরাজ ইহাকে বিংশতি প্রকারে বিভক্ত ও তদনুসারে চিকিৎসার বর্ণনা করিয়া যে, কিছু বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। কেন যে পারিনা, তাহা একে একে বলিতেছি।

১ম। মনে কর ডাক্তারিতে চুন, কেঁচো ও ফিতার ন্যায় ত্রিবিধ ক্রিমি স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাউক, বৈদ্যমতেও ঐরূপ ত্রিবিধ ক্রিমির উল্লেখ আছে কি না? উত্তরে বোধহয় সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদ্যমতে ক্রিমিরোগের মধ্যেও ঠিক ঐপ্রকার ফিতার ন্যায় বিস্তৃত, কেঁচোর মত গোলাকার এবং চুলের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম এই ত্রিবিধ

ক্রিমিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এ অংশে সম্পূর্ণই মিল আছে। কেবল এঅংশ বলিয়া নহে, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, মিষ্টাদিদ্রব্য অধিক ভোজন এবং পরিশ্রমাদি না করা প্রভৃতি যেমন ডাক্তারী মতে ক্রিমিরোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধারণে বোধ হয় ইহার পূর্ব্বসংখ্যা সম্মিলনীতে দেখিয়াছেন যে, কবিরাজীমতেও তেমন এই রোগের ঐ সমস্ত কারণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এ অংশেও পরস্পরে অমিল নাই। পরন্তু এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধেও যে কিছু অমিল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা ইহার পূর্ব্বসংখ্যা সম্মিলনীতে অতি বিশদরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক করে না। যাহাহউক, দেখাগেল, ইহার আবশ্যকীয় কথা লইয়া প্রায় উভয়মতেই মিল আছে, তবে এক অমিল হইয়েছে, বৈদ্য-মতের ইকুন প্রভৃতি নামক কতকগুলি অতিরিক্ত ক্রিমি লইয়া। সে যাহা-হউক, আয়ুর্ব্বেদ ক্রিমি অধিকারে ঐসমস্ত কীটকে ক্রিমিভুক্ত করিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছেন? সে প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা তুলিতে হয়। দুই এক কথায় অতি সহজে এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবপর নয় বলিয়া আপাততঃ আমরা আর এসম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। তবে যদি আমাদের কোন বিজ্ঞ পাঠক, এসম্বন্ধে কিছু বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা সাদরে গৃহীত এবং এই পত্রিকাতেই মুদ্রিত করা যাইবেক। আর আমাদেরও সময়ান্তরে এসম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রিমিরোগ সম্বন্ধে অন্য যাহা বক্তব্য, তাহা এই রোগের চিকিৎসার শেষ "মিলন বা মীমাংসা" নামক প্রবন্ধে এই সংখ্যাতেই বলা হইবেক।

এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা। ১

ইহার চিকিৎসার সময় প্রথমতঃ প্রধান দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবেক ; যথা—কেঁচোর মত ও ফিতার মত এই উভয়বিধ ক্রিমির মধ্যে কোন্ রকমের ক্রিমির চিকিৎসা করি ? যদিচ এই দুই রকম ক্রিমির চিহ্ন ইতিপূর্ব্বে একরকমই বর্ণনা করা হইয়াছে। তথাপি এই দুয়ের প্রভেদক চিহ্ন এই যে, ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে মল বিশেষরূপে পরী[illegible]া করিয়া দেখিলে প্রায়ই তাহাতে লাউবীচির ন্যায় সাদা গাঁট গাঁট খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি মলে এইরূপ চিহ্ন পাওয়া না যায়, তবে সেস্থলে মলে কিংবা শরীরস্থ অপর দ্বার দিয়া ক্রিমি নির্গত না হইলেও কেঁচোর মত ক্রিমির নির্দ্দেশ করিতে হইবেক। যাহাহউক, এই কেঁচোর মত ক্রিমির চিকিৎসার জন্য এইমতে ১ স্যান্টনাইন্ উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিতে হইবেক। ইহার মাত্রা ৬ মাস হইতে ১ এক বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ গ্রেণ, এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এক গ্রেণ পাঁচ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত দুইগ্রেণ মাত্রা এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৩তিন গ্রেণ মাত্রার ব্যবহার করিবেক। ইহার অধিক মাত্রায় আমারমতে কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, ৫ পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় রোগীর উলাউঠা রোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত করিয়াছে। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, সেই অবস্থা হইতে একটী রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়াছে। যথা—বেলেঘাটায় ১৫।১৬ বৎসরের একটী বালককে, কোন ডাক্তার ৫ পাচ গ্রেণ মাত্রায় স্যান্টনাইন্ ব্যবহার করায় সেই বালক ওলাউঠা, তড়্কা ও অতি ঘর্ম্মাক্রান্ত হইয়া তাহার পরদিনেই মৃত্যুলাভ করে।

১। এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগী চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন। চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

২য় ঔষধ। টার্পিন তৈল রেড়ীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেও অনেক সময় পূর্ব্বোক্ত স্যান্টনাইনের মত ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩য় ঔষধ। ইপিকাকুয়ানাও এইরূপ ক্রিমি রোগের পক্ষে একটী প্রধান ঔষধ। ইহা খুব অল্পমাত্রায় ক্যালমেলের সংযোগে দিলে, উক্ত ক্রিমির স্রাব করে। কিন্তু ইহার ক্রিয়া কিছুদিন ব্যবহারের পর প্রকাশ পায়। ইপিকাকুয়ানা এইরূপ ক্যালমেলের সহিত প্রত্যেক রাত্রিতে ৪।৫ দিবস পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত। আর ইহা ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এই কারণে স্যান্টনাইন্ ব্যবহার না করিয়া আমি প্রায়ই দুই বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে স্যান্টনাইনের পরিবর্ত্তে ক্যালমেল সংযোগে ইপিকাকুয়ানা ব্যবহার করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী মতের অতি বিরেচক ঔষধ দ্বারাও [জ্যালাপ্ ও স্ক্যামনি প্রভৃতি] অনেক সময়ে ঐ সমস্ত ক্রিমির স্রাব হইতে পারে।

৪র্থ ঔষধ। এতদ্ভিন্ন অনেক সময়েই আমি ইচ্ছা করিয়া দেশীয় গাছ গাছড়া দ্বারা এইরূপ ক্রিমির শান্তি করিয়া থাকি। যথা—১ম, সোমরাজীর বীজ তুল্য পরিমাণে লবণের সহিত একত্রে কিঞ্চিৎ জলের দ্বারা গলাধঃকরণ করাইয়া থাকি। ইহাদ্বারা ক্রিমির স্রাব হয়। দ্বিতীয় আনারসের মাজ অর্থাৎ ভিতরকার কচিপাতার মূল থেঁতো করিয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক কিঞ্চিৎ লবণের ও চূণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যুষে খালি পেটে খাইতে দিয়া থাকি। ইহা দ্বারাও ক্রিমির স্রাব হইতে পারে। ৩য় ভাঁটীপাতার রস ঐরূপ নিয়মে খাওয়াইলেও ঐরূপ ফল দর্শে। বলা বাহুল্য যে, আমরা ক্রিমি রোগে এই সমস্ত গাছ গাছড়া ঔষধ আমাদের পরিবারের মধ্যে সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া বিশেষরূপ ফল পাইয়া থাকি।

এতদ্ভিন্ন আমি শুনিয়াছি, বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে লেকচার উপলক্ষে বালকদিগকেও বলিয়াছি যে, ক্রিমিরোগে পেঁপের আঠা ও বীচি ক্রিমিনাশকের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং আমি

আরও শুনিয়াছি যে, বিড়ঙ্গ ও পলাশপাপড়া এবং করল্লা উচ্ছের পাতার রস ক্রিমিশান্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধ আমি স্বয়ং পরীক্ষা করি নাই।

এক্ষণে ফিতার মত ক্রিমির চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। ১ম। এই ক্রিমির শান্তির জন্য সাধারণতঃ টার্পিন তৈল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রেড়ীর তৈলের সংযোগে ব্যবহার করা উচিত। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ইহার মাত্রা ২ ড্রাম হইতে অর্দ্ধ আউন্স পর্য্যন্ত। ইহার অপেক্ষা অধিক মাত্রাতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু আমি অর্দ্ধ আউন্সের অধিক কখনও ব্যাবহার করি নাই।

২য়। মেল্ ফারণের সার অর্দ্ধ ড্রাম হইতে ১ এক ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই ঔষধের প্রয়োগের ৬ হইতে ৮ ঘন্টার পর কোন মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক।

৩য়। দাড়িমমূলের ছাল এই রকম ক্রিমির পক্ষে আমার মতে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেননা যে যে স্থলে আমি পূর্ব্বোক্ত টার্পিন তৈল ও মেলফারণের সার ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পাই নাই। ঐ সকল স্থলে দাড়িমের মূলের ছালের কাথ ব্যবহার করিয়া এই রকম ক্রিমির স্রাব করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি ইহার কাথ এইরূপে প্রস্তুত করিতে বলি। যথা—অর্দ্ধপুয়া দাড়িম মূলের ছাল অর্দ্ধসের জল দিয়া ফুটাইয়া।০ এক পুয়া শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর উহা দুই দুই ঘন্টা অন্তর এক একবার দিই, যে পর্য্যন্ত না এক পুয়া শেষ হয়। ইহার ব্যবহারের পর প্রায় অপর বিরেচক ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এই ক্রিমির জন্য অন্যান্য ঔষধ আছে, এবং সেই সমস্ত ঔষধ অন্যকে ব্যবহারও করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু আমি উপরোক্ত তিন প্রকার ঔষধ দ্বারাই আশানুরূপ ফল পাইয়া থাকি।

৩। চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ক্রিমির চিকিৎসা বলিতেছি। এইরকম ক্রিমিতে আভ্যন্তরিক ঔষধ দ্বারা প্রায় কোন উপকার দেখা যায় না। অতএব এই ক্রিমির বিনাশের জন্য ঔষধ সহযোগে পিচকারী দেওয়াই বিধেয়।

যথা—১ম। টিঞ্চার কোয়াশিয়ার অরিষ্ট, ২য় লবণমিশ্রিত জলের এবং উষ্ণ জলের সহিত টার্পিণ তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী দিলে ঐ সমস্ত ক্রিমি বহির্গত হইয়া থাকে।

মন্তব্য।

সাধারণ ক্রিমিরোগে প্রায়ই শরীরের দুর্ব্বলতা, শক্তির অল্পতা, অজীর্ণ এবং ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অতএব ক্রিমি স্রাবের পর ঐ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য লৌহ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

ক্রিমিরোগ হইতে মূর্চ্ছা, তড়কা ও বিকার প্রভৃতি কঠিন উপসর্গ আসিয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ স্থলে যদি ইহা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ক্রিমিবশতঃই ঐসমস্ত বা উহার মধ্যে কোন এক লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। তবেইসেইস্থলে ক্রিমি বিনাশের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি ব্যবহার করিবেক। নচেৎ কেবল অনুমানে সন্দেহ করিয়া ক্রিমি থাকিলেও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করা কখনই বিধেয় নহে। কেন না এই অবস্থাতে যদি ঐরূপ ক্রিমির উত্তেজক ঔষধ দেওয়া যায়, তবে তাহাদ্বারা ক্রিমি সকল উৎক্রান্ত হইয়া নানাবিধ কষ্টদায়ক উপসর্গ আনিতে পারে। এমন কি, সময় বিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তের আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম, ডি।

ক্রিমির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

ক্রিমির আকার প্রকার ভেদে চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন যথা (গ্রন্থকার লরির মতে)।

১। সূত্রাকার ক্রিমি।

এই সকল ক্রিমি অতি ক্ষুদ্রাকার এবং গুহ্যদ্বারে বা তাহার উপরে সরল অন্ত্রে ঐ রকম সহস্র সহস্র ক্রিমি থাকে, ছেলেদেরই অধিক হয়, কখন কখন গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বিছানায় বা পরার কাপড়ে নড়িয়া বেড়ায়।

ঔষধ।

(১) একোনাইট্। সূত্রাকার ক্রিমিরোগের সঙ্গে জ্বর থাকিলে সর্ব্বাগ্রে ইহা দেওয়া কর্ত্তব্য, উহার তৃতীয় (৩) তারল্য ১।২ ফোটা মাত্রায় ৪ চারি ঘণ্টা অন্তর রোজ ৩।৪ বার।

(২) ইগ্নেসিয়া (৩) তারল্য। শরীরের কোন অংশের বা হস্ত পদের মাংস পেশীর আক্ষেপ বা খিল ধরা উপস্থিত হইলে এবং মলদ্বারের ছাল উঠিয়া গেলে। একোনাইট্ নিয়মে প্রয়োগ করিবে।

৩। ফিরম্ [৬] তা। বার বার মুখে জল উঠে বা পেট হইতে জল বমন হয়—ইহা একদিন ব্যবহারের পর উপকার না হইলে চৈপিকা [৩]পূর্ব্ব নিয়মে খাওয়াইতে হয়। তাহাতেও উপকার না হইলে পল্সেটিলা [৩] খাওয়াইবে।

[৪] মার্কিউরিয়স [৩০] তা। এই রোগের সঙ্গে বার বার পাতলা বাহ্য হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়।

[৫] সল্ফার [৬ বা ৯] তা। আরম্ভ হইতে শুদ্ধ এই ঔষধ ব্যবহারে অনেকে আরোগ্যলাভ করে। রোগীর মুখে তিক্ত আস্বাদ, চিনি খাইতে ভাল বাসে, মাংসের প্রতি অরুচি। কখন গা বমি বমি কখনো বা বুকজ্বালা, হিক্কা, পেটে হুড় হুড় শব্দ। প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া কিম্বা আবার বৈকালে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব [৬]তা। পাতলা বাহ্য, উদরাধ্মান, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে পূর্ব্ব নিয়মে সেব্য।

২। বৃহৎ (কেঁচুয়ার মত) ক্রিমির ঔষধ।

[১] একোনা[৩] তা। ক্রিমির সঙ্গে জ্বর থাকিলে পূর্ব্ব নিয়মে প্রয়োগ।

২। সিনা ৩ তা। এই ঔষধ বৃহৎ ও সূত্রাকার ক্রিমির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার লক্ষণ—নিদ্রাতে নাক চুল্কনী, অস্থিরতা, কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা কিন্তু দিলে তাহা ফেলিয়া দেয়, শিশু থাকিয়া থাকিয়া ক্রন্দন করে, উদরস্ফীত, শূলব্যথা, কোষ্ঠ কঠিন,

বা দুর্বল। সন্ধ্যার সময় অবরোধ। নিদ্রায় চীৎকার, বা প্রলাপ, জিহ্বায় আঠাল শ্লেষ্মা, উদ্গার বমন ইত্যাদি।

৩। নক্সভমিকা ৩। তা। সিনার উত্তম সহকারী, বিশেষতঃ কোষ্ঠ কঠিন বা অজীর্ণ থাকিলে। উদরস্ফীত বা টিপিলে ব্যথা বোধ, বমনোদ্রেক।

৪। মার্কিউরিয়স ৬। তা। বাহ্য পাতলা, উদরাধ্মান, নাভির কাছে টিপিলে ব্যথা বোধ এবং থুথুর বৃদ্ধি। অতি ক্ষুধা, মুখ ও প্রশ্বাস-বায়ু দুর্গন্ধ, অধিক খাইতে পারে অথচ দুর্ব্বল, মলদ্বারে চুলকনী।

৫। ইপিকা ২। তা। বার বার বমি বা কৃশতা, বমনোদ্রেক।

৬। চাইনা ৬ তা। রাত্রে অন্ত্রের কষ্টের বৃদ্ধি, নাক চুলকনী, উদরাধ্মান, পাকস্থলীতে ব্যথা, বুক-জ্বালা, গা বমি বমি, শরীরের কোন কোন মাংসপেশীর কম্প বা চালনা।

৭। স্পাইজিলিয়া তা ৩। অতিক্ষুধা, অন্ত্রে শূল, ভেদ, প্রাতে গা বমি বমি ও গলার ভিতর কিছু আছে, এমত বোধ, আহারের পর কষ্টের বৃদ্ধি।

৮; বেলেডনা ৫। তা। স্নায়বীয় ও মস্তিষ্ক উত্তেজনাতে বিশেষ উপকারী। নিদ্রায় প্রলাপ ও চমকিয়া উঠে, শিরঃপীড়া, অন্ত্রশূল ও জ্বরভাব।

৯। সিকিউটা ৫। তা। ক্রিমিজ অন্ত্রশূল তড়কা ও জ্বর ভাবের উত্তম ঔষধ।

১০। স্যান্টোনাইন্ ১।২ তাবলা। ইহাকে চিনির সঙ্গে মিশাইয়া ১ বা ২ তাবলা করিতে হইবে, যুবকেরা খালি পেটে তাহার ২।৩ গ্রেন্ মুখে লইয়া কিছু দুগ্ধ পান করিবে, শিশুদেরও ঐরূপ ৩ তাবলা খাওয়াইবে। বড় রকমের ক্রিমিরপক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সূতার আকার ক্রিমিতেও কিছু উপকার করে।

১১। সেবেডিলা ১। নিদ্রাতে চমকিয়া উঠে। গলার ভিতর ক্রিমি আছে এমত বোধ, বমির সঙ্গে বড় ক্রিমি নির্গত।

১২। ষ্ট্যানম্ ৩ তারল্যের চূর্ণ। ক্ষুধার মত অথচ খাওয়া যায় না। আহারের পর তিক্ত বমন বা গা বমি বমি, গুহ্যদ্বারে ব্যথা বা জ্বালা, অন্ত্রশূলের কষ্ট নিবারণার্থে পেটে কোন শক্ত পদার্থ লাগাইয়া ঠেলিয়া ধরিতে হয়। শ্লেষ্মযুক্ত বাহ্যেতে ক্রিমি দেখা যায়।

সূত্রাকার ক্রিমির ঔষধ।

১। একোনাইট ৩। ত্রা। জ্বর থাকিলে। রাত্রে অস্থিরতা, স্বভাবের উগ্রতা বা ভীরুতা। প্রযোগ পূর্ব্বনিয়মে।

২। সিনা ৩ ত্রা। উহার বৃহৎ ক্রিমির ২। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে।

৩। ফিলিক্সমাস্ ৪। মিষ্ট সামগ্রী খাওয়াতে অসুখ হইলে। নাক বা মলদ্বারে চুল্কন মধ্যে মধ্যে অন্ত্রশূল বা তলপেটে বেদনা, ক্ষুধার হ্রাস।

৪। টিঞ্চার কোসে বা উহার ভিন্নান জল সেব্য। অতিঘর্ম্ম, কৃশতা অনিদ্রা, উদরস্ফীততা।

৫। লাকোপোডিয়ম্ ৩ ত্রা। শরীর হলদে বর্ণ, অন্ত্রে কিছু নড়িয়া বেড়াইতেছে এমত বোধ, শরীরে উপরার্দ্ধ কৃশ, নিম্নার্দ্ধ স্থূল।

৬। মার্কিউরিয়স্ ৬। পেটুক বা অধিক আহারে রত অথচ ক্রমে দুর্ব্বল।

৭। পিউনিকা গ্রোটোবিয়ম্ ডালিমের খোসনে শরীর হলদে। দাঁত কড়মড়ি, মুখে স্পনিকার আধিক্য।

৮। টিউক্রিম বা অ টিকা ১। ক্রিমি জনিত মলদ্বারে চুল্কনীর উত্তম ঔষধ।

বৈদ্যমতে চিকিৎসা।

সকল রোগেরই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, যে যে কারণে সেই রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে রোগীকে সেই সমস্ত কারণ হইতে নিবৃত্ত রাখা চিকিৎসকের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এইরূপ করাকে বৈদ্যমতে "নিদান পরিবর্জ্জন" বলে। বস্তুতঃ আমরা এমন অনেক স্থলে দেখিতে

পাই যে, একমাত্র "নিদান পরিবর্জ্জন" দ্বারা অর্থাৎ রোগোৎপাদক কারণ হইতে একবারে নিবৃত্ত থাকিয়া বিনা ঔষধেও অনেক রোগী অতি উৎকট উৎকট রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এই নিদান পরিবর্জ্জনের এতদূর আবশ্যকতা মনে করিয়া ক্রিমি রোগের চিকিৎসার সম্বন্ধে কোনরূপ ঔষধাদি বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে আমরা এই কথারই অবতারণা করিলাম। অতএব চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, রোগীকে দেখিবামাত্রই যে যে কারণ হইতে তাহার সেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে অগ্রে তাহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া রোগীকে সেই সমস্ত কারণ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবেন, এবং রোগীরও কর্ত্তব্য এই যে, রোগোৎপত্তির কারণ পরিজ্ঞাত হওয়ার পর হইতে আর কোনমতেই যেন তাহা সেবন না করেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাহার যে কোন কারণ হইতে ক্রিমিরোগের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে বা তাহা বুঝিতে পারিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কারণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন। কেন না আমরা এমন অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে সমস্ত বালক বালিকা অতি শিশুকাল হইতে আকণ্ঠ মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রতিনিয়ত ভক্ষণ করিয়া ক্রিমিরোগে ভয়ানক কষ্টে অবস্থান করে, সেই সমস্ত বালককে কিছুদিন পর্য্যন্ত একমাত্র মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত করাইয়াই বিনা ঔষধে তাহারা ক্রিমির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। *যাহাহউক, অতঃপর আমরা ইহার চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

---

* উপরোক্ত কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে হয়ত এ আপত্তি তুলিতে পারেন এবং তুলিয়াছেনও যে, কেন এ সমস্ত জানা কথার আর এত করিয়া আন্দোলন করার প্রয়োজন কি? উত্তর অবশ্য—বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ পাঠকের নিকট এসমস্ত কথা যে বক্তব্য নহে, তাহা আমরাও স্বীকার করি, এসংসারে বিজ্ঞের সংখ্যা কয়জন? তাই বলিতেছি যে, অনেক অবিজ্ঞের কাজে লাগিবে বলিয়াই আমরা উপরোক্ত সমস্ত কথা লিখিলাম।

বৈদ্যমতে ক্রিমিরোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ কতকগুলি ধরাবাঁধা ঔষধ প্রচলিত আছে। যথা ভাঁটি পাতা, ২ পালতে মাদারের পাতা বা ছাল। ৩ সোমরাজী বীজ ৪ আনারসের কচিপাতার মূল বা মাজ। ৪ চূণের জল। ৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পলাশ পাপড়া। ৮ কমলা গুড়ি এবং ক্রিমি মুদগরস প্রভৃতি বড়ী ঔষধ ও বিড়ঙ্গ, তৈল এবং ত্রিফলা ঘৃত প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন নিম্ পাতা ও ছাল এবং পলতা প্রভৃতি তিক্তক গুলিও সময় বিশেষে ক্রিমি শান্তির জন্য প্রযুক্ত এবং তাহা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াও থাকে। ফলতঃ এই এতগুলি ঔষধের মধ্যে বিড়ঙ্গই ক্রিমিরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন আছে। সেই জন্য বৈদ্য-মতে ক্রিমিরোগে যে কোন ঔষধেরই উল্লেখ আছে, প্রায়ই তাহাতে কিছু না কিছু বিড়ঙ্গের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত ঔষধগুলির মধ্যে ভাটি পাতা, আনারসের পাতা ও পাল্তা মাদারের পাতার রস এবং চূণের জল ও সোমরাজী বীজ এই কয়েকটী প্রায়ই সাধারণ ক্রিমিতে যে সে অবস্থায় মুষ্টিযোগ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু ক্রিমিমুদ্গররস প্রভৃতি ঔষধের ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা প্রায়ই এই সমুদায় ঔষধ দ্বারা ঐসমস্ত বড়ী ঔষধের অনুপান দিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী ঔষধের প্রয়োগ-বিধি দেখাইতেছি।

১ম। প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় ভক্ষণ করিয়া কিছু পরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী চন্দনের মত বাটিয়া ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

২য়। পাল্তে মাদারের পাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩য়। প্রতিরোজ প্রাতে বিড়ঙ্গের শাঁসচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলেও ঐরূপ উপকার দর্শে।

৪র্থ। খেজুর পাতার ক্বাথ বাসী করিয়া মধুর সহিত খাইলে সর্ব্ব-প্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

৫ম। খোরাসনি যমানী, সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিজন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ। পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল, ও চিরতাচূর্ণ গুড়ের সহিত ৩ দিবস সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্রে সেবন করিলে সমুদায় ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন ক্রিমি শান্তির জন্য ক্রিমিমুদ্গার রস, হরিদ্রাখণ্ড, কীটারী রস এবং ত্রিফলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধ প্রচলিত আছে। কিন্তু বিস্তারভয়ে আমরা এস্থলে সে সমস্ত ঔষধের তালিকা প্রদান করিতে পারিলাম না।

এইত গেল আভ্যন্তরিক ক্রিমির চিকিৎসা, অতঃপর বাহ্যিক ক্রিমির (উকুন প্রভৃতির) দূর করিবার উপায় বলা হইতেছে।

উকুন মারিবার ঔষধ।

১ম। নালিতা শাকের বীজ কাঁজীর সহিত বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

২য়। ধুতুরা পাতার রস অথবা পানের রস পারার সহিত মাড়িয়া ঘনীভূত হইলে মস্তকে প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা মস্তকের উকুন বিনষ্ট হয়।

৩য় ঔষধ। বিড়ঙ্গ তৈল এবং ধুস্তুর তৈল ব্যবহার দ্বারা ও সর্ব্ব প্রকার উকুন বিনষ্ট হয়।

গৃহস্থিত মক্ষিকা (মাছি) তাড়াইবার উপায়।

ধুনার ধোঁয়া প্রদান করিলে গৃহস্থিত সমুদায় মক্ষিকা পলায়ন করে।

মূষিক (ইন্দুর) তাড়াইবার উপায়।

বিড়ালের বিষ্ঠা ও হরিতাল একত্রে পেষণ করিয়া কোন মূষিকের গাত্রে লেপন করিবে। ইহাতে উহার গাত্র আঘ্রাণ করিয়া অপর সমুদায় মূষিক গৃহ হইতে পলায়ন করে।

মন্তব্য।

উপরে উকুন ও মাছি প্রভৃতি জন্তুকে তাড়াইবার জন্য যতগুলি উপায় লিখিত হইল। [illegible] ধুনার ধোঁয়াদ্বারা যে মাছি পলায়ন করে, এটী আমাদের পরীক্ষিত কিন্তু অন্যগুলি আমরা পরীক্ষা করি নাই। অতএব আমাদের পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে উকুন ও মুষিকের উৎপাতে অস্থির, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ক্রিমিরোগের দৃষ্টফল চিকিৎসা।

উপরে আমরা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক এই উভয়বিধ ক্রিমি শান্তির জন্য কেবল পুস্তকের লিখিত চিকিৎসা বলিলাম। অতঃপর নিম্নে ২৪ টী দৃষ্টফল চিকিৎসার বিষয় বলিতেছি।

১। বালকেরই হউক, আর বৃদ্ধেরই হউক, অথবা যে কোন ব্যক্তি যে কোনরূপ ক্রিমির সূত্রপাতমাত্র যদি আমাদের পূর্ব্বলিখিত ভাঁটী-পাতার রস প্রভৃতি ঔষধ গুলির মধ্যে কোনটী নিয়মিত ৪।৫ দিবস পর্য্যন্ত সেবন করান হয়, তবে তাহাদ্বারা সহজেই সেই ক্রিমির বিনাশ হইতে পারে।

২। কিন্তু ক্রিমি অপেক্ষাকৃত অধিক দিনের হইলে আর ঐ সমস্ত গাছগাছড়া ঔষধের কোন একটী দ্বারা অশানুরূপ উপকার দর্শে না। সুতরাং সে সময়ে কিছুদিন নিয়মিত ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় আমাদের ক্রিমিমুদ্গার রস ঔষধের একবটী বিড়ঙ্গের শাঁস ।০ আনা ও পলাশপাপড়া ।০ চারি আনা একত্রে জলদ্বারা চন্দনের মত বাটীয়া তাহার সহিত সপ্তাহ বা তদধিক কাল সেবন করাইতে দিয়া পরে কোনরূপ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলেই উদরস্থ সমুদায় ক্রিমি বিনষ্ট ও বাহির হইয়া যায়।

৩। ক্রিমির বিনাশ ও প্রস্রাবের জন্য বয়ঃক্রমানুসারে কমলাগুঁড়ির দুই, চারি বা আট আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা ক্রিমির বিনাশ ও অল্প বিরেচন হইয়া উহার স্রাব হইয়া থাকে।

৪। যে সমস্ত ঔষধ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার ও তাহাদের প্রত্যক্ষ ফলের পরিচয় পাইয়া থাকি, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক,স্থান, সময় ও ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আবশ্যক-মত উহাদের মধ্যে কোন একটী প্রদান করিলেই আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইবেন না। আর গৃহস্থ মহাশয়দিগকেও বলি যে, রোগ পাকাইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য পরে ব্যাকুল হওয়ার অপেক্ষা, রোগ যাহাতে জন্মিতে না পারে, পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্যই বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ভরসা করি, আমাদের লিখিতবাক্যে কর্ণপাত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় বালক বালিকাদিগকে পক্ষান্তে বা মাসান্তে হউক, পূর্ব্বোক্ত তিক্তক ঔষধের কোন একটী নিয়মিত পান করাইয়া মঙ্গল-নিধান দেশাচারের মর্য্যাদা এবং শিশুগণকে ভাবী ক্রিমির আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিতে ঔদাস্য করিবেন না।

মিলন বা মীমাংসা।

(ক্রিমিরোগ)

ইতিপূর্ব্বে যেমন ডাক্তারী ও কবিরাজী এই উভয়মতে এই রোগের লক্ষণগত পরস্পর ঠিক্ মিল দেখিতে পাই নাই, পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধেও এই উভয়মতে সেইরূপ সম্পূর্ণ মিল নাই। না থাকিলেও যে বিশেষ কোনরূপ অমিল আছে, একথা বলিতে পারি না। কারণ ডাক্তার যে উদ্দেশ্যে ক্রিমিশান্তির জন্য স্যান্টনাইন প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কবিরাজ ও ঠিক্ সেই উদ্দেশ্যেই বিড়ঙ্গের শাঁস ও পলাশ পাপড়া প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ করেন। অতএব বোঝা-গেল, ক্রিমিশান্তির জন্য ডাক্তার কবিরাজ উভয়ের মধ্যে যে সমস্ত ঔষধ প্রচলিত আছে তাহাদের উদ্দেশ্য সকলেরই এক, এবং উপকারও তাহা-দের দ্বারা যথাসম্ভব আশানুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসা-গত একটী প্রধান অমিল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে অমিলটী এই—

ডাক্তার বলিয়াছেন—"চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমির শান্তির জন্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে কিছুমাত্র উপকার দর্শে না. এই নিমিত্ত তাহার বিনাশের জন্য কোয়াশিয়ার অরিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা পিচ্‌কারী প্রদান করিবে"। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পিচ্‌কারী দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকিলেও কিন্তু ঠিক্‌ ঐরূপ ক্রিমির শান্তির জন্য বিশেষ কোনরূপ পিচ্‌কারী ব্যবস্থা না করিয়া কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধেরই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাহার বিনাশের জন্য ডাক্তারী মতে পিচ্‌কারী ভিন্ন আর উপায়ই নাই, কবিরাজ ঠিক্‌ সেইরূপ ক্রিমি কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধদ্বারা শান্তি করিতে পারেন বলিয়া কাজেই এই উভয় চিকিৎসার পরস্পর অবশ্যই পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব এখন এস্থলে প্রশ্নের বিষয় এই যে, এই উভয়মতে ঐরূপ পার্থক্য থাকায় প্রকৃত পক্ষে আমরা কোন্‌ চিকিৎসার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া লইব? এই কথারই উত্তরে আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, ডাক্তার উক্ত ক্রিমির শান্তির জন্য ঔষধ সহযোগে পিচ্‌কারী দিয়া, যেরূপ আশানুরূপ ফললাভ করিয়া থাকেন, কবিরাজ ও উহার নিবৃত্তির জন্য প্রথমে ক্রিমিনাশক আভ্যন্তরিক ঔষধ এবং শেষে ক্রিমি স্রাবের জন্য কোনরূপ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিয়া ঠিক্‌ তদনুরূপ ফললাভে কখনই বঞ্চিত হন্‌ না। তবে ইহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। কথা এই যে, সচরাচর এরূপ ক্রিমিরোগের চিকিৎসা দেখিয়া আমাদের যতদূর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে সরলভাবে স্বীকার করিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির শান্তি, ডাক্তার পিচ্‌কারী দিয়া যত শীঘ্র শীঘ্র করিতে পারেন, বৈদ্যক আভ্যন্তরিক ঔষধদ্বারা কিন্তু ঠিক্‌ ততটা শীঘ্র শীঘ্র আশানুরূপ উপকার দর্শে না। কেন না আমরা স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ক্রিমিজনিত ভয়ানক জ্বরবিকার রোগে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, ক্রিমি জন্য তাহার সময় সময় মূর্চ্ছা হইতেছে, এবং ক্রিমি জনিত অন্যান্য লক্ষণও তাহার সহিত বর্ত্তমান আছে, ফল কথা, সেস্থলে ক্রিমিজনিত বিকার বলিয়া বুঝিতে চিকিৎসকের আর কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। সেইরূপ স্থলে ক্রিমি-

শান্তির জন্য বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধ প্রযোগ করিয়া সেই ক্রিমির বিনাশ অতএব বিকারের শান্তি হয় নাই, অথচ ডাক্তার সেইস্থলে কেবলমাত্র ২।১ বার পিচকারী প্রদান করিয়াই সেই বিকারের শান্তি করিয়াছেন। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষ বলেই আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমির শান্তি ডাক্তারীমতে পিচকারী দ্বারা যত শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা, দেশীয় বৈদ্যক ঔষধদ্বারা তত শীঘ্র শীঘ্র আশা করা যাইতে পারে না।

সে যাহাহউক, ডাক্তারী মতের স্যাণ্টনাইন এবং পিচকারী দ্বারা যে ক্রিমির বিনাশ হয় ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করিলাম, তবে আমাদের একটী বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যে প্রকারেই হউক না কেন, ক্রিমি বিনাশের জন্য আমাদের শাস্ত্রীয় চিকিৎসার মধ্যে এমন কোন অভাব বা ত্রুটি নাই, সে ত্রুটি বা অভাবের জন্য লোকের প্রতি নিয়তই ডাক্তারীমতের স্যাণ্টনাইন্ প্রভৃতি অত্যুগ্র ঔষধ সমূহের শরণ না লইলেই চলে না। বলা বাহুল্য যে, এই স্যাণ্টনাইন্ সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু না বলিয়া পারিলাম না। আবার এই স্যাণ্টনাইনের কথা বলিতে গিয়া আমাদের দেশাচারের কথা মনে উঠিল, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই দেশাচার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বলা যাউক।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে এমন একটী নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কি শিশু, কি বালক, কি যুবক অথবা কি বৃদ্ধ, যাহাদের মধ্যে ক্রিমিরোগ থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু সকলেই বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৪।৫ বার ভাঁটী পাতার রস নালতে ভিজান জল, সোমরাজী বীজ অথবা আনারসের পাতার রস, খাইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্যই ছিল যে, তাঁহারা স্বকীয় বালক বালিকাদিগকে ভাবী ক্রিমি জনিত অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া ঐরূপ তিক্তক ঔষধ প্রায় মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ দিবস সেবন করাইতেন। কাজেই এরূপ কার্য্যের ফল এই হ'ত যে, বালক বালিকার আহারাদির অত্যাচার করিলেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ঔষধ

সেবন করায় তাহাদের আর ক্রিমি জন্মিতে পারিত না। জন্মিলেও ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ক্রিমির শান্তি হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের কথা আর বলিব কি? কালবশে ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এখন বালক বালিকাদিগকে ভাঁটী পাতার রস খাওয়ান দূরে থাক্ আমাদের এখনকার নব্য গৃহিণীদের ভাঁটীপাতা চোখে দেখিলেই ঘৃণা উপস্থিত হয়, সুতরাং উহার রস স্পর্শ করিতে তাহারাও ন্যাকার না করিয়াই পারেন না। কাজেই নিরীহ বালকগণও ক্রমে ক্রমে সেই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া শেষে ঘোর সাহেব হইয়া উঠে। এদিকে ক্রিমি রোগও ক্রমে এই অবসরে তাহাদের উদরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া যথাসাধ্য ক্ষমতা দেখাইতে ত্রুটি করে না। আবার কতকগুলি লোকের সংস্কার এই যে ক্রিমিরোগে স্যান্টোনাইনের মত দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই, সুতরাং এই ঔষধ কি শিশু কি বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই যে সে অবস্থাতে সম্পূর্ণ উপযোগী। অধিক কি, এই মনে করিয়া অনেক লোক ক্রিমি না হইলেও ভাবী ক্রিমির আশঙ্কা করিয়া স্বীয় বালক বালিকাদিগকে অনেক সময় দুগ্ধাদি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর ন্যায় স্যান্টনাইন্ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা জানেন যে, ইহাদ্বারা ক্রিমির বিনাশ হইলেও ইহার পরিণাম বড়ই অনিষ্ট জনক হইয়া থাকে। যাহাহউক, স্যান্টোনাইন্ দ্বারা যে ক্রিমির বিনাশ হয় তাহা আমরাও অস্বীকার করিনা, তবে আমরা বলি যে, যে উদ্দেশ্যে স্যান্টোনাইনের প্রয়োজন হয়, আমাদের দেশীয় এমন অনেক গাছগাছড়া ঔষধ আছে, যাহাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য তদপেক্ষা অধিক সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে।

স্যান্টনাইনের উগ্র ক্রিয়া দ্বারা যে বালকগণের শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট সাধন হয় এ কথা আমরা বিলক্ষণ জানি। কেননা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে সমস্ত বালকের ক্রিমি শান্তি জন্য তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত এই ঔষধ দেওয়া হয়, তাহাদের শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আহারে সম্যক্ রুচি থাকে না। এমন কি, মাত্রাধিক বশতঃ কাহারও বা বমন পর্য্যন্ত সময় সময় হইয়া থাকে। কেবল এইরূপ বিশ্বাস আমাদের নহে, আজকাল কোন কোন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখেও আমরা এই

কথা শুনিয়া থাকি। কিন্তু দুই চারি জনের নিকট হইতে ঐরূপ কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা চাই যে, যেমন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ সাধারণের মধ্যে স্যাণ্টনাইনের ঐরূপ ঐকান্তিক পক্ষপাত-রূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ সাধারণের মধ্যে যেন ইহাও বিশেষরূপ ধারণা থাকে যে, স্যাণ্টনাইন্ ক্রিমি-শান্তির পক্ষে উপযোগী হইলেও ইহা পরিণামে কিন্তু বড়ই অনিষ্টজনক হয়।

পরিশেষে ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হই-লাম যে, এলোপ্যাথি মতের স্যাণ্টনাইনই হউক, আর হোমিওপ্যাথি মতের সিনাই হউক, কিংবা বৈদ্যমতের বিড়ঙ্গ বা পলাশ পাপড়ীই হউক, ক্রিমি-শান্তির জন্য ইহাদের যে কোনটিই প্রদান কর, আমাদের যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে রোগ সুসাধ্য ও সম্যক নির্বাচিত হইয়া ঐ সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহা দ্বারা তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শিবেই দর্শিবে। তাই বলিতেছি—তুল্য বা সময় ও অবস্থা বিশেষে অধিক গুণশালী হইয়াও আমাদের দেশীয় বৈদ্যক বিড়ঙ্গ প্রভৃতি ঔষধ এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছে, যে অপরাধের জন্য ভিন্নদেশীয় স্যাণ্টনাইন্ প্রভৃতি অত্যুগ্র অতএব সময় ও অবস্থাবিশেষে শরীরেরও কিঞ্চিৎ অনিষ্টকারক-সত্ত্বেও তাহার নিকট ইহা নিতান্ত দীনহীন অকিঞ্চনের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে? অথবা বিড়ঙ্গ না, এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই। আর স্যাণ্টনাইনেরও যে অধিক কিছু জিগীষা আছে, তাহাও বলিতে পারি না। পরন্তু অনুকরণপ্রিয় লঘুহৃদয় বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট বিড়ঙ্গ, কেবল তুমিও যে ঐরূপ পদ-দলিত ও নিতান্ত হেয়ভাবে অবস্থান করিতেছ, তাহাও নহে, আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে তোমাপেক্ষাও যাহারা সহস্রগুণে হিতকারী সুতরাং শ্রেষ্ঠ, যাহা ভারত-বাসীর অনেক সময়ে অনেক কাজে না হইলেও চলেন, আজ বুদ্ধি দোষে ভিন্নদেশীয় অনুকরণ বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে গিয়া হিন্দুসন্তানগণ এখন আর সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার করা দূরে থাকুক, নামমাত্রও মুখে আনেন না। অতএব সে হিসাবে তোমার এ সামান্য দুর্দ্দশাতে আমরা অধিক দুঃখিত হইতে পারিলাম না।

সতর্কতা।

ইতি পূর্ব্বে সকলমতেই অনেক বার লেখা হইয়াছে যে, ক্রিমিরোগ হইতে মূর্চ্ছা ও বিকার প্রভৃতি অতি ভয়ানক ভয়ানক উপসর্গ সকল এমত অলক্ষিত ভাবে আসিয়া থাকে যে, চিকিৎসকের তাহা সহসা বুদ্ধিস্থ হয় না। কাজেই তাঁহারা ভ্রমবশতঃ সেস্থলে ক্রিমিনাশক ঔষধ না দিয়া অন্যরোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া সম্পূর্ণই বিফলমনোরথ ও লজ্জিত হইয়া থাকেন। নামোল্লেখ করিয়া আমরা কাহাকেও অপ্রস্তুত করিতে চাহি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা কোন কোন গণ্যমান্য ও সুপরিচিত চিকিৎসককে পর্য্যন্ত সময় সময় ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া যারপরনাই অপদস্থ হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং বলা বাহুল্য যে অল্পজ্ঞান চিকিৎসকের ত, আর কথাই নাই।

আঁতুড়ে ছেলের পেঁচোপাওয়ারোগ।

বোধ হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রায় ৩।৪ দিন পরে কিম্বা ৬ষ্ঠ দিনের মধ্যে শিশুদিগকে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যদিও ঐ রোগে ২।৩ দিন কি ৪।৫ দিনের মধ্যে ও কোন কোন শিশুকে আক্রমণ করে, কিন্তু অনেক সময় ইহা স্পষ্টতঃ অনুভূত হয় না। পরন্তু প্রায়ই ৬ষ্ঠ দিনের রাত্রে অর্থাৎ যাহাকে সচরাচর মেয়েরা সেটেড়া'র রাত্র বলে, সেই রাত্রে এই রোগ অনেক সময়ে প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। ইংরাজীতে এই পীড়াকে ইনফ্যাণ্টাইল টিটেনাচ্ বা

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থ বিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগবন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সংস্র সহস্র রোগী চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে। লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল মাত্র তাহাই লিখিলেন।

চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

ট্রিস্মাস্ Infantile Tetaus or Trismus) কহে। এই পীড়া আর বাঙ্গালা ধনুষ্টঙ্কারের কিছু প্রভেদ নাই। ইহা আঁতুড়ে ছেলেদিগের ধনুষ্টঙ্কার বা চোয়াল-ধরা পীড়া বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ বা চিহ্ন এই যে, ছেলে স্তন টানিয়া খাইতে পারে না। দুই মাড়ি চাপিয়া থাকে এবং হাঁ করিতে পারে না। ক্রমাগত ক্রন্দন করিতে থাকে। এবং পেশী সকল আক্ষিপ্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে খেঁচুনি হইতে থাকে। এই রোগে শিশুকে দেখিবা মাত্রেই এই রোগাক্রান্ত বলিয়া বুঝিবার উপায় এই যে,ইহাতে শিশুর কপালের ভ্রূর পেশী সকল আক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার দরুণ তদুপরিস্থিত চর্ম্মও কুঞ্চিত ভাবে অবস্থিতি করে। শিশুর মাড়িও এমত চাপা থাকে যে, সহজে তাহার মুখের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করান যায় না। গলার পার্শ্বের দুই পেশী যাহাকে ইংরেজীতে ষ্টার্ণ ম্যাষ্টয়েড্ মাস্ল্ বা পেশী (sterno Mastoid muscle) কহে। এমত আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে যে, সেই দুইটী যেন দুই গাছি রজ্জুর ন্যায় কণ্ঠ হইতে কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া থাকে। এবং ঘাড় আড়ষ্ট ভাবে থাকে তাহাতে ঘাড় ফিরাইতে পারে না। এই অবস্থায় শিশুর স্তন পান শক্তিও রহিত হয়। পরন্তু ঝিনুকে করিয়া অতি কষ্টে তাহার মুখে দুগ্ধ প্রদান করিলে সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

আর সেই সময় গলাধঃকরণের পেশী সকলও আক্ষিপ্ত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিবার উপক্রম করে। এবং ক্রমে গলাধঃকরণ ক্ষমতা একেবারে রহিত হইয়া যায়। এই রোগ ২।৩ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে তাহাতে ক্রমে শরীরের সমস্ত পেশীই আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এমন কি, বাতাস লাগিলে কি ছেলেকে স্পর্শ করিলে কিম্বা নাড়িলে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। আর এই আক্ষেপের সময় অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং এই আক্ষেপের সময় প্রায়ই শিশুর রঙ নীলবর্ণ হইয়া যায়। এবং সেই আক্ষেপান্তে শিশুর রঙ পূর্ব্ববৎ হয়, এবং এই জন্যই স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকে যে, পেচো রোগে শিশু লাল ও নীল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রঙ গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবিক যে শিশু ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন রঙে পরিণত হয়, তাহা নহে। তবে কিনা যখন

উহার আক্ষেপ হয়, তখন তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হয় বলিয়া উহার শরীরস্থ অসংশোধিত রক্তের সঞ্চালন হইয়া নীলবর্ণ দেখায়। আর পুনর্ব্বার ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে শোধিত রক্ত পুনর্ব্বার সঞ্চালিত হওয়ায় শিশুর বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, ক্রমে শিশুর পুনঃ পুনঃ ঐ রূপ আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় সে এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, শেষে কোন এক আক্ষেপে উহার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় প্রাণ ত্যাগ করে।

২। ইহার উৎপত্তির কারণ।

নাড়ী কাটার পর যদি সেই ক্ষত স্থান কোনরূপে উত্তেজিত হয়, তাহা হইলেই এই রোগ জন্মে।

৩। এই রোগের মৃত্যুর আশঙ্কা।

এই রোগে অধিকাংশ শিশুরই মৃত্যু হইয়া থাকে। তবে কখনও কখনও চিকিৎসা দ্বারা কচিৎ দুই একটীকে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা গিয়া থাকে। এই পীড়ার মৃত্যুর আশঙ্কা ৯ নয় দিনের মধ্যেই অধিক পরিমাণে করা যায়। কিন্তু কোনরূপে ১২ দিবস কাটাইতে পারিলে আর প্রায়ই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। আগামীবারে এই রোগের চিকিৎসার বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ—

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম্, ডি।

হোমিওপ্যাথি মতে আঁতুড়েছেলের রোগ।

এই রোগের কারণ ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে উপরে এলোপ্যাথি মতে যাহা যাহা বলা হইল, হোমিওপ্যাথি মতে ও এই রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বক্তব্য তাহাই। তবে হোমিওপ্যাথি মতে ইহার লক্ষণগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বর্ণিত আছে এই মাত্র। যাহাহউক, এই রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সময় আমরা সে সমস্ত লক্ষণ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিব এবং তাহাদের চিকিৎসার বিষয়ও বর্ণন করিব।

বৈদ্যমতে আঁতুড়েছেলের রোগ।

বৈদ্যমতে ইহা বালরোগ বলিয়া অভিহিত হয়। এই বালরোগ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ প্রসূতির দূষিত স্তনপান দ্বারা এই রোগ জন্মিতে পারে, আর দ্বিতীয়তঃ শিশুগণ শকুনি প্রভৃতি গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহাকে বালরোগ বলা যাইতে পারে। এই উভয়বিধ বালরোগেই শিশুর বয়ঃক্রমের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের পর্য্যন্ত এই রোগ জন্মিতে পারে।

তন্মধ্যে বায়ু-জনিত দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর মলমূত্র এবং বায়ুর বন্ধ হয়, শরীরের কৃশতা জন্মে, স্বরের ক্ষীণতা হয় এবং বায়ু জনিত অন্যান্য রোগ জন্মিতে পারে।

২। পিত্তদূষিত স্তন দুগ্ধপান করিলে শিশুদিগের শরীরের উষ্ণতা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, মলের তরলতা, কামলা রোগ (শরীরের পীতাদিবর্ণ) এবং পিত্তজনিত অন্যান্য রোগ জন্মিয়া থাকে।

৩। শ্লেষ্মজনিত দূষিত স্তন দুগ্ধপান করিলে শিশুদিগের লালাস্রাব, শরীরের জড়তা, অতিনিদ্রা, শোথ, বমি, চক্ষু বক্রবর্ণ, ও শ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগ জন্মিয়া থাকে।

৪। ঐরূপ শিশু বাতাদি ত্রিদোষযুক্ত দুগ্ধপান করিলে তাহার পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৫। এই দূষিত স্তন দুগ্ধপানে শিশুগণের আর এক প্রকার রোগ জন্মে, তাহার নাম কুকুণক। এই রোগে অক্ষিপুটে শোথ জন্মে বলিয়া শিশু ললাট অক্ষি ও নাসিকা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করে। এবং চক্ষুরুন্মীলন করিতে ও রৌদ্রের দিকে তাকাইতে সমর্থ হয় না।

৬। শিশু যদি স্তনদুগ্ধ অতিরিক্ত পান করে, অথবা একবারে পান না করিলে তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, তন্দ্রা, শরীরের কৃশতা ও ভ্রম জন্মে। ইহার নাম পারিগর্ভিক রোগ। সাধারণে ইহাকে "এঁড়ে-লাগা" রোগ বলে।

৭। শিশুর তালুমাংসস্থিত কফ দূষিত হইয়া তালুমাংস উন্নত করে, তজ্জন্য শিশু সহজে স্তনপান করিতে পারে না এবং স্তনদুগ্ধে অরুচি, বমি, পাতলা দাস্ত, পিপাসা এবং চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা। ইহাকে তালুকণ্টক বলে।

৮। শিশুর মস্তকে এবং বস্তিস্থানে (মূত্রাশয়ের উপরে) ত্রিদোষজনিত রক্তপদ্ম বর্ণ বিশিষ্ট প্রাণনাশক বিসর্প উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মস্তকজাত বিসর্প কপালের প্রান্তদেশে ও হৃদয়ে চলিয়া যায় এবং বস্তিজাত বিসর্প মলদ্বার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে মহাপদ্ম বিসর্প বলে।

৮। এতদ্ভিন্ন জ্বর অতীসার এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগও শিশুদিগের জন্মিতে পারে।

অতঃপর গ্রহপীড়িত শিশুর যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, ক্রমে বলিতেছি। প্রসূতির অশুচি আচরণ বশতঃ স্কন্দাদি গ্রহগণ নবপ্রসূত শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই গ্রহগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে শিশু কখন উদ্বিগ্নচিত্ত, কখন ভীত হয় এবং কখনও বা রোদন করিতে থাকে। নখাদিদ্বারা স্বীয় অঙ্গ অথবা ধাত্রীর অঙ্গ বিদারণ করে। মুখদিয়া ফেণা উঠিতে থাকে। হাই উঠে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, কণ্ঠে শব্দ, ক্রন্দন, পাতলা দাস্ত, অনিদ্রা, শরীরের কৃশতা, চক্ষুতে শোথ, স্বরভঙ্গ হয় এবং আহারে পূর্ব্ববৎ রুচি থাকে না। এই লক্ষণগুলি গ্রহপীড়িত শিশুর সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর পৃথক পৃথক গ্রহপীড়িত শিশুর লক্ষণ বলিতেছি।

১। স্কন্দাপস্মারের লক্ষণ।

স্কন্দাপস্মারে শিশু অজ্ঞান হইয়া মুখ হইতে ফেনা নির্গত করে অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে এবং শরীরস্থ রক্তও পূঁয়ের ন্যায় গন্ধ হইয়া থাকে।

২। শকুনী পীড়িতের লক্ষণ।

শকুনী গ্রহাক্রান্ত বালকের শরীর শিথিল, বেদনাযুক্ত, মাংসভোজী

পক্ষীর ন্যায় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় ও সর্ব্বশরীরে জ্বালাযুক্ত স্ফোটক জন্মে এবং উহা পাকিয়া পুঁয়স্রাব হয়। এই রোগে শিশু ভয়ে চকিত হইয়া উঠে।

৩। রেবতীগ্রহপীড়িতের লক্ষণ।

রেবতী গ্রহপীড়িত শিশুদিগের শরীরে পঙ্কের (বাদার গন্ধ স্ফোটক ও জ্বালা জন্মে এবং উহা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পাতলা দাস্ত, জ্বর ও জ্বালা হয়।

৪। পুতনাগ্রহের লক্ষণ।

পুতনাগ্রহ দ্বারা অভিভূত হইলে বালকদিগের অতীসার জ্বর, তৃষ্ণা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, নিদ্রার অল্পতা ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা জন্মে।

৫। গন্ধ পুতনাগ্রহের লক্ষণ।

গন্ধ পুতনাগ্রস্ত বালকের কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, দুগ্ধপানে বিদ্বেষ, বমন, অতীসার, অতিশয় রোদন ও গাত্রে চর্ব্বির গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে।

৬। শীত পুতনাগ্রহের লক্ষণ।

শীত পুতনাগ্রস্ত বালকদিগের কম্প, কাস, দুর্ব্বলতা, বমন, অতিসার, শরীরে দুর্গন্ধ ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়।

৭। মুখমুণ্ডিকাগ্রহের লক্ষণ।

মুণ্ডিকা গ্রহাক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্ন বর্ণ ও শিরাদ্বারা আবৃত, শরীরে মূত্রের গন্ধ ও আহার বৃদ্ধি হয়।

৮। নৈগমেয় পীড়িতের লক্ষণ।

নৈগমেয় পীড়িত বালকের কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, উর্দ্ধদৃষ্টি, বমন ঈষৎ কম্পন মূর্চ্ছা ও শরীরে দুর্গন্ধ হয় এবং দন্ত কড়মড় করিয়া থাকে। স্থান ও সময়াভাবে এই রোগের সম্বন্ধে এবারে আর আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অতএব আগামী বারে বলিব।

ক্রমশঃ।—

চিকিৎসক।

ব্যাধি প্রতীকারার্থ যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়কে ঔষধ বলে। নানা পীড়ায়, নানা মত ঔষধের ব্যবস্থা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল ব্যবস্থা পত্র অবলম্বন করিয়া, কত লোক রোগ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান বিরহিত হইয়াও কেবল ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সময়ে সময়ে যে সমূহ বিপদ উৎপন্ন করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঔষধ ক্রিয়া, এবং পরস্পরাসম্বন্ধেই বা ঐ সকল দ্রব্য কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ, মানবশরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা পরিজ্ঞাত না থাকিলে অথচ শরীর ও আত্মার সম্বন্ধে, আত্মার বৈজ্ঞানিক অর্থ, জীবনের সমস্যা, ব্যাধির পরিচয়, রুগ্নাবস্থায় ঔষধে কার্য্যকারিতা জানা না থাকিলে কিম্বা রোগ নির্ণয়, রোগের ভোগ কাল, নিদানতত্ত্ব, লক্ষণ ও কারণ তত্ত্ব, ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী, দেহস্বভাব, কাল, স্থান ও অবস্থা ভেদ জ্ঞান না থাকিলে, চিকিৎসা কার্য্য যে কি রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

ঔষধ প্রয়োগ করিলেই যে চিকিৎসক হওয়া যায়, এমত নহে। রোগীর আভ্যন্তরিক ও ভৌতিক লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রোগ নির্ব্বাচনে পরাঙ্মুখ সত্বেও, যাঁহারা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে চিকিৎসক শ্রেণীভুক্ত করিলেও পূর্ব্বে (কু) অক্ষর সংযোজিত করিয়া লইতে বোধ করি সভ্য জগতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। যিনি প্রকৃতির স্বরূপ অবগত থাকিয়া ঔষধের কার্য্যকারিতা, ভাবিফল, নিদান এবংলক্ষণসকলসবিশেষপর্য্যালোচনা করিয়া রোগ নির্ব্বাচন করতঃ, তদারোগ্যকারি ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি উপযুক্ত চিকিৎসক নামে অভিহিত হন্। এরূপ অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা রোগীর রুগ্নাবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া অব্যবস্থেয় ঔষধ প্রয়োগ করত সমূহ বিপদ সমুৎপন্ন করিতেছেন। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে আমাদিগকে অধিক আয়াস প্রাপ্ত হইতে হইবেনা। পাঠকগণ! আপনারা বোধ

করি পূর্ব্ব সংখ্যা সম্মিলনীতে, বাবু রাম চন্দ্র মিত্রের অবস্থা পাঠ করিয়া, কতক পরিজ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। অপর, কোন একটী মুসলমান চিকিৎসক, (যাহাকে চিকিৎসক লিখিতে, লেখনী কোন মতেই অগ্রসর হইতেছেনা) ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা কালে, প্রথমাবস্থায় আফিম ব্যবহার করিতে দেন; আধ ঘন্টা কাল পর হইতেই, ভেদ বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত হওয়ত, হিক্কা, হিমাঙ্গ ইত্যাদি বিপদ জনক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। ঔষধদাতা এই সকল কুমঙ্গল লক্ষণ দৃষ্টে, আমাকে তৎপ্রতিকারের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। ইত্যবসরে রোগীর অভিবাবকগণ আমাকেই চিকিৎসার্থ আহ্বান করেন, আমাকে প্রোক্তাবস্থায় এণীমা সিরীঞ্জির (পিচকারীর) বলে বাহ্য করাইয়া, রোগীকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইয়া ছিল।

এই রূপ ঘটনা পল্লিগ্রামে অহরহ কত সংঘটন হইতেছে, তাহার ইয়ত্বা করা দুঃসাধ্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন, দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকগণই এখন সর্ব্ব বিষয়ের ভরসা স্থল।

চিকিৎসক মাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য যে, চিকিৎসা ব্যবসা, কেবল ধর্ম্ম ব্যবসার নিকটেই ন্যূনতা স্বীকার করে। কাজেই চিকিৎসকের ভাব ও সংকল্প উচ্চ হওয়া চাই। ধর্ম্মভিরুতা, সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যবোধ, শ্রমশীলতা, দয়া, নম্রতা মিষ্টভাষিতা, অধ্যবসায়, ও শীরতা ইত্যাদি গুণসমূহ, প্রত্যেক চিকিৎসকের অত্যাবশ্যকীয় ভূষণ স্বরূপ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ।—

ঈশ্বরগঞ্জ
ময়মনসিংহ } শ্রীজগচ্চন্দ্র রায় ডাক্তার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ওলাউঠারোগে অহিফেন প্রযোগ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সংবাদ দাতা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ঐরূপ চিকিৎসা রহিত করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি অবগত নহেন যে, অনেক বহুদর্শী ও সুশিক্ষিত

এলোপেথি মতের গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসক এবং দেশীয় কবিরাজগণও ঐ রোগে আফিম্ স্বচ্ছন্দ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে শরীরের অবস্থানুসারে অপকার হইলেও রোগের প্রারম্ভে ব্যবহার করিলে অনেকের উপকারও হইয়াথাকে ?

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

হোমিওপ্যাথি মতে

সূতিকা জ্বর।

একজন সম্ভ্রান্ত লোকের ২০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর পুত্র সন্তান প্রসবের পর ৫ম দিবসে সূতিকাজ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহাতে তাহার উদর স্ফীতি, তলপেটে টিপিলে ব্যথা, বক্ষে বিশেষতঃ হৃদপিণ্ডে সময় সময় অসহ্য যাতনা নাড়ীদ্রুত, ত্বক্শুষ্ক ও উত্তপ্ত, শিরঃপীড়া, জ্বরের প্রকোপের সময় প্রলাপ ইত্যাদি সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। জরায়ুতে টিপিলে ব্যথা ও তাহা-হইতে রাঙ্গাটীয়া এক প্রকার দুর্গন্ধ তরল পদার্থও নির্গত হয়, কোষ্ঠও কঠিন থাকে। এই রোগীকে প্রথমে শুদ্ধ হোমিও প্যাথিকমতে চিকিৎসা করা হয়। তাহাতে ক্রমাগত ১২ দিন চিকিৎসাতেও বিশেষ উপকার না হওয়াতে হোমিওপ্যাথি ও এলোপেথিক উভয়বিধ জ্ঞাত চিকিৎসকের রোগীর অভিভাবকদের মতে আবশ্যক হওয়াতে আমরা আহুত হই। আমরা যাইয়া দেখিলাম যে, রোগীর কোষ্ঠ কঠিনই তাহার উদ্বেগের প্রধান কারণ; এইজন্য সেইদিন একারভেসিংডফট্ পান করান হয়। তাহাতে তিনবার ভেদ হওয়াতে রোগীর অনেক যাতনা দূর হয়। পরদিন জ্বরের প্রকোপ অনেক কমিয়া যায় হৃৎপিণ্ডের স্থানে ব্যথা পূর্ব্বমত থাকে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম প্রসূতি পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া বা পেঁচুয়া রোগে মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইত। বক্ষের ব্যথারও

সেই কারণ অনুমান করিয়া নক্স (৫) ডারল্য সেইদিনের জন্যে ২ ফোটা মাত্রায় আদ ছটাক জলের সঙ্গে (৪) চারি বার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন প্রসূতির পিতা আমাদের নিকট বলিল যে, উক্ত রোগীর জ্বর ও হৃদপিণ্ড স্থানের ব্যথা একেবারে সমুদয় দূর হইয়াছে।

২। সূতিকাজ্বরের সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ।

একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ রমণীর ৫ম সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জ্বর, বক্ষে ব্যথা ও উহার উভয় পার্শ্বে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি শব্দ উপস্থিত হয়। কাসিতে কাসিতে যে শ্লেষ্মা বাহির হয়, তাহা আঠাবৎ হল্‌দে বর্ণের দেখায়, ইহার সঙ্গে আবার গ্রহণী রোগও যোগ থাকাতে প্রত্যহ ১২।১৩ বার করিয়া বাহ্য হইয়া রোগী অতি কৃশ, দুর্ব্বল ও শয্যাগত থাকে। এ রোগী ক্রমাগত একজন সুদক্ষ এলোপেথিক ডাক্তারের চিকিৎসাতে থাকে। কিন্তু ক্রমাগত ৯ দিন এইরূপ চিকিৎসার কিছুমাত্র উপকার না হওয়াতে আমরা আহূত হই। পূর্ব্বের ব্যবস্থা পত্র সকল আমাদের হাতে দেওয়াতে তাহা পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে, এলোপেথিক মতে যে সকল ঔষধ ঐরূপ রোগে সচরাচর দেওয়া হয়, তাহার-কিছুই আর বাকি নাই। কাজেই আমরা একেবারে হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম দিবস টার্টর এমেটিক ৬০ ডারল্য দুই ফোটা মাত্রায় আদ ছটাক জলের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলাম। পরদিন যাইয়া দেখি যে, বক্ষের মধ্যে তরল শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ির আধিক্যতার জন্যে যে শ্বাস ফেলিতে পারিত না, তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু শরীরের উত্তাপ প্রায় পূর্ব্বমতই আছে এবং বাম বক্ষের পার্শ্বে অঙ্গুলির দ্বারা মৃদু আঘাত করিলে ইষ্টক গৃহের দেওয়ালের আঘাতের ন্যায় নিরেট শব্দ উত্থিত হয়। এবং সেই স্থানে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা যে শব্দ হয়, তাহা পরীক্ষা করিলে ব্রংকিয়েল ব্রিদি [Bronchal breathing] অর্থাৎ বৃহদাকার শ্বাস নলী দিয়া বায়ু যাইতে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ স্পষ্টরূপে

সেই স্থনে শ্রুত হয়। কাজেই হিপেটিজেসান (Hepatizatian) বা তত্রস্থ ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ বায়ুর পরিবর্ত্তে রক্ত পুরিত থাকা স্থির হয়। এই অবস্থায় আমরা ফস্‌ফরাস্ (৩০) তারল্য পূর্ব্ব নিয়মে দিতে ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম। পরদিন জ্বরের অনেক লাঘব হয় এবং রোগীও শয্যায় উঠিয়া বসিতে সক্ষম হয়। এদিকে গ্রহণী রোগেরও বিশেষ উপশম হয়। ফস্‌ফরাস্ ক্রমে ৩ দিন সেবনের পরেও বক্ষে কিছু ব্যথা থাকিয়া যাওয়াতে, উহার পরিবর্ত্তে সেঙ্গুইনেরিয়া (৬) ও ব্রাইওনিয়া [৬] তারল্য (২) দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর উলট্ পালট্ করিয়া খাওযান হয় তাহাতে আরো তিন দিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

পথ্য। শেষোক্ত রোগের সঙ্গে উদরাময় পীড়ার যোগ থাকাতে আমরা প্রথম ১ দিন জলেসিদ্ধ আরারুট মিশ্রিদিয়া দিতে ব্যবস্থা করি, কিন্তু তাহাতে রোগীর অরুচি হওয়াতে অতি লঘুপাক ৫ বৎসরের পুরতন বাদখানি চাউলের ভাত করিয়া সেই ভাত আবার বেলশুঁঠ সিদ্ধ জলে চট্‌কাইযা ও কাপড় ছাঁকা করিয়া তাহার সঙ্গে সিঙ্গী মৎস্যের যূষ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩ তিন বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দিই, এবং সেই আহারে জ্বরের কিছু মাত্র অনিষ্ট না হইয়া উদরাময় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

৩। শোথ রোগ।

এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের প্রসবের ৭ সাত মাসপরে হঠাৎ সার্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া যায়, চক্ষুর পাতা এত অধিক পরিমাণে ফুলে যে, তাহার ভিতর দিয়া দৃষ্টি প্রায় রহিত হয়। প্রস্রাব একেবারে এত কমিয়া যায় যে, দিবা রাত্রের মধ্যে এক ছটাক হয় কিনা সন্দেহ স্থল। রাসায়নিক পরীক্ষাতে প্রস্রাবেতে যথেষ্ট পরিমাণে এলবিউমেন [Albumen] বা রক্তের শুক্লাংশ পরাযায়, কাজেই ব্রাইটস্ ডিজিজ্ Brights desease বলিয়া স্থিরহয়।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বে ক্রমে ২১ দিন পর্য্যন্ত এলোপেথিক চিকিৎসাতে এই রোগী থাকে ও তাহাতে কিছু উপকার না হওয়াতে আমরা একেবারে তাহার

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে করিতে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এপিস [৬] ডায়লিউশন দুই [২] ফোটা পরিমাণে প্রত্যহ ৩ বার করিয়া এইরূপ ক্রমে দুই দিন দেওয়া হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়াতে ঐ ঔষধের ৩য় ডায়লিউশন সেবন করান যায়। তাহাতে প্রস্রাবের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ফুলা কমিতে থাকে। ৭ দিনের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করে। কিন্তু প্রস্রাবে রক্তের শুক্লাংশ অল্প পরিমাণে থাকিয়া যাওয়াতে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই ও দীর্ঘকাল বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে এইরূপ মত তাহার অভিভাবকের নিকট জ্ঞাত করাইয়া রাখিলাম। (২) দুই মাস পরে বিশেষ শৈত্য সেবনে পূর্ব্বমত রোগীর শরীর কিছু ফুলিয়া উঠাতে, তাহাকে অন্য কোন চিকিৎসকের হাতে অর্পিত করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিকিৎসার ফল কি হইল, অজ্ঞাত বশতঃ তাহা আমরা এইস্থানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বৈদ্যমতে চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

১ম। ২৭।২৮ বৎসর বয়স্ক একটী কায়স্থ যুবকের বোধ হয় অজীর্ণবশতঃ অত্যন্ত ভেদ হইতে আরম্ভ হয়। শেষরাত্রে রোগ উপস্থিত হওয়ায় রোগীর অভিভাবক প্রকৃত ওলাউঠা মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া স্থানীয় জনৈক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহাশয়ের হস্তে রোগীর চিকিৎসার ভার দেন্। এই রোগীর জন্য ডাক্তার বাবু কি কি ঔষধ দিয়াছিলেন, যদিও তাহা জানি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, শেষরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা প্রায় ১টা পর্য্যন্ত রোগীর কিছুতেই ভেদ নিবারণ হইল না। এদিকে রোগীর অবস্থাও যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার উত্থানশক্তি রহিত, শরীর রক্তহীন হাত পায়ে খালধরা, পিপাসা এবং তখন পর্য্যন্তও পুনঃ পুনঃ ভেদ হইতে লাগিল। ভেদ বন্ধ করিতে না পারিয়া ডাক্তার বাবু লজ্জিত এবং রোগীর অভিভাবকও যার পর নাই ভীত হইলেন। যাহাহউক, এই অবস্থায়

আমি সেই রোগীকে দেখিতে যাই। আমি রোগীকে দেখিয়াই প্রথমে ১ এক গ্রেণ্ অর্থাৎ অর্দ্ধরতি মাত্রায আফিং একটু দুগ্ধের সহিত গুলিযা খাইতে দিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যাই। বৈকালে ৩॥০ টার সময় শুনিলাম যে, ঔষধ সেবনের পর প্রায ৩ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর ৩ বার মাত্র জলবৎ দাস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে তাহার ঘণ্টায় ৭।৮ বার ঐরূপ জলবৎ দাস্ত হইত। যাহাহউক,আমি ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আর অর্দ্ধ রতি অর্থাৎ ১ গ্রেণ আফিং খাওযাইতে পরামর্শ দিই। সন্ধ্যার পর শুনিলাম যে, রোগীর আর একবার মাত্র দাস্ত হইযাছিল, কিন্তু সেবারকার মল অনেকটা ঘন ও সহজ রকমের। এই দাস্ত হওয়ার পরেই রোগীর এমত সুনিদ্রা হয যে, সে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুখস্বচ্ছন্দে নিদ্রা যায। পরদিন সকালে শুনিলাম—তাহার শরীরে আর কোন উদ্বেগ নাই এবং ক্ষুধা কিঞ্চিত হইয়াছে। এই দিন রোগী দুগ্ধবার্লি কিঞ্চিৎ লঘুপথ্য করে এবং তৎপর দিবস মাছের ঝোল ভাত খাইযা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিযাছে।

মন্তব্য।

এই রোগীর চিকিৎসা কালে এমন কোন বাহাদুরী বা গুণপনা প্রকাশ পায নাই, যাহা সাধারণের নিকট জানাইবার যোগ্য অথবা ঐরূপ অবস্থায় আফিং প্রয়োগ যে কিছু নূতন কথা, তাহাও নহে, তবে নাকি ইহার কিঞ্চিৎ অগ্রেই আমাদের জনৈক লেখক মহাশয় পল্লীগ্রামস্থ হাতুড়ে চিকিৎসকের আফিং প্রয়োগের উল্লেখ করিযা হাতুড়ে চিকিৎসক সম্প্রদাযের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিযা আমার উপরোক্ত রোগীর বিষয় বলিলাম। ফলতঃ পত্র প্রেরক মহাশযের ঐরূপ কথাটা বলা যে, ভাল হয় নাই, তাহা আমাদের সুযোগ্য সহযোগী মহাশয় এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি এই উভয় মতাবলম্বী ডাক্তার হইযাও মন্তব্য প্রকাশস্থলে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন, দেখিয়া আমরাও সুখী হইলাম। অতএব ভরসা করি, এখন হইতে পত্র প্রেরক অনেক স্থলেই আফিংঙের অসাধরণ

শক্তির পরিচয় পাইতে বঞ্চিত থাকিবেন না। বস্তুতঃ আফিং যে, প্রকৃত-পক্ষে জিনিষটা কি, তাহা সুবিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং আমাদের ও সবলভাবে এই ঔষধের অসাধারণ গুণের বিষয় সময়া-ন্তরে সাধারণ সমক্ষে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(প্রাপ্ত)

১ ম। গত ২৮শে শ্রাবণ সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোক বয়স আন্দাজ ১৬ বৎসর ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমি তথায় আহূত হই। পরে তাহার নিম্নলিখিতরূপ লক্ষণ ও ভেদ বমি অনবরত হইতেছিল, যথা চাউল ধোয়া জলের ন্যায় যন্ত্রণাহীন ভেদ, প্রায় ১৫ মিনিটান্তর উহার মধ্যে একবার করিয়া কিন্তু পিত্তমিশ্রিত বমন, সর্ব্ব শরীরে আঠাবৎ ঘর্ম্ম, মুখের শ্রী নাই ও বসিয়া গিয়াছে, নাড়ী সূত্রবৎ, অঙ্গগ্রহ, চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, অথচ নিদ্রাযুক্ত, শরীর ঠাণ্ডা, মলিন, পতনাবস্থা; (collp) শরীর নীলবর্ণ, জলন্ত পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ সকল দেখিয়াই আমি "রেসিনাস কলসিস্থ" ১০মিনিট অন্তর ৪বার খাওয়াই, তাহাতেই মূত্রের ন্যায় ভেদ ও বমির শান্তি ও তদনুযায়িক উপসর্গাদি ক্রমে তিরো-হিত হইতে লাগিল। পরে ঐ রেসিনাস্ সহিত কেবল কুপ্রম [৬] ২।৪ মাত্রা দিয়া রোগীকে আরোগ্য প্রায় করি। পরদিন ২।১মাত্রা চায়না দিয়া পথ্য বন্দোবস্ত করা হয় কেবল টেপিওকা। এই দিন তাহার একবার পরিষ্কার রূপে প্রস্রাব হয়। পরদিন সুস্থ থাকায় সামান্য আহার দেওয়া হয়।

জ্বর ও কাশি।

২য়। ৮মাস বয়স্ক একটী সন্তানের নিম্নোক্ত রোগে আমি আহূত হই, গিয়া শুনিলাম প্রথমতঃ এলোপ্যাথি চিকিৎসা করান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ক্রমে রোগের বৃদ্ধি থাকায়, রোগী কোন আত্মীয়ের অনুরোধে

একবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করে। পরে আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিম্ন লিখিত উপসর্গাদি আমার বহিতে নোট করি। যথা—শুষ্ক কাশি ও ভয়ানক কষ্টদায়ক রাত্রিতে অধিকতর অস্থিরতা, পিপাসা, চক্ষু দুটী ঈষৎ লাল, জ্বর১০৪-২ ডিগ্রি, গলা ঘড়ঘড় অনবরত করিতেছে। শ্লেষ্মা শ্বাস নালী প্রদাহ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কেবল এণ্টিমোনিয়াম টার্ট৬x।৩ঘণ্টান্তর ২টী অণুবটিকা ব্যবস্থা করা গেল, উপকার হওয়ার পরদিন ও ঐ ৪ ঘণ্টান্তর দেওয়া যায়, এইরূপে উক্ত রোগী ১ সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। এক্ষণে অনুরোধ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা যেন একটু যত্নের সহিত রোগের ঔষধের লক্ষণের সহিত সুন্দররূপে মিলাইয়া তবে যেন ঔষধ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন, নতুবা তাঁহার যশ ও হোমিওপ্যাথিবও উন্নতি পথের কণ্টক হইবেন। আর এখনও যখন হোমিওপ্যাথি বিশেষ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই, তখন তাহার উপর বিশেষ মনোযোগ করা এক মাত্র উপায়।

পালপাড়া
চন্দন নগর। } শ্রীগগণ চন্দ্র নন্দী
হো, পে, ডাক্তার।

অন্য একটী রোগীর বিবরণ।

[প্রাপ্ত]

রোগীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ বৎসর, প্রায় ১০।১৫ দিন হইল বালকটির বাহ্যের সময় প্রতিবারে রক্ত নির্গত হইত, কিন্তু তাহার কোন যন্ত্রণা ছিল না। দিবসে ৩।৪ বার বাহ্যে হইত। বালকটীর পিতাও পিতামহের অর্শরোগ ছিল। ইহা রক্ত অর্শের রক্ত বিবেচনা করিয়া ডাক্তারি ঔষধ ব্যবস্থা করি নাই। আপনার সম্মিলনীতে দেওয়া চরকের মুষ্টিযোগ অর্থাৎ মিশ্রি, মাখম, ও নাগেশ্বর ফুলের রেণু একত্র করিয়া, ২দিন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতেই বালকটীর রক্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। যদিও এই

বালকটীকে ডাক্তারী চিকিৎসা করি নাই বটে, কিন্তু অন্য একটী অর্শ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে একাধিক ক্রমে ২সপ্তাহ ডাক্তারি ঔষধ ব্যবস্থা করার পর তাহার রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। কি দুঃখের বিষয় যে এইরূপ আশু ফলপ্রদ আর্য্যঋষিদিগের মত এখনকার নব্য সম্প্রদায়ীদিগের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। বাগাড়ম্বর অর্থাৎ লাল, কাল, অক্ষরে ছাপান লেবেল ইত্যাদি সংযুক্ত শিশির মধ্যে থাকিলে বোধ করি স্থান পাইলেও পাইতে পারিত।

রক্তস্রাব নিবারক ঔষধ অর্থাৎ গ্যালিক এসিড টীন, প্রভৃতি, একটি ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে ৪ দিনের উপযুক্ত খরিদ করিতে গেলে বোধ করি ১৲ কিম্বা ১৷৹ টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ২ দিনের ব্যবহার্য্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধের মূল্য কত, তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। ইহা দেখিয়াও কি আর্য্যঋষিদিগের প্রতি ভক্তির উদয় হইবে না?

পিঙ্গলা।
মেদিনীপুর। } শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ ডাক্তার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

[বৈদ্যক]

এই রোগীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গিয়া আজ আমাদের সেই নিবন্ত আগুণ আবার জ্বলিয়া উঠিল। একদিকে আগুণ জ্বলিল বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে ডাক্তার লেখকের মুখস্থিত উপরিলিখিত কথাটী শুনিয়া আমরা মনে মনে যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আজ দেড় বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে যে সত্যনিকাশনের জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি—সাধারণের মধ্যে যাহার প্রচারের জন্য আমরা বড়ই লালায়িত, আজ যে একজন ডাক্তারও আমাদের সেই কথায় কর্ণপাত করিয়া তাহার পরীক্ষা ও সেই অটলসত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়

পাইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে। যাহা হউক, এত দিনের পর বোধ হয় যে, আমাদের গোঁড়া ডাক্তর পাঠকগণের মধ্যে কাহারও চৈতন্যোদয় হইবে। কেন না এপর্য্যন্ত আমাদের কথা গুলি হয়ত অনেকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। কারণ আমরা স্বয়ং বৈদ্য চিকিৎসক, সুতরাং আমাদের কথাগুলিও বৈদ্যচিকিৎসার সমর্থনকারী বলিলেও চলিত, কিন্তু আজ আর সে ধারণা থাকা উচিত নহে বলিয়া আমরা আস্পর্দ্ধার সহিতই একথা বলিতে সাহসী হইলাম। ফলতঃ এসমস্ত কথার আন্দোলনে আমাদের মনে যে,কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়,তাহা আমরাই জানি,আর এসম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাহারাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। কিন্তু কেবলমাত্র এক জন ডাক্তারের মুখে আজ এই কথা শুনিয়া আমরা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিলাম না।—যখন শুনিব, নানাস্থানে বৈদ্যচিকিৎসার ঐরূপ সত্য ঘোষিত হইতেছে। যখন দেখিব, ডাক্তার আর একমাত্র ডাক্তারী চিকিৎসাতে না মাতিয়া পরোপকারের জন্য আমাদের দেশীয় গাছগাছড়া ঔষধের আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই জানিব যে, আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইল। কিন্তু সে আশা এক সম্মিলনীর প্রতি নির্ভর করিয়া ফলবতী হওয়ার কোনমতেই সম্ভাবনা নাই। তবে হয়—যদি কোন মহাত্মা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া খোলকত্তাল লইয়া বুদ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় অধিক কি ঘরে ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির চোখে আঙ্গুল দিয়া এই সত্যের বিষয় সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন, তাহাহইলে সকলেই জানিতে পারেন, সকলেই বুঝিতে পারেন যে, দেশীয় সিকি পয়সা ব্যয়ের ঔষধদ্বারা একদিনে যে কাজ হইতে পারে, ভিন্ন দেশীয় ৫ পাঁচ টাকা ব্যয়ের ঔষধদ্বারা ১৫ দিনেও ঠিক তাহা হয় কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু সেরূপ মহাত্মা মিলিবে কি? কার্য্যে তাহা কেহ পারিবেন কি? কেননা পোড়া উপার্জ্জন লালসা যে সত্য হইতে একবারে সহস্র যোজন দূরে তাড়াইয়া রাখিয়াছে।।

বিশেষজ্ঞাতব্য।

আমাদের অনবধানতা প্রযুক্ত আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে ইউরোপীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিয়া সম্মিলনীতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কোন পার্থক্য নাই, তাহা উহাতে আছে। তদ্ভিন্ন এদেশের বায়ু, জল, খাদ্য ও স্থান ইত্যাদি ভেদে যে সকল স্বাস্থ্যবৈজ্ঞানিক আধুনিক নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই জন্য পাঠকগণ নিজ নিজ 'সম্মিলনীতে" ইউরোপীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্থানে ''আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' শব্দ বসাইয়া দিবেন।

সম্পাদক।

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২২ পৃষ্ঠার পর)

২৯ (খ) উদরাময় রোগ নিবারণ।

এই সকল পীড়া আহার ও পানের দোষেই প্রায় হয়। কিন্তু যে স্থানে ম্যালেরিয়া জন্মিতে দেখা যায়, সেই স্থানে এ রোগ অধিক হয়। ইহা নিবারণের উপায়ও প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার। যথা।

(১) ১৮ ও ১৯ ধারা এবং ২০ ধারার (ক হইতে (ক ঞ) পর্য্যন্ত। উল্লিখিত ধারার নিয়ম সকল এইরোগ নিবারণার্থও আবশ্যক। নচেৎ আহার সম্বন্ধীয় অতি সামান্য ব্যতিক্রমেই রোগ উপস্থিত হয়।

২। উদরাময় জুড়াইবার যে যে খাদ্য নিষেধ।

১। পঁচা, লোণা, শুষ্ক বা চর্ব্বিযুক্ত মাংস। ২। পঁচা, লোণা শুষ্ক চর্ব্বিযুক্ত মৎস্য। ৩। শক্ত সিদ্ধডিম। ৪। ছোট ইচলা মাছ; ৫। বড় চিঙ্গড়ী মাছ, ৬। কাঁকড়া। ৭। অপরিমিত সুরাপান। ৮। উত্তপ্ত বা ঘন দুগ্ধপান। ৯। অধিক পনির বা ছানা মিষ্ট সামগ্রী ১০। আধ সিদ্ধ নানা প্রকার দাল। ১১। ছোলা, বুট, মটর, সিমের বিচী বা কঁঠাল বিচী ভাজা, ১২। আরও নানাবিধ ভাজা কড়াই। ১৩ চাউল ভাজা বা চিড়া ভাজার সঙ্গে গুড়। ১৪। ছাতু বা নানাবিধ কড়াই ভাজা চূর্ণ। ১৫। মুড়ী মুড়কী। ১৬। লঙ্কা মরিচ। ১৭। নূতন চাউল। ১৮। পুরাতন দাল কড়াই। ১৯। মাংস মাছ বা আনাজের সঙ্গে লঙ্কা মরিচ বা অধিক পিয়াজ। ২০। সবুজবর্ণের কাঁচা আনাজ বা বিলাতী কুমুড়া। ২১। সবুজ বা অম্লফল। ২২। অধিক মিষ্টফল বিশেষতঃ কাঁঠাল। ২৩ অধিক শুষ্ক কাবুলী ইত্যাদি সকলই অজীর্ণকর বলিয়া তখন খাওয়া নিষেধ।

৩। যে যে খাদ্য বিধি।

১। চর্ব্বিরহিত ছোট জাতীয় জন্তুর মাংস ২। ছোট জাতের মাছ বিশেষতঃ মাগুর সিঙ্গি থলিস বা কইমাছ। পরিষ্কার ছাঁকা জল ৪। ধুলা বালু মিশান বাস্তাধারের রুটি ভিন্ন ঘরে প্রস্তুতী পাউরুটি ৫। কাঁচা বা আধসিদ্ধ ডিম ৬। পাখীর মাংস ৭। পুরাতন চাউল ৮। নূতন ভাল মুগ, মসুরদাল ৯। আলু, পটল, কাঁচকলা ১০। খুব পাতলা হাতগড়া রুটি ১১। কমলালেবু। ১২। পাকাকলা। ১৩। বেল। ১৪। অল্প পরিমাণে পাকা আম। ১৫। ঈষদুষ্ণ বা সদ্য দোয়া কাঁচা দুধ। ১৬ সদ্য ঘোল বা সদ্য দধি। ১৭। অল্প চিনি বা মিছরী। ১৮। অল্পমিঠাই বিশেষতঃ সন্দেশ। ১৯। মাছ বা ভাল সিদ্ধ আনাজ বা তরকারী। ২০। অল্প পুরাতন তেঁতুল দিয়া টকের ব্যঞ্জন ইত্যাদি। এই সকলের কয়েকটা বাছিয়া নিয়া এক এক বেলা খাওয়া যায়।

৪। রোগীর মলমূত্র দূরীকরণ।—

মলমূত্র ও বমির দুর্গন্ধে উদরাময় রোগ অধিক হয় বলিয়া এই সকল ত্যাগ করা মাত্র মাটি বা কয়লা চূর্ণে কিম্বা ভস্ম বা চূর্ণে তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। এবং পরে ঐ সমুদয় মাটিতে পুতিয়া ফেলিবে বা স্থানান্তরিত করিবে। রোগীর শরীর হইতে কিম্বা বিছানা খাট বা শয়ন গৃহ হইতে বিষ্ঠার গন্ধ উঠিলে ঐ সকল তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিবে এবং তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত গন্ধহারক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে।

৫। গুরুতর আহার নিষেধ।

সামান্য অন্ন জল ও অপরিমিত রূপে আহার ও পান করিলে অজীর্ণ হইয়া পরে উদরাময় রোগে পরিণত হয়।

৬। শিশুদের উদরাময় পীড়া নিবারণ।—

শিশুদের ৯।১০ মাস বয়স হওয়ার পর ৪টা দাঁত উঠিলে তৎপরে শুদ্ধ দুধপান করাইলে পেটের পীড়া হয়, আবার অতিশীঘ্র বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের মত আহার করিতে দিলেও পীড়া হয়। অতএব এবিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৭। উদরাময় নিবারক খাদ্য বা মুষ্টিযোগ।

ছোট জাতের কাঁচা বেল উনানের ভিতর দিয়া বেশ করিয়া পোড়াইবে পরে তুলিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিবে এবং প্রত্যহ খালি পেটে সকালে ও বৈকালে অন্য জলযোগের পরিবর্ত্তে ইহার কিম্বা পাকাবেলের আদ কি এক ছটাক শাঁস লইয়া জল ও চিনি দিয়া সর্ব্বৎ করিয়া খাইবে। জলের পরিবর্ত্তে সদ্য ঘোল (বা মাটা) দিলে আরও উত্তম হয়। যাহাদের পেটের কোন অসুখ নাই, তাহারা সদ্য দোয়া কাঁচা দুধের সঙ্গে পাকা বেল ও চিনি মিশ্রিদিয়া দুইবেলা খাইতে পারে।

৮। শিশুর উদরাময় নিবারক মুষ্টিযোগ।

কয়েকখণ্ড বেলশুঁঠ বা শুষ্ক বেল এক আদসের জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া জলের বর্ণ হল্‌দা হইলে উহা এক পরিষ্কার বোতল বা শিশিতে রাখিয়া দিবে এবং সকালে ও বৈকালে যে দুধ শিশুকে খাওয়ান হয়, তাহার সঙ্গে এই জল সমান ভাগে মিশাইয়া অল্প উষ্ণ করিয়া একটুকু

চিনির সঙ্গে খাওয়াইবে। কোষ্ঠ কঠিন হইলে এক বেলা করিয়া খাওয়াইবে। পরে বেলের জল একেবারে রহিত করিবে। বেলের জলে বাসী গন্ধ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার প্রস্তুত করিবে।

২৯ (গ) ওলাউঠা নিবারণ।

এই ভয়ঙ্কর রোগ কখন কখন ঝটিতি এমনকি ৬ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সাংঘাতিক হয় বলিয়া রোগ নিবারণের উপায় সকল অবলম্বন করিতে কেহই অবহেলা করিবে না।

১। ১৮ ও ১৭ ধারার সতর্কতা।

এই দুই ধারার বর্ণিত সতর্কতা পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিলে এ রোগ সেস্থানে প্রায় হয় না।

২। ওলাউঠার প্রাবল্যে স্থান ত্যাগ।

যেস্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হয়, সেস্থান কিছুকালের জন্য অর্থাৎ যতদিন তথায় রোগ প্রবল থাকে, ততদিন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বা অন্য কোন দূরস্থানে গিয়া বাসকরা কর্ত্তব্য।

৩। ২৯ [ক] বর্ণিত (ক) [ক] হইতে [ক] [এ] দফার সতর্কতা।

২৯ [ক] বর্ণিত [ক] [গ] হইতে [ক] [এ] দফার সতর্কতা পর্য্যন্ত অবলম্বন করা আবশ্যক।

৪। ২৯ (খ) ধারার খ খ। নিষেধ এবং গ গ বিধি।

২৯ (খ) ধারার (খ) (খ) দফায় বর্ণিত খাদ্য সামগ্রী নিষেধ এবং [খ] [গ] দফার সামগ্রী খাওয়া বিধি, কারণ ওলাউঠার বীজানু পাকস্থলী ও অন্ত্র সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করাতে, কোন খাদ্য সামগ্রীতে ঐ যন্ত্রের অসুখ যাহাতে না জন্মায়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

৫। সহজে জীর্ণখাদ্যও অধিক পরিমাণে খাওয়া নিষেধ।

সামান্য অন্নজল অপরিমিত রূপে ভোজন ও পান করিলেও অজীর্ণ হইয়া রোগ উপস্থিত করে, এজন্য তাহাও নিষেধ।

৬। রাত্রে কুঠরীর বদ্ধ বায়ুতে নিদ্রা নিষেধ।

কুঠরীর বন্ধ বায়ুতে নিদ্রা গেলে শেষ রাত্রে প্রায়ই ওলাউঠায় আক্রমণ করে। সেই জন্য রাত্রে শয়ন কুঠরীতে যেমন বিশুদ্ধ বায়ু বহে এমন উপায় করিয়া তাহাতে নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক।

৭। ওলাউঠার প্রাবল্য সময়ে শিশুর খাদ্য।

যেস্থানে ওলাউঠার প্রাবল্য হয় তথায় শিশুদের কিছু পাতলা বাহ্য হইলে ঈষদুষ্ণ পাতলা কাঁচা দুধের সঙ্গে ২৯ [খ] ধারার [চ] দফা মতে বেলশুঁঠের জল মিশাইয়া খাওয়াইবে।

৮। ওলাউঠার প্রাবল্য সময়ে কোন মেলাতে যাওয়া নিষেধ।

ওলাউঠার ঋতুতে যে সকল মেলা ক্রমে কয়েকদিন থাকে তাহাতে যাওয়া নিষেধ, কারণ তাহাতে প্রায়ই শেষে ওলাউঠা দেখা যায়।

৯। ওলাউঠার ভয় মন হইতে তাড়াইবে।

যাহারা ওলাউঠার আক্রমণ ভয়ে মনকে নিয়ত বিষন্ন রাখে, তাহাদের প্রায়ই ঐ রোগ হয়। তাদৃশ ভীরু প্রকৃতির লোকেরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, ইত্যাদির দ্বারা মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে, কিন্তু তজ্জন্য এক কি সওয়া প্রহর বা ১০ ঘণ্টা রাত্রের অধিক জাগরণ করা নিষেধ।

১০। ওলাউঠা নিবারক মুষ্টিযোগ।

ওলাউঠা প্রাবল্য স্থানে, সর্ব্বদা কর্পূর টেঁকে রাখিয়া তাহার ঘ্রাণ মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করিলে প্রায়ই রোগ নিবারণ হয়। ইহা ভিন্ন ২৯ (ক) ধারার (ট) দফাতে সম্বলক্ষার বিস যত যেরূপ চিনির সঙ্গে মিশাইয়া জ্বররোগ নিবারণার্থ খাওয়া হয়, ওলাউঠা রোগ নিবারণার্থ জাঙ্গাল ও সেই নিয়মে চিনির সঙ্গে মিশাইয়া সেইরূপ মাত্রায় খালীপেটে রোজ একবার করিয়া খাইলে ওলাউঠা আক্রমণের ভয় থাকে না। ভিরেট্রম এলবম্ ১২০ তারল্য রোজ প্রাতে দুই ফোটা করিয়া অল্প জলের সঙ্গে খাওয়া ঐ রোগ নিবারণের আর এক মহৌষধ।

৩০ স্পর্শাক্রামক রোগ বীজের বাষ্প।

স্পর্শাক্রামক রোগ বীজাত্মক বাষ্পের ঘ্রাণ সুস্থ ব্যক্তির শ্বাসের সঙ্গে অথবা ঐ রস খাদ্যের বা পানীয়ের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে কিম্বা

শরীরের ক্ষতের ভিতর দিয়া রক্তে প্রবেশ করিলে তাহার প্রায়ই সেই রোগ জন্মে।

এই শ্রেণীর যে সকল রোগ এদেশে প্রবল তাহার নাম বসন্ত, হাম, জলাতঙ্ক বা পাগলা কুকুর শৃগালের কামড়ে পাগল, গলার ভিতরে ছোঁয়াটিয়া ঘা ও সূতিকার বিষম জ্বর ও স্পর্শাক্রামক সূতিকাজ্বর ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যেক পীড়ার প্রকৃতি ও নিবারক উপায় সাধারণ জানিতে পারিলে ঐ সকল রোগ এড়াইতে পারিবে বলিয়া এস্থলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

৩০ (ক) বসন্ত।

প্রথম [ক] বসন্তের প্রকৃতি।

ইহার বীজ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিলে তিন দিন জ্বর হইয়া পরে শরীরে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি নির্গত হয় এবং ৭।৮ দিনে ঐ সকলে পুঁজ জন্মে ও গুরুতর আকার পীড়াতে তখন আবার ভয়ানক জ্বর হয়। রোগী রক্ষা পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। এরোগ একজনের দুইবার প্রায় হয় না।

রোগীর শরীরের দুর্গন্ধে বা উহার রস রক্তে লাগাইয়া দিলে কিম্বা আহার বা পানীয়ের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে সুস্থ শরীরেও রোগে জন্মিতে পারে। এবং সেইরূপ রোগ প্রায় বহুব্যাপক হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বসন্ত নিবারণ।

এরোগ নিবারণের তিন উপায় আছে ১ম বসন্তের রস বা পুঁজ দিয়া টিকা দেওয়া, ২য় গো বসন্তের রস দিয়া টিকা দেওয়া এবং ৩য় আপন হইতে রোগ হইলে উহার ছোঁয়াচ দোষ নিবারণ।

মানবীয় বসন্তের টিকা।

ডাক্তার রিচার্ডসনের মতে বসন্তের ১ ফোটা পুঁজের সঙ্গে ৪০ ফোটা ঈষদুষ্ণ জল মিশাইয়া তাহার একটুকু ছুঁচের অগ্রভাগে লাগাইয়া দিলে সুস্থ ব্যক্তির বাহুমূলের চারিস্থানে একটু একটু বিদ্ধিয়া লাগাইয়া দিলে তাহার শরীরে যে বসন্ত উঠে, তাহাতে ভবিষ্যতে তাহার আর সে রোগ

হইতে পারে না। পূর্ব্বে জলের সঙ্গে না মিশাইয়া থাটি বা শুদ্ধ পুঁজ দিয়া টিকা দেওয়াতে রোগ প্রায় সাংঘাতিক হইত বলিয়া জলে মিশাইয়া টিকা দেওয়া তিনি শ্রেয়বোধ করেন।

মানবীয় বসন্তের টিকার দোষ।

পূর্ব্ব নিয়মে বসন্তের আমশ্র রসের টিকাতে নানামতে অনিষ্টকর ফল হইতে পারে, যথা প্রথম বহু ব্যাপক হইয়া পড়ে ও অনেকের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। দ্বিতীয়। যাহাকে টিকা দেওয়া হয় তাহার পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে। তৃতীয়ঃ। বৎসর বৎসর শিশু বা ছেলে মেয়েদের টিকা দিতে হইলে, বৎসর বৎসরই ঐ স্পর্শাক্রামক রোগকে সজীব করিতে হয় বলিয়া, সভ্য ইয়ুরোপ খণ্ডে এরোগকে যে উপায়ে প্রায় বিদূরিত করা হইয়াছে, এ দেশে সেই শুভফল হইবার সুযোগ হয় না। চতুর্থ শিশুদের মানবীয় বসন্ত হইলেই প্রায় সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। এবং কিশোরাবস্থায়ও অধিকাংশ ছেলে মারা পড়ে। পঞ্চম। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে যাহারা বাঁচে, তাহাদের মধ্যে অনেকে চিররোগী হইয়া থাকে। ষষ্ঠ। কেহ কেহ দৃষ্টি হারা হয়। সপ্তম। কেহ বা বধির হয়। অষ্টম। কেহবা খঞ্জ বা খোঁড়া হয়। নবম। অনেকের শরীরে বিশেষতঃ মুখে বসন্তের দাগ চিরকাল থাকিয়া যায় ও তাহাতে অনেক যুবক বিশেষতঃ যুবতীদের কদাকার মুখ চিরকাল থাকাতে মানসিক অসুখের একটী প্রধান কারণ হইয়া পড়ে।

২। গো বসন্তের টিকা।

ইহা আধুনিক সভ্য ইউরোপের অতি হিতকর ও ভয়হারক আবিষ্কৃত টিকা। এই টিকাও বসন্তের টিকার নিয়মে দেওয়া হয় কিন্তু এই মাত্র প্রভেদ যে, গো বসন্তের খাটী পুঁজ বা রস লইয়া জল মিশ্রিত না করিয়া সুস্থ মনুষ্যকে পূর্ব্বনিয়মে টিকা দেওয়া হয়। অথবা ঐ রসে যাহার বাহু মূলে বসন্ত হয় তাহার ঐ বাহুতে যে সহজ রকম বসন্ত জন্মে সেই রস দিয়া অন্য যাহাকে টিকা দেওয়া হয় তাহাদের শরীরে ভবিষ্যতে আর মানবীয় বসন্ত হয় না।

গো বসন্তের নানা গুণ।

প্রথম। গো বসন্তের টিকা বাহুমূলের যে যে স্থানে দেওয়া হয়, সেই-সেই স্থানেই উঠে। সর্ব্ব শরীরে উঠে না।

দ্বিতীয়। বিশুদ্ধ গো বসন্তের টিকা হইলে যাহাকে টিকা দেওয়া যায়, তাহার পক্ষে কখন সাংঘাতিক হয় না।

তৃতীয়। ইহাতে রোগ বহুব্যাপক হইতে পায়না, কারণ টীকা দেওয়া ভিন্ন উহার বাতাসে বা অন্য কোন মতে এ রোগ অন্যের শরীরে হয়না।

চতুর্থ। টিকাতে কোন অনিষ্ট হয় না এমন কি ২।১ মাস বয়স্ক শিশু-কেও গো বসন্তের টিকা দিলে কোন প্রকার ভয় থাকে না।

পঞ্চম। মুখে বসন্তের দাগ হয় না, বা চিরকাল থাকেনা তাহাতে যুবক যুবতীদের মুখবিশ্রী করার আশঙ্কাও থাকে না।

ষষ্ঠ। ইহাতে কাহাকেও অন্ধ বধির বা খোঁড়া করে না।

সপ্তম। কাহাকেও চিররোগী করেনা।

অষ্টম। গো বসন্তের দ্বারা ইউরোপ খণ্ডের ন্যায় এদেশ হইতে সাংঘাতিক বসন্তকে বিদূরিত করা যায়।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অভিগমন বা স্ত্রী পুরুষসংসর্গ।

গত বারে হস্তমৈথুনের কাহিনী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া ভাবিয়াছিলাম, এ পাপ কথা আর মুখে আনিব না, একপ অশ্লীলতার অবতারণা করিয়া সম্মিলনীকে আর কলঙ্কিত করিব না, কিন্তু এখন দেখিলাম যে, ইহা বাস্তবিক পাপ কথা নহে, ইহা সম্মিলনীর কলঙ্কের বিষয়ও নহে, কেন যে বল্প তাহা বলিতেছি—মনে কর এখনও ১৫ দিবসের অধিক অতীত হয় নাই; গত ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা সম্মিলনীতে হস্ত মৈথুন বিষয়ক প্রবন্ধটী বাহির হই-

সাছে, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই আমাদের গ্রাহক ও পাঠক-মণ্ডলীর মধ্যে আমাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ যেরূপ উপকার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা সেই সমুদায় পত্র পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আহ্লাদিত হইয়াছি। আরও আনন্দের কারণ এই যে, আমাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কতক গুলি প্রাপ্ত বয়স্ক বালক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা আর প্রাণান্তেও এই অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। অধিক কি জানাইব, কোন বালক লিখিয়াছেন" মহাশয়! এই কুকার্য্যের পরিণামে যে, এতদূর পর্য্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে, ইহা স্বপ্নেও এক-দিন মনে করিনাই, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, আজ্ হইতে এ পাপকার্য্য আমার অন্তঃকরণেও স্থান পাইবে না।,, কেহ লিখিয়াছেন "মহাশয়! আপনার সম্মিলনী পাঠ করিয়া অল্পে অল্পে ত্রাণ পাইলাম তাই রক্ষা, নচেৎ ভবিষ্যতে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা ভগবানই জানেন" আবার কেহবা লিখিয়াছেন যে, "মহোদয! আপনার সম্মিলনীতে প্রকাশিত কোন বালকের পত্রখানি পাঠকরা পর্য্যন্ত আজ্ ৩।৪ দিনের মধ্যে দুশ্চিন্তাতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত একরকম পরিত্যাগ করিয়াছি, সর্ব্বদাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি যে, পাছে আমি কিছু দিবস এই দুষ্কার্য্য করিয়াছি বলিয়া পরিণামে আমারও ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় ইত্যাদি

সে যাহাহউক, এই অসৎকার্য্য হইতে যে, প্রতিনিয়তই সমাজে ঘোরতর অকল্যাণ সাধিত হইতেছে, এবং সেই জন্য সামান্য চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া যে, এই সম্বন্ধে মহান্ আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত, তাহাতে আর আমাদের কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই সন্দেহ নাই বলিয়াই আমরা পুনর্ব্বার এবিষয়ের উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম; তবে এবারে আর আমাদের এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। কেননা এসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, আমরা গতবারে তাহা প্রায় সমস্তই এক প্রকার বলিয়াছি। তথাপি এবারে এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে গতবারের প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে কোন বালকের পত্রখানি আমরা অবিকল উদ্ধৃত

করিয়া দিয়াছিলাম, দেখিলাম আমাদের লিখিত কথায় অপেক্ষা সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক বালকেরই চৈতন্যোদয় হইয়াছে অনেক বালকই পত্রখানি পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন, এবং গভীর নিদ্রার পর যেন তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে, কাজেই সেই পত্রখানি অনেকেরই বিশেষ উপকারে আসিয়াছে দেখিয়া আমরা রাশি রাশি পত্রের মধ্যে এবারেও ২।১ খানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ দেখুন, নিম্নলিখিত পত্র দুইখানির কথার সহিত আমাদের পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধস্থ কথা গুলির সহিত কতদূর সাদৃশ্য আছে।

১ম পত্র——

মহাত্মন্!

"অদ্য আপনার কৃত চিকিৎসা-সম্মিলনী পুস্তক পাঠ করিয়া আমার অনুতাপানল দ্বিগুণিত প্রজ্বলিত হইয়া চিত্তকে দগ্ধীভূত করিয়াছে।

পুস্তকের প্রথমে যে হস্তমৈথুন রূপ কালসর্পের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমিই প্রথম যৌবনে উহা কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া যৌবন-স্বভাব-সুলভ-ইন্দ্রিয়-সুখে বঞ্চিত থাকায় সর্ব্বদা দুঃখ সাগরে ভাসমান আছি।

বিস্তারিত অবস্থা নিম্নে লিখিতেছি, যদি চিকিৎসার অধীন থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যবস্থা প্রদানে স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবেন।

আমার ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সের সময় ঐ কুকার্য্য আরম্ভ করি, ২৪ কি ২৫ বৎসরের সময় পরিত্যাগ করি. এক্ষণে আমার বয়স ৩৪ কি ৩৫ বৎসর হইয়াছে।

প্রায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ পেটে অপাক্ অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই বাহ্যে যাইতে হয়, তৎপর বেলা ৯ কি ১০ টা পর্য্যন্ত ৩।৪ বার অপাক্ নির্গত হয়।

স্নান করিয়া আহার করিলে বৈকালে কোনও উদ্বেগ ঘটে না;—কচিৎ রাত্রিতে আহারের পর ২।১ দিবস বাহ্যে যাইতে হয়।

শুক্রের তরলতা নিবন্ধন ইন্দ্রিয় যেন ২০।২১ বৎসর বয়স হইতেই

...হইয়াছে। উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য অথবা উদরে অপার...

[illegible]

এই জীবনকে যদি রক্ষা করিবার কোন উপায় ... [illegible] তবে একজন ব্রাহ্মণের (আমার পিতার) বংশরক্ষা করিলেন, এবং চিরদিনের জন্য আপনার ক্রীত হইয়া থাকিলাম। যদি মহাশয়ের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলে কোন সুবিধা হয়, তাহাও প্রস্তুত আছি, নতুবা পত্রোত্তরে ব্যবস্থাপত্র ও ঐ সকল ঔষধ আপনার ঔষধালয়ে, কি মূল্যে পাওয়া যায় লিখিয়া চিরবাধিত করিবেন।"

২. ২য় পত্র। অদ্য "চিকিৎসা-সম্মিলনীতে" অভিগমন বা স্ত্রী পুরুষসংসর্গ নামক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে যতটুকু আশা করিয়াছিলাম, তাহার অনেকটা নষ্ট হইল। আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার যতই প্রায়শ্চিত্ত করি না কেন, পাপ না করিলে যেমন থাকিতাম, সেরূপ আমার এ জীবনে আর কিছুতেই হইবে না। অদ্য জানিলাম আমার ন্যায় হতভাগা এদেশে অনেক, শুধু যে

আমিই নির্জ্জনে কাঁদিতেছি এমন নয় প্রত্যহ এমন সহস্র সহস্র বালক কাঁদিতেছে। অদ্য চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কোন এক আমার ন্যায় বা আমাপেক্ষা দুর্দ্দশা গ্রস্ত বালকের কাতরোক্তি পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। এইরূপে যে কত লোকের ইহাদ্বারা পরকাল নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে আমার যে কয়টী কথা বলিবার আছে তাহা বলিতেছি, আমার ভবিষ্যত জীবনের ভার আপনার উপরে, এ সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা করিলে আমার ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিবেন। আপনার নিকট ভিন্ন আমার এসমস্ত কথা বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবার আর কেহ নাই। আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। চিকিৎসা-সম্মিলনীতে একস্থানে লিখিত আছে "পিতা যে সন্তানের রোগশান্তির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় এবং প্রাণপণে যত্ন করিতে কখনই ক্রটি [illegible]ন না" "দুঃখের বিষয় এই যে এই সম্বন্ধীয় পীড়াতে কিন্তু তাহা হইবার যো নাই, চক্ষুলজ্জা ও ভয় তাহা প্রাণান্তেও করিতে দেয় না" "যে সন্ত[illegible]র সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইলে পিতা মহাব্যস্ত হইয়া শত শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার সেই সন্তানই ঐরূপ অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগী হইয়া পিতার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লইতে সাহসী হন্ নাই" এই শেষোক্তটী আমার প্রতি একেবারে ঠিক্ খাটিয়াছে, গত কার্ত্তিক মাসের পীড়াতে আমার পিতা আমার জন্য প্রায় একমাস কাল প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এবং ঔষধ খাওয়াইয়াছেন, ফলতঃ ব্যাকুল যতদূর হইতে হয় হইয়াছিলেন, কারণ এ সংসারে তাহার আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। শত শত টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে আমি সামান্য কষ্ট না পাই, এজন্য তিনি কত যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমি কিরূপ পীড়ায় কত মনোকষ্ট পাইতেছি, আমার শরীর একেবারে নষ্ট হইতেছে তাহা আমার পিতা ত দেখেন না। অদ্য দিন ১০।১২ হইল আমার একটু সামান্য জ্বর হইয়া ২ দিন স্কুলে যাইতে পারি নাই; তজ্জন্য তিনি মহাব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিব কি কবিরাজ ডাকিব ইহাই স্থির করিতে পারেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এক্ষণে আমার উপায় কি?

কি উপায়ে পিতাকে গোপন করিয়া ঔষধ আনাইব। কেমন করিয়া [illegible] তাহার ত কোনই উপায় নাই, অগত্যা আমার পীড়ার [illegible] লেও নাই [illegible] ব্যবহার করিতে পাইব [illegible] [illegible] পরামর্শ দিবেন [illegible] কি কোন [illegible] সমস্তই বুঝিতে [illegible] পাইতেছি [illegible] বুঝিতে বাকী নাই, [illegible] বলা বাহুল্য যে [illegible] এইরূপ শত শত পত্র [illegible] হওয়ায় সাধারণের অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক দুঃখভোগ [illegible] থাকে" এইরূপ লিখিতেন না। যাহাহউক আমার যাহা বলিবার বলিলাম। আপনি এসম্বন্ধে আমাকে যে পরামর্শ দিবেন তাহাই আমার গ্রাহ্য। উত্তর পত্রে দিবেন। এবং যাহাতে শীঘ্র পাই এ বিষয়ে যত্ন করিবেন।"

এইরূপ কতশত পত্র যে আমাদের নিকট আসিয়াছে ও প্রতিনিয়তই আসিতেছে, তাহা আমরাই জানি, এবং সর্ব্বদা আমাদের এখানে যাঁহারা আসিয়া থাকেন, তাঁহারাও কতকটা অবগত আছেন। ফলত কাহারও সন্দেহ হইলে তিনি স্বয়ংই আমাদের এখানে আসিয়া সেই সমস্ত পত্র দেখিয়া যাইতে পারেন।

সে যাহাহউক, নিঃসংশয়িতরূপে যখন ইহার সমূহ অপকারিতার বিষয় স্থিরীকৃত হইল, তখন আর ইহার অনিষ্ট কারিতার উল্লেখ না করিয়া যে সমস্ত উপায় দ্বারা মনুষ্য এই ভয়ানক বিপদ হইতে সহজে রক্ষা পাইতে পারে, অতঃপর তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথম উপায়। দুষ্টসংসর্গে পড়িয়া বালকগণ যাহাতে এই ভয়ানক অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে না পারে, এই অসৎ কার্য্যের পরিণামে যে যার পর নাই শোচনীয়, ইহা যাহাতে বালকগণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, বালকগণের অভিভাবক দিগের বিশেষতঃ শিক্ষক দিগের সে সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবেই দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। অথবা এসম্বন্ধেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

[illegible] ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছি। তবে আমাদের এখন বক্তব্য আছে, [illegible] অসৎকার্য্য হইতে ক্রমে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাদের বিস্তৃত লক্ষণ এবং সেই সমস্ত উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা লইয়া; কিন্তু আপাততঃ সময়াভাবে আমরা ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। অতএব পাঠকগণের বিশেষতঃ এই অসৎকার্য্যের ফলভোগী ব্যক্তিগণের উপকারের জন্য আমরা সম্ভবতঃ শীঘ্রই কবিরাজী এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি এই ত্রিবিধমতে এই রোগের চিকিৎসার বিষয় সাধ্যমত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

অলক্ষিত পাপ।

পোড়া পাপ যে কত রকমেই মানব দেহে স্থান প্রাপ্ত হয়—বুঝিবার দোষে মনুষ্য, অলক্ষিতভাবে যে কতশত অনিষ্টেরই ভাগী হন, তাহা কে বলিতে পারে? আর পারিলেও এ সংসারে কয়জন লোকেই বা তাদৃশ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন? বাস্তবিক মনুষ্য তাহা পারেন না বলিয়াই পদে পদে রোগযন্ত্রণা ও মনের যাতনা প্রভৃতি শারীরিক মানসিক অশেষ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ইহজীবনের লীলা খেলা সাঙ্গ করিয়া থাকেন। তবে তাহার মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সুচতুর, তিনিই কতকটা সতর্ক থাকিয়া যতদূর সাধ্য বুঝিয়াও সেই সমস্ত পাপকার্য্য হইতে পৃথক্ থাকিয়া অবশ্য অনেকটা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সে যাহাহউক, পাপ অনেকরকমেই সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু মনুষ্য, এই পাপ বা অনিষ্টের সর্ব্বত্র কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না অথবা অনেক স্থলে অনেকের পারিবার সামর্থ থাকিলেও জানেন না বলিয়া আবার অনেকে সেই পাপের ভাগী হইয়া থাকেন। অতএব এই অজ্ঞাত বা অজানা পাপ লইয়াই আমরা আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

।শ।

কেরই জ।

কারণ হইতে য।

বিনয়ক চিন্তা বা ে

হইতেও যে, মনুষ্যের সমু ... ...ত হইতে পারে, সে বিষয় কয়জন লোক অবগত আছেন? অবগত নন্ বলিয়াই আজ্ আমরা সেই অলক্ষিত পাপ বা অনিষ্টের বিষয় সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মহাত্মা চরক বলিয়াছেন—

"রসইক্ষৌ যথা দধ্নি সর্পি স্তৈলং তিলে যথা।
সর্ব্বত্রানুগতং দেহে শুক্রং সংস্পর্শনে তথা॥
তৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগচেষ্টাসঙ্কল্পপীড়নাৎ।
শুক্রং প্রচ্যবতে স্থানাজ্জলমার্দ্রাৎ পটাদিব॥
হর্ষাত্তর্ষাৎ সরত্বাচ্চ পৈচ্ছিল্যাদ্ গৌরবাদপি।
অনুপ্রবনভাবাচ্চ দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ।
অষ্টাভ্য এভ্য হেতুভ্যঃ শুক্রংদেহাৎ প্রসিচ্যতে॥"

অর্থাৎ যেমন ইক্ষুতে রস, তিলে তৈল এবং দধিতে ঘৃত সর্ব্বত্র অনুগতভাবে বিদ্যমান থাকে। শুক্রধাতুও সেইরূপ অনুগতভাবে দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও ত্বকে আধিক্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই শুক্র স্ত্রীপুরুষের সংযোগ, চেষ্টা, সংকল্প এবং পীড়নবশতঃ আর্দ্রবস্ত্র হইতে জলের ন্যায় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। পরন্তু হর্ষবশতঃ এই শুক্র সর, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, গুরু, চল এবং দ্রব বলিয়া বায়ুবেগে চালিত হইয়া দেহ হইতে ক্ষরিত হইয়া থাকে।

স্রা-

... আছে।

... উচিত। স্ত্রী-

...রে, পুরুষের শুক্রেও

স্ত্রীর আর্ত্তবে কিরূপ দোষ জন্মিলে সন্তান উৎপন্ন হয় না অথবা বিকৃত সন্তান উৎপন্ন হয়, এবং দূষিত শুক্র ও রক্ত সংশোধনের উপায় প্রভৃতি আমরা যতদূর জানি, তাহাতে সকল শাস্ত্রকারগণই এই সমস্ত বিষয় লইয়া কিছু না কিছু আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শারীরিক সম্বন্ধহেতু বৈদ্য-শাস্ত্রেই বিশদরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকও বৈদ্য শাস্ত্র-কারগণ এই সমস্ত বিষয় লইয়া যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনাতে আমরা আধুনিক চিকিৎসকগণের আবিষ্কৃত অধিক সূক্ষ্মতত্ত্ব কিছুই দেখিতেপাই না, কেন যে পাই না, অবশ্যই তাহা আমরা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব! সে যাহাহউক, বৈদ্যশাস্ত্রে শুক্র ধাতুকে সর্ব্বতোভাবেই অব্যাহত রাখিতে ভুয়ো ভুয়ো উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

শুক্রং তস্মাদ্বিশেষেণ রক্ষ্যমারোগ্যমিচ্ছতা।

অর্থাৎ আরোগ্য বা সুখাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে শুক্র-ধাতুকে রক্ষা করিবে। কেন না শুক্র বিশুদ্ধ না থাকিলে মনুষ্য পুরুষত্ব বা পৌরুষহীন হইয়া একরকম সকল সুখে বঞ্চিত থাকে*

---

*আমাদের এই সমস্ত কথায় কেহ ইহা যেন মনে না করেন যে পুরুষ স্ত্রীসংসর্গ না করিলে বা তাহার স্ত্রীসংসর্গের শক্তি না থাকিলেই সে, সমস্ত সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। অতএবএস্থলে আমাদের কথার অন্যান্য গভীর উদ্দেশ্য আছে। অবশ্যই আমরা পাঠকবর্গকে স্থানান্তরে তাহা জানাইব।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। অতঃপর আধুনিক হিন্দু-সম্প্রদায় এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বাক্যের কতদূর অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাহাই একবার আলোচনা করা যাউক। কিন্তু আলোচনা করিব কি, যে হিন্দু-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, যে শাস্ত্রকারগণের বাক্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া আজ আমরা এই সমস্ত কথার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতেছি, দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমুদায় কথা জানাইবার কি আমাদের স্থল আছে? কোন্ হিন্দু সন্তান এই সমস্ত গভীর বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহাতে কর্ণপাত করিবেন? তবে যে কেহ করিবেন না একথা আমরা বলি না। আমরা বলি যে যাহাও ২১ জন লোক আমাদের কথায় মনঃসংযোগ করিবেন, তাহা অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে না বলিলেও চলে।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা নিম্নে শুক্রধাতু দূষিত বা নষ্ট হওয়ার কতকগুলি কারণ দর্শাইতেছি।

১। এই সমস্ত কারণের উল্লেখে যদিও প্রথমতঃ বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিশৃঙ্খলভাব আসিয়া সহসা মনে উপস্থিত হয়, কিন্তু আমরা বলি যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোক পূর্ণ-যৌবন অবস্থাতে বিবাহ করিয়াও সেই সমস্ত দোষ হইতে রক্ষা পান না। কেন না চতুর্ব্বিংশতি বয়স্ক নধর বলিষ্ঠ সুস্থকায় যুবকের অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত যে দিন বিবাহ হইল, সেইদিন হইতেই সেই যুবকের এই বালিকা বিবাহের কারণ তাহার শারীরিক অনিষ্ট সাধন হইতে লাগিল। দেশীয় প্রথা অনুসারে যুবক সেই দিন হইতেই সেই দুগ্ধ পোষ্য বালিকাকে যুবতী ভার্য্যার ন্যায় জ্ঞান করিতে থাকিলেন। সেই বালিকার সহিত তাহার সহবাস ত চলিলই, তদ্ভিন্ন কোন কোন লোক পশু বৎ ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু এই সহবাস-জনিত অপকারিতার বিষয় যদিও সহসা কাহারও হৃদয়ঙ্গম না হউক, কিন্তু চিন্তা করিলে ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় সকলেই বুঝিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, এই সূক্ষ্মতম অনিষ্টের বিষয়ই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ইহার কিছু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেমন তিলে তৈল ও

ইক্ষুতে রস অনুগত ভাবে বিদ্যমান থাকে, শুক্রধাতুও শরীরে ঠিক তদ্‌-স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। একটী তিল বা একগাছি ইক্ষু লইয়া সামান্য পীড়ন করিলেই যেমন তিলস্থিত সমস্ত তৈল একত্রিত হইয়া বহির্গত হয়, এবং ইক্ষুদণ্ড স্থিত সমুদয় রস একত্র সংযোগে মিশ্রিত হয়, শরীরস্থ শুক্র-ধাতুও আর্দ্রবস্ত্র হইতে জলের ন্যায় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। তিল বা ইক্ষুকে পীড়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই রস বাহির করিয়া না লইয়া ফেলিয়া রাখিলে তাহা যেমন অতি অল্প দিনেই নষ্ট হয় বা পচিয়া যায়। দেহস্থ শুক্রধাতুও যে কোন কারণেই হউক স্থানচ্যুত হইয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত না হইলে তাহা দূষিত হয় ও তদ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে। তবেই দেখ নানা কারণে মনুষ্যের শুক্রধাতু স্থানচ্যুত হইয়া থাকে কি না? কেহ পরস্ত্রী বিষয়ক কুচিন্তা লইয়া, কেহ স্বকীয় বালিকা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ ব্যতীত সহবাস করিয়া এবং কেহ বা শুক্রের উদ্দীপক বা স্বস্থানভ্রষ্ট কারক অন্যান্য নানাবিধ কাণ্ড বাণ্ড করিয়া শরীরস্থ শুক্র-ধাতুকে অল্প বিস্তরভাবে দূষিত সুতরাং শরীরকেও অসুস্থ করিতে ত্রুটী করে না। এ ত গেল সূক্ষ্ম অনিষ্টের বিষয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পূর্ব্বোক্ত কারণে শরীরস্থ শুক্রধাতু স্থানচ্যুত হয় কি না, অথবা হইলেও তাহা দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে কি না তাহা একটু সূক্ষ্ম চিন্তা ভিন্ন সামান্য কথায় বুঝাইয়া দেওয়া দুষ্কর, তা যাহা হউক শুক্রের বেগ নিরোধ বা স্বস্থানচ্যুত শুক্রের স্রাব না করিলে যে কেবল ঐরূপ অদৃশ্য অপকার জন্মে তাহা নহে। তদ্ভিন্ন বাহ্যিকও কতকগুলি অসুখ প্রায় উপস্থিত হইয়া থাকে। বৈদ্যশাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মেঢ্রে বৃষণয়োঃ শূলমঙ্গমর্দ্দো হৃদিব্যথা।
ভবেৎ প্রতিহতে শুক্রে বিবন্ধং মুত্রমেবচ॥"

অর্থাৎ শুক্রের উপস্থিত বেগ রোধ করিলে পুরুষাঙ্গে ও কোষে তীব্র বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ [গাত্রমোড়া] এবং হৃদয়ে বেদনা ও মুত্ররোধ

হইয়া থাকে। বলা বাহাল্য যে, যাঁহারা অনেক সময়ে বালিকা স্ত্রীর সহিত সহবাস করেন অথচ সংসর্গ ঘটে না, তাঁহাদের অনেক সময়েই ভয়ানক প্রমেহ বা ধাতের ব্যায়রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। পরন্তু শেষে এই অবস্থা হইতে একশী[illegible] কোরও প্রভৃতি গুরুতর ব্যাধি পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। আর [illegible]ত্ত যে এই অবস্থা হইতে ক্রমে দূষিত ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে [illegible]ত সন্দেহ কি?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই [illegible] দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুক্রধাতুর এইরূপ পদে পদে দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কয়জন লোক সেই সমস্ত দোষের বিষয় অবগত আছেন? আর জানিয়াও কয়জন লোকেই বা ঐ সমস্ত দোষ পরিহার করিতে চেষ্টীত হইয়া থাকেন? আমাদের যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেহস্থ শুক্রধাতুর এইরূপ অবস্থা উত্তেজনা দ্বারা শরীরের ভিতরে ভিতরে এবং সময় বিশেষে বাহিরেও বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সমস্তও যে হিন্দু সন্তানগণের দৈহিক অবনতির কারণ, তাহা অনেক রকমেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বিস্তার ভয়ে যদিও আমরা এসম্বন্ধে আপাতত আর অধিক কিছুই বলিতে পারিলাম না কিন্তু আমরা যতদূর বলিলাম তাহা পাঠ করিয়া আশা করি, অনেকেই সাধ্যমত উপরোক্ত দোষসমূহ পরিহার করিতে সচেষ্ট হইবেন। যাহা হউক ইহার পর স্ত্রীপুরুষ সংসর্গবিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিত হইবে, তাহাতে আমরা এ সমস্ত বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আন্দোলন করিব। ক্রমশঃ

আঁতুড়ে ছেলের পেঁচো পাওয়া রোগ।

এলোপ্যাথিমতে চিকিৎসা।

আমার ইতিপূর্ব্বে ধারণা ছিল যে শিশুদে[illegible] পীড়া হইলে তাহারা আর কিছুতেই রক্ষা পায় না, কিন্তু বলা বাহু[illegible], এখন আর আমার সে ধারণা নাই কেন না আমি গত ২৯ বৎসর প[illegible]ন্ত চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এইরূপ রোগাক্রান্ত অনেক শিশুকে পীড়া হইতে আরোগ্য করিয়াছি। অতএব যে চিকিৎসা প্রণালীদ্বারা আমি ঐ সকল শিশুর পীড়া আরোগ্য করিয়াছি, নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

এই রোগে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ একটী প্রধান চিহ্ন। এজন্য আভ্যন্তরিক বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। আমি এই বিরচনের জন্য ক্যালমেল্ অথবা ক্যাষ্টর অয়েলের ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু যদি শিশুর গলাধঃকরণ ক্রিয়ার রোধ হয়, কিম্বা অতিকষ্টে সম্পন্ন হয়, তাহা-হইলে পিচ্‌কারী দ্বারা বিরেচন করান উচিত।

এই অবস্থায় বিরেচনের জন্য ৩০ ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল অথবা ক্যালমেল ১ গ্রেণ মাত্রায় দিলেই বিরেচন হইতে পারে, যদি না হয়, ততক্ষণ বার বার ৩ তিন ঘন্টা অন্তর এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। আক্ষেপ নিবারণের জন্য গাঁজার অরিষ্ট ১ ফোঁটা হইতে ৩ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর অল্প দুগ্ধের সহিত বা সিরাপের সহিত প্রদান করিবে। যদি ইহাতেও আক্ষেপ নিবারণ না হয়, তাহাহইলে অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় ব্রোমাইড্ অব্‌পটাশিয়ম্ এবং হাইড্রেটেড্ ক্লোর‍্যাল্ দুই একত্রে মিশ্রিত করিয়া

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থ বিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগী চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহারা বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে। লম্বা চৌড়া ও ভাষায় আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল মাত্র তাহাই লিখিলেন।

চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই উভয় ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে সময়ের কোন নির্দ্ধারিত নাই। তবে ইহা সেবনের নিয়ম এই যে, ইহার সেবনান্তে শিশু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, কিম্বা স্থির থাকে, ততক্ষণ আর এই ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু পুনর্ব্বার আক্ষেপের স্মৃষ্টি হইলে তৎক্ষণাৎ এই ঔষধ ঐরূপ মাত্রায় প্রদান করিবে, এই ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য জন্য হিঙের অরিষ্ট ১০ ফোঁটা হইতে ২০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ২ড্রাম্ গম্ একোশিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিবে।

আর যদি উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও শিশুর আক্ষেপ নিবারণ না হয়, তবে শিশুকে ক্লোরোফরম্ শোঁকাইয়া ক্রমাগত অচৈতন্য করিয়া রাখিবে, কিন্তু এই ক্লোরোফরম্ যেন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ভিন্ন অপরে ব্যবহার না করেন।

আমার নিজ বাটিতেই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ মনীন্দ্রকুমার বসুর জন্মের সাতদিন পরেই এই রোগ উপস্থিত হয়। আমি তাহাকে ক্রমান্বয়ে ৯ দিন পর্য্যন্ত ক্লোরোফরম্ শোঁকাইয়া অচৈতন্য অবস্থাতে রাখিয়া ছিলাম। আর এই নয় দিবস পর হইতেই তাহার ক্রমে পীড়ার আরোগ্য চিহ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবং ১৮ দিনের পরেই সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। তাহা ছাড়া আমি কলিকাতার দক্ষিণ ইটালির সুবিখ্যাত দেব নারায়ণ দে মহাশয়ের বাটীতে ৺ তারকানাথ দের পুত্র ভোলানাথ দের শৈশবাবস্থায় ঐরূপ পীড়া হওয়ায় আমি সেই স্থলে কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ বিবেচক গাঁজার অরিষ্ট এবং হিংঙের অরিষ্টের পিচ্‌কারী দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়া ছিলাম। সংপ্রতি কপালিটোলাস্থ ডিক্রুজ সাহেবের ৭ দিন বয়স্ক শিশু কন্যাকে ও পূর্ব্বোক্ত গাঁজার অরিষ্ট এবং হাইড্রেটেডক্লোর‍্যাল ও ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম্ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি পরন্তু ঐ সকল ঔষধের ব্যবহারের সময় কাষ্টরঅয়েল দ্বারা শিশুকে বিরেচন করান হইয়াছিল।

স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাটা নারীর ক্ষত উত্তেজিত হইলে

ঐ পীড়া উপস্থিত হয়, অতএব ক্ষতস্থানের সেই উত্তেজনার শান্তির জন্য গাঁজার সার দিয়া ক্ষতস্থান আবৃত রাখিবে।

পথ্য।

এই রোগে শিশুর স্তনপানের শক্তি প্রায়ই রহিত হইয়া যায়। অতএব ইহার প্রাণরক্ষার জন্য ইহার দুগ্ধ পান করান আবশ্যক। কিন্তু এই দুগ্ধ সহজে পান করান যায় না। অতএব শিশু যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, কিম্বা যখন উহার আক্ষেপ থাকে না, তখনই ঝিনুকে করিয়া অল্পে অল্পে দুগ্ধ পান করাইবে। পরন্তু আক্ষেপের সময় কোন মতেই দুগ্ধ পান করাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম ডি।

নব প্রসূত শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

এই ভয়ঙ্কর রোগে লক্ষণানুসারে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিশু রোগীকে প্রায় বাঁচান যায়। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ না হইলে রোগ অতি শীঘ্র সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এই জন্য ইহার চিকিৎসার্থ বহুদর্শী চিকিৎসকের নিতান্ত আবশ্যক করে। অতঃপর নিম্নে উহার কয়েকটী প্রধান ঔষধ প্রয়োগের ক্রম দেওয়া যাইতেছে।

১। প্যাসিক্লোরাইন্‌কারনেট ২০ তারল্য।

পৃষ্ঠের মাংসপেশির অতিরিক্ত সঙ্কোচন ক্রিয়াতে শরীর পশ্চাৎদিকে ধনুর মত বেঁকিয়া গেলে ও দাঁত কপাটি লাগিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। প্রোক্ত তারল্যের এক ফোটা ঔষধকে ৬০ ফোটা জলে মিশাইয়া তাহার ৩০ ফোটা করিয়া একঘণ্টা অন্তরে অন্তরে খাওয়াইবে। তাহাতে খেচুনি কিছু কমিয়া আসিলে ক্রমে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হইবে। পেশীর সঙ্কোচন না কমিলে অন্য ঔষধের চেষ্টা পাইবে।

২। ক্লোরেল হাইড্রেড ৩ তারল্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার লক্ষণে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োগ ও মাত্রাও ঐরূপ।

৩। বেলেডোনা [ষ্ট্রামোনিয়ম্] ৫ তারল্য।

নিদ্রিত অবস্থায় শিশু এক একবার চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠে, মুখের নানাবিধ খেঁচুনি হয়। কিছুই গিলিতে পারে না। কটমটিয়া বা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। চক্ষুর পুতলি প্রসারিত হয়। এবং আপন হইতে অনিচ্ছা ক্রমে মলমূত্র ত্যাগ হয় ইত্যাদি। প্রয়োগ পূর্ব্ব নিয়ম।

৪। সিকিউটা ৫ম তারল্য।

সর্ব্বশরীরে হটাৎ অন্যতম বা কঠোরতা উপস্থিত হয়। মুখ নীল-বর্ণ, চক্ষুর একদিকে স্থিরদৃষ্টি; শিশুকে স্পর্শ করিলে কিম্বা নিকটে উচ্চস্বরে কথা কহিলে বা চিৎকার করিলে উহার সর্ব্বশরীরের খেঁচুনি আরও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োগ পূর্ব্ব নিয়মে।

৫। কেলেবার্ বিন্ ৫ম তারল্য।

সর্ব্বশরীরের খেঁচুনি, চোপাল ধরা, চক্ষুর তারকা অতি সঙ্কোচিত বা সংকীর্ণ, ও কোষ্ট বদ্ধ। প্রয়োগ পূর্ব্বমত।

৬। নক্সভমিকা ৫ম তারল্য।

থাকিয়া থাকিয়া খেচুনি আক্রমণ করে, নিকটে উচ্চৈস্বরে কথা বলিলে বা শিশুকে স্পর্শ করিলে তখনই খেচুনি উপস্থিত হয় ও শ্বাসের কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়।

৭। কাইটোলেখা ৫ম তারল্য।

হাতে মুঠিধরা, পা বিস্তৃত বা টানা ও পায়ের আঙ্গুল নীচের দিকে নওয়ান থাকে,ওষ্ঠদ্বয় বাহির দিকে উলটিয়া গিয়া উহার পেশীর কঠোরতা উপস্থিত হয়। শরীরের সমুদয় মাংসপেশীর অনম্যতা ও এক একবার উহার আংশিক শৈথিল্য উপস্থিত হয়। প্রয়োগ পূর্ব্বনিয়মে।

৮। এঙ্গাস্‌টিউরা ৫ম তারল্য।

ওষ্ঠের খেচুনি উপস্থিত হইয়া বাহিরের দিকে টানিয়া ধরাতে দন্ত বা মাড়ি দেখা যায়। শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। গণ্ড ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ দেখায়। প্রয়োগ পূর্ব্ব নিয়মে।

৯। হাইড্রোসিয়েনিক্ এসিড্ ৫ম তারল্য।

পৃষ্ঠ ধনুর মত বেঁকিয়া যায়, চোয়াল ধরে এবং সমুদয় শরীর নীলবর্ণ হয়। প্রয়োগ পূর্ব্ব নিয়মে।

পথ্য।

এই রোগে প্রায় কিছুই খাওয়ান যায়না, কিন্তু সময় সময় শিশুর যত বয়স ত ফোটা ক্লোরোফর্ম রুমাল করিয়া উহার ঘ্রাণ লওয়াইয়া গলার মাংসপেশী শিথিলতা উপস্থিত করিয়া সেই সময়েতে দুগ্ধপান করাইতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে সাবান ধোয়া উষ্ণ জল এক ছটাক পরিমাণে গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারির দ্বার প্রয়োগ করাইয়া বাহ্য করাইবে। শিশুকে যে ঘরে রাখা যায় সেই ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াত করিতে পারিবে এবং তথায় কোন প্রকার গোলমাল থাকিবে না। কেহ শিশুকে হটাৎ শীতল হস্তে স্পর্শ করিবে না কিম্বা নিকটে বসিয়া উচ্চৈস্বরে কথাও বলিবে না।

বৈদ্যমতে চিকিৎসা।

বৈদ্যমতে এই রোগের চিকিৎসা ঠিক্ ডাক্তারীমতের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিলে চলিবে না। কারণ ডাক্তারীমতে [এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি মতে] যেমন একমাত্র নাড়ীকাটার পর সেই ক্ষত স্থানের উত্তেজনা বশতঃ এই রোগে উৎপত্তি স্বীকার করেন, বিশেষতঃ তাঁহারা যেমন প্রসবের পর কিছু দিনের মধ্যে এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে করেন, এবং এই রোগের চিকিৎসাও তদনুযায়ী বর্ণন করিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, বৈদ্য-মতে কিন্তু এই রোগের নির্ব্বাচন বা চিকিৎসাপদ্ধতি ঠিক্ সে ধরণের নহে। অতএব বৈদ্যমতে ইহার চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ নিয়মে বর্ণিত আছে, আমরা নিম্নে ঠিক্ সেই নিয়েমই চিকিৎসার বিষয় বলিতেছি।

দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবি ও অন্নজীবি ভেদে বালক ত্রিবিধ। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধপান করিয়া শিশুর জীবনরক্ষা হয়, ততদিন তাহাকে দুগ্ধজীবী বলা যায়, আর যতদিন দুগ্ধ ও অন্ন এই উভয় দ্রব্যদ্বারা জীবনরক্ষা হয়, ততদিন তাহাকে দুগ্ধান্নজীবী বলা যায়। পরন্তু যখন শিশুর আর দুগ্ধপানের তাদৃশ আবশ্যকতা থাকে না, কেবল অন্ন ভোজনদ্বারাই প্রাণরক্ষা হইতে পারে, তখন তাহাকে অন্নজীবী বলে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, এই দুগ্ধ স্তনদুগ্ধ বা গো দুগ্ধাদি] ও অন্নের [দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য বস্তু) দোষেই প্রায়শঃ নবপ্রসূত বা কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুগণের পীড়া জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নাড়ীকাটার দোষ, প্রসূতির বা শিশুর অন্যান্য অত্যাচার এবং শকুনি প্রভৃতি গ্রহদ্বারা শিশু আক্রান্ত হইলেও তাহার নানাবিধ পীড়া জন্মিতে পারে। কাজেই শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,দুগ্ধ ও অন্ন নির্দ্দোষ থাকিলে শিশুর প্রায়শঃ কোন পীড়া জন্মিতে পারে না; পরন্তু এই জন্যই তাঁহারা বলেন কেবল দুগ্ধজীবী শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীরই ঔষধ সেবন করা আবশ্যক,দুগ্ধান্নজীবীর পীড়া হইলে ধাত্রী ও শিশু উভয়েরই ঔষধ খাওয়া আবশ্যক। আর অন্নজীবী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা নাই। সেই স্থলে অন্নের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোজন করাইবেক। এইরূপে নব প্রসূত শিশুর পীড়া হইলে প্রয়োজন বশতঃ ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবেক। কিন্তু শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর পক্ষে অপর সমস্তই নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কদাচ স্তনদুগ্ধ নিবারণ করা যাইতে পারে না।

যাহাহউক, শিশুর পীড়া হইলে যে যে অবস্থায় যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, অতঃপর তাহা বলা যাইতেছে।

১। অচিরজাত শিশু যদি স্তনপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে।

২। নবপ্রসূত শিশুর নাড়ীকাটার দরুণ যদি নাভিতে শোথ হয়,

তাহা হইলে একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া এই পিণ্ড কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তদ্দ্বারা শিশুর নাভিতে অল্পে অল্পে স্বেদ বা তাপ প্রদান করিবে, ইহাতে নাভির শোথ ও বেদনাদির শান্তি হয়।

৩। নাড়ীকাটার দোষে শিশুর নাভিস্থান পাকিয়া উঠিলে তাহাতে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাথাইবেক। অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিবে।

৪। নবপ্রসূত শিশুর দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে তাহার নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহার দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই অবস্থায় বাহ্যে করণের জন্য আমাদের দেশীয় মতে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রচলিত আছে। যথা—১ম অল্প কজ্জলী ও অল্প ঘৃত একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার একটু পানের বোঁটার আগায় লাগাইয়া সেই পানের বোঁটা শিশুর গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে অতি সহজেই তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে। ২য় একটী বকুল-বিচির শাঁস ঐরূপ কজ্জলী ও ঘৃতের সহিত মাড়িয়া পানের বোঁটার আগায় করিয়া তাহার মলদ্বারে প্রদান করিলে তদ্দ্বারাও অতি সহজে বিরেচন হইতে পারে। পরন্তু কজ্জলীর অভাবে কেবল বকুলের বিচির শাঁস এবং ঘৃতদ্বারাও অশানুরূপ ফল দর্শিতে পারে।

আঁতুড়ে ছেলের পীড়াতে বৈদ্যমতে সাধারণতঃ এই সমস্ত চিকিৎসা প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন শিশুর এই অবস্থায় খেঁচুনি, চোয়ালধরা, ও শরীরের বর্ণান্তর প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কিছু পরেই এই রোগের মিলন বা মীমাংসা নামক প্রবন্ধে এই সংখ্যাতেই বলা যাইবেক। এ ভিন্ন জ্বর, পেটের অসুখ, কাস, বমি প্রভৃতি রোগশান্তির জন্য বৈদ্যমতে যে সকল প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, শিশুদিগের ঐ সমস্ত পীড়াতে ও সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। তবে কথা এই যে, সেই সকল ঔষধ কটু, তিক্ত ও কষায়াদি রস বলিয়া শিশু তাহা পান করিতে চায় না, এজন্য শিশুগণের ব্যবহার্য্য সর্ব্ব প্রকার ঔষধ-

খই মধু, দুগ্ধ ও চিনি সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইবে। কেন না তাহা হইলে শিশুকে আর ঔষধ সেবন-জনিত কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

পরন্তু বিশেষ কথা এই যে, শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য ঔষধের মাত্রাও—খুব কম হওয়া উচিত। দুগ্ধপোষ্য অর্থাৎ এক মাস বয়স্ক শিশুর ঔষধের মাত্রা সিকি রত্তি, অর্দ্ধ রত্তি অথবা এক রত্তির অধিক হওয়া উচিত নহে। এইরূপে শিশুগণের বয়ো বৃদ্ধির সহিত ঔষধেরও মাত্রা বেশী হওয়া উচিত, আমরা নিম্নে শিশুগণের পীড়া শান্তির জন্য কতকগুলি ঔষধের বিষয় বলিতেছি।

১। ধাত্রীর স্তনদুগ্ধে দোষ জন্মিলে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কন্টকারী ও ইন্দ্রযব সমুদয় মিলিত দুই তোলা ✓৷৷০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। ধাত্রীকে এই কাথ পান করাইলে তাহার স্তনদুগ্ধের শোধন ও শিশুর জরাতীসারের শান্তি হয়।

২। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ মিলিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতীসার ও বমনের শান্তি হয়।

৩। শিশুর দুধতোলা অর্থাৎ বমন রোগে আমের আঁটির শাঁস, খই চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অবলেহ করাইলে অর্থাৎ চাটিয়া চাটিয়া খাইতে দিলে তাহার দুধতোলা অর্থাৎ বমন নিবারণ হয়।

৪। শিশুর অতিসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অতিশয় পাতলা দাস্ত হইতে লাগিলে মুথা, আতুষ, শুঁঠ, বালা সমুদয় দুই তোলা ✓৷৷০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথ প্রাতঃকালে শিশুর মাতাকে ও তাহাকে অত্যল্প পরিমাণে পান করাইলে শিশুর অতীসারের বিনাশ হয়। এই ঔষধের নাম মুস্তকাদি।

৫। প্রিয়ঙ্গু, কুলের আঁটীর শাঁস, মুথা, ও রসাঞ্জন এই সমুদায় বাটিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর বমি, তৃষ্ণা ও অতীসার নিবারণ হয়।

৬। দাস্ত হওয়ার সহিত শিশুর কুন্থন বা বেগ থাকিলে খই, যষ্টিমধু চিনি ও মধু এই সমুদয় একত্রে পেষণ করিয়া চেলুনি জলের সহিত পান করাইলে উহার কুন্থনের শান্তি হয়।

৭। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুত এই সমুদয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে দুগ্ধ /৷০ এক পোয়া ও জল /১ এক সেরের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইবে। শিশুকে এই দুগ্ধ পান করাইলে তিন দিনের মধ্যে তাহার মাংস ও রক্ত ক্ষরণ সহিত গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়।

৮। শিশুর চক্ষের পীড়াতে দারুহরিদ্রা, মুত ও গেরিমাটী ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে।

৯। কিসমিস, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে কাস ও শ্বাস রোগের শান্তি হয়।

১০। কুড়, আতুষ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর সর্ব্বপ্রকার কাসের শান্তি হয়। ইহার নাম পুষ্করাদি চূর্ণ।

১১। দাড়িম বীচ, জীরা ও নাগকেশর ফুল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করাইলে শিশুর তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

১২। ময়ুর পক্ষ ভস্ম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিন তাহা পান করাইলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

১৩। বালচাতুর্ভদ্রিক।

মুতা, পিপুল আতুষ, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতীসার, শ্বাস কাস ও বমি নিবারণ হয়। ইহার অন্য নাম শিশু চাতুর্ভদ্রিকা। দেশীয় প্রায় অধিকাংশ কবিরাজ মহাশয়ই এই ঔষধটী অতি যত্নের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও ইহা দৃষ্টফল ঔষধ।

এতদ্ভিন্ন শিশুদিগের পীড়াশান্তির জন্য বালচাঙ্গেরী ঘৃত, কুমার-

কল্যাণ ঘৃত, অষ্টমঙ্গল ঘৃত ও বালরোগান্তক রস প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধ প্রচলিত আছে। কিন্তু বিস্তার ভয়ে আমরা আর সেই সমস্ত ঔষধের তালিকা প্রদান করিতে পারিলাম না।

ইহা ছাড়া আমরা ইহারপূর্ব্ব সংখ্যাতে শকুনি, রেবতী ও গন্ধ পুতনা প্রভৃতি নানাবিধ গ্রহ দ্বারা শিশুগণকে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় লিখিয়াছি। এবং সেই সমস্ত গ্রহদ্বারা আক্রান্ত শিশুর যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহাও লিখিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে সেই সমস্ত গ্রহাক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। কিন্তু গ্রহপীড়িত শিশুর চিকিৎসার জন্য বৈদ্যশাস্ত্রে প্রায় সেবনীয় কোন ঔষধের ব্যবস্থা নাই। সদ্যোজাত শিশু বা দুই তিন অথবা তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক শিশু গ্রহাক্রান্ত হইলে সেই গ্রহ শান্তির জন্য নানাবিধ মন্ত্র, নানারকমের পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন আদি ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিস্তার ভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে সেই মন্ত্রাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য; তাহা এই রোগের মিলন বা মীমাংসা নামক প্রবন্ধে এই সংখ্যাতেই বলা যাইবে।

সতর্কতা।

ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় জর, পেটের অসুখ, খেচুনী প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। এবং সেই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায় অনেকেই মহাব্যস্ত হইয়া শিশুকে নানাবিধ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, কিন্তু বৈদ্যমতে তাদৃশ অবস্থায় বিশেষ কোন চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে যন্ত্রণা দিবারআবশ্যকতা নাই। কেননা বৈদ্যশাস্ত্র বলেন, যে, দাঁত উঠিবার সময় শিশুর কোন পীড়া হইলে তার দাঁত উঠিলে সেই সমস্ত পীড়ার আপনা হইতেই শান্তি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে আমরাও এই কথার সর্ব্বাংশেই সমর্থন করি।

মিলন বা মীমাংসা।

আঁতুড়ে ছেলের পেঁচো পাওয়া রোগ।

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী এই ত্রিবিধ মতের চিকিৎসা ও লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। অতএব আমরা নিম্নে সেই অসাদৃশ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

১ম। এলোপ্যাথি মতে এই রোগের যে অবস্থায় যেরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, হোমিওপ্যাথি মতে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রায় সেই ধরণেই। আর বৈদ্যমতে এই রোগের লক্ষণগত কতকটা মিল থাকিলেও রোগের কারণ ও চিকিৎসাগত প্রায় কিছুমাত্র মিল নাই। যেহেতু এলোপ্যাথি ডাক্তার আঁতুড়ে ছেলের নাড়ী কাটার ক্ষতের উত্তেজনাবশতঃ এই রোগ উপস্থিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও প্রায় সেইরূপ কারণেই পক্ষপাতী, আর বৈদ্যশাস্ত্র সেই স্থলে শকুনি প্রভৃতি গ্রহগণকেই পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল যে, এই রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ডাক্তারী মতের সহিত বৈদ্যমতের সম্পূর্ণ অমিল আছে। কারণগত উভয়মতে মিল হইল না, অতএব লক্ষণগত মিল আছে কি না তাহা এক বার আলোচনা করা যাউক। ইহার পূর্ব্ব সংখ্যা সম্মিলনীতে এই রোগের ত্রিবিধমতেই পৃথক পৃথক লক্ষণের বিষয় বলা হইয়াছে। এবং সেই সমস্ত লক্ষণগুলি সহসা পাঠ করিয়া দেখিলে যেন বোধ হয় যে, উভয় মতের লক্ষণগত মিল অনেকটা আছে। বাস্তবিকও ডাক্তার নাড়ীকাটার উত্তেজনা বশতঃই রোগের উৎপত্তি স্বীকার করুন, আর বৈদ্যশাস্ত্র গ্রহগণকেই কারণ বলিয়া মনে করুন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আঁতুড়ে ছেলের পেঁচো পাওয়া রোগে শিশুর অনবরত ক্রন্দন,

তড়কা বা খেঁচুনি ও শরীরের অস্বাভাবিক বর্ণান্তর প্রভৃতি লক্ষণগুলি সকল মতে স্বীকার করিয়া থাকেন। কাজেই বলিতে হইবে, কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে এই রোগের লক্ষণগত প্রায় অমিল নাই। অতঃপর চিকিৎসাগত উক্ত ত্রিবিধ মতে কতদূর মিল আছে, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। চিকিৎসা-সম্বন্ধে যে ডাক্তারী মতের সহিত বৈদ্যমতের মিল নাই, তাহা বুঝাইতে আমাদিগকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। কেননা যে রোগের শান্তির জন্য ডাক্তার ক্যাষ্টার-অয়েল প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ এবং আরও নানাবিধ তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধের ব্যবস্থা করেন, বৈদ্যশাস্ত্র ঠিক্ তাহারই শান্তির জন্য মন্ত্র পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি শুভ কার্য্যের অবতারণা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ বিসদৃশ অমিল সম্বন্ধে বোধ হয় আর অধিক কিছুই বলিতে হইবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে ও একটী কথা আছে। বৈদ্যশাস্ত্রে এই রোগের শান্তির জন্য কেবল যে মন্ত্রাদির ব্যবস্থা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, আবশ্যকমত ঔষধাদি সেবন এবং মন্ত্রাদির প্রয়োগ উভয় প্রকারই করিবার উপদেশ আছে। এখন প্রশ্নের " বিষয় এই যে, পীড়া শান্তির জন্য এইরূপ মন্ত্রাদিবার ব্যবস্থা সঙ্গত কি না এবং তাহাদ্বারা পীড়ার শান্তি সম্ভবে কি না? প্রশ্নটী নিতান্ত সহজ নহে। বিশেষ মনঃসংযোগের সহিত এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমূল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। কারণ হিন্দুগণের এক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া নহে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্ব হইতে আর সেই সন্তানের মৃত্যুর পরও শত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্যে আগাগোড়া যেরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে শিশুর পীড়াতে ঐরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াকে কোন মতেই অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। তবে যদি কাহারও অসঙ্গত বলিতে ইচ্ছা হয়, তিনি হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে যাইয়া বলুন, আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহা কথনই বলিতে বা স্বীকার করিতেও পারিব না। কিন্তু তাহা বলিয়া একথা আমরা বলি না যে, কাহারও শিশুসন্তানের ঐরূপ পীড়া হইলে তিনি

ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র মন্ত্রাদির প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আমরা বলি যে, যাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তিনি মন্ত্রাদির প্রয়োগ করুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগ করিতেও যেন পরাঙ্মুখ না হন।

যাহাহউক, আমরা শিশুগণের এইরূপ পীড়াতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেক সময়েই তাহাদের রোগের শান্তি হইতে দেখিয়াছি। আর ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, যদি নবপ্রসূত শিশুর পুনঃ পুনঃ তড়কা হয়, এবং শরীর ঘোরতর নীলবর্ণ হইয়া যায়, তাহাহইলে প্রায়ই তাহাকে বাঁচান যায় না। ফলকথা সাধারণের এ বিশ্বাস যেন না থাকে যে, বৈদ্যমতে এই রোগের চিকিৎসা কেবল মন্ত্রতন্ত্রের উপরেই নির্ভর করিয়া প্রচলিত আছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা যতদূর জানি এবং সর্ব্বদা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে আঁতুড়ে ছেলের পেঁচো পাওয়া রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈদ্যমতে কোনরূপ অভাব আছে বলিয়া আমরা কোনমতেই স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ আমাদের এই স্বীকারে অনুমোদন করিবেন কি?

প্রতিবাদের উপর দুই এককথা।

দ্বিতীয় খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যক সম্মিলনীতে "প্রতিবাদ ও সম্মিলন" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় কবিরাজ। আমরা ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় নবজ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদ করা লেখকের উদ্দেশ্য, তাই প্রস্তাবের নাম প্রতিবাদ। সম্মিলন নামের সার্থকতা বুঝিতে পারি নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে এ প্রবন্ধে প্রতিবাদের উপরই দুই এক কথা বলা যাইবে।

প্রতিবাদ কর্ত্তার উদ্দেশ্য মহৎ; যাহাতে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদে ভ্রম প্রমাদ প্রবেশ না করে, তাই তাঁহার চেষ্টা।

এরূপ লোকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু মধুসূদন বাবু বিপথে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং কিছু বলা উচিত।

আমরা পথ্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, পাঠকবর্গের স্মরণার্থে তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

জ্বরে অন্নকাল উপস্থিত হইলে পথ্য দিতে হয়। রস দোষ মলের পরিপাক হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে অন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সময় পথ্য প্রয়োগ না করিলে প্রভূত অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে পথ্য কল্পনা করা যায় না। যে পথ্য সুখে জীর্ণ হয়, যাহা সাত্ম্যের অবিরোধী এবং যে দ্রব্য সেবনে জ্বর বাড়ে না, পরন্তু উপশম হয়, তাহাই জ্বরের হিতকর পথ্য। আবশ্যক হইলে নবজ্বরে দুগ্ধ ও মাংসের যূষ দেওয়া যায়। ইত্যাদি বিষয় নাতি বিস্তারে আমার প্রস্তাবে বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায় এবং ডাক্তার ও কবিরাজদিগের ঐকমত্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা লইয়া কবিরাজ মহাশয় প্রতিবাদ তুলিয়াছেন, গল্প ফাঁদিয়াছেন, রগড় ঝাড়িয়াছেন, হাসিয়াছেন এবং হাসাইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতিবাদটী লইয়া কতক গুলি বিষয় আলোচনা করিব। যে সকল কথায় জ্ঞাতব্য অনেক কথা থাকিবে, মধুসূদন বাবুর প্রতিবাদের সার্থকতা, নিরার্থকতা, যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতার বিষয়ও জানা যাইতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে জ্বর সামান্যের তিন অবস্থা—নবজ্বর,মধ্যজ্বর এবং পুরাতনজ্বর। তন্মধ্যে নবজ্বর বা তরুণজ্বরে পথ্য লইয়া আমাদের কথা; সুতরাং অগ্রে তরুণজ্বর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লওয়া যাউক।

সচরাচর অচিরজাত জ্বরকে তরুণজ্বর বলে। তরুণজ্বরের ৩ টী অবস্থা—আম, পচ্যমান এবং পক্কাবস্থা। তরুণজ্বরের দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ প্রকুপিত হইয়া রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া পীড়াদায়ক হয়। দোষের এবং দুষ্য রস ধাতুর আমাদুবন্ধিত্বের তারতম্যানুসারে আম ও পচ্যমান অবস্থা ঘটিয়া থাকে। নিরাম হইলে জ্বরের পক্কাবস্থা বলা যায়। কথাগুলি একটু পরিষ্কার বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আমরস কাহাকে বলে? আম দোষ বা সামদূষ্য কথাটাই বা কি? কথিত আছে—

"উষ্মাণোঽল্পবলত্বেন ধাতুমাদ্যমপাচিতং
দুষ্টমামাশয়গতং রসমামং প্রচক্ষতে।"

আদৌ ভুক্তদ্রব্য বিবিধ পাচক রসের সাহায্যে পাক যন্ত্র পরম্পরায় পরিপাক হইতে থাকিলে তাহা হইতে শরীর পোষণোপযোগী উপাদান, তরল অবস্থায় শোষিত হইতে থাকে। ইহাকে আদ্যধাতু বা রস বলে। যদি কোন কারণ বশতঃ উষ্মা (ধাত্বগ্নি) দুর্ব্বল হইয়া উঠে, তাহাহইলে উক্ত রস পরিপাক হইয়া রক্তাদিরূপে পরিণত হইতে না পারিলে প্রদুষ্ট হইয়া আমাশয়ে আশ্রয় করে। ইহাকে আমরস বলে।

"আমেন তেন সংপৃক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতাঃ
সামা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ।"

সেই আমরস পুনর্ব্বার শোষিত হইয়া দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এবং দূষ্য অর্থাৎ সপ্তধাতুর সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহারা সামদোষ এবং সামদূষ্য বলিয়া কথিত হয়। তদুদ্ভব রোগকেও সামরোগ বলা যায়। জ্বররোগের যে অবস্থায় সামত্ব বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সামজ্বর বা আমজ্বর বলা হইয়া থাকে।

আর একটী কথা এস্থলে বুঝিতে হইবে, জ্বররোগে, শুদ্ধ জ্বর রোগে কেন? যে সকল রোগে সাম নিরাম অবস্থা সম্ভবে, সেই সকল রোগে সামত্ব দুই প্রকারের—এক দোষ সামতা অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ আমরস সম্পৃক্ত, আর দূষ্য সামতা অর্থাৎ রস রক্তাদি আমরসোপহত হইয়া পীড়াদায়ক হয়। জ্বরে যখন বায়ু পিত্ত কফ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আমরস প্রদুষ্ট থাকে, তখন সামজ্বর বলিয়া অভিহিত হয়। সামজ্বরে জ্বরবেগ প্রবল থাকে, গাত্রের গুরুতা, দোষের শুদ্ধতা, ক্ষুধার অসদ্ভাব, অরুচি, হৃদয়ের অশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, মুখের বিরসতা, উপস্থিত বমনের ন্যায় গ্লানি বোধ মুখ হইতে সর্ব্বদা থু থু উঠা এবং অবিপাক ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে

ইহার পর যখন আমরসের পরিপাক আরম্ভ হয়; অর্থাৎ দোষ দূষ্যগত আমরস ও অন্যান্য প্রদুষ্ট পদার্থ ভ্রাম্যমান রক্তস্রোত বহিয়া, ফুসফুসে আসিয়া দাহিত হইতে থাকে অথবা অপর সংশোধন স্থলে পরিপাক হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহাকে পচ্যমান অবস্থা বলা হইয়া থাকে। এই পচ্যমান জ্বরে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রদুষ্ট পদার্থ সকল রূপান্তরিত হইয়া প্রাশ্বাসাদিরূপে বহির্গমোন্মুখ হইতে থাকে, রাসায়নিক ক্রিয়ার তাপ জন্মে সুতরাং পচ্যমান জ্বরে জ্বরের বেগ বেশী হয়, পিপাসা, প্রলাপ, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, ভ্রম, মলের প্রবৃত্তি এবং উৎক্লেশ এই গুলি পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ।

পচ্যমান অবস্থার পর নিরামাবস্থা। এ অবস্থায় জ্বরাত্মক দোষের অমানুবন্ধিত্ব থাকে না। রস সামতা না থাকিলে এই সময় জ্বর ত্যাগের সম্ভাবনা। যদি শরীরের সংস্করণী শক্তি প্রবলা থাকে, তাহা হইলে সেই রূপই ঘটে। নহিলে যে জ্বর থাকে তাহাকে নিরামজ্বর বলে। নিরামে দোষের প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ বাতাদি আমরস বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ক্ষুধা, শরীরের ক্ষীণতা, ও লঘুতা এবং জ্বরের মৃদুতা নিরাম জ্বরের লক্ষণ। এখন কথা হইতেছে যে, কয় দিন জ্বর নিরাম হয়? কথিত আছে—"অষ্টাহো নিরাম জ্বর লক্ষণং।" তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আট দিনে জ্বর নিরাম হয়, এরূপ লক্ষণে একটু গোল বাধে। কেন তাহা পরে বলিতেছি। এ স্থলে নিরাম জ্বরের লক্ষণ গুলি উদ্ধার করিয়া লইতে হইতেছে।

"ক্ষুৎ ক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জর মার্দ্দবং।
দোষ প্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বর লক্ষণং"

এই শ্লোকের মধ্যে যে সকল পদ আছে, সে গুলি সমাস বদ্ধ করা হয় নাই। টীকাকার বিজয়রক্ষিত বলেন—সমাস না করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্লোকোক্ত ৬টী লক্ষণ ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে নিরাম জ্বরের আকৃতি অর্থাৎ এক একটীও নিরামের লক্ষণ হইতে পারে, দুটী তিনটী বা সমস্ত গুলিও

হইতে পারে। তবে যে স্থলে অষ্টাহের পূর্ব্বে শরীরের লঘুতা এবং ক্ষুধা প্রভৃতি হইয়াছে, সেখানে নিরাম জ্বর বলিব কিনা ?

"অসত্যপ্যভিষ্টাহে ক্ষুধাদি নিরামত্বং।

" দোষপ্রবৃত্ত্যা বা ক্ষুধাদ্যভাবে অষ্টাহেনব।"

অর্থাৎ দোষের প্রবৃত্তি এবং ক্ষুধাদি লক্ষণ দ্বারা জ্বরের নিরামত্ব সূচিত হয়। এ সকল লক্ষণ অষ্টাহের পূর্ব্বে হইলেও নিরামজ্বর বলা যাইবে। আট দিনের পরেও এ সকল লক্ষণ না দেখিলে নিরাম বলা যাইবে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অষ্টাহ নিরাম জ্বরের একটী সম্ভাবিত কাল মাত্র, সুতরাং অনৈকান্তিক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। দোষের প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ক্ষুধা এবং গাত্র লাঘবাদি দ্বারা জ্বর নিরাম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা—

"ন চ নিসপ্তৈতেবেহ নিরামত্বর কারণং

চিরাদপিহি পচ্যন্তে সন্নিপাত জ্বরে মলাঃ"। ইত্যাদি

পাঠকবর্গ এখানে একটী কথা শ্রবণ করুন; আমরা আমজ্বরে দুগ্ধের ব্যবস্থা করি নাই। অন্ন কালে পথ্য দিতে বলা হইয়াছে। ক্ষুধা হইলে রস দোষ মলের পরিপাক হইলে কখন জ্বর সাম্যাবস্থায় থাকিতে পারে না। সুতরাং পক্ক জ্বরে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রতিবাদ-কর্ত্তা মধুসূদন বাবুর এই প্রথমেই ভুল।

তবে একটী কথা আছে। প্রতিবাদ-কর্ত্তা আমজ্বর ও তরুণ জ্বরের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। আমরা তরুণ জ্বরে দুগ্ধাদি দিতে বলিয়াছি সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় আমজ্বরেই দুগ্ধাদি পানের ব্যবস্থা দেওয়া হই-য়াছে। এরূপ বিবেচনা হয় নাই। কেন যে হয় নাই— সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

সম্প্রাপ্তি ভেদেজ্বরের অধিকার ভেদ হয়। বাত জ্বরের যে সম্প্রাপ্তি পিত্ত জ্বরের সম্প্রাপ্তি সে রূপ নহে। কফজন্য, দ্বিদোষসম্ভূত এবং সন্নিপাত নিমিত্তক জ্বরের সম্প্রাপ্তি পরস্পর বিভিন্ন। অর্থাৎ সকল জ্বরে

দোষ দূষ্যোত্তিকত্ব বাতা এক রূপ হয় না। না হইলেও এক বিষয়ে মিল আছে; সকল জ্বরেই প্রদুষ্টাদোষ রস ধাতুকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে, তরুণ জ্বর রসধাত্বাশ্রিত। জ্বরের তরুণত্ব গেলে যদি জ্বর ছাড়িয়া না যায় তাহা হইলে ধাত্বন্তর আশ্রয় করিয়া বসে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, নিয়ত রসাশ্রিতত্বং তরুণত্বং অর্থাৎ যত দিন জ্বরের আশ্রয় রস ধাতু এবং জ্বরারম্ভক দোষ বাতাদি আমরসাশ্রিত থাকে, তত দিন আম জ্বর বলা যায়। আমানুবন্ধিত্ব গেলেও জ্বর যদি রসধাতু মাত্র আশ্রয় করিয়া ভোগ করে, তাহা হইলে তাহাকে তরুণ জ্বর বলিতে হইবে। তরুণ জ্বরের সম্ভাবিত কাল অষ্টাহে। তদূর্দ্ধে বা তন্ন্যূনকালে তরুণত্ব যাইবার সম্ভাবনা আছে। কবিরাজ মহাশয় "আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরং। দোষসামত্তা তরুণত্বরূপা সাষ্টাহে না হৈতি।" ইত্যাদি সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়ের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। ফল এ বিষয়েও তাঁহার ভুলহইয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, তরুণ জ্বরে সামত্বাদি বিদ্যমান, না থাকিলে যে তরুণ জ্বর বলিবনা এমত নহে। যত দিন মধ্যে বিষমাদি অধিকারান্তর প্রাপ্ত না হয়, তত দিন তরুণ না বলিয়া কি বলিব? তরুণ বা নবজ্বরে পুষ্টিকর দুগ্ধাদি দেওয়ায় মধুসূদন বাবুর আর এক আপত্তি এই যে, নবজ্বরে রোগী ক্ষীণ হয় না, তবে পুষ্টীকর খাদ্যের প্রয়োজনাভাব। শুদ্ধ প্রয়োজন ভাব নহে অহিতকর বটে। এ কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। নবজ্বরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বুঝাইতে গেলে জ্বরসম্প্রাপ্তির বিস্তীর্ণ কথা তুলিতে হয়, কিন্তু এ স্থলে তাহা পারিব না। এই মাত্র বলি যে, আমাদের দেহ তন্তু নিয়তই ক্ষয় হইতেছে। আহার দ্বারা তাহার পোষণ হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। জ্বরাবস্থায় সন্তাপাদি নানা কারণে সে ক্ষয় বা ধ্বংস শীঘ্র২ হইতে থাকে। নবজ্বরে প্রচুর পরিমাণে আমরস বিদ্যমান থাকে বলিয়া প্রতিবাদ কর্ত্তার মতে শরীর ক্ষয় হয় না। কিন্তু বুঝা উচিত যে, আমরস অকর্ম্মণ্য পীড়াদায়ক পদার্থ শরীর পোষণোপযোগী কর্ম্মণ্য পদার্থ নহে। জ্বরজন্য ক্ষয় কদাচ আমরসে ধরিয়া রাখিতে পারেনা। তাক্তশরীর

পূর্ব্ব দেহ স্মরণ করিয়া দেখিলে ইহা অপ্রতীত থাকিবে। নবজ্বরে রোগী ক্ষয় হইয়া মরিয়াও থাকে। 'ক্ষয় হয় না, এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

প্রতিবাদে আর একটি চমৎকার কথার অবতারণা করা হইয়াছে। কথাটার মর্ম্ম এইরূপ ডাক্তারেরা যত সত্বর নবজ্বরিত দূর করিতে পারেন, কবিরাজেরা তত সত্বর পারেন না। নবজ্বর দেখিলে নীরবে নিস্তব্ধে জড় সড় হইয়া বসিয়া থাকেন।" কিন্তু কেন সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। নবজ্বরিত দূর করিতে পারেন ইহার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় জ্বরের সামতা দূর করিতে পারেন ইহাই বলা উদ্দেশ্য ছিল। জ্বরের সামত্ব শীঘ্র শীঘ্র দূর করা কবিরাজদিগের সাধ্যায়ত্ত। সে কথা বুঝাইতে গেলে নবজ্বরের কবিরাজি মতের চিকিৎসা প্রকরণ বিশদরূপে লিখিতে হয়। এ প্রবন্ধে তাহার স্থান হইতে পারে না। প্রস্তাবান্তরে সে কথা বলা যাইবে। হইতে পারে মধুসূদন বাবু নবজ্বরের চিকিৎসা বিষয়ে মনঃ সংযোগ করেন না। অতএব হঠাৎ ও রূপ কথা ও বলাভাল হয়নাই

দেখাগেল নবজ্বর আমজ্বর এক কথা নয়। তরুণজ্বরের আমত্ব গেলে, দোষের প্রবৃত্তি হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় সেই সময় পথ্য না দিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। স্বেদজনক, ঘর্ম্মকারক প্রভৃতি ঔষধ দিয়া সামত্বদূর করিতে কবিরাজ দিগের ক্ষমতা আছে। সে কথা পরে বলিব। এখন মধুসূদন বাবুর অন্য অন্য আপত্তির মীমাংসা করা যাইতেছে।

এক আপত্তি নূতনজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া সম্বন্ধে. কেন না সচরাচর ব্যবহৃত গব্যদুগ্ধে স্নেহাংশ বড় বেশী। মেষ ছাগ মহিষ দুগ্ধের চেয়েও অধিক। গরুর দুধের অপেক্ষা মেষের দুধে,তার চেয়েছাগলের দুধে,সর্ব্বাপেক্ষ মহিষের দুগ্ধে স্নেহাংশ কম। প্রতিবাদ কর্ত্তার এইরূপ বোধ। পদার্থ বিদের কথা দূরে থাকুক? দেশের গোয়ালারা পর্য্যন্ত একথা শুনিয়া হাসিবে। ইহার প্রমাণের জন্য আবার খরনাদের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এইরূপ।

"গব্যং স্নেহোত্তমং ক্ষীরং গব্যঞ্চ পয়সঃ পয়ঃ
হথোত্তরং স্নেহহীনমৌরভ্রচ্ছাগ মাহিষং।"

আমরা নিম্নে কয়েক প্রকার দুগ্ধের নবনীতের তালিকা দিলাম। পাঠকবর্গ দেখিবেন কোন দুগ্ধে কত নবনীত।—

নারীদুগ্ধ।	গাভী।	মেষ।	ছাগ।	মহিষ।
নবনীত।	০০০০০	০০০০০	০০০০০	০০০০০
৩.৩৪	৩.৭০	৬.৫০	১.৪০	০.১০

দেখা যাইতেছে মেষাদির স্নেহাংশ অনেক বেশী। তবে থরনাদ কি ভ্রান্ত ? না কবিরাজ মহাশয়ের অর্থ সংগ্রহের গোল ঘটিয়াছে। তিনি যে অর্থ করেন বচনের তাৎপর্য্য সেরূপ নহে।

স্নেহোত্তমং—উত্তমং প্রশস্তগুণযুক্তং [নতু মাত্রাধিকং] স্নেহ হীনং—স্নেহ গুণেন হীনং।

আর এক কথা—"দাহ তৃষ্টা পরীতস্য বাত পিত্তোত্তরং জ্বরং। বদ্ধ-প্রচ্যুতদোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ।" এ বচনে কবিরাজ মহাশয় আমাকে ঊর্ণনাভের স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইতে দেখিয়াছেন। কেন না আমি বলিতেছি যে, এই প্রমাণে নবজ্বরে দুগ্ধ দেওয়া যায়। তিনি নিরামজ্বরকে নবজ্বর বলেন না সুতরাং এ যে নবজ্বরের বিধি তা স্বীকার না করিবারই কথা। এ কথায় যাহা বক্তব্য তাহাপূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরন্তু বচন অর্থ সংগ্রহে ভুল হইয়াছে। মধুসূদন বাবু অর্থ করেন—'দাহ তৃষ্ণাযুক্ত বাতপিত্ত জ্বরে দোষ বদ্ধই হউক আর প্রচলিত হউক নিরাম অবস্থায় দুগ্ধদ্বারা দোষের দমন করা কর্ত্তব্য।" দোষ বদ্ধ আছে অথচ নিরাম এ কথা কেমন করিয়া সঙ্গত হয় ? দোষ প্রবৃত্তি নিরাম জ্বরের অন্যতম লক্ষণ। পক্ষান্তরে বদ্ধ প্রচ্যুত দোষে নিরামের বিশেষণ হইলে বা শব্দের সার্থকতা থাকে না। সুতরাং উক্ত শ্লোকের ওরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। বদ্ধ প্রচ্যুত একটী কথা, নিরাম আর একটী কথা। যে দোষ আগে বদ্ধ ছিল শেষে প্রচ্যুত হইয়াছে, তাহাকে বদ্ধপ্রচ্যুত দোষ বলা

যায়। নিরাম শব্দটী স্বতন্ত্র রূপে বলায়, বদ্ধ প্রচ্যুত দোষ নিরাম বা বাচী বলিয়াস্বীকার করা যায় না। যে স্থলে দোষের প্রবৃত্তি মাত্র হইয়াছে, সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত অথচ সম্যক্ নিরাম অবস্থায় আসিতে হয় নাই, তাহাকে বদ্ধপ্রচ্যুত দোষ বলা যায়।

এরূপ অবস্থাপন্ন [সম্ভবতঃ পচ্যমান) এবং নিরাম বাতপিত্তজর দুগ্ধদ্বারা জয় করিবে। এরূপ অর্থ যদি সঙ্গত হয়, তাহাহইলে দোষের প্রবৃত্তি হইলে দুধ দেওয়া যায়। দুধ প্রদানের প্রতিকূলে আর একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে বচনটী সুশ্রুতের, এবং এইরূপ--

"জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদ মৃতোপমং।

তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং।"

জর জীর্ণ হইলে, কফের ক্ষীণতা ঘটিলে, দুধ অমৃতের ন্যায় গুণকারী হয়। তরুণে দুধপান করিলে বিষের ন্যায় মনুষ্যকে নষ্ট করে। এ বচনটী প্রামাণিক। ইহাতে জীর্ণজ্বরে ও ক্ষীণ ও ক্ষীণ কফে দুধ পানের ব্যবস্থা, তরুণে দুধের নিষেধ, আমরা বলি এ বচনে ও তরুণজ্বরে দুধ নিষেধ করা হয় নাই। কেন? তাহা বলেতিছি।

চরকাদি প্রামাণ্য গ্রন্থে নবজ্বরে দুধ দিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সুশ্রুতোক্ত বচনে তাহার নিষেধ থাকে তাহাহইলে শাস্ত্রবিরোধ উপস্থিত হয়। বিরোধ স্থলে মীমাংসার প্রয়োজন; পণ্ডিতেরা তাহাও করিয়াছেন, অনুসন্ধানে জানা যাইতে পারে।

আমরা একস্থলে দেখিতে পাই তিন সপ্তাহ গেলে, জরের মৃদুতা হইলে, এবং গ্রাহী অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে জরকে জীর্ণজর বলে। অন্যত্র দেখি—"সামজ্বরোক্তলক্ষণবিপর্য্যা সামজ্বরস্য জীর্ণতা বেদোতি বোধ্যম্।" সামজ্বরের লক্ষণ গেলেই জরের জীর্ণতা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জীর্ণঃপকঃ পুরাণ ইতি পর্য্যায়ঃ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে পক জরকে ও জীর্ণজর বলা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পক্কাবস্থা হইলে জর যদি রস ধাত্বাশ্রয়ে ভোগ করে, রক্তাদিধাতু গত হইয়া অধি-

ক্যারান্তর প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তরুণজ্বর বলিতে হইবে। এই হেতু আমরা বলি জীর্ণজ্বরে ইহার অর্থ ত্রিসপ্তাহাতীত জীর্ণজ্বর নহে, আমরস জীর্ণতা প্রাপ্ত জীর্ণজ্বর। যদি একথা সঙ্গত হয়, তাহাহইলে 'তরুণে পীতং' সমেস্তরূপ তরুণ বুঝিতে হইবে; তরুণজ্বর বুঝাইবে না।

"জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরং।"

ইহার অর্থেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

চরকসংহিতায় জ্বর সামান্যে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা আছে।

আমজ্বরে দুগ্ধপানে নিষেধ সুতরাং তদিতর স্থলে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। আর এককথা, কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন—'জ্বরে হিতকর দুধের সাধারণ গুণ কীর্ত্তন মধ্যে দুগ্ধ জ্বরের পথ্য বলিয়া অভিহিত হউক, কিন্তু গো-দুধের গুন কীর্ত্তণে তাহার বিশেষ করা হয় নাই, তবেতো দুগ্ধ নবজ্বরের পথ্য হইতে পারে না।' বিশেষ বিধি থাকিলে সামান্য বিধির খণ্ডন হয় এইতো জানি। বিশেষ স্থান উল্লেখ থাকিলে সামান্য বিধির খণ্ডন হইবে, এ নূতন শুনিলাম।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি 'শৃতোষ্ণ দুগ্ধ বাতশ্লেষ্মানাশক, সুতরাং জ্বরে পথ্য দেওয়া যায়।" তাহাতে প্রতিবাদ কর্ত্তা বলেন 'বাত শ্লেষ্মঘ্ন হইলেই যদি জ্বরে পথ্য হয় তাহা হইলে দধির রস পথ্য দেওয়া যাও। যে হেতু তাহার বাতশ্লেষ্মানাশক শক্তি আছে। বাতশ্লেষ্মঘ্ন হইলেই যদি জ্বরের পথ্য হয় না, কিন্তু জ্বরের পথ্য [অনেকস্থলে) বাতশ্লেষ্মার নাশক। যেমন সরল রেখা মাত্রেই রেখা কিন্তু রেখা মাত্রেই সরল রেখা নহে। দুগ্ধ বাত) শ্লেষ্মানাশক এবং জ্বরঘ্ন এজন্য জ্বরের পথ্য।

আর অধিক বলিব না। কবিরাজ মহাশয়ের আর দুই একটী কথা আছে, তদুত্তরে নীরব রহিলাম। সাম্যবলাপেক্ষী ভোজয়েৎ প্রভৃতি কথা লইয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার মূল্য কিছুই নাই। সুতরাং সে সকল কথার উপর কিছু না বলাই ভাল।

এক্ষণে সাধারণ পাঠক সমীপে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

যে সময়ে আয়ুর্ব্বেদসংহিতা রচিত হইয়াছিল, তখনকার দিনের সহিত এ কালের অনেক প্রভেদ। তখন শরীরে প্রভূত বল ছিল, দেশেও ভাল ছিল। প্রভূত আমরস সঞ্চিত না হইলে লোকে জ্বররোগে প্রায়শঃ পীড়িত হইত না। অনশনে আকরস পরিপাক করিয়া লওয়াও লোকের শক্তি ছিল। সুতরাং তখনকার বিধি ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রকমের। এখানকার দিনে লোকের বল কমিয়াছে, অল্পেই জ্বরাক্রান্ত হয়, প্রভূত আমরস সঞ্চয়ের অনেক সময় দরকার হয় না।

লঙ্ঘনের দ্বারা আমরস ক্ষয় করার সামর্থ নাই। করিতে গেলেও শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠে। আর দেশের অবস্থাও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মেলেরিয়া প্রভৃতি বিষয়ের উৎপাতে কথায় জ্বর হইয়া বসে। আরও, অনেক কথা আছে। ফল কথা এখন লোক সকল জীর্ণ—শীর্ণ। শরীর বড়ই রোগ প্রবল। তজ্জন্য অধুনাতন লোকের যে টুকু বল আছে, তাহার অবিরোধী ভাবে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। দুর্ব্বলের পক্ষে লঙ্ঘন না দেওয়ার বিধি শাস্ত্রেও আছে। বালকের ক্রিমি সংযুক্ত জ্বর, বয়স্কের পিত্ত প্রধান জ্বর প্রায়শঃ হইয়া থাকে। এ সকল জ্বরে ঝাড়া লঙ্ঘন দিলে পেট গরম হইয়া বমনাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। ফল কথা সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। এখন জ্বরে পথ্যের প্রয়োজন হয়। সান্নিপাত জ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রভৃতিতে শরীরের ক্ষয় বড় শীঘ্র শীঘ্র হয়; ইহাতে বলকার পথ্য না দিলে রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। শরীরের বল না রাখিতে পারিলে রোগের প্রতিকার করা যায় না।

অনেক কবিরাজ এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন না। তজ্জন্য একটী কলঙ্ক দেশব্যাপী——কবিরাজেরা নবজ্বর ও জ্বর বিকারের চিকিৎসা করিতে জানেন না। বিবেচনা পূর্ব্বক বলকর পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় জ্বর বিকারের ঔষধে যত ফল পাওয়া যায়, অন্য মতের ঔষধে তত ফল পাওয়া যায় না এ আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস। জ্বর যদি পথ্যের

প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এরূপ পথ্য দেওয়া চাই যাহা কাজে আসে। দুর্ব্বল দেহীর পাকযন্ত্র একে ত দুর্ব্বল, তাহাতে আবার জ্বরে পরিপাক ক্রিয়ার বৈষম্য ঘটে। সুতরাং দুষ্পাচ্য তরিতরকারি, চিড়ে মুড়কি, যাহা সে কালে পথ্য করিত, কখন জীর্ণ হয় না। যাহা পরিপাক ক্রিয়ার অপেক্ষা না রাখিয়াও অন্তর্ব্বাহ নিয়মানুসারে শোষিত হয়, তাহাই পথ্য রূপে কল্পনা করা বিধেয়। মাংসের যূষ প্রভৃতি সে নিয়মের অধীন। দুধ অনেক সময়ে সুপথ্য অনেক সময় নয়। আমরা যে স্থানে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবস্থা করি; সে অঞ্চলে ডাক্তারের সংখ্যা খুব কম, সুতরাং নবজ্বর ও জ্বরবিকারের রোগী হাতে অনেক আইসে। তাহাদিগকে [অবস্থা বুঝিয়া) দুগ্ধ মাংসের যূষাদি পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি। অদ্যাপি কোন কুফল জানিতে পারি নাই।

পথ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত, অবস্থোচিত যুক্তি, এবং ব্যবহারিক ফল আমার বোধানুসারে বলিলাম, এখন পাঠকবর্গ সম্মিলন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মধুসূদন বাবুর দুই এক কথা আমরা স্বীকার করি—উদ্ধৃত স্নেহ দুগ্ধ অনেক সময়ে সুপথ্য, ভেষজ-সিদ্ধ দুগ্ধ ও বিশেষ হিতকর।

মাগুরা (খুলনা।) — শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিরত্ন।

পথ্যাপথ্যের ব্যাখ্যান।

(প্রথম প্রস্তাব।)

"পথ্যং পথোনপেতং যচ্চোক্তং মনসঃ প্রিয়ম্।
যচ্চাপ্রিয়মপথ্যঞ্চ নিয়তং তন্ন লক্ষয়েৎ।"

চরক সংহিতা।

'পথ্য। পথ্য কি' এই কথাটী লইয়া, আসরে উপস্থিত হইলে, আদৌ

সাধারণতঃ মনে উদয় যে, যাহা শরীরের হিতজনক ও মনের প্রীতি-বর্দ্ধক তাহারই নাম পথ্য। আর যাহা শরীরের পক্ষে অহিতকর বা মনের অপ্রীতি জনক, তাহাই অপথ্য শব্দে অভিহিত। অপিচ মনের অপ্রীতি-কর হইলেই যে, তাহা অপথ্য এ কথাটী কথনই দৃঢ় করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না., কেননা, তিক্তাদি রসবহুল এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহা আমাদের কথনই অভিলষনীয় নহে, অথচ উক্ত তিক্তাদি রস-বহুল দ্রব্য সময় সময় আমাদিগের অনেক দৈহিক উপকারে নিয়োজিত হইতে পারে। "সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ। তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম ॥" যথন শরীর পালনই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তথন মনের অপ্রীতিজনক হইয়াও যে যে বস্তু দৈহিক উপাদান গুলির শোধন বা পোষণ কার্য্যে সমক্ষ তাহারাই আমাদিগের পথ্য।

রোগনির্ণয় ও ভেষজবিধান যেমন চিকিৎসকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, পথ্যাপথ্য বিনিশ্চয়ও তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটী প্রধানতম অঙ্গ। চিকিৎসক। তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই রোগ নির্ণয় কর, আর বাছারবাছ ঔষধই প্রয়োগ কর, যদি তোমার পথ্যাপথ্য বিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকে অথবা পথ্যাপথ্য নির্ব্বচনে শিথিল প্রযত্ন হও, তাহা হইলে কথনই আশা-নুরূপ ফল লাভে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ পথ্যাপথ্য বিষয়ে যাঁহার দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত, তিনি চিকিৎসাকার্য্যে ততদূর খ্যাতি লাভে ক্ষমস হইয়া থাকেন। আমরা জানি না প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ এই পথ্যাপথ্যের প্রতি কতদূর আপক্ত। কিন্তু কবিরাজেরা যে এই পথ্যাপথ্যের একান্ত দাসানু-দাস তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। আর তাঁহারা পথ্যাপথ্যের গরীয়ান্ মহিমা কতদূর অবগত ছিলেন, তদ্বিষয় বক্ষ্যমান বাক্যটীই স্পষ্টতঃ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; যথা,——

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনানাং ভেষজনাং শতৈরপি ॥"

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি অর্দ্ধ শিক্ষিত, কি বালক কি যুবক

কি বৃদ্ধ, কি সুচিকিৎসক, কি কুচিকিৎসক সকলের মুখেই পথ্যাপথ্য কথাটী শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প লোকেরই পথ্যাপথ্যের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম। এই যে রাস্তার দুই ধারে দন্তে পতাকা স্বরূপ বা উদর পূর্ত্তির যন্ত্র স্বরূপ বড় বড় "সাইনবোর্ডে" বড় বড় উজ্জ্বল অক্ষরে স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়া, স্বার দেশের শোভা সম্বর্দ্ধন করত বসিয়া আছেন; আর ঐ দীর্ঘ "সাইন বোর্ডের" অভ্যন্তর হইতে জানি না কেমন একরূপ অস্ফুট নূতন ভাষায় দর্শকদিগকে বলিতেছেন যে, আমি বড় কবিরাজ বা আমি বড় ডাক্তার, আইস ফল চাও ত দ্রুত পদে আইস? ভাল ইহারা কি সকলেই পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচনে সক্ষম? না। সামান্য তোমার আমার কথা ছাড়িয়া দাও, সমস্ত জগতে পথ্যাপথ্যের প্রকৃত নির্ণয়ক কেহ আছে কি না সন্দেহ। পথ্যাপথ্য কথাটী শুনিতে আপাততঃ ছোট বোধ হয় বটে; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে ইহার ভিত্তিদেশ এত দূর বিস্তৃত দেখা যায়, এক প্রান্তে অন্তর্জগৎ ও অপর প্রান্তে সমস্ত বহির্জগৎ ইহার ভিত্তিতলে সমাহিত রহিয়াছে।

জ্বর প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়াছে, অতএব উপবাস কর, অথবা জ্বরের বেগ কতক অংশে লাঘব হইয়াছে, জল সাগু বা দুগ্ধ সাগু না হয় এমনি আর একটা কিছু খাও, ইত্যাকার ব্যবস্থা গুলিন যথোপযুক্ত হয় বটে। কিন্তু কেন জ্বর হইলে উপবাস করি? আবার কখন কখন জ্বরে (ক্ষয়ানিল ভয় ক্রোধ কাম শোক প্রযোজ্যবে) উপবাস না করিলেও আরোগ্যলাভ করিতে পারি কেন? ইহার যথাযথ উত্তর প্রদানে কয়জন সক্ষম? এ সকল বিজ্ঞান রহস্য ভেদ করিতে হইলে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া পরম কারুণিক জগৎপাতা বিশ্বস্রষ্টার শিল্প চাতুরির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন এমন লোক এ পৃথিবীতে কে আছে? অথচ ইহা না জানিতে পারিলেও চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। চিকিৎসক হইতে হইলে মানব শরীর ও বাহ্য বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় করা চাই; অথচ সম্পূর্ণরূপে চিনিয়া উঠা অসম্ভব। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও

অপূর্ণ রহিয়াছে—কোনদিন যে পরিপূর্ণ হইবে তাহারও আশা করা যাইতে পারে না।

পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে দৈহিক উপাদান গুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। যদিও শরীর রাজ্য মানব কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ-রূপে শাসিত হয় নাই। তথাপি তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি-গণ প্রত্যক্ষ আগম, অনুমান ও উপমান এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের অবিরোধি প্রমাণ বলে ভৌতিক তত্ত্ব যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন ; আমরা আজ তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া শীর্ষোল্লিখিত কথাটীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখা যাউক কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি এই কয়েকটী ভৌতিক পদার্থ, লইয়াই জগৎ। তুমি, আমি, গাছ, পাথর প্রভৃতি যত কিছুই দেখিতেছ, এ সমুদয়ই এই পঞ্চমহাভূতের বিকৃতি হইতে সমুৎপন্ন। তবে আকৃতি গত বা ধর্ম্মগত যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উপাদান গত ন্যূনাধিক্যই তাহার মূল কারণ।

জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি গমনাগমন শক্তি প্রভৃতি কয়েকটী ধর্ম্মদৃষ্টে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে, এই সামান্য বৃক্ষটী বা প্রস্তর খণ্ড হইতে আমা-দিগের অভ্যন্তরে আরও একটী কি যেন অতিরিক্ত নূতন শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই নূতন শক্তি বা দ্রব্য চেতনা ধাতু বলিয়া অভিহিত। তুমি ইহাকে ঐশী শক্তিই বল, আর শারীর যন্ত্র গুলির অভাবনীয় শক্তিই বল, ইহা স্থির নিশ্চয় যে, এই চেতনা ধাতু ভিন্ন মানব দেহের গৌরবের আর কিছুই নাই। ফলতঃ এই চেতনা ধাতুর সহিত শারীর যন্ত্র মণ্ডলীর এত নিকট সম্বন্ধ যে, কোনরূপে শরীর ক্রমশঃ হ্রস্ব বা যন্ত্ররাজি দুর্ব্বল বা স্ব স্ব কার্য্যে একেবারেই অক্ষম হইলে, এই চেতনাধাতু বিলীন হইয়া আইসে। অতএব চেতনা ধাতুর মঙ্গলকামনা হৃদয়ে থাকিলে যাহাতে শারীর যন্ত্র গুলি অব্যাহত থাকিতে পারে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

মানব শরীরের অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত কৌশল আমূলতঃ ব্যাখ্যা করিতে

হইলে প্রবন্ধ অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অথবা তাহা তত সোজা কথাও নহে। মানব শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রের গতি, ক্রিয়া বা ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, অন্যে পরে কা কথা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরও চিত্তবৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়; তাই অল্পমতি চিকিৎসকদিগের সুখবোধার্থ উদারচেতা মহর্ষিগণ এমন কয়েকটী দৈহিক উপাদানের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যাহারা প্রকৃতস্থ থাকিলে দৈহিক যাবতীয় যন্ত্রই প্রসন্ন থাকিতে পারে। আমরাও আজ সেই উপাদান গুলির যথাযথ বিবরণ লিখিতে অগ্রসর হইলাম, যে উপাদান গুলির আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাধারণ নাম ধাতু।

"রসাসৃঙ্মাংসমেদোহস্থি মজ্জশুক্রাণিধাতবঃ।"

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংগ্রহ।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই আটটী মানব শরীর ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই ধাতু নামে প্রসিদ্ধ। যদিও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাতাদিরই প্রাধান্য লক্ষিত হউক; তথাপি পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কেবল বাতাদির ধর্ম্মস্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই। তাই অগ্রে এই ধাতুধর্ম্ম ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম।

রসাদি দৈহিক উপাদান গুলি অতি সংশোধন, অতিসংশমন, বেগবিধারণ, অসাত্ম্যান্নাদি সেবন, মনস্তাপ, অতিব্যায়াম, অনশন ও অতি মৈথুন প্রভৃতি কারণে ক্ষয় প্রাপ্ত, আর সমধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর উপভোগ হইতেই ইহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন মাংস ধাতু মাংসদ্বারা, রক্তধাতু রক্তের দ্বারা, মেদঃ ধাতু মেদঃদ্বারা, রস রসাদ্বারা, অস্থি তরুণাস্থি দ্বারা, মজ্জা মজ্জাদ্বারা এবং শুক্র ধাতু শুক্র দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপিচ যদি সামান্য গুণ বিশিষ্ট আহার্য্যের অপ্রাপ্তি অথবা অনায়াস লভ্য হইলেও অযোগ্য বা ঘৃণাবশতঃ—(শুক্রক্ষয়ে শুক্র সেবন প্রভৃতি) কিম্বা অন্যকোন কারণ বশতঃ (বৈষ্ণবের মাংস ক্ষয়ে মাংস সেবন প্রভৃতি) উপযোগী না

হইলে, রসাদি ধাতুর সমনাগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের উপযোগ করা কর্ত্তব্য। যথা,— শুক্রক্ষয়ে দুধ, ঘৃত প্রভৃতি মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আহারের পরিমাণে প্রথমতঃ যে ধাতুটী উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম রস। এই রসের পরিমাণ নয় অঞ্জলি। ইহা অবিকৃত অবস্থায় শরীরে থাকিয়া প্রীণন ও রক্তের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোনরূপে এই রসধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে হৃদয় চঞ্চল, শূন্য বোধ বা একরূপ অব্যক্ত শব্দের আবির্ভাব ও বেদনা বিশিষ্ট হয়, আর কম্প, উচ্চ শব্দ অসহ্য, অন্ধকার দর্শন, চেষ্টা শক্তির পতন এবং পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার ইহা যতই স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই আলস্য, স্তব্ধতা, সুপ্ততা, হৃদয়ের উৎক্লেদ প্রভৃতি অমিশ্র ব্যাধি গুলি আসিয়া আবির্ভূত হইতে থাকে।

মহর্ষি চরক বলেন শরীরস্থ রসধাতু কোনরূপে দূষিত হইলে, ভক্তদ্বেষ, অরুচি, মুখের বিরসতা, জিহ্বার স্বাদ রাহিত্য, হৃল্লাস, শরীরের গুরুত্ব, তন্দ্র, অঙ্গবেদন, জ্বর, অন্ধকার প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শন, পাণ্ডু, স্রোতরোধ, ক্লীবত্ব, অবসাদ, শরীরের কৃশতা, পরিপাক শক্তি হ্রাস ও অকালে বলি পলিত প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

"রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"

সুশ্রুত সংহিতা।

রসধাতু দৈহিক যন্ত্র বিশেষে সঙ্কেত হইয়া প্রথমতঃ যে ধাতুটী প্রসব করে তাহার নাম রক্ত। ইহার স্বাভাবিক পরিমাণ আট অঞ্জলি। এই রক্তধাতু অবিকৃত অবস্থায় হৃদয়ে থাকিয়া, বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পোষণ ও জীবনীশক্তির সম্বর্দ্ধন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোনরূপে এই রক্তধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীরের কৃশতা, স্ফুটিতা, ম্লানত্ব, চর্ম্মের রুক্ষতা, শিরাসমূহের শিথিলতা এবং অম্ল ও শীতল দ্রব্যে

অভিলাষ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। আবার যদি এই রক্তধাতুটী কোনরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে শরীর ও নেত্র রক্তবর্ণ এবং রক্তবাহী স্রোতঃ সমূহের পূর্ণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

রক্ত ধাতু দূষিত হইলে নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, যথা,—কুষ্ঠ, বীসর্প, পীড়কা, রক্তপিত্ত, অসৃক্দর, মলদ্বার ও মেঢ় স্থানে ক্ষতের উৎপত্তি, প্লীহা, গুল্ম, বিদ্রধী, নীলিকা, কামলা, ব্যঙ্গ, পিপ্লব, তিলকালক, দদ্রু, চর্ম্মদল, শ্বিত্র, পামা, কোঠ ও রক্তমণ্ডল প্রভৃতি।*

মাংসধাতু অবিকৃত অবস্থায় মানব শরীরে অবস্থান করিয়া, মেদঃ ও শরীরের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অপিচ এই মাংসধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, স্ফিক (কটীদেশ) গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, [পুরুষাঙ্গ] উরঃ, বক্ষ, কক্ষ পায়ের ডিম, উদর, গ্রীবা, প্রভৃতি স্থান শুষ্ক হইয়া যায় ; আর শরীর রুক্ষ, অবসন্ন ও ধমনী গুলি শিথিল হইয়া আইসে। এদিকে আবার মাংস ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উল্লিখিত স্ফিকগণ্ড ও ওষ্ঠাদি স্থান মাংসল ও শরীরের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

মাংসধাতু প্রদূষিত হইলে, অধিমাংস, অর্ব্বুদ, কীলক, শালুক, গলশুণ্ডী, পূতিমাংস, অলজী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা এবং উপজিহ্বিকা প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীরস্থ মেদঃ ধাতুর স্বাভাবিক পরিমাণ ২ দুই অঞ্জলি। ইহা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া শরীরের দৃঢ়তা ও অস্থি সমূহের পোষকতা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। যদি কোনরূপে এই মেদ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিস্থানে স্ফুটনবৎ বেদনা বা শূন্যবোধ, চক্ষুর গ্লানি শ্রান্তি, শরীরের রুক্ষতা, উদরের তনুতা এবং স্নিগ্ধ অথচ মৃদুমাংসভোজনে

* শীতোষ্ণ স্নিগ্ধরুক্ষাদ্যৈর্জ্বরো যস্য ন শাম্যতি। শাখানুসারী-রক্তস্য সোহবসেকাৎ প্রশাম্যতি॥ ইত্যাদি পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, রক্ত দূষিত হইয়াও জ্বর হইতে পারে। বাহুল্য বোধে সম্প্রতি তদ্বিস্তারিত বর্ণন করা গেল না। যথাস্থানে লিখিতে ইচ্ছা থাকিল।

অভিলাষ উপস্থিত হয়। আবার ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে শরীর স্নিগ্ধ, উদর ও পার্শ্বের বৃদ্ধি, কাস, শ্বাস এবং শরীরের দৌর্গন্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বলেন এই মেদধাতু দূষিত হইলে, প্রমেহের পূর্ব্বরূপোক্ত অমিশ্রব্যাধি সমূহ এবং অতি স্থূলতা প্রভৃতি ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়।

যেমন অভ্যন্তরস্থ সারভাগ দ্বারা বৃক্ষ সমূহ স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ দেহিদিগের দেহ সারভূত অস্থিদ্বারা ধৃত হইয়া কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও অস্থি সমস্ত নষ্ট হয় না। কলাচ্ছাদিত মাংসরাশি এই অস্থিতে অবস্থিতি থাকাতেই বিশীর্ণ ও পতিত হইতে পারে না। সমস্ত শরীরের অস্থি রাশি একত্রিত করিলে কিঞ্চিৎ অধিক ২৪৮ খানি দৃষ্ট হয়। ইহা অবিকৃত অবস্থায় শরীরে থাকিয়া দেহ ধারণ ও অঙ্গের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

যদি কোনরূপে এই অস্থিধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তাহা হইলে হাড়ে হাড়ে বেদনা, অসময়ে কেশ, লোম, নখও দন্তাদির পতন, ভ্রম এবং সন্ধি-সমূহের শিথিলতা প্রভৃতি অমিশ্র ব্যাধি উৎপন্ন হয়। আর ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধ্যস্থি ও অধিদন্ত প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বলে অস্থি ধাতু দূষিত হইলে নিম্নলিখিত ব্যাধি সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা;—অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিবেদন, অস্থিশূল, শরীরের বিবর্ণতা বা বিকৃত ভাব, কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখাদির বিকৃতি ইত্যাদি। ক্রমশঃ—

কয়েরা
পাবনা } শ্রীমধুসূদন রায় কবিরাজ।

দাস্যাদি পাঁচন।

[প্রাপ্ত]

আমার বাল্যবয়সে একবার এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক ইহা সেবনে বহুদিনের পুরাতন জর হইতে আরোগ্য

হইয়াছিলেন, তদপর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে, আর সে সব কথা মনেও করি নাই, এক্ষণে এলোপ্যাথি ডাক্তার হইয়াছি, সুতরাং সেই মতেই বিশ্বাস এবং সেই মতেই দাতব্যচিকিৎসালয়ের কার্য্য ও অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা করিয়া থাকি। সম্প্রতি চিকিৎসা সম্মিলনীতে দাস্যাদি পাঁচনের বিবরণ পাঠে আমরা পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। ঠিক এই সময়ে আমার চিকিৎসাধীনে একটী লোক পুরাতন জ্বরে পীড়িত ছিল, তাহাকে উক্ত পাঁচন ব্যবস্থা করা হয়। এইস্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে দাস্যাদি পাঁচনে অনেক ঔষধের প্রয়োজন কিন্তু চিনিতে না পারায় তাহার কয়েকটী সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলাম না।

রোগীর বয়স ৩৭ বৎসর। ৪ মাস হয় জ্বর হইয়াছে, ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধ অনেক সেবন করিয়াছে, কিন্তু এই জ্বর নির্দ্দোষ হয় না। সম্প্রতি তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, হইয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্বদাই জ্বর থাকিত। তার মধ্যে কোন সময় বেশী, কোন সময় কম; শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, যষ্টীর সহায়তা ভিন্ন দণ্ডায়মান হইতে পারে না; কোষ্ঠ কঠিন আহারে অরুচি, জিহ্বা সাদা, মুখ ও চক্ষু ফেকাসে বর্ণ; ফলতঃ সর্ব্ব-প্রকারে রক্তহীনতার চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল।

উক্ত পাঁচন ৩ দিন সেবন করাতেই জ্বর নিবারণ হয়। এবং রোগী ১৪ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। ঔষধ প্রস্তুত করিতে ।৵০ পাঁচ আনা ব্যয় পড়িয়াছিল, কিন্তু এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে ৫ টাকায়ও আরোগ্য হইত কি না সন্দেহ।

গত বৎসরের চিকিৎসা সম্মিলনী একত্রে আনাইতে আমার ৩।৵০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে, কিন্তু এক স্থলেই মূল্য উঠিয়া আরও তিন বৎসর কাল কাগজ পড়িতে পারিব, তাহারও অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। অতএব চিকিৎসক মাত্রেই এই মূল্যবান্ কাগজ খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২য়। দ্রোণ পুষ্প বা দণ্ডকলসের মূল।

ইহা এক জ্বর বা স্বল্প বিচ্ছেদ জ্বরের মহৌষধ, বিশেষতঃ রোগী যদি শিশু হয়। এই ঔষধটী আমি কোন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট হইতে

শিক্ষা করিয়াছিলাম,তিনি আবার একটী সম্ভ্রান্ত প্রাচীনলোক হইতে প্রাপ্ত হন, প্রাচীন ভদ্র লোকটী কোথায় শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা জানি না।

আমার পরিবারস্থ শিশুদের জ্বর হইলে আমি প্রায় এই ঔষধ দিয়াই চিকিৎসা করিয়া থাকি। যদি কখনও বাধ্য হইয়া ফিবারমিক্সার ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি এই ঔষধও সেবন করাইয়া থাকি। ইহার আরও এক চমৎকার গুণ এই যে, ইহাতে ঘর্ম্ম হইয়া যে জ্বর ত্যাগ পায়, আর জ্বর আইসে না। সুতরাং কুইনাইন খাওয়ার আবশ্যক হয় না।

বালকদের একজ্বরীতে, বিশেষতঃ যখন সর্দ্দি কাস হইয়া একজ্বরী হয়, নাক ও মুখদিয়া অনবরত কফ নির্গত হইতে থাকে, কিছু খেতে চায় না। কেবল অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে বা খেন খেন করে ও কান্দে, এমত অবস্থায় একটী দ্রোন পুষ্পের মূল উঠাইয়া সুন্দররূপে ধৌত করতঃ এক টাকা আদার সহিত রস বাহির করিয়া এক এক তোলা প্রাতে ও বৈকালে সেবন করাইতে হয়। প্রায়শ দুই দিনের বেশী সেবন করাইতে হয় না। ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর নিবারণ হয়।

অধিক বয়স্ক রোগীদের একজ্বরীতেও ইহা ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ফলতঃ ইহার প্রতি আমার এতদূর বিশ্বাস যে দুরূহ পীড়াস্থলে স্যালিসিলটি অব্ সাড়া প্রভৃতি ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবহার করি না, ও এই মুষ্টিযোগটী সেবনের ব্যবস্থা দিই। ভরসা করি, বহুদর্শী চিকিৎসকগণ ইহার গুণ পরীক্ষা করিতে ঔদাস্য করিবেন না।

করটীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়
টাঙ্গাইল। } শ্রীহরনাথ ঘোষ ডাক্তার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তারের নিকট হইতে এই সমস্ত ঔষধের গুণ শ্রবণ করিলে আমাদের যেরূপ অপার আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহা আমরা গতবারে লিখিয়াছি। আমরা আশা করি, প্রত্যেক ডাক্তারই এই রকম সহজলভ্য ঔষধ সমূহের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

———

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

আমি একটী চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ লিখিতেছি, প্রবন্ধটী যদি মহাশয়দের সম্মিলনীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

রামকিশোর উকিল নামক জনেক সম্ভ্রান্ত রোগী কর্ত্তৃক আহূত হই; রোগীর বয়স ৫০।৫১ বৎসর। ইনি বহুকাল যাবৎ কফরোগে পীড়িত ছিলেন। অত্রাবস্থায় গলা দিয়া কখন কফ মিশ্ররক্ত, কখন বা কেবল রক্তই অধিক মাত্রায় বমন, বক্ষস্থানে বেদনা, কাস, দাহ, মাথাঘুর্ণন, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, প্রস্রাবে জ্বালা, কখন বা প্রস্রাবের পূর্ব্বে শুক্রপাত। অবস্থোচিত ঔষধ ব্যবহারে অন্যান্য উপদ্রব ক্রমে শান্তি হইতে চলিল। কিন্তু রক্তপাত মাথাঘুর্ণন, দাহ, দুর্ব্বলতা কোনমতেই শান্তি হয় না। রক্তাবরোধের জন্য অনেকানেক মুষ্টিযোগ কেবল মুষ্টিযোগ কেন, সমশর্কর লৌহ এবং কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ ৮।৯ দিন ব্যবহারের পরেও রক্তপাত বারণ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বেশী মাত্রায় ঘন ঘন রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং রোগীও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। নিতান্ত নিরূপায় দেখিয়াও মোহকারী অর্থের লোভে হউক বা যে কারণেই হউক, রোগীর আশা একেবারে ছাড়িতে পারিলাম না। আবার মুষ্টিযোগ অর্থাৎ পদ্ম-রেণু ৷৷০ তোলা নীলোৎপল ৷০ তোলা সাচিচিনি ৷৷০ তোলা মধু ৷০ তোলা আতপ চাউলের জল অর্দ্ধ পোয়া একত্র সেবন করিলে ১ প্রহর কাল রক্তপাত বারণ থাকে ঐ ১ প্রহর পরে আবার ঐ ঔষধটী ব্যবহার করিলে পর প্রায় ১ দিন তক রক্তপাত বারণ থাকে এবং দাহাদি উপ-দ্রবেরও অনেক লাঘব হয়। ঐ ১দিন পরে আবার ঔষধ ব্যবহার করিলে পর রক্তপাত এবং দাহাদি কোন উপদ্রবই আর লক্ষিত হয় না। প্রায় মাসেক হইল রোগীটী বেশ সুস্থ হইয়াছে।

এই ঔষধটী ইতিমধ্যে আরও ২ টী রোগীকে ব্যবহার করাইয়াছি, তাহাতে ও রক্তপাতের পক্ষে সদ্যফল পাইলাম। এমন কি কাহাকে

কাহাকে ২ বার ৩ বারের অধিক এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় নাই। রক্তপাত সম্বন্ধে এমন আশু ফলদাক ঔষধ আর ১।২টী আছে কি না বলিতে পারি না।

৪০ কাহনীয়া ময়মনসিংহ } শ্রীরাধাচরণ দাস কবিরাজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধের পরীক্ষা করিতে ঔদাস্য না করেন, বলা বাহুল্য যে, আমারাও ইহার পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট রহিলাম।

২য়। চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(হোমিওপ্যাথিকমতে।)

একটী ষোল বৎসর বয়স্ক বিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোক রজোধিক রোগে Profuse menstruation আক্রান্ত হন।—নিম্নোদরে প্রবল বেদনা, বেদনা প্রসব বেদনার ন্যায় পর্য্যায়িক তৎসঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাব, রক্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র, শয্যা, শয্যা নিম্নস্থ মেজে পর্য্যন্ত রক্তাক্ত হইয়াছে। রক্তস্রাব দর্শনে রোগী এবং তদীয় অভিভাবকগণ রোগীর জীবনাশায় সন্দিহান হইয়াছেন। এই পীড়ায় রোগীর নিবাস পল্লীতে আরো দুই তিনটী স্ত্রীলোক দেশীয় চিকিৎসায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই ভয়ের অধিক কারণ ছিল। জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম আমাদিগের দর্শনের তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে পীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কখন এরূপ পীড়া প্রকাশ পায় নাই। রোগীর স্বভাবতঃ শরীর সুস্থ। দেড় বৎসর হইল একটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। রোগীর বাহ্য প্রস্রাব স্বাভাবিক নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল।

এই রোগীর চিকিৎসার্থ প্রথমতঃ একখণ্ড বস্ত্র শীতল জল সিক্ত করিয়া যোনিদ্বারে এবং নিম্নোদরে প্রয়োগ করিয়া অনবরত শীতল জল দিতে নিযুক্ত রাখিলাম। এবং আর্গট, হেম্প, অপিয়ম, প্রভৃতি এলো-

প্যাথিক ঔষধ নিয়মিত রূপে প্রায় ১২।১৪ ঘণ্টা ব্যবহার করিলাম, কিন্তু কিছুমাত্র ফল দর্শিল না। বরং ক্রমেই রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে চলিল দেখিয়া, অনতিবিলম্বে হোমিওপ্যাথিক ক্যামমিলা ৩ এবং ইপিকাক ৩ ব্যবস্থা করিলাম। বলিতে কি এই দুইটী ঔষধের ৪।৫ মাত্রা ঔষধেই যেন মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া এমন প্রবল বেদনা এবং সাংঘাতিক রক্ত-স্রাব অনেক লাঘব করিল। ক্রমশঃ সময় দীর্ঘ করিয়া আমরা সপ্তাহকাল উক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহার করাতেই রোগী সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করেন। তৎপর বলবিধানার্থ কয়েক দিন সায়না ৬ ব্যবহার করা হয়।

মন্তব্য।

বর্ণিত আছে রোগের চিকিৎসায় রক্তস্রাব রোধ এবং প্রবল বেদনা নিবারণই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং তজ্জন্যই প্রথমতঃ এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তদ্দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। যদি এস্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুইটী ব্যবস্থা করা না হইত আমাদিগের বিশ্বাস এ রোগী জীবন রক্ষা পাইত না। আমরা আরো একটী রোগীর রক্তোধিক রোগে ক্যামমিলা এবং ইপিকাক প্রয়োগ করিতে পারিলে, ভরসা করি আমাদিগের পাঠকগণও রক্তোধিক রোগে উক্ত ঔষধ দ্বয়ের আশাতিরিক্ত ক্রিয়া দর্শনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন।

জঙ্গলবাড়ী } ডাক্তার শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার
ময়মনসিংহ } সি, এইচ, এ

এলোপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী।

উদ্ধৃত।

অনেকের বিশ্বাস এই যে এলোপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা উপকার অপেক্ষা অনুপকারই অধিক হইয়া থাকে। একটি রোগ আরোগ্য করিয়া বা কিয়ৎ

পরিমাণে আরোগ্য করিয়া, তাহার স্থানে অন্য একটা রোগ উপস্থিত করিতে, কিম্বা শারীরিক অস্বাস্থ্য সাধন করিতে এলোপ্যাথি চিকিৎসা যেমন কৃতকার্য্য হয়, তেমন আর অন্য কোন চিকিৎসাপ্রণালী হয় না; আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ নহি। সুতরাং উক্তমত কত দূর সত্য তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম নহি। তবে কতকগুলি বড় বড় এলোপ্যাথি চিকিৎসক ঐ চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে সরলভাবে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। আমাদিগের আশা আছে, ইহা পাঠ করিয়া এদেশের সাধারণ লোক যথার্থতঃ এলোপ্যাথি চিকিৎসার কতটুকু গুণ এবং উহার কতটুকু উপকারিত্ব তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

লণ্ডননিবাসী ডাক্তার বেলি Dr. Bailie বলেন,—"ঔষধের আরোগ্যকারী শক্তিতে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই।" লণ্ডনের ডাক্তার ইভান্স Professor Evans Fellow of the Royal College, London বলেন;—"আজ কালের চিকিৎসা প্রণালী অতি অনিশ্চিত ও অত্যন্ত অসন্তোষকর। ইহাতে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে, ইহার এমন কোন গুণ নাই।" ডাক্তার গ্রিগরি Professor Gregory of Edinburg বলেন, "চিকিৎসা শাস্ত্র যাহা বলে তাহার শতকরা ৯৯টা কথা মিথ্যা, এবং চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকল নিতান্ত অর্থশূন্য।" ডাক্তার রস্ Benjamin Rush M. d. Formerly Professor in the first Medical College in Philadelphia বলেন,—"আমরাকত রোগীর শরীর ব্যবচ্ছেদের পর দেখি যে আমরা যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করি,পরে তাহার ভ্রম বুঝিয়া আমরা কতই না লজ্জিত হই। ভ্রমাত্মক মত ও বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া আমরা লোকের কতই না অপকার করিয়াছি। বস্তুতঃ আমরা রোগহ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছি। কেবল তাহা করিয়া ক্ষান্ত হই নাই, রোগের উৎকটতা আমরা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি।" ডাক্তার রেমেজ Dr. Ramage, fellow of the Royal College London বলেন,—"এলোপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী ইহার

শিক্ষাদাতাগণের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর। আমাদের ঔষধে কত অল্প উপকার হয়! আবার কত কত সময়ে আমাদের ঔষধ লোকের অপকার করে। আমি নির্ভয়ে বলিতেছি যে, যে রোগী চিকিৎসক না ডাকে তাহার জীবন, যে রোগী চিকিৎসক ডাকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ। আমি আমার সহযোগী চিকিৎসকগণের যে সকল কার্য্য দেখিয়াছি তাহাতে আমি উপরোক্ত প্রকার কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।" Dublin Medical Journal নামক চিকিৎসা বিষয়ক একখানি লব্ধ প্রতিষ্ঠ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "এলোপ্যাথি চিকিৎসাবিজ্ঞান কখনই বিজ্ঞান নামের যোগ্য নহে। ইহা কেবল কতকগুলা অসঙ্গত মতের সমষ্টি মাত্র। ইহার যে সকল মত, তাহা কখনই সবিশেষ বিবেচনা ও পরীক্ষার পর স্থিরীকৃত হয় না। ডাক্তার ফর্বস Sir John Forbes M. D. F. R. S. Physician to Queen Victoria;— ;—বলেন,—"অতি অল্পসংখ্যক রোগী ঔষধের বলে আরোগ্যলাভ করে, তদপেক্ষা অনেক রোগী বিনা ঔষধে আরোগ্যলাভ করে এবং তদপেক্ষা অধিক রোগীই ঔষধের মন্দফল অতিক্রম করিয়া আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।' ডাক্তার ফ্রাঙ্ক Dr. Frank an eminent Europeon Author and Practitioner বলেন,—"সহস্র সহস্র লোক বৎসর নিভৃত চিকিৎসালয়ে হত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য চিকিৎসকগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করুন এবং নিয়ম করুন যে, তাহাদিগের ভ্রমপূর্ণ বিদ্যার আর কেহ চর্চ্চা করিতে পারিবে না।" ফরাসীস ডাক্তার মেজেণ্ডি M. Magendie eminent French physiologist and pathologist বলেন,—"রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা এতদূর অজ্ঞ যে, রোগ হইলে চিকিৎসা না করিয়া প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত" ডাক্তার হল Dr. Marsiall Hall, the distinguished Engiesh physiologist বলেন ;—"শিশুদিগের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ চিকিৎসকগণ কর্তৃক অযথা ঔষধ প্রয়োগ জন্যই মরিয়া থাকে ডাক্তার কগস ওয়েল Francis Coggswell M. d. of Boston বলেন ;—বর্ত্তমান চিকিৎসা-

প্রণালী মঙ্গল অপেক্ষা অনেক অধিক অমঙ্গলের কারণ। যদি এই চিকিৎসা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস করা হয় তাহা হইলে মানবজাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। ডাক্তার গুড John Mason Good M. d. F. R. S. বলেন "চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্থ শূন্য শাস্ত্র! এই শাস্ত্রের গুণে যত লোক মরিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা যুদ্ধ, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।" ডাক্তার জনসন James Johnson M. D. F. R. s. Editor of the Medico Chirurgical Review বলেন,—"বহুকালের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার পর আমার এই বিবেক সম্মত বিশ্বাস হইয়াছে যে, যদি এই পৃথিবীতে একজনও চিকিৎসক, বা অস্ত্র চিকিৎসক বা শিক্ষিত ধাত্রী বা ঔষধ বিক্রেতা বা ঔষধ না থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণকার অপেক্ষা লোকের কম রোগ হইত এবং কম লোকের মৃত্যু হইত।" ডাক্তার স্মিথ Professor Joseph M. Smith M. D. of the New York College of Phisicians and surgeons বলেন,—"আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি, তাহাতে রোগ আরোগ্য হয় না। শরীরের প্রকৃতির বলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিষ খাইলে যেরূপ রক্ত দূষিত হয়, আমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি তাহা রক্তকে প্রায় সেইরূপ দূষিত করে। আমি জানি Digitalis নামক ঔষধ সহস্র সহস্র লোককে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত করিয়াছে। ডাক্তার গিলমেন্ Professor C. A. Gilman M. D. of the new York College of Physicians and surgeons বলেন; "বয়স হইলে যে সকল রোগ হয়, তাহা শৈশব বা বাল্যকালে এলোপ্যাথি ঔষধ ব্যবহারের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।" ইনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন "ভাল করিতে গিয়া চিকিৎসকগণ অনেক মন্দ করিয়া থাকেন। ঔষধ না ব্যবহার করিলে যাহারা আরোগ্য হইত, চিকিৎসকগণ ঔষধ খাওয়াইয়া এরূপ শত শত লোককে মারিয়াছেন।" ডাক্তার পার্কার Professor W. Parker M. D. of the same school বলেন "যত প্রকার বিজ্ঞান আছে, তন্মধ্যে এই এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান যেরূপ অনিশ্চিত সেরূপ আর কোন বিজ্ঞান নহে।"

বড় বড় এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ ঐ চিকিৎসা প্রণালীর এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়াও যদি এ দেশের ইংরাজভক্ত লোকগণ সকল অবস্থায় উহার উপকারিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার অবশ্যই প্রশংসা করিব, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

যে পত্রিকা হইতে আমরা উপরোক্ত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সম্পাদক প্রবন্ধটীর প্রথমেই বলিয়াছেন—"আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ নহি সুতরাং উক্তমত অর্থাৎ এলোপ্যাথি চিকিৎসাদ্বারা উপকারের অপেক্ষা অপকারের ভাগই অধিক হইয়া থাকে ইত্যাদি কথা কতদূর সত্য,তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম নহি।" সম্পাদক এই কথা বলিয়া তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য ইয়ুরোপীয় অনেকগুলি বড় বড় উপাধীধারীর বচন উপরোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রবন্ধটী এইরূপ বচন-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাহউক সম্পাদক স্বয়ংই প্রবন্ধ লেখক হউন, বা অন্য কেহ হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী ব্যক্তিই লেখক হউন ফলতঃ যিনিই লিখুন কিন্তু লেখাটীতে যে কিছু পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব এই পক্ষপাতিত্বই লইয়াই আমরা এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

যে সূত্র অবলম্বন করিয়া যেরূপ গভীর জ্ঞানের আশ্রয়ে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ উপরে ঐসমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত মতের সত্যাসত্য বিচার যদিও সহজ কথা নহে,যদিও তাহার বিচারে অনেক কথা তুলিতে হয়, কিন্তু তথাপি একথা আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, কেবল এলোপ্যাথিই এসম্বন্ধে একাদোষী নহে। যে দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসাপ্রণালীও যে, সে সমস্ত দোষে দোষী নহে, একথা কে বলিতে পারে? তাই বলিতেছি যে, কেবল এলোপ্যাথির মস্তকে ঐ সমস্ত

দোষ অর্পণ না করিয়া চিকিৎসা সাধারণের প্রতি ঐ সমস্ত দোষ অর্পণ করিলে প্রবন্ধটী বেশ সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

একটী যুবতী স্ত্রীলোক বয়ক্রম ২১ বৎসর। ২ মাস হইতে গ্রন্থিবাত রোগে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন। উহার সহিত বৈকালিক জ্বর, কাশি, মাথাব্যথা, ভয়ানক তৃষ্ণা ও অসহ্যকর বাতব্যথার যন্ত্রণা, হাত ও পায়ের গাঁইট গুলি বিলক্ষণ ফোলা, এক্ষণে ২ মাস অনবরতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয় ও গাঁট গুলিতে ফোস্কা করা হয়, ও অন্যান্য নানাবিধ সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু ঐ কালের মধ্যে রোগের কোন প্রকার উপশম ও না হওয়ায় রোগী উক্ত চিকিৎসালয়ের অধীন হন। পরে উপরোক্ত লক্ষণ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার ঋতুর অবস্থা জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলাম যে, তাহার এই প্রসবের ৬ মাস পর একবার কি দুইবার ঋতু হয় পরে আজ ৮।৯ মাস অতীত হইল ঋতু আদৌ হয় নাই, এই সকল অবস্থায় উহাতে পলসেটীলা ৬ ক্রমের ১ ফোটা মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করান হয়। পর দিবসই রোগের সকল প্রকার উপশম হয়, পরন্তু ঐ ঔষধ আর তিন দিন ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপ তাঁহার সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার ইন্দুচার্য্য চন্দননগর হরিসভা দাতব্যচিকিৎসালয় } শ্রীগগণচন্দ্রনন্দী। হো পেঃ চিকিৎসক

সমালোচনা।

১। হারতী-সংহিতা।

শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

শিল্পসাহিত্য দর্শন প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র বল, সকল শাস্ত্রেরই উন্নতি আলোচনা-সাপেক্ষ। যে শাস্ত্র সাধারণের মধ্যে যত অধিক আলোচিত হইতে পায়, সেই শাস্ত্রের ততই উন্নতি হইতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু আলোচনা আবার গ্রন্থের অনায়াসলভ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাঁহার বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে নিতান্ত বাসনা, তিনি যদি বিজ্ঞান্ সম্বন্ধীয় আবশ্যকমত গ্রন্থাদি সর্ব্বদা পাঠ করিতে পান, এই সম্পর্কীয় নূতন নূতন গ্রন্থ যদি তাঁহার হস্তগত হয়, তাহাহইলে অবশ্যই তিনি বহুদর্শন জ্ঞানে কালে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। আর যদি তাঁহার এইরূপ বিজ্ঞানতৃষ্ণা সত্ত্বেও তিনি এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রয়োজন মত পাঠ করিতে না পান, তাহাহইলে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কথনই আশানুরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ এই জন্যই বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রমাত্রেই আলোচনা সুতরাং গ্রন্থাদির বহুল প্রচার-সাপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের আর তাদৃশ আলোচনা বা গ্রন্থাদির বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্প, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের আলোচনা, ত নাই বলিলেই চলে। আর কেমন করিয়াই বা আলোচনা থাকিবে? দিবারাত্রের পরিশ্রমে যে দেশের লোকের উদরান্নেরই সংস্থান হওয়া দুষ্কর, তাঁহারা যে আর সে কালের লোকের মত তাল পত্রে লিখিয়া লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে সক্ষম হইবেন সেরূপ প্রত্যাশা করাই বৃথা। ফলতঃ আবশ্যকীয় গ্রন্থাদির অমুদ্রণ এবং অপ্রাপ্তি জন্যও যে, হিন্দুশাস্ত্রের দিন দিন দুরবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

সে যাহাহউক, বহুকালপূর্ব্বে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত তাহা ঠিক সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত অসমকক্ষও নহে। বরং একথা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, বৈদ্যশাস্ত্রের আলোচনার অভাবনা থাকিলে এতদিনে ইহা বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের কথা আর বলিব কি, কালবশে ভারতবাসীর বুদ্ধিদোষে সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই,বৈদ্যশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি গ্রন্থের যে সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন তাহাদের সকলের নাম পাওয়াই দুষ্কর। সুতরাং যাহাদের নামেরই অস্তিত্ব পাওয়া ভার, সেই সমুদায় গ্রন্থের অস্তিত্ব কতদূর সম্ভবে ?

ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে যেমন শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় লইয়া এক একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যেও ঐরূপ একটী বিষয় লইয়া এক এক, খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা কেবল নামে থাকিলে কি হইবে, সেই সমস্ত গ্রন্থের আবশ্যকমত প্রাপ্তি বিশেষতঃ আলোচনার অভাবে তাহা থাকিয়াও না থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক আমরা আজ্ এই গ্রন্থাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ক কথা লইয়াই উপরোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থখানির সমালোচনার পূর্ব্বে বড় দুঃখের সহিত এতগুলি কথা বলিলাম। অতঃপর আলোচ্য গ্রন্থখানির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

অপার আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্রস্থ অসংখ্য রত্ন রাশির মধ্যে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রধানতম রত্ন হইলেও হারীতসংহিতা খানিও সামান্য রত্ন নহে। তদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগভট, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত এবং মাধবনিদান প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিও আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারের মধ্যে এক একটী রত্নের মধ্যে গণ্য। সংহিতা গ্রন্থ অনেক থাকিলে ও চরকও সুশ্রুত যেমন প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত; বলা বাহুল্য যে আমাদের আলোচ্য হারীত

সংহিতা খানিও সেইরূপ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বৈদ্যগণ চরক স্বশ্রুতের ন্যায় ইহারও সমধিক আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, হারীত সংহিতা সাধারণের নিকট এতাদৃশ আদরের সামগ্রী হইয়াও এতদিন কেবল তালপত্রে অবস্থিতি করিয়া ব্যক্তি বিশেষের গৃহেই বিরাজিত ছিল। আজ অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, বিনোদ বাবু সেই হারীত সংহিতার এই সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রণ করিয়া ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ও পাঠার্থিগণের একটী প্রধান অভাবের মোচন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; আলোচনার অভাবে ইহার মূলের কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও আমরা বিনোদ বাবুকে সে জন্য কখনই দোষী বলিয়া মনে করিতে পারি না কেন না এই সমস্ত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধ মূল আদর্শ গ্রন্থের যেরূপ অসদ্ভাব হইয়া পড়ে, তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ আশানুরূপ বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই। তথাপি দেখা গেল বিনোদ বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থখানি অনেকাংশেই বিশুদ্ধ হইয়াছে। ফলকথা এসমস্ত গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে যতদূর বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, তিনি তাহার কোন অংশেই ত্রুটী করেন নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানি কেবল দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত মূল প্রকাশিত হওয়ায় যাঁহাদের দেবনাগরাক্ষর পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই সবিশেষ উপকারে আসিবে। কিন্তু যাঁহারা দেবনাগরাক্ষর পড়িতে অক্ষম, বিশেষতঃ ডাক্তার প্রভৃতি যাঁহারা সংস্কৃত বুঝিতে অসমর্থ, এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের কোন উপকার দর্শিবে না। সেই জন্য আমরা ভরসা করি যে, বিনোদ বাবু, তাঁহার প্রকাশিত হারীত সংহিতার ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতির ন্যায় শীঘ্রই সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সমগ্র চিকিৎসকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। সংস্কৃত মূল হারীত সংহিতার মূল্যও কিছু অধিক হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থখানির মূল্য ৩) তিন টাকা মাত্র। আমরা অনুরোধ করি, দেশীয় বৈদ্যমণ্ডলীর সকলেই এই গ্রন্থের এক খানি গ্রহণ করিয়া বিনোদ বাবুকে

উৎসাহিত এবং বৈদ্যশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিতে উপেক্ষা করিবেন না। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৪৬ নং অপার চিৎপুর রোড আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ে তত্ত্ব করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

২য়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৪ নং কলেজস্কোয়ার লাহিড়ী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এই পত্রিকা খানির আমরা ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কোন পত্রিকার ১ম সংখ্যা মাত্র পাঠ করিয়া সহসা তাহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া আপাততঃ আমরা এপত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সমালোচনা করিতে পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহার সম্পাদকবর্গ যেরূপ উদ্যোগী এবং যে সমস্ত লেখকের আয়োজন করিয়াছেন, যদি সেই সমস্ত লেখক নিয়মিত ইহাতে লিখিত থাকেন, তাহা হইলে এই পত্রিকাখানি ক্রমেই সাধারণের নিকট বিশেষ আদরের পাত্র হইবেক। আমরা আপাততঃ ইহার সূচনা হইতে নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এবং বারান্তরে সমালোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

সূচনা।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানব জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। এই চিকিৎসাশাস্ত্রের পবিত্র আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কোন কোন দেশে কোন কোন সময়ে এই কুসংস্কার মেঘ কোথাও কচিৎ অপসৃত হওয়ায় সত্যের উজ্জ্বল আলোক মেঘান্তরালে বিজলী বিকাশের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইতেছে। তজ্জন্যই এই শাস্ত্রের এত মতদ্বৈধ দেখা যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের সহচর ধর্ম্ম ;—উভয়ই মানব হৃদ-

বড় বড় এলোপ্যাথি চিকিৎসকগন ঐ চিকিৎসা প্রণালীর এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়াও যদি এ দেশের ইংরাজভক্ত লোকগণ সকল অবস্থায় উহার উপকারিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার অবশ্যই প্রশংসা করিব, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

যে পত্রিকা হইতে আমরা উপরোক্ত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সম্পাদক প্রবন্ধটীর প্রথমেই বলিয়াছেন—"আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ নহি সুতরাং উক্তমত অর্থাৎ এলোপ্যাথি চিকিৎসাদ্বারা উপকারের অপেক্ষা অপকারের ভাগই অধিক হইয়া থাকে ইত্যাদি কথা কতদূর সত্য,তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম নহি।" সম্পাদক এই কথা বলিয়া তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য ইয়ুরোপীয় অনেক গুলি বড় বড় উপাধিধারীর বচন উপরোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, প্রবন্ধটী এইরূপ বচন-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাহউক সম্পাদক স্বয়ংই প্রবন্ধ লেখক হউন, বা অন্যকেহ হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী ব্যক্তিই লেখক হউন, ফলতঃ যিনিই লিখুন, কিন্তু লেখাটীতে যে কিছু পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব এই পক্ষপাতিত্ব লইয়াই আমরা এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

যে সূত্র অবলম্বন করিয়া যেরূপ গভীর জ্ঞানের আশ্রয়ে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ উপরে ঐসমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত মতের সত্যাসত্য বিচার যদিও সহজ কথা নহে, যদিও তাহার বিচারে অনেক কথা তুলিতে হয়, কিন্তু তথাপি একথা আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, কেবল এলোপ্যাথিই এসম্বন্ধে দোষী নহে। যে দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসাপ্রণালীও যে, সে সমস্ত দোষে দোষী নহে, একথা কে বলিতে পারে? তাই বলিতেছি যে, কেবল এলোপ্যাথির মস্তকে ঐসমস্ত

দোষ অর্পণ না করিয়া চিকিৎসা সাধারণের প্রতি ঐ সমস্ত দোষ অর্পণ করিলে প্রবন্ধটী বেশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

৩য়। চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(হোমিওপ্যাথি মতে)

একটী যুবতী স্ত্রীলোক বয়ক্রম ২১ বৎসর। ২ মাস হইতে গ্রন্থিবাত রোগে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন। উহার সহিত বৈকালিক জ্বর, কাশি, মাথাব্যথা, ভয়ানক তৃষ্ণা ও অসহ্যকর গাত্রব্যথার যন্ত্রণা, হাত ও পায়ের গাঁইট গুলি বিলক্ষণ ফোলা, এক্ষণে ২ মাস অনবরতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয় ও গাঁট গুলিতে সেঁক করা হয়, ও অন্যান্য নানাবিধ সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ঐ কালের মধ্যে রোগের কোন প্রকার উপশম ও না হওয়ায় রোগী উক্ত চিকিৎসালয়ের অধীন হন। পরে উপরোক্ত লক্ষণ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার ঋতুর অবস্থা জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলাম যে তাহার এই প্রসবের ৬ মাস পর একবার কি দুই বার ঋতু হয় পরে আজ ৮।৯ মাস অতীত হইল ঋতু আদৌ হয় নাই, এই সকল অবস্থায় উহাতে পলসেটীলা ৬ ক্রমের ১ ফোঁটা মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থাকরান হয়। পর দিবসই রোগের সকল প্রকার উপশম হয়, পরন্তু ঐ ঔষধ আর তিন দিন ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপ তাঁহার সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার ইন্দ্রচার্য্য চন্দননগর হরিসভা দাতব্যচিকিৎসালয় } শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী হো প্যাঃ চিকিৎসক

সমালোচনা।

১। হারীত সংহিতা।

শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

শিল্পসাহিত্য দর্শন প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র বল, সকল শাস্ত্রেরই, উন্নতি আলোচনা সাপেক্ষ। যে শাস্ত্র সাধারণের মধ্যে যত অধিক, আলোচিত হইতে পায়, সেই শাস্ত্রের ততই উন্নতি হইতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু আলোচনা আবার গ্রন্থের অনায়াসলভ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাঁহার বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে নিতান্ত বাসনা, তিনি যদি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আবশ্যকমত গ্রন্থাদি সর্ব্বদা পাঠ করিতে পান, এই সম্পর্কীয় নূতন নূতন গ্রন্থ যদি তাঁহার হস্তগত হয়, তাহাহইলে অবশ্যই তিনি বহুদর্শন জ্ঞানে কালে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। আর যদি তাঁহার এইরূপ বিজ্ঞানতৃষ্ণা সত্ত্বেও তিনি এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রয়োজন মত পাঠ করিতে না পান, তাহাহইলে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কখনই আশানুরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ এই জন্যই বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রমাত্রেই আলোচনা সুতরাং গ্রন্থাদির বহুল প্রচার-সাপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, আমাদের ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের আর তাদৃশ আলোচনা বা গ্রন্থাদির বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্প, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের আলোচনাতো নাই বলিলেই চলে। আর কেমন করিয়াই বা আলোচনা থাকিবে? দিবারাত্রের পরিশ্রমে যে দেশের লোকের উদরান্নেরই সংস্থান হওয়া দুষ্কর, তাঁহারা যে আর সেকালের লোকের মত তাল পত্রে লিখিয়া লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে সক্ষম হইবেন সেরূপ প্রত্যাশা করাই বৃথা। ফলতঃ আবশ্যকীয় গ্রন্থাদির অমুদ্রণ এবং অপ্রাপ্তি জন্যও যে, হিন্দুশাস্ত্রের দিন দিন দুরবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

সে যাহাহউক, বহুকালপূর্ব্বে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইযাছিল, আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত তাহা ঠিক্ সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত অসমকক্ষও নহে। বরং একথা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, বৈদ্যশাস্ত্রের আলোচনার অভাব না থাকিলে এতদিনে ইহা বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের কথা আর বলিব কি, কালবশে ভারতবাসীর বুদ্ধিদোষে সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, বৈদ্যশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি গ্রন্থের যে সৃষ্টি হইযাছিল, এখন তাহাদের সকলের নাম পাওয়াই দুষ্কর। সুতরাং যাহাদের নামেরই অস্তিত্ব পাওয়া ভার, সেই সমুদায় গ্রন্থের অস্তিত্ব কতদূর সম্ভবে?

ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে যেমন শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় লইয়া এক একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যেও ঐরূপ একটী বিষয় লইয়া এক এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা কেবল নামে থাকিলে কি হইবে, সেই সমস্ত গ্রন্থের আবশ্যকমত প্রাপ্তি বিশেষতঃ আলোচনার অভাবে তাহা থাকিয়াও না থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক, আমরা আজ এই গ্রন্থাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ক কথা লইয়াই উপরোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থখানির সমালোচনার পূর্ব্বে বড় দুঃখের সহিত এতগুলি কথা বলিলাম। অতঃপর আলোচ্য গ্রন্থখানির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

অপার আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্রস্থ অসংখ্য রত্নরাশির মধ্যে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রধানমত রত্ন হইলেও হারীতসংহিতাখানিও সামান্যরত্ন নহে। তদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত এবং মাধবনিদান প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিও আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারের মধ্যে এক একটী রত্নের মধ্যে গণ্য। সংহিত গ্রন্থ অনেক থাকিলেও চরক সুশ্রুত যেমন প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত বলা বাহুল্য যে, আমাদের আলোচ্য হারীত

সংহিতাখানিও সেইরূপ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বৈদ্যগণ চরক সুশ্রুতের ন্যায় ইহারও সমধিক আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, হারীত সংহিতা সাধারণের নিকট এতাদৃশ আদরের সামগ্রী হইয়াও এতদিন কেবল তালপত্রে অবস্থিতি করিয়া ব্যক্তি বিশেষের গৃহেই বিরাজিত ছিল। আজ অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, বিনোদ বাবু সেই হারীত সংহিতার এই সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রণ করিয়া ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ও পাঠার্থিগণের একটী প্রধান অভাবের মোচন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, আলোচনার অভাবে ইহার মূলের কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও আমরা বিনোদ বাবুকে সে জন্য কখনই দোষী বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেন না এই সমস্ত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধ মূল আদর্শ গ্রন্থের যেরূপ অসদ্ভাব হইয়া পড়ে, তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ আশানুরূপ বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই। তথাপি দেখা গেল, বিনোদ বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থখানি অনেকাংশেই বিশুদ্ধ হইয়াছে। ফলকথা এসমস্ত গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ যতদূর বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, তিনি তাহার কোন অংশেই ত্রুটী করেন নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানি কেবল দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত মূল প্রকাশিত হওয়ায় যাঁহাদের দেবনাগরাক্ষর পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই সবিশেষ উপকারে আসিবে। কিন্তু যাঁহারা দেবনাগরাক্ষর পড়িতে অক্ষম, বিশেষতঃ ডাক্তার প্রভৃতি যাঁহারা সংস্কৃত বুঝিতে অসমর্থ, এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের কোন উপকার দর্শিবে না। সেই জন্য আমরা ভরসা করি যে, বিনোদ বাবু, তাঁহার প্রকাশিত হারীত সংহিতার ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতির ন্যায় শীঘ্রই সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সমগ্র চিকিৎসকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। সংস্কৃত মূল হারীত সংহিতার মূল্যও কিছু অধিক হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থখানির মূল্য ৩) তিন টাকা মাত্র। আমরা অনুরোধ করি, দেশীয় বৈদ্যমণ্ডলীর সকলেই এই গ্রন্থের এক একখানি গ্রহণ করিয়া বিনোদ বাবুকে উৎসাহিত এবং বৈদ্যশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিতে ঔদাস্য করিবেন না।

গ্রহণেচ্ছুগণ ১৪৬ নং অপার চিৎপুররোড আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ে তত্ত্ব করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

২য়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৪ নং কলেজস্কোয়ার লাহিড়ী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩।৵৹ আনা মাত্র।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এই পত্রিকা খানির আমরা ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কোন পত্রিকার ১ম সংখ্যা মাত্র পাঠ করিয়া সহসা তাহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া আপাততঃ আমরা এপত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সমালোচনা করিতে পারি, আমনা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহার সম্পাদকদ্বয় যেরূপ উদ্যোগী এবং যে সমস্ত লেখকের আয়োজন করিয়াছেন, যদি সেই সমস্ত লেখক নিয়মিত ইহাতে লিখিতে থাকেন, তাহাহইলে এই পত্রিকা-খানি ক্রমেই সাধারণের নিকট বিশেষ আদরের পাত্র হইবেক। আমরা আপাততঃ ইহার সূচনা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এবং বারান্তরে সমালোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

সূচনা।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানব জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। এই চিকিৎসা শাস্ত্রের পবিত্র আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কোন কোন দেশে কোন কোন সময়ে এই কুসংস্কার মেঘ কোথাও কচিৎ অপসৃত হওয়ায় সত্যের উজ্জ্বল আলোক মেঘান্তরালে বিজলী বিকাশের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইতেছে। তজ্জন্যই এই শাস্ত্রের এত মতদ্বৈধ দেখা যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের সহচর ধর্ম্ম,—উভয়ই মানব হৃদ-

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অভিমান বা স্ত্রীপুরুষসংসর্গে অলক্ষিত পাপ।

কেমন করিয়া মনুষ্যদেহে অহোরহ অলক্ষিত ভাবে পাপরাশি প্রবেশ করিয়া অশেষ অকল্যাণের আকর হইয়া উঠিতে পারে—মনুষ্য বুঝিবার দোষে বা কুসংসর্গে পড়িয়া ক্ষণসুখের প্রত্যাশায় কেমন করিয়া আপনা-পনি চিরসুখে একবারে জলাঞ্জলি দেয়, তাহা গত ৭ম, ৮ম সংখ্যক সম্মিলনীতে কেবল পুরুষের সম্বন্ধেই কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই অলক্ষিত পাপ যে কেবল পুরুষদের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেই জন্মের মত অশেষ যন্ত্রণার ভাগী করে, তাহা নয়, এ পাপ আমাদের দেশীয় স্ত্রী জাতির মধ্যেও বিলক্ষণ রূপে অধিকার বিস্তার করিয়া তাহা-দিগের সম্বন্ধেও অশেষ অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। বরং এ কথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, যেরূপ অজ্ঞাত পাপের বশবর্ত্তী হইয়া নবীন যুবক শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ কষ্ট ভোগ করেন, সেই রূপ অজ্ঞাত পাপের দ্বারা স্ত্রীজাতি ততোধিক। অধিক গুণে অনেক রকম যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে ইহারা জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া থাকেন। অবশ্য কেমন করিয়া যে তাহাদের অধিক অনিষ্ট ঘটে, তাহা কিছু পরেই বলা যাইতেছে।

অলক্ষিত পাপ, স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় দলের মধ্যে প্রবর্ত্তিত থাকি-লেও আমরা বলি যে, পুরুষের সম্বন্ধে এই রূপ পাপ যেমন খুব সহজেই সংঘটিত হইতে পারে, স্ত্রীজাতীর সম্বন্ধে কিন্তু ততসহজে পারে না, তত সহজে কি, একটু চেষ্টা করিলে একবারে না পারারই কথা। কেন না আমাদের দেশীয় পুরুষসম্প্রদায় সম্পূর্ণ স্বাধীন, আর স্ত্রীজাতি এক বারেই পরাধীন। কাজেই পুরুষের মধ্যে যেমন একটু বলা কওয়া বা চলাফেরার শক্তি জন্মিলেই তাহারা এদিক ওদিক হইতে সদসৎ শিক্ষা করিতে পায়,

বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীজাতির এইরূপ শিক্ষা আজন্মের মধ্যে খুব্ কমই হইয়া থাকে। মোট কথা বাহিরের ভাল মন্দের ভাগী তাঁহারা তত হন্ না। সে যাহা হউক, বালক যেমন কুসংসর্গে পড়িয়াই হউক, বা স্বতঃপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য কারণেই হউক হস্তমৈথুনাদি নানাবিধ পাপক্রিয়া দ্বারা শরীরকে একবারেই উৎসন্ন দেয়, ৯ম, ১০ম বা ১১শ, ১২শ, বৎসরের বালিকার দেহ কিন্তু ঠিক্ সে ধরণে উৎসন্ন যায় না। অতএব কেমন করিয়া আমাদের দেশীয় স্ত্রীজাতির প্রায়শঃ বাল্যবয়সেই শরীর একবারে রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে অথবা তাঁহাদের শরীর ব্যাধিগ্রস্ত না হইয়াও অন্যান্য রকমে তাঁহারা কি জন্য বাঙ্গালী জাতির দৈহিক অবনতির একটী সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া পড়েন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সমস্ত কারণেই উল্লেখ করিতেছি।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অথবা সূক্ষ্মত্বের প্রয়োজন কি বোধ হয় সহজবুদ্ধিতেই সকলে অবগত আছেন যে, স্ত্রী জাতির যত দিন দ্বিতীয় সংস্কার বা রজোদর্শন না হয়, ততদিন তাহাদের পুরুষের সহিত সহবাস করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। শাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন এবং দশের পণ্ডিতমূর্খ প্রভৃতি প্রায় সকলেই ইহা অবগত আছেন। কেননা এরূপ সহবাসে তাহারা ক্রমে কামের উত্তেজনাবশতঃ অসময়েই ঋতুমতী ও গর্ভবতী হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের প্রসূত সন্তানেরও শারীরিক অশেষ অমঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। মোট কথা স্ত্রীজাতির যত দিন না রজোদর্শন হইবে, ততদিন যে তাহাকে কুভাবে স্পর্শমাত্রও করা পুরুষের পক্ষে কোন মতেই প্রশস্ত নহে, এ কথা আমাদের দেশে অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কেবল অবগত থাকিয়া কি হইবে? আর হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালী অবগত না আছেনই বা কি? বাঙ্গালী মরমে মরমে বুঝিতেছেন—বাল্যবিবাহ সঙ্গত নহে, বিবাহোপলক্ষে পুত্র কন্যার পণগ্রহণে সমাজমধ্যে ক্রমে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে। বাঙ্গালী জানিতেছেন, কেবল কলমের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বজাতির প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা আর নাই বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী ইহা নিশ্চিত জানিতে

পাবিযাছেন যে, স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে আব হিন্দু সম্প্রদাযেব কোনমতেই উদ্ধারেব পথ নাই ইত্যাদি। এই ত গেল অবগত বা বোঝাবুঝিব কথা, কিন্তু একবার কার্য্যের সহিত ঐ সমস্ত বিষযেব তুলনা কবিযা দেখ দেখি, কতদূব আসমান জমিন প্রভেদ দেখা যায়, কেমন যায় নাকি? বোধ হয় এ কথার উত্তরে আব আমাদিগকে কিছুই বলিতে হইবে না। তাই বলিতেছি যে, বাঙ্গালী বোঝেন সবই, কিন্তু কার্য্যকালে করেন না কিছুই। কোন্ গৃহিণী জানেন যে,৯ম বা ১০ম বর্ষীযা বালিকাকে জোব যবরদস্তিদ্বারা বিংশতি বা চতুর্ব্বিংশতি প্রভৃতি অকালবুষ্মাণ্ড বা ষণ্ডামার্ক গোচেব যুবক স্বামীব নিকটে কুভাবে লইযা যাওযা কোন মতেই সঙ্গত নহে, পবিবাবস্থ কোন্ দূবদর্শী বিচক্ষণ কর্ত্তাব বা কোন্ এম বি এ পাশওযালা বিদ্যাভিমানী নবীন যুবকেব এ জ্ঞান নাই যে, এ সমস্ত কুনীতি দ্বাবা সমাজের বড়ই অপকাব সাধিত হইযা থাকে? বলা বাহুল্য যে, জানেন সকলেই কিন্তু করেন না কেহই। তাই বলিতেছি যে, এই সমস্ত কুনীতি দ্বাবা দেশীয লোকদেব দৈহিক অবস্থা ক্রমশঃ বড়ই শোচনীয হইযা উঠিতেছে।

কিন্তু বলিব কি, বাঙ্গালী জাতিব আভ্যন্তবিক কাণ্ডকাবখানা আলোচনা কবিলে মনে মনে বড়ই ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হয, কেন যে হয তাহা শোন, শাস্ত্র বলিযাছেন,— পিতামাতা সর্ব্বদাই স্ব স্ব পুত্র কন্যাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দান কবিবেন,কু কথা বা কু বিষয কোন সমযেই তাহাদেব নিকট উত্থাপন কবা কর্ত্তব্য নহে। বেশ কথা, শাস্ত্র যেমন বলিযাছেন, তেমন আমাদেব পিতামাতা তাহা কবেন নাকি? কে কেমন কবিযা কবেন? তবে পিতা কতকটা কবেন বটে, কিন্তু তাহা কেবল পুত্রেরই সবন্ধে। কিন্তু কন্যাব সম্বন্ধে মাতা তাহা কবেন না, ববং তিনি ইহার বিপবীত শিক্ষা প্রদান কবিযা থাকেন। দুঃখেব কথা কত বলিব। বাঙ্গালীগৃহস্থকন্যা যে দিন হইতে ৭ম বা ৮ম বৎসবে পদার্পণ করিল, সে সেইদিন হইতে মাতাব অভাবেও বিবাহ এবং স্ত্রীপুরুষ ঘটিত ব্যাপাবটা কি, তাহা অন্যেব দ্বাবা জানিতে লাগিল। কন্যার মা প্রভৃতি সেইদিন হইতেই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ শিক্ষার ন্যায় তাহাকে

স্বামীর মর্ম্ম অভ্যস্ত করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। মা আহ্লাদ করিয়া বলিতেছেন—"আমার পাঁচির দিব্য সুন্দর টকটকে বর হইবে' দিদীমা সোহাগ করিয়া বলিতেছেন—"আমার পাঁচির রাঙা রাঙা বর আসিবে" পরন্তু পাড়ার ঝি বউরাও ঐরূপ সোহাগ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। আবার আরও লজ্জার কথা এই যে সুবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা সম্পর্কের পুরুষ গুলিকেই এ সমস্ত আকথা কুকথার অবতারবিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কাজেই পাঁচ জনের অনুগ্রহে পাঁচি সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই স্বামীর মর্ম্ম জ্ঞানে তাহার পাকা অভিজ্ঞতা জন্মিল। সুতরাং বিবাহ না হইতেই যখন সে এত দূর শিক্ষা পাইল, তখন বলা বাহুল্য যে, বিবাহের পর তাহাকে শিখাইবার বা বুঝাইবার আর কিছুই বাকী রহিল না। এই রূপে তাহার ৮ম বা নবম না হয় ১০ম বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ দেওয়া হইল, এবং সেও মাষষ্ঠীর অনুগ্রহে ১২শ বৎসরে পদার্পণ করিয়াই গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে সোণার চাঁদ সন্তান প্রসব করিয়া শ্বশুরকুলের বংশবৃদ্ধিতে নিযুক্ত হইল। তাও না হয় এক বা দুই একটী সন্তান হইয়া ২।৩ বৎসর বিশ্রাম যাউক, কিন্তু তাহাও হইবার নহে, ১২শ, ১৩শ, প্রভৃতি ক্রমে এক একটী বৎসর অতীত না হইতেই তার এক একটী সন্তান জন্মিতে লাগিল। এইরূপে ২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে খবর লইয়া দেখ, সে "কুড়িতে বুড়ী" হইয়াছে এবং তাহার ৪ টী পুত্র সন্তান ও ৩ টী কন্যাসন্তান জন্মিয়া ২টী মরিয়া গিয়াছে, একটী পীড়িত হইয়া অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় আছে, এবং হয়ত ২।৩বার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। আর যদিও ভাগ্যক্রমে ২।১টীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা এত দুর্ব্বল বা কুঁজু হয় যে, সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে ইত্যাদি। এইত গেল তাহার সন্তানের অবস্থা, আবার তাহার নিজের অবস্থার বিষয় মনে করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। বিশ বৎসর বয়স না হইতে তাহাকে একেই ত পুত্র শোকাদি ভয়ানক আঘাতে আহত হইতে হইল, অথবা যাহার ভাগ্যক্রমে ও ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা না ঘটে, তিনিও যে নির্ব্বিঘ্নে

ও স্বচ্ছন্দ শরীরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা নহে, ঐরূপ অযথাপ্রসবের দরুণ, তাঁহাকেও সূতিকা গ্রহণী বা প্রদরাদি উৎকট উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বিশেষ রূপ যাতনা ভোগ করিতে দেখা গিয়া থাকে। ফল কথা এই সমস্ত কারণে প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই অশেষ অকল্যাণ ঘটিতে পারে।

অল্পবয়স্কা বালিকার অসময়ে বিবাহাদি দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, উপরে তাহার আংশিক মাত্র বলা হইল, এখন এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন বালিকার একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরে সন্তান হওয়া বা ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৫। ৭ টী সন্তান হওয়া এই সমস্তই নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া কিরূপে এই সমস্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ কেহ বা বলিবেন, আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ-প্রধান, সুতরাং ইউরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশীয় কন্যার যত অধিক বয়সে বিবাহ হইতে পারে, আমাদের দেশে তাহা কখনই পারে না। কারণ এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়া এখানকার স্ত্রীলোকেরা অতি অল্প বয়সেই রজস্বলা ও গর্ভবতী হইয়া থাকে।

উক্ত উভয় প্রশ্নের মধ্যে আমরা বলি যে, ১ম প্রশ্নটী নিতান্তই অসঙ্গত এবং দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত কতকটা সঙ্গত। কেন না কোন বালিকার ১১শ বা ১২শ বৎসর বয়স হইলেই সে যে ঋতুমতী বা গর্ভবতী হইবে, অথবা তাহার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই যে, সে ৪।৫টী সন্তানের মা হওয়া বসিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে যে হয় সে কেবল পুরুষ মাহাত্মাদেরই একমাত্র অনুগ্রহে বা ক্রটীতে। মনে কর এই যে, ১২শ বা ১৩শ বৎসরের কোন কোন বালিকার সন্তান হইতে দেখা গিয়া থাকে, ইহার বাস্তবিক কারণ কি স্বভাব? কখনই নহে। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে বালিকার ১২শ বা ১৩শ বৎসর বয়সে সন্তান হই-য়াছে। তাহার যদি এত অল্প বয়সে বিবাহ না হইত, সে যদি ৭ম বৎসর হইতেই ঐরূপ কুশিক্ষা না পাইত, তাহা হইলে এই বয়সে তাহার সন্তান হওয়া দূরে থাক্, সে যে এত দিনে ঋতুমতীও হইত না ইহা নিঃসন্দেহ।

তবে এই হইল যে অত্যল্প বয়স্কা বালিকার সন্তান হওয়ার কারণ স্বভাব নহে, কেবল পুরুষেরাই তাহাদের ক্রমে কামের উত্তেজনা করিয়া দিয়া অসময়ে তাহাদিগকে গর্ভবতী করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটী অবশ্য কতকটা সঙ্গত। কেননা শীতপ্রধান দেশের অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় স্ত্রী বা পুরুষের যে কতকগুলি কারণে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়ঃক্রমেই কামরিপুর উত্তেজনাবশতঃ যৌবন কাল উপস্থিত হইতে পারে, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, ১২শ বা ১৩শ বৎসরের কন্যার বিবাহ না দিলেই সে ঋতুমতী হইয়া সপ্ত পুরুষকে নরকগামী করিবেক। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক কুরীতিনীতি যতদিন না সমাজ হইতে দূরীভূত হইবেক, দৈহিক উন্নতির অভাববশতঃ ততদিন যে, হিন্দু সন্তানের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভায়াদের কোন রূপ আসল উন্নতির সম্ভাবনা নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ দেহ সম্যক্ বলবীর্য্যশালী না হইলে কোন্ দেশের লোক প্রকৃত উন্নতিলাভে সমর্থ হইতে পারে? ক্রমশঃ—

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(ডাক্তারী)

সঞ্চারক দোষনাশক মুষ্টিযোগ।

(১) বসন্ত রোগীকে পৃথক করা।

বসন্ত রোগে কেহ আক্রান্ত হইলে তাহাকে ভিন্ন গৃহে রাখিবে। পূর্ব্বে যাহাদের টিকাতে বা আপনা হইতে বসন্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে রোগীর পরিচারক নিযুক্ত রাখিবে। নিকটস্থ যে সকল ছেলে বা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের টিকাতে বা আপন হইতে বসন্ত হয় নাই, তাহাদিগকে অবিলম্বে গো বসন্তের টিকা দিবে। এক এক বার অস্ত্র করিয়া

গন্ধক চূর্ণ বা সোরাচূর্ণ রোগীর শয়ন গৃহে জ্বালাইবে। কিম্বা অমিশ্র কার্ব্বলিক এসিড পূর্ণ ৩।৪টী শিশি ছিপি খুলিয়া লইয়া রোগীর শয্যার চারিপার্শ্বে রাখিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কারণ এই সকলে বসন্তের স্পর্শাক্রমক দোষকে বিনষ্ট করে।

(২) রোগীর শয়ন গৃহ ও শয্যাদির স্পর্শদোষ দূর করা।

রোগীর আরোগ্য বা স্থানান্তরিত হওয়ার পরে তাহার পরিধান ও শয্যার কাপড় ও শয্যা অগ্নিতে দাহ করিবে। অথবা ক্রমে ২।৩ ঘণ্টা বা এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত ফুটা জলে তাহা সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া অন্যে ব্যবহার করিতে পারে। রোগীর খাট বা তক্ত-পোষ ও শয়ন কুঠরীর অন্যান্য জিনিসে এবং ঘরের বেড়াতে বা দেয়ালে ও ভিতর ছাতে চূণের জল লেপিয়া দিবে।

৩০। (খ) হাম।

১ম। প্রকৃত।

প্রথম রোগীর জর ও সর্দ্দী হইয়া নাক ও চোক দিয়া জল পড়ে, ও বার বার হাঁচী উপস্থিত হয়, পরে মুখে ও সর্ব্ব শরীরে রক্তবর্ণের চাকা চাকা ফুষকুড়ি বা পিস্তানি নির্গত হয় ও কাস জন্মে। গুরুতর আকারের রোগে গলায় ব্যথা হইয়া ভাত ইত্যাদি গিলা যায় না। উদরাময় রোগও জন্মে। সচরাচর ৭ দিনের ভিতর রোগী সুস্থতা লাভ করে। অনেকের কাস দীর্ঘ কাল থাকিয়া যায়। ছেলেদেরই এই রোগ প্রায় হয়। এবং এক জনের বার বার হইতে পারে।

২য়। স্পর্শ দোষ নিবারণ।

এ রোগাক্রান্ত ছেলেকে ভিন্ন গৃহে রাখিবে অথবা সেই বাটীর অন্যান্য ছেলেদের গৃহান্তরে লইয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন রোগ নিবারণের উপায় নাই। রোগী ভাল হওয়ার পর তাহাকে আবদ্ধ কুঠরীতে ঈষদুষ্ণ জলে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে স্নান করাইয়া নূতন শুষ্ক বস্ত্র পরাইবে। এবং তাহার

পরার কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি পূর্ব্ব নিয়মে ২।৩ ঘণ্টা বা এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত ফুটাজলে সিদ্ধ করিয়া পরে ধুইয়া লইবে। ঘরে ও শোয়ার খাটে চূর্ণের জল লেপ্যা দিবে।

৩০। (ঙ) জলাতঙ্ক রোগ।

১ম। প্রকৃতি।

পাগলা কুকুর শৃগাল প্রভৃতি মাংসাসী জন্তুর দংশনের পর জল দেখিলে ভয় এবং তাহার ১ ফোটাও যে গিলা অসাধ্য হয় তাহাকেই জলাতঙ্ক রোগ বলা যায়। ইহা এক সাংঘাতিক পীড়া, কারণ এখন পর্য্যন্ত ইহার উপশমকারী ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই। জলের তৃষ্ণা ও তাহার ১ এক ফোটাও গিলিবার অসাধ্য হওয়াতেই প্রায় রোগী ৫।৬ দিনের মধ্যে মারা-পড়ে।

২য়। রোগ নিবারণ।

কুকুর শিয়াল হইতে অন্তরে থাকিলেই উহার দংশনজনিত এ রোগ এড়ান যায়। এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দংশন বা তাহার থুথু যেন অন্য কাহারো ক্ষতাদিতে না লাগে, তদ্বিষয়েবিশেষ রূপে সাবধানথাকা আবশ্যক। কুকুরে শিয়ালে বা এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দংশন করিলে তখনই একটা তামার পয়সা বা লোহার প্রেক রাঙ্গা করিয়া পোড়াইয়া তাহা দিয়া দংশিত ক্ষত এমন করিয়া পোড়াইয়া দিবে যেন কাল্বর্ণের দাগ পড়ে, তাহা হইলে জলাতঙ্ক রোগ জন্মিতে পারে না।

৩০। (চ) গলার ভিতর ডিপ্‌থেরিয়া নামক ছোয়াচীয়া ঘা।

১ম। প্রকৃতি।

গলার ভিতর একপ ঘা জন্মিলে উহার উপযুক্ত চিকিৎসা ঝটিতি করিতে হয়, নচেৎ রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। এই রোগের বাতাসে সুস্থ ব্যক্তিরও তাহা প্রায় জন্মিবার আশঙ্কা থাকে।

২য়। রোগনিবারণ।

এ রোগাক্রান্ত স্থান ত্যাগ করাই উচিত। নতুবা রোগীকে এক ভিন্ন গৃহে রাখিয়া দিবে। এবং সেই গৃহে ১।২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর গন্ধক বা সোরা পোড়াইবে। কিম্বা কারবলিক্ এসিডের বাষ্প তাহাতে ছাড়িয়া দিবে।

৩য়। স্পর্শ দোষ নাশক মুষ্টিযোগ।

রোগী আরোগ্য বা স্থানান্তরিত হওয়ার পর রোগীর শয়নকুঠরী ও শোয়ার খাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে। এবং পরার কাপড় ও বিছানা পত্র ফুটাজলে ১।২ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া দিলে পরে অন্যে তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

১ম। প্রকৃতি।

৩০। (ঙ) স্পর্শাক্রামক সূতিকাজ্বর।

জরায়ুফুল বা জলাম নির্গত হইলে পর উহার জঠর যুক্ত স্থানে যে ক্ষত জন্মে, তাহা শীঘ্র কোঁকড়াইয়া না গেলে উহার স্পর্শাক্রামক পুঁজ ঐ ক্ষতের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করতঃ এই পীড়া জন্মায়। এ পীড়া সন্তান প্রসবের পর প্রায়ই এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়, ঝটীতি উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

২। নিবারণ।

(১) সন্তান প্রসবের পর জরায়ু ফুল নির্গত হওয়ামাত্র পাঁচ ৫ বতি আর্গট অপ্‌রাই নামক ঔষধ চূর্ণ অল্প জলের সঙ্গে খওয়াইয়া দিলে জঠর উচিত মতে সঙ্কোচিত হইলে এই রোগ আর জন্মিতে পারে না।

(২) কোন চিকিৎসক এ রোগগ্রস্ত প্রসূতির শরীর পরীক্ষা করিয়া অন্য প্রসূতিকে চিকিৎসা করিলে তাহারও এ রোগ জন্মিতে পারে বলিয়া চিকিৎসক প্রত্যেক প্রসূতিকে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে নিজের উভয় বাহু ও হস্ত চূণ মিশ্রিত জলে বা কণ্ডিস্ সলিউসন্ বা কার্ব্বলিক লোশন্ নামক স্পর্শ দোষ নাশক ঔষধ জলে বেশ করিয়া এক এক বার ধৌত করিবে।

ক্রমশঃ—

বালকের ক্রিমিজন্য জ্বর ও জ্বরে ক্রিমির উপদ্রব।

ক্রিমি নানা জাতীয়। ইহাদের স্থান এবং কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্। সম্মিলনীতে প্রকাশিত ক্রিমিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে সে সকল কথা জানা যাইতে পারে। এ প্রস্তাবে সে সকল বিস্তীর্ণ কথা তুলিতেছি না, সংক্ষেপে ক্রিমি জন্য জ্বর ও জ্বরে ক্রিমির উপদ্রব এবং তাহার শান্তির সহজ উপায় বিবৃত হইবে।

নানাবিধ হেতুতে কোষ্ঠে ক্রিমি জন্মে। সঞ্জাত ক্রিমি নানাপ্রকার রোগের নিদান। তন্মধ্যে জ্বর অন্যতম। যৎকালে ক্রিমির উপদ্রব-জন্য কোষ্ঠস্থ বায়ু প্রদুষ্ট হইয়া স্নায়বীয় বল হ্রাস করিয়া তুলে; তৎকালে ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পাচিত হইয়া রক্তের পোষণে তত সমর্থ হয় না। এরূপ হইলে বালকেরা অপ্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠে, মুখের দীনতা প্রকাশ পায়; কথায় কথায় রোদন করে, গমন, ধাবন, কুর্দ্দনে তাদৃশ ইচ্ছা থাকে না, এবং আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়্মিড়্ করে, মুখ চোকায়, জাগ্রতাবস্থায় সর্ব্বদা নাক খুঁটিতে থাকে, মলের বর্ণ সাদা হয়। যে প্রস্রাব ত্যাগ করে তাহা শুষ্ক হইলে সাদা দাগ পড়ে। মধ্যে মধ্যে পেট বেদনা অনুভব করে। এ অবস্থা উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছভাবে চলিতে দিলে ক্রমশঃ দোষ (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ প্রদুষ্ট হয় এবং আমরসের অনুগ হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই প্রকার জ্বরকে ক্রিমি জ্বর বলা যায়। পক্ষান্তরে যদি কোষ্ঠস্থ ক্রিমির জ্বরের কারণ না হইয়া অন্যহেতু জন্য জ্বরকালীন প্রকুপিত হইয়া নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মায়, তাহা হইলে সেস্থানে জ্বর ক্রিমির উপদ্রব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই উভয় স্থানে যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদের লক্ষণ ও প্রশমনোপায় অনেক স্থানে একই প্রকার। তজ্জন্য আমরা উভয় জ্বরকে ক্রিমিসংযুক্তজ্বর বলিয়া অভিহিত করিব।

সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণভেদে ইহাও বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক,

বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক জ্বর নামে অভিহিত হয়। ক্রিমিজন্য কতকগুলি অসাধারণ লক্ষণ এবং উপদ্রব উপস্থিত হয় বলিয়া ক্রিমিসংযুক্ত জ্বর বলার প্রয়োজন হয়।

বয়োধিক হইলে সচরাচর ক্রিমিসংযুক্ত জ্বরে আক্রান্ত হইতে প্রায় দেখা যায় না। হইলেও বিশেষ সাংঘাতিক হয় না। বালক দিগের পক্ষেই এই জ্বর ভয়প্রদ।

১। ক্রিমিজন্য আক্ষেপ।

জ্বরের তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে এই উপদ্রব উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কখন কখন প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ ২।১ বা ততোধিক বার আক্রমণ করে। জ্বরের শীতলাবস্থা যাইয়া উষ্ণাবস্থা উপস্থিত হইবার সময়েই সচরাচর আক্ষেপ হওয়া থাকে। রোগী প্রথমতঃ অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্তাক্ষ হইয়া উঠে। তৎপর উৰ্দ্ধনেত্র (চক্ষুদ্বয় উপরে উঠে) বিকৃতমুখ হয় এবং হাত পা কসিতে থাকে, দাঁত লাগিয়া যায় এবং মুখ হইতে যেন নির্গম হইতে থাকে। রোগী নিঃসঙ্গ হয়, গলার অভ্যন্তরে অব্যক্ত শব্দ হইতে থাকে—এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় বা শ্বাস রোধের উপক্রম হইতে থাকে। এবং আধ্মান প্রভৃতি অন্য অন্য লক্ষণ ঘটিবার সম্ভব।

এরূপ স্থলে রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। গৃহস্থিত আত্মীয় স্বজন কাঁদিয়া কাটিয়া গণ্ডগোল না বাধায় এরূপ করাকর্ত্তব্য ২।৪ জন ধৈর্য্যশীল লোক লইয়া সাবধানে কার্য করিবে। নাসিকাভ্যন্তরে বা মুখে নল দ্বারা ফুৎকার দিয়া শ্বাস রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। সতর্কতার সহিত পুনঃ পুনঃ মুখের ফেণ অপনয়ন এবং মধ্যে মধ্যে দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। রোগীর চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিবে। যদি চক্ষু লাল হইয়া উঠে, তাহা হইলে মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। এবং চক্ষুতে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে। বক্ষঃস্থলে এবং উদরে হাত মার্জ্জনা

করা কর্ত্তব্য। এই সময় এরণ্ড তৈল যথাযোগ্য মাত্রায় কিঞ্চিৎ হিং ও টার্পিন তৈল ও উষ্ণ জল সহ মিশ্রিত করিয়া বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মল নিঃসৃত হইলে বিশেষসুবিধা হয়। গলাধঃকরণে সমর্থ হইলে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা অন্য কোন স্নিগ্ধকর পানীয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিতে দিবে। যদি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হয় তাহা হইলে বক্ষঃস্থলে সর্ষপের পটী দিবে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া আসিলে মাথায় ও তদ্রূপ পটী দিবে বা আদার রস বসাইয়া দিবে। এরূপ করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করা যায়। ভাবি আক্রমণ রক্ষা জন্য ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

২। ক্রিমিজন্য বমন।

ক্রিমি জন্য বমননিবারণের নিমিত্ত শটীর রস সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এক বৎসরের বালকে অর্দ্ধ তোলা পান করাইবে। ৪।৫ বৎসরের বালককে ১ তোলা হইতে ২ তোলা পান করান যাইতে পারে। নিম্ন লিখিত কষায় পান করাইলে ক্রিমি জন্য বমন ও অন্য অন্য উপদ্রব শান্তি হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গের চাউল	...	...	২৭ রতি।
পালিশা মাদারের ছাল	...	...	ঐ
শুঁচিমুখীর কাণ্ড	...	...	ঐ
করঞ্জার পাতা	...	...	ঐ
মুথা ...	...	...	ঐ
দাড়িমের শিকড়ের ছাল	...	...	ঐ
জল ৩২ তোলা।	...	...	ঐ

শেষ ৮ তোলা।

এই কষায় অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ সেবন করাইবে। আচ্ছটীর পাতা পরিষ্কার চুণের জলের সহিত ছেঁচিয়া পান করাইলে উপকার দর্শে।

৩। ক্রিমিজন্য-পিপাসা।

ক্রিমিজন্য পিপাসা শান্তির নিমিত্ত আছটীরমুঞ্জরী, কাঁচা হলুদ এবং পান সমভাগে লইয়া ছেঁচিয়া তাহার অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় প্রযোগ করিবে। নিম্ন লিখিত যোগও অতিপ্রশস্ত।

সোহাগার খৈ	...	...	...	১
কাবাব্চিনি চূর্ণ	...	...	...	১
ফট্কিরি	...	...	...	১
সফেদা	...	...	...	১
একাঙ্গী	...	...	...	১

এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, ইহার ৪।৫ রতি অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে। ২।৩ বার প্রয়োগে ফল দর্শে।—

৪। ক্রিমিজন্য-আধ্মান।

কালকাশুন্দিয়ার পাতার স্বরস এবং সর্ষপতৈল সমভাগে ফেনাইয়া উদরে মর্দ্দন করিবে। হিং, শুঁট চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, পেপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব সমভাগে লইয়া জল দিয়া বাটিয়া জঠরে প্রলেপ দিবে। মসিনার উষ্ণ উষ্ণ পোলটিস্ পুনঃ পুনঃ প্রযোগে বিশেষ ফল দর্শে। টার্পিন তৈল উদরে মাখাইয়া উষ্ণজলে পশমী কাপড় ভিজাইয়া স্বেদ দিবে। এবং আবশ্যক মত স্থল বিশেষে মল নিঃসরণ করাইবে। যইন চূর্ণ, সৈন্ধব এবং বিড়ঙ্গ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রযোগ করিবে। ইহা ক্রিমিঘ্ন ও আগ্নেয়। এইরূপ কর্পূর অর্দ্ধ রতি ছোট এলাচ চূর্ণ ১ রতি মৌরি ভিজান জলের সহিত সেবন করাইবে।

নিম্ন লিখিত যোগ গুলি ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য উপদ্রব নষ্ট করে।

১। পালিশা মাদারের ছাল পরিষ্কার চূণের জলে ছেচিয়া তাহার রস প্রয়োগ করিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা।

২। পালিশা মাদারের পাতাররস মধুযোগে সেবন করিলে ক্রিমিরোগে বিশেষ ফল দর্শে।

৩। শুঁচমুখীর কাণ্ড বা কেঁউব মূল পরিষ্কার চূণের জলে ছেঁচিয়া পান করিলে ক্রিমিজন্য পেটেবেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

৪। পলাশ পাপড়া বাটিয়া মধু ও জলের সহিত সেব্য।

৫। আনারসের পাতার রস মধু যোগে পান করাইবে।

৬। দাড়িমের শিকড়ের ছাল পরিষ্কার চূণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস পান করিতে দিবে।

৭। শুষ্ক শটী ৩২ রতি, মসিনা ৩২ রতি, যষ্টিমধু ৩২ রতি, যইন ৩২ রতি, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা এই কষায পান করাইলে ক্রিমিজন্য পিপাসা, বমন এবং উদরাধ্মানের উপকার হয়।

৮। যষ্টিমধু ১ তোলা মৌরি ১ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পিপাসায এই জল পান করিতে দিবে।

৯। ক্রিমি-জন্য অতীসারে নিম্নলিখিত চূর্ণ ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

দারুচিনি	...	...	৪	ভাগ
জাযফল	...	...	৩	ভাগ
লবঙ্গ	..	...	১॥০	ভাগ
ছোট এলাচ	...	...	১	ভাগ
কুকুম	...	...	১	ভাগ
ইক্ষুচিনি	...	...	২৫	ভাগ

সমুদয় চূর্ণের তৃতীয়াংশ চাখড়ি চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মাত্রা ২॥০ রতি হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত। প্রত্যেকবার মল নিঃসরণের পর জল দিযা সেবন করাইবে।

ঔষধ।

সৌভাগ্য বটী, মৃত্যুঞ্জয়, সন্নকস্তরীভৈরব এবং মকরধ্বজ। এই চারি প্রকার ঔষধ আবশ্যক মত পূর্ব্বোক্ত মুষ্টিযোগের সহিত অবস্থানুসারে প্রযোগ করিলে ক্রিমিসংযুক্ত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে শরীরের সন্তাপ অধিক এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত, সেস্থলে সৌভাগ্য বটী এবং মৃত্যুঞ্জয় উপদ্রবানুযায়ী মুষ্টিযোগের সহিত প্রযোগ করিবে।

আর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু এবং হাত পা ঠাণ্ডা থাকিলে কস্তুরীভৈরব এবং মকরধ্বজ প্রয়োগ করিবে।

পথ্য।

জ্বরে দোষের তারতম্য বুঝিয়া পথ্য প্রযোগ করা কর্ত্তব্য। দাড়িম বা বেদানার রস, সুপক্ক আনারস, খৈ জলে ভিজাইয়া মর্দ্দন করতঃ ছাকিয়া লইবে। তাহার সহিত মিছরি এবং কিঞ্চিৎ নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বমনাদি প্রশমিত হয়। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ কিছু মিছরির সহিত অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

মাগুরা
বারুই পাড়া। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শীতল বাবুর এই প্রবন্ধটীতে বেশ গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত তিনি সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, এই রোগের চিকিৎসাতে বৈদ্যমতে আর অতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। উপরোক্ত ঔষধগুলি সমস্তই আমাদের বিশেষরূপ পরীক্ষিত। আশা করি, পাঠকগণও এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের পরীক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

অবধৌতিক বা সদৃশ চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

হরিতাল। ২।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শঙ্খবিষ হরিতাল হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পূজ্যপাদ অবধূতগণ এই হরিতালকেই বা কিরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, হরিতাল পীত বর্ণ কঠিন পদার্থ। ইহা আকরিক ও ধাতুবিষ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। তালক, তাল-মাল, শৈলুষভূষণ, পিঞ্জক, রোমহরণ এবং পাত প্রভৃতি শব্দ হরিতাল-বাচক। ইহা স্বভাবতঃই পিণ্ডতালক ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহা দেখিতে স্বর্ণাভ, গুরু ও স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট এবং যাহা অভ্র পত্রের ন্যায় উপর্য্যুপরি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তাহারই নাম পত্র তালক। চলিত ভাষায় ইহা বাঁশপাতী বা তবকী হরিতাল বলিয়া পরিচিত। আর যাহা নিষ্পত্র, পিণ্ডসদৃশ ও স্বল্পসত্ব, তাহাই পিণ্ডতালক নামে অভিহিত। এই উভয় বিধ তালকের মধ্যে পত্রতালকই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য যে, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমরা পত্রতালকের ব্যাখ্যানেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

অসংস্কৃত হরিতাল সুস্থ শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অঙ্গসঙ্কোচ, শরীরে তাপের অভিবৃদ্ধি, সর্ব্ব শরীর স্ফোটকাচিত এবং দৈহিক কফ মারুতের উগ্রতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। অপিচ তৎ-প্রভাবে শরীরের চারুতা বিনষ্ট, মোহ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, এই হরিতাল জীবনী শক্তির বিলোপ সাধনেও সম্যক্‌রূপে সক্ষম।

হরিতাল ভস্মবিধি।

বংশপত্র বা তবকী হরিতাল, ঘৃত কুমারীর পাতার মধ্যে পুরিয়া পঙ্ক-লিপ্ত বস্ত্রদ্বারা সুন্দররূপে ৫।৭ বার লেপন করতঃ গজপুট প্রদান করিলেই হরিতাল ভস্ম হইয়া থাকে। অপিচ কেহ কেহ বলেন সুপিষ্ট পর্ণবৃন্ত (পানের বোঁটা) মধ্যে হরিতাল নিহিত করিয়া বর্ত্তুলাকার করতঃ লঘু পুটে পাক করিলেই হরিতাল ভস্ম হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

১। সমস্ত রোগে—আদা বা তুলসীপত্র রস সহ সেবন করা কর্ত্তব্য।

২। জ্বর বিকারে— আর্দ্রক রস সহ ১ এক চাউল প্রমিত হরিতাল সেব্য।

৩। গ্রহণী রোগে—চাঁপা কলার অভ্যন্তরে ১ এক চাউল প্রমিত হরিতাল ভস্ম পুরিয়া সাত দিবস সেব্য। পথ্য রুটী।

৪। অপস্মার বা মৃগী রোগে—কেশরাজের (কেশুরিয়ার) রস ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমাণ হরিতাল ভস্ম ৫ পাঁচ দিবস সেবনীয়।

৫। বাতরক্তে—গুলঞ্চরস ১ এক তোলা সহ ১॥ দেড় চাউল পরি-মিত হরিতাল ভস্ম ৩ দিবস সেবন করা কর্ত্তব্য।

৬। গেঁটেবাতে—আদার রস ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমিত হরিতাল ভস্ম ৭ সাত দিবস সেব্য।

৭। শোথরোগে—আলকুশী /২ দুই সের /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট ক্বাথের ১ এক তোলা সহ ১ এক চাউল প্রমিত হরিতাল ভস্ম ৭ সাত দিবসে সেবন করা কর্ত্তব্য।

৮। গলিত কুষ্ঠে—একটী পুরাতন নিম্ব বৃক্ষেরমৃত্তিকার নিম্নের মূলের ছাল মধ্যে ২১ টী বুট পুরিয়া পুনর্ব্বার অবরুদ্ধ করতঃ মৃত্তিকার দ্বারা ১৩ তের দিবস পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ বুট গুলি উঠাইয়া

তাহার ১ একটী বুটের সহিত ১এক চাউলেরও কিঞ্চিৎ কম পরিমিত হরিতাল ভস্ম সেবন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমশঃ সাত দিবস সাতটী বুটের সহিত হরিতাল ভস্ম সেবন করা উচিত। পরে অবশিষ্ট বুট গুলি এক একটি করিয়া ১৪ দিবস সেবন করিবে।

৯। সূতিকারোগে—ডুমুরের দুগ্ধ বা বাতাসার মধ্যে ১ এক চাউল প্রমিত হরিতাল ভস্ম পূরিয়া ৫ পাঁচ দিবস সেব্য।

১০। বাজীকরণার্থ— মাখন ১ একছটাক সহ ১ এক চাউল পরিমান ১১ একাদশ দিবস সেবনীয়। ২২ দিন নিয়ম প্রতিপাল্য।

যদি হরিতাল ভস্মসেবনে অত্যন্ত গরম বোধ হয়, তাহাহইলে বাঁসের কোঁড়কের রস ।০ একসিকি প্রমাণ পানীয়। ক্রমশঃ—

কয়েরা—গ্রাম
মোহন পুর—পোঃ অঃ
পাবনা—জিলা

শ্রীমধুসূদন রায়
কবিরাজ।

ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া কি?

ম্যালেরিয়া কি? ইহা কি পদার্থ? যে শত্রুর অনর্থকর প্রভাবে বঙ্গদেশের অতি শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে, যে শত্রু এই সুন্দর বঙ্গভূমির অনেক স্থলকে নির্জ্জীব, নিস্পন্দ ও নিরুৎসাহ করিয়াছে ও করিতেছে, যে শত্রু অগণ্য মানবকে প্রতিদিন অকালে শমনসদনে পাঠাইতেছে,—মানবজাতির সেই ভীষণ শত্রুর প্রকৃতি কি? সেই শত্রু যে, কেবল বঙ্গের এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা করিয়াছে, এমত নহে; তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে জগতের নানা স্থল বঙ্গের ন্যায় প্রপীড়িত হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ আজিও অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রপীড়িত হইতেছে। সেই শত্রু জগতে বহুকাল হইতে বিদ্যমান

আছে এবং এরূপ ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থা উৎপাদন করিতেছে। সেই ভীষণ শত্রু কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অতি পুরাকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিস্তর আয়াস ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তজ্জন্য তাঁহারা নানা রূপ সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া কোন বাষ্পীয় পদার্থ, কি কোন সূক্ষ্ম আণুবিক সেন্দ্রিয় * পদার্থ, কিম্বা অপর কোন প্রকৃতির পদার্থ, আজিও তাহার কোন স্থির সিদ্ধান্তই হয় নাই। ঐরূপ এক একটী মত লইয়া বিজ্ঞান-জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে ও চলিতেছে। অনেকেরই ধারণা যে, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর কোন প্রকার বিচিত্র বিষ হইতে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ মত সমর্থন করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন উৎকট বা আকস্মিক শৈত্য সংস্পর্শে শারীর তাপ অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইলে, কিম্বা দেহের অভ্যন্তরে কোন প্রকার তাড়িত অবস্থা জনিত হইলে, পর্য্যায় জ্বর উৎপাদিত হয়। ফলতঃ ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি এখনও সম্পূর্ণ অবধারিত হয় নাই। একদা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেকলক্ বলিয়াছেন—"ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি নির্দ্দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা স্বীকারই ম্যালেরিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রকৃত বর্ণনা হইতে পারে।" যে সকল ভীষণ রোগ আজি কালি অস্মদ্দেশের প্রায় সকল স্থানেই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যাহাদের আক্রমণে এক এক খানি গ্রাম ও পল্লি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সমস্ত মারাত্মক রোগের অনুমেয় কারণের প্রকৃতি-নির্দ্দেশ মেকলক্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য আজিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিপাদিত হইতেছে।

বঙ্গদেশের যে সকল নগর ও গ্রাম একদা শান্তি, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির বিমল হাস্যে বিভাসিত হইত, আজি সেই সকল স্থান রোগ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কঠোর কণ্টকশয্যায় পরিণত হইয়াছে। যে সকল পল্লি একদা

---

* Org mic.

আনন্দময় সুকুমার শিশুগণের অস্ফুট আনন্দ রোলে প্রতিধ্বনিত হইত, আজি সেই সমস্ত পল্লি শোক-সন্তপ্ত ও পীড়িত ব্যক্তিগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ও পরিবেদনে মুহুর্মুহুঃ আলোড়িত হইতেছে! যে সকল গৃহে এককালে সুস্থ ও সানন্দ পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ সমাবেশ হইত না, আজি তাহা শূন্য—পরিত্যক্ত—শ্মশানবৎ হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? কোন্ অনর্থকর কারণের প্রভাবে বঙ্গদেশের এই শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে? কে বঙ্গের প্রাচীন নগর ও গ্রাম সকলকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে? গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম, প্রভৃতি বহুজন-সমাকীর্ণ জনপদ সকল কোন্ অদৃশ্য কারণ হইতে আজি স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ হইয়া রহিয়াছে? যে যশোহর ও বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এককালে বাঙ্গালী বীরের লীলাস্থল ছিল, আজি কেন তাহারা নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, নিরুৎসাহ মাংসপিণ্ড সমূহের অন্ধকারাগার হইয়া রহিয়াছে? বোধ হয় ম্যালেরিয়াই এই হৃদয়বিদারক অনর্থের মূলীভূত কারণ। ম্যালেরিয়া হইতে আজি দেশের এই বর্ত্তমান হৃদয়বিদারক দুরবস্থা ঘটিতেছে, দেশ নির্জ্জীব নিস্পৃহ, নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে! ম্যালেরিয়াই আক্রমণে শত সহস্র লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অশীতি বর্ষের জীবন, বঙ্গে অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে, আজি তাহা পুরাণবাহিনীর স্থান অধিকার করিয়াছে! বঙ্গের প্রতিভাগুলি প্রায় অপরিণত বয়সেই নিবিয়া যাইতেছে, তেজোময় জাগ্রৎজীবন নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে! মানবের এই ভীষণ শত্রু আর কত কাল এ দেশে যথেচ্ছাচার করিবে? আর কত কাল জীবন্ত ব্যক্তি মুমূর্ষু হইয়া থাকিবে? অসীম বিষয়-বিভবের অধিকারী হইয়া আর কত কাল তাহার সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিবে? এই দুর্দ্দম বিকট শমনদূত -এই ভীষণ মহামারী মধ্যাহ্ন কালে ভারতের দ্বারে দ্বারে আর কত কাল সগর্ব্বে বিচরণ করিবে? একদা ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশের অবস্থা ঠিক এই রূপই ছিল। একদা তথায় ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রতিদিন অগণ্য মানব প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সেই সময়ে তত্রত্য কোন সুদক্ষ চিকিৎসক উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে

বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"এ রোগ মানবজাতির ভীষণ শত্রু, শমনের দুরন্ত দূত;—জগতের লোকসংহারের ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।" কিন্তু ইংলণ্ডের সে দিন গিয়াছে, সেই শোকোদ্দীপক চিত্র আজি অনেকের স্মৃতিপট হইতে অন্তরিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই যে সেই ভয়াবহ মহামারীর প্রকৃত কারণ, কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করিয়া থাকেন, আজিও যাহার কাহারও এরূপ ধারণা যে, ইংলণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা আপনা হইতেই উন্নত হইয়া তাহার সেই শোচনীয় দুরবস্থা বিদূরিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা যে ভ্রান্ত, ইতিহাস তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। ইংলণ্ডের পুরাতন ভৈষজ্য-ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই প্রাচীন কালে,—পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই উন্মেষসময়ে,—ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র,—এমন কি যে লণ্ডন আজি জগতের রাজধানী, সেই লণ্ডনের মধ্যে—বত শত লোক, মানবের সেই ভীষণ শত্রু ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! শুদ্ধ তাহারাই নহে,—ইংলণ্ডের রাজা হইয়া, সুরম্য সুখসেব্য উচ্চ প্রাসাদে বাস করিয়া, মেধ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যে পরিপুষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যোপযোগী উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, ম্যালেরিয়া গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, যিনি রাজ্যেশ্বর, যাঁহার কটাক্ষপাতে সুদক্ষ চিকিৎসকমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি জনৈক নিরাশ্রয়, নিরবলম্বন, সহায়হীন, সম্বলহীন ব্যক্তির ন্যায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিলেন, সাধারণে এ কথা সহজে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে যে, ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রক্ষক ও জীবনসর্ব্বস্ব, যিনি নিজ গুণে রাজ্যের উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ক্রমওয়েল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমস্ ইহার আর একটী শোচনীয় দৃষ্টান্ত! শত সহস্র ব্যক্তির ন্যায় ইংলণ্ডের এক জন অধীশ্বর ম্যালেরিয়ার প্রপীড়নে বিনষ্ট হইলেন, কেহ তখন তাহা একবার লক্ষ্য করিল না! ইহার কারণ কি? ম্যালেরিয়া কি, তাহা কিরূপে

জনিত ও নিবারিত হইতে পারে, যদি তখন ইংলণ্ডের লোক জানিত, তাহা হইলে সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের সেইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ কি উপেক্ষিত হইত? কিন্তু যদি আজি ইংলণ্ডে সেইরূপ শোকাবহ ঘটনা ঘটে, রাজা দূরে থাকুক, রাজ পরিবারের অন্তর্গত কোন ব্যক্তিরও যদি সেইরূপ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে যে বিজ্ঞান-জগৎ আজি ম্যালেরিয়া নিবারণ করা একটী দুরূহ কার্য্য বলিয়া মনে করে না তাহা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইত।

ম্যালেরিয়াময় স্থলের অবস্থার এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধায়ক নিয়মের উন্নতি দ্বারা ইংলণ্ড সেই ভীষণ মহামারীর প্রপীড়নহইতে নিষ্কৃত লাভ করিয়াছে। এক্ষণে কেবল ইতিহাসে ইহার বর্ণনা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে তথায় ম্যালেরিয়া-জনিত জ্বর অতি বিরল। যে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তৃতীয়ক প্রভৃতি সামান্য প্রকারে লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং তাহাও অনেক স্থলে অন্য দেশ হইতে আনীত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের কি সেই দিন আসিবে না? যখন ভারতের স্বাস্থ্যবিধা-য়ক শাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং ভারতবাসিগণ তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশের ও স্ব স্ব স্বাস্থ্যসংরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে; তখন তাহারা ম্যালেরিয়ার উৎপাদক উপাদান সমূহ জানিতে পারিয়া তৎসমস্তের দূরীকরণে সচেষ্ট হইবে এবংদেহকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইবে, তখন ম্যালেরিয়ার আক্রমন ভারতে অতি বিরল হইয়া পড়িবে,—এ দেশের এখানকার ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রচণ্ড প্রতাপ ইংলণ্ডের ন্যায় কেবল ইতিহাস ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জন জেনারেল ডাক্তার কর্ণিষ একদা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন যে ভারতের বিসূচিকা ও অন্য অন্য পীড়া অপেক্ষা জ্বরে অধিকতর লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। ভারতে লোকের জন্ম ও মৃত্যুরবিবরণ যদিও অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ, তথাপি বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে ডাক্তার কর্ণিষের সন্দর্শন অনেকাংশ সত্য বলিয়া

প্রতীত হব। একমাত্র জ্বররোগে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৯২৯ ৯৫৩ জন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৯১৩,৭৬৬ জন লোকের মৃত্যু হয়*! এই ভয়ানক পরিমাণের ভিতর প্রদাহিক ও অন্যান্য জ্বর থাকিতে পারে, কিন্তু উহার অধিকাংশই যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রতিবৎসর যে অসংখ্য মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ এই ভয়ানক বিষের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করে (ম্যাকলক্)। আজি কালি বঙ্গে ইহার পরিমাণে তদপেক্ষা অধিক। এক্ষণে বঙ্গে প্রতি বৎসর যে সমস্ত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহার দ্বিতৃতীয়াংশ একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না†।

অতি পুরাকালীন চিকিৎসকদিগের গ্রন্থে ম্যালেরিয়া প্রপীড়নের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা হিপক্রেটিসের গ্রন্থে একপ্রকার দেশব্যাপী মারাত্মকজ্বরের বিবরণ লিখিত আছে‡। সেই বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয়—জগতে আছি যাহা ম্যালেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ—তাহারই বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হিপক্রেটিসের আরও পূর্ব্ব হইতে

---

* Sanitary Commissioner's Report, Bengal, 1883.

† ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৫৯, ৮৯০, ২৩৭, জন নিরূপিত হয়। ইহার শতকরা ৪ ভাগ সহরে এবং অবশিষ্ট ৯৬ ভাগ পল্লিগ্রামে বাস করিত। সমগ্র প্রদেশের মৃত্যুসংখ্যাঃ—

বিসূচিকা	...	..	...	৩১৬৪৩
বসন্ত	..	...	...	২২৯৫৩
জ্বর	...	..	..	৬৮১৬০৫
অন্ত্রপীড়া	...	...	..	৪৪৯৮৯
আভিঘাতিক	...	...	...	২২,৩৩৯
অন্য অন্য কারণে ..		...	...	১০৩ ১২৪
		মোট		৯২,৬৩৩

‡ Maccoulloch's Malaria, P 301,

ইউরোপবাসিগণ জানিত যে, পর্য্যায়জ্বর প্রায়ই নিম্ন জলাভূমিতে জনিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ভারতে অতি পুরাকাল হইতে বিদিত আছে। ইহার প্রকৃত অবস্থা কেহ সম্যক জ্ঞাত ছিল না। চিকিৎসক চূড়ামণি মাধব কর স্বপ্রণীত "রোগ নিশ্চয়" নিদান গ্রন্থে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট কথা বলেন নাই কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে অতি প্রচীন কালেও ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া প্রকৃতির জ্বর সংঘটিত হইত। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসকগণের লেখায় বিষম জ্বরের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া জ্বরের পরিবর্ত্তে ই বিষম জ্বর ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষমগতি সম্পন্ন জ্বরই বিষমজ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক বিষমগতি-সম্পন্ন জ্বরই ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর নহে। জ্বর-ভোগকালে সামান্য উপসর্গ হইতে শারীরতাপের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; তখন জ্বরকে বিষমগতি ধারণ করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়া ও সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি জ্বরেও শারীরতাপের বিষম গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশীয় পুরাতন চিকিৎসকগণ বিষমজ্বর-বর্ণন কালে দ্বৈকালীন, তৃতীয়ক, চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরের কথা লিখিয়াছেন*। এই সকল জ্বর অনেক স্থলে ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যাহা এক্ষণে ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর নামে প্রসিদ্ধ, তাহা এ দেশের প্রাচীন ভিষকগণের বিদিত ছিল; এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রপীড়ন নূতন নহে;—ঐ ভীষণ শত্রুর অত্যাচার অতি পুরাকাল হইতে ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* পৃথক্ দ্বন্দ্ব সান্নিপাতিক এবং আগন্তু ভেদে অষ্টপ্রকার জ্বর কথিত আছে। পৃথক জ্বর তিন প্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা, বায়ুপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা এবং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর। সান্নিপাত জ্বর অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষ জনিত এবং আগন্তুক অর্থাৎ অভিঘাতাদি জনিত।" * * * "জ্বরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির হীনবল প্রাপ্ত দোষ, অহিত্যাচার দ্বারা পুনর্বায় কুপিত হওয়া অথবা প্রথমতঃ নিত্য জ্বর না হইয়া হীনবল প্রাপ্তদুষ্ট দোষ কাল বিশেষ লব্ধ বল হইয়া এবং কোন

যদিও ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি কি, ইহা কিরূপ পদার্থ, তাহা অদ্যাপি সম্যকরূপে নিরূপিত হয় নাই, তথাপি বিজ্ঞান—তত্ত্ববিৎদিগের পরিশ্রম ক্ষেত্র অনেক পরিমাণে ফলপ্রদ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকৃত নিরূপণ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ অনেক অনুসন্ধান ও সন্দর্শন সহকারে তৎসম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল মতের যাথার্থ্য স্থিরীকরণ এবং তাহার এক একটি সমর্থন বা প্রতিবাদ করিবার জন্য বিজ্ঞান-জগতে আবার যে সকল সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্দারা মনুষ্যদেহে ম্যালেরিয়ার কার্য্য ইহার জনন ও পরিবর্দ্ধনের উপ-

---

একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপন্ন করে। এই জ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, এবং চতুর্থক ভেদে পঞ্চ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। দোষ রসস্থ হইলে সন্তত, রক্তাশ্রিত হইলে সতত এবং মাংসগত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপন্ন হয়। মেদস্থিত দোষ তৃতীয়ক জ্বর উৎপাদন করে এবং অস্থি ও মজ্জা সমাশ্রিত দোষ চতুর্থকনামা বিষমজ্বরের উৎপাদক হয়।" * * "যে জ্বর সাতদিন, দশদিন অথবা দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদক্রমে অবস্থিতি করে, তাহাকে সন্তত বিষম জ্বর কহে। যে জ্বর দিবারাত্র মধ্যে দুই কালে হয় অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার উপস্থিত হয়, কিম্বা দিবসে দুইবার হয় রাত্রিতে হয় না অথবা রাত্রিতে দুইবার দিবাতে হয় না, তাহাকে সতত বা দ্বৈকালীন জ্বর কহা যায়। যে জ্বর দিবারাত্রি মধ্যে এককালে হয় অর্থাৎ প্রত্যহ একবার উঠে তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক বিষম জ্বর কহে। যে জ্বর তৃতীয় দিবসে হয় অর্থাৎ একদিন পরে একদিন হয়, তাহাকে তৃতীয় বিষম জ্বর কহে। যে জ্বর চতুর্থ দিবসে হয় অর্থাৎ দুই দিবস অন্তর এক দিবস হয়, তাহাকে চতুর্থক জ্বর কহা যায়।"

"যে জ্বর মুক্তানুবন্ধী হয় অর্থাৎ ত্যাগ হইয়া পুনরায় উত্থিত হয়, তাহাকে বিষম জ্বর কহে। কিন্তু সন্তত জ্বরের মুক্তানুবন্ধিত্ব নাই, ইহা সপ্তাহাদি নির্দ্দিষ্টকাল থাকিয়া ত্যাগ হয়, এই হেতু কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে বিষম জ্বর মধ্যে গণ্য করেন না চরক বলেন সন্তত জ্বর দ্বাদশাদি দিবস পরে বিচ্ছেদ পাইয়া অব্যক্ত লক্ষণযুক্ত ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং ইহার উপশম দুর্লভ হয় অতএব ইহাকে তিনি বিষম জ্বরের মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।" (৺উদয়চাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত নিদান।)

যোগী ও প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ, ইহার সমাকীরণ এবং ইহার নিবা-রণকারী উপায় সমুদায় সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল সত্যের প্রভাবে অনেক ম্যালেরিয়াময় স্থল এক্ষণে এক প্রকার ম্যালেরিয়াহীন হইয়া উঠিয়াছে ;—সেই সকল আবিষ্কৃত সত্যে অভিজ্ঞতা লাভ করাই প্রথম প্রধান প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়া কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপে স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি প্রকারেই বা পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হয় এবং কি উপায়েই বা ইহা নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য ও প্রধান কর্ত্তব্য। অধ্যয়নই এই অভিজ্ঞতালাভের প্রধান উপায়, তদ্বারা সেই সকল সত্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জ্ঞান বলই শ্রেষ্ঠ বল। সেই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলে ম্যালেরিয়া দূরীকরণে লোকের পরিশ্রম ও যত্ন সহজে সফল হইতে পারে। যে সকল দুস্তর অনিষ্টের প্রকৃতি আজিও সম্যকরূপে নিরূপিত হয় নাই, তাহাদের উৎপত্তি বোধকরা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, একমাত্র জ্ঞানই তাহাদের দমন বা নিবারণ কার্য্যে সহায়তা করে। সেই জ্ঞানের বিস্তার করা এবং প্রয়োজন মতে তাহার শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। সেই সকল আবিষ্কৃত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যাহা তাহাদের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, —অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রকৃত সম্বন্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে,—অগ্রে তদ্বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ—

কলিকাতা শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম, এস্।

মুষ্টিযোগ।

সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহে ও অনুরোধে মুষ্টিযোগ নামক প্রবন্ধটী লিখতে প্রস্তুত হইযাছি। পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে আরও দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত লিখিতে পারিব। পাঠকগণ প্রবন্ধের নাম দেখিযা ঠাট্টা তামসা মনে না করিযা একটু ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিলে বিষযটীর গুরুত্ব ভালরূপে হৃদযঙ্গম করিতে পারিবেন বলিযা ভরসা করি এবং তাহা হইলে আমারও পরিশ্রম সার্থক হইবে। যে সমুদায ঔষধের বিষয় লিখিব বলিযা মনে করিযাছি, তাহাদের ক্রিয়াও (Acion) হানিম্যানের নব-প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। অনুরূপ চর্চ্চা অভাবে ভারতের কত রত্ন যে অতীতের অন্ধতামসাচ্ছন্ন গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা এই একটী সামান্য বিষযের আলোচনা দ্বারাই পরিস্ফুত হইবে।

মুষ্টিযোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত আবিষ্ক্রিযা আমার হস্তগত হইযাছে ও আরও যে সকলের কথা শুনিযাছি, তাহাদ্বারা আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে মুষ্টিযোগের মত সুলভ চিকিৎসা পৃথিবীতে আর নাই। প্রকৃতির সহজপ্রাপ্য বস্তু সকল ইহার উপকরণ, এই বস্তু সকলের স্বাভাবিক অবস্থায বিকৃত না করিযা ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে সুতরাং ইহাদ্বারা যে ভূযঃ ব্যয ও শ্রম সংক্ষেপ হয তাহাকে না স্বীকার করিবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ইহার কোন রূপ বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত হয নাই, সে কেবল আমাদেরই অবহেলা। নতুবা বিশেষ রূপে যদি কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই সকল প্রাকৃত বস্তুর গবেষণা করেন, তবে ভরসা করা যাইতে পারে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটী নূতন অঙ্গগঠিত হইতে পারে।

আমি প্রায সকল প্রকার রোগেই ঔষধ সংগ্রহ করিযাছি। এই সকল সংগ্রহ করিতে আমাকে যেরূপ আযাস স্বীকার করিতে হইয়াছে পাঠকগণের কেহ যদি তাহার শতাংশের একাংশ যদি ও পান তবে আমি আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাইব। জ্বর রোগ হইতে আরম্ভ

করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল রোগেরই বিষয় লিখিত হইবে। সবিনয়ে অনু-বোধ করিতেছি যে, পাঠকবর্গ এই ঔষধ গুলিকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ও এই পত্রিকার স্তম্ভে ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

পালাজ্বর (দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক জ্বর)

(১)* শনিবার কি মঙ্গলবার উষাকালে (কাক বাসা ছেড়ে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে) আড়াইটী পান্তাভাত খাইতে হইবে। এক দিনেই আরাম হইবে।

(২) যে দিবস জ্বর আসে সেই দিবস প্রাতে মুখ ধুঁইয়া একটী পানের সঙ্গে থানকুনিগাছের মূল শিকড় চিবাইয়া খাইতে হইবে।

(৩)* যে দিবস জ্বর আসে,সেই দিবস প্রাতে ভাইট বা ভাণ্ডি-গাছের পাঁচটী কুড়ি চিবাইয়া খাইতে হইবে!

(৪) তেলাকুচার পাতা পেষণ করিয়া জ্বর হওয়ার সময়ে পূর্ব্ব ও পরে ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপিয়া ঘ্রাণ লইতে হইবে।

(৫)* ভাইট বা ভাণ্ডিগাছের কুঁড়ি শনিবার কি মঙ্গলবার কাপড়ে বাঁধিয়া ঘ্রাণ লইলে জ্বর আরাম হয়।

(৬) থানকুনির পাতা এবং কাঁচা হরিদ্রা একত্র পেষণ করত কাপ-ড়ের মধ্যে বাঁধিয়া ২।৩ ঘণ্টাকাল ঘ্রাণ লইতে হইবে।

(৭)* জ্বর হওয়ার পূর্ব্বে থানকুনির ৩টী মূল, একটী সুপারির ৯ ভাগের ৩ভাগ পানের সঙ্গে প্রাতে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার সময় খাইতে হইবে। এক বার এই প্রকার খাইলেই সময়ে সময়ে জ্বর দূর হইতে দেখা যায়:

(৮) বালকের সর্দ্দি ও জ্বর হইলে অথবা বুকে সর্দ্দি বসিলে রামতুলসীর পাতার রস, শামুকে ভরিয়া প্রদীপের শিষে গরম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে খাওয়াইলে ভাল হয়।

---

* এই চিহ্নিত ঔষধ গুলি পরীক্ষিত মনে করিতে হইবে।

মাথাবেদনা (বা শিরঃশূল।)

পিপুল চূর্ণ, শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্র করিয়া মনসাসিজের পাতার রসে পেষণ করিয়া উষ্ণ করিবে, পরে মাথায় প্রলেপ দিবে।

(২) * অনবরত মাথাবেদনার চিকিৎসা।

লালকুঁচের শাস্ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া একবার দুই নাসিকায় টানিয়া নিলে তিন দিবস জ্বর হয়, সেই জ্বরে স্নান করিবে ও ভিজা কাপড় মাথায় রাখিতে হইবে।

হরিণের শৃঙ্গ ও খড়িমাটি জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণদ্বয় একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাতে মাথাবেদনা, মূর্চ্ছা তৎক্ষণাৎ আরাম হয় এবং বলও বৃদ্ধি হয়।

(৪) * কুলপত্রের বিপরীত (উল্টা পিঠ) দিক কলিচুণ মাখাইয়া স্পন্দিত শিরাতে লাগাইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই আরোগ্য হয়।

(৫) * উত্তম দারুচিনি জলদিয়া পেষণ করিয়া অগ্নিতে গরম করিয়া স্পন্দিত শিরাতে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(৬) শ্বেতচন্দন, গোলমরিচের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র মাথা-বেদনা দূর হয়। সেই সময়ে রোগীর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

কাঁচা সুপারি পানের সহিত অধিক মাত্রায় চিবাইয়া খাইলে মাথা-বেদনা দূর হয়।

(৮) চেতলনাথগাছের পাতার রস নাকে টানিলে মাথাবেদনা দূর হয়।

(৯) শূলটে গাছের কতক গুলি পাতা লইয়া দুই হস্তে মর্দ্দন করিয়া উভয় কর্ণের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে যে, যেন কোন রূপে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ অবস্থায় পাঁচমিনিটকাল থাকিলে কর্ণকুহর হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় মস্তিষ্কে উঠিবে, তাহা হইলে কপালে ঘাম হইয়া শিরঃপীড়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়।

(১০) সূর্য্য না উঠিতে শেচিশাকের শিকড় দিয়া কপালমুছাইয়া (বুলাইয়া) দিলেই আরাম হয়।

(১১) কচ্ছপের পৃষ্ঠার দৃঢ় চর্ম্ম তৈলের সঙ্গে মস্তকে লেপন করিতে হয়।

(১২) মানকচু গাছের মূল লবণের সঙ্গে পিষিয়া মালিশ করিলে আরাম হয়। ক্রমশঃ—

কলিকাতা
হলওয়েল লেন
একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরকুমার গুপ্ত।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(এলোপ্যাথিক মতে)

৩০। ৩৫ বৎসর বয়স্কা একটি ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকের প্রায় বৎসরাবধি অম্লরোগ জন্মে। এই অম্লের দরুণ তাহার মধ্যে মধ্যে বমন হইত এবং কোন কোন সময় বা পেটে বেদনাও ধরিত। গত পূজার পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার ঐরূপ বেদনাও বমন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যত অধিক রাত্রি হইতে লাগিল ততই তাহার বেদনা ও বমনের এত অধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, শেষে রাত্রি ৮টার সময় তাহার অভিভাবক আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ঐ রাত্রিতে আমার নিকট আসেন কিন্তু অত অধিক রাত্রে আমার যাওয়ার সুবিধা না হওয়ায় আমি তাঁহাকে কেবল একটি সোডাওয়াটার খাওয়াইতে উপদেশদিই এবং সকালে যাইয়া রোগীদেখিব ইহাও বলি। রোগীর অভিভাবকও আমার কথামত সেইরাত্রে তাহাকে একটী সোডাওয়াটার খাওয়ান কিন্তু সোডা-ওয়াটারদ্বারা তাহার বমনের ও বেদনার অৎকিংশান্তি হয়। পরদিন প্রাতে রোগীর অভিভাবক আর আমারনিকট না আসিয়া জনৈক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আনান। সুতরাং তিনিই সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত ঔষধাদি দেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাহাকে কিকিঔষধ দিয়াছিলেন.যদিও আমি তাহা জানিনা, তথাপি এইপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে তাহার সেই ঔষধ দ্বারা

রোগীর কিছুমাত্রই উপকার দর্শেনাই বরং সেই সমস্ত দিনরাত্রি রোগীর বমন ও বেদনার এত অধিক বৃদ্ধি হয় এবং তাহার অবস্থা এত খারাপ হইয়া ছিল যে, পর দিন সকালে রোগীর অভিভাবক তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আমার নিকট আসেন। আমি পর দিন সকালে যাইয়া দেখি রোগীর চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে, হাত পা হিম। নাড়ী অতি ক্ষীণ। কথা কহিতে অক্ষম এবং তখনও পর্য্যন্ত রোগীকে যাহা কিছু ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে, সমস্তই উঠিয়া যাইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃ বেদনার আবির্ভাব হইতেছে।

আমি এই অবস্থায় প্রথমেতাহাকে হাইড্রোসিয়্যানিক এসিড ডাইলিউট, লাইকার বিসমথ,টীনচার বেলেডোনা এবং ব্রোমাইড্ অব পটাসিয়ম্ দ্বারা একটী আরক প্রস্তুত করিয়া বরফ জলের সহিত সেবন করিতে দিই। কিন্তু তাহাতে বেদনা বা বমনের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং রোগীর অবস্থা ক্রমে আরও মন্দ হইতে থাকে. যাহাহউক যখন দেখিলাম যে ঔষধ সেবন দ্বারা কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, পরন্ত ঐরূপ ক্ষীণ অবস্থাতে বিলিষ্টার দেওয়া যুক্তি সংযুক্ত মনে না করিয়া আমি তাহাকে ঐ বেদনার ইন্‌জেক্‌সিয়ম মর্ফি হাইপোডারমিকাম ১০ ফোটা দিয়া হাইপোডারমিক্ ইন্‌জেক্‌সন অর্থাৎ ঐ বেদনা যুক্ত স্থানের চর্ম্মের নিচে ঐ ঔষধ দ্বারা পিচকারি দিলাম।

অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে,এই পিচকারি দেওয়া মাত্রেই রোগীর বমন ও বেদনার একবারে শান্তি হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার নিদ্রা আসিল। বলা বাহুল্য যে, রোগীর নিদ্রা হইবার পর আর তাহার কোন যাতনা উপস্থিত হয় নাই। এবং সে তাহার পর দুগ্ধ ও ডাবের জল প্রভৃতি পান করিয়া ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়া উঠে।

কলিকাতা } শ্রীহীরালাল দাস এল এম এস

২য়। রোগীর বিবরণ বৈদ্যমতে।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আমি একটী চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ লিখিয়া

ছিলাম তাহাতে অপরাপরের সম্মিলনীতে স্থান পাইয়াছে, ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। অদ্য অপর একটী রোগী বিবরণ লিখি, সম্মিলনীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইলে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

অত্রস্থ কোন ভদ্রপরিবারের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা প্রথমগর্ভিণী একটী স্ত্রীর ৬ষ্ঠ মাস গর্ভের সময়ে, হটাৎ একদিন পেটে এবং কোমরে ও উরুদেশে বেদনাহয়, এমতাবস্থা অবগতে গর্ভপাতের আশঙ্কায় প্রথমতঃ ব্যবহারিক ধাত্রীবিদ্যার মত চিকিৎসা আরম্ভকরি অর্থাৎ নির্জনে শীতল গৃহে, শীতল শয্যায় রোগীনীকে স্থির ভাবে শায়িতরাখিয়া, পানার্থে শীতল জল বা সরবত পথ্যার্থে দুগ্ধসাগু দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া পেটের বেদনা নিবারণের জন্য উল্লিখিত ধাত্রীবিদ্যার মতে ২ কি ২।। ঘণ্টান্তর ১৫ ফোটা মাত্রায় আফিঙ্গের আরক সেবন করান হয়, এবং নাভি হইতে জনেন্দ্রিয়ের উপর পর্য্যন্ত শীতল জলের পটী দেওয়া হয়। এইরূপ প্রায় এক দিবস ঐ আরক সেবন ও শুশ্রূষাদির পরে পেটের বেদনায় কিঞ্চিৎমাত্র প্রশমিত হয় কিন্তু কোমরের ও উরুস্থানের বেদনায় রোগী অস্থির থাকায় শীতল জলের গামলায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ২কি ১।। ঘণ্টা কাল বসাইয়া রাখায় পরে সকল উপদ্রবের শান্তি হইয়া রোগীনী সেই দিনের জন্য সুস্থতা লাভ করেন। তৎপরদিবস আবার পেটের বেদনা প্রভৃতি সকল গুলি উপদ্রবই পূর্ব্বাপেক্ষায় গুরুতররূপে প্রকাশ পাওয়া আবার উল্লিখিত আফিঙ্গের আকারাদি ঐ নিয়মে ব্যবহার করিবার পরে ওপেটের বেদনায় এবং কোমরের চারাদিতে রোগীনী একেবারে অধিরা হইয়া পড়ে। তখন ঐমত ত্যাগ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় এই ঔষধটী অর্থাৎ কাইশার মূল ॥ কুষা মূল তদভাবে কাশার মূল আরও ॥০ ভেরাণ্ডা মূল ॥০ গোক্ষুর ॥ এই ২ তোলা ঔষধ একত্র ছেচিয়া এক সের জল ও এক পুয়া দুগ্ধসহ জ্বালাদি দিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিলে ছাকিয়া তাহাতে ১ তোলা পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া পান করিবামাত্রই সর্ব্বোপদ্রব শান্তি হইয়া রোগীনী সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রাপ্ত হন, তদবধি এই নবম মাস গর্ভিণী বেশ সুস্থ আছেন।

কবিরাজী।

(সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র।)

নিতান্ত সামান্যজ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া যে সকল ঔষধ গুলির প্রতি আমরা ভ্রমেও দৃক্‌পাত করিনা, তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে যে কত উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই বলিয়াই দিন দিন সদ্যফলপ্রদ বনজ পাচনাদির এত লাঞ্ছনা এত অনাদর।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, গর্ভপাতসম্বন্ধীয় বেদনায় ১ম মাস হইতে ১০ম মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিনা ব্যয়ে কতকগুলি ঔষধের বিষয় লিখিলাম, ঔষধগুলি সামান্যজ্ঞানে তুচ্ছ না না করিয়া প্রয়োজন মতে সকলেই ব্যবহার করিয়া ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিতে পারেন।

১ম মাসে। রক্তচন্দন, শসুফা, কাটমল্লিকাফুল, শর্করা ইহার প্রত্যেকে এক শিকি মাত্রায় লইয়া আতপ চাউলের জল দিয়া বাটিয়া অর্দ্ধ পোয়া সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য। ২য় উপায়। কৃষ্ণতিল, শতমূলী, চিনী, মধু ও দুগ্ধ ইহার প্রত্যেক ।।০ তোলা মাত্রায় একত্র বাটীয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

২য় মাসে। শ্বেত উৎপলের মূল, পানিফল, পদ্মকেশর, [illegible] প্রত্যোক এক তোলা মাত্রায় বাটীয়া ১২ তোলা আতপচাউলের জলের সহিত সেবনীয়। উপায়ান্তর। নিলোৎপলেরমূল, পানিফল, পদ্মকেশর ইহার প্রত্যোক এক তোলা করিয়া লইয়া একত্র বাটীয়া ১২ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

৩য় মাসে। পদ্ম মূল, শ্বেত উৎপল, কুড় ইহার প্রত্যোকে অর্দ্ধতোলা একত্র বাটীয়া ৮ তোলা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। উপায়ান্তর। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পুরাতন আমলী ইহার প্রত্যোক ।।০ তোলা লইয়া মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের সহিত সেব্য। এই ঔষধ জীর্ণ হ[illegible] পথ্য দিবে।

চতুর্থ মাসে। নিলোৎপলের মূল ।।০ কণ্টকারি[illegible]

একত্র বাটীয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত [illegible]

৫ম মাসে। পদ্মমূল ।৷০ নিলোৎপলমূল ।৷০ যষ্টীমধু ।৷০ তোলা চিনি ।৷০ কৃষ্ণতিল ।৷০ একত্র বাটীয়া ইহার অৰ্দ্ধেক থানা ঔষধ এক ছটাক শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ২য় উপায়ান্তর। কুম্ভকার চক্র ঘুরাইবার কালে তাহার হাতে যে মৃত্তিকা লগ্ন হয, সেই মৃত্তিকা ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ ৪ তোলা মধু ১ তোলা একত্র পান করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ মাসে। টাবালেবুর বীজ ।৷০, প্রিয়ঙ্গু ।৷০ রক্তচন্দন ।৷০ তোলা একত্র বাটীয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ২য় উপায়ান্তর। পিয়ালবীজের রস ১ তোলা দ্রাক্ষা ১ তোলা, লালধান্যের খই চূর্ণ ১ তোলা সুখোষ্ণ ৮ তোলা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

৭ম মাসে। শতমূলী ১৷৷০ তোলা পদ্মমৃণাল ১৷৷০ তোলা একত্র বাটীয়া ১২ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ২য় উপায়ান্তর। কতবেলের মূলের ছাল ।৷০ সুপারির শিকড় ।৷০ লাল ধান্যের খই ।৷০ তোলা চিনি ।৷০ তোলা একত্র মৰ্দ্দন করিয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবা।

৮ম মাসে। আতপ চাউল ২ তোলা, চাউল জল ১ তোলা সহ একত্র ভক্ষণ। ২য় উপায়ান্তর। পলাশবৃক্ষের সুপক পত্র ১।০ তোলা ৬ তোলা শীতলজল সহ বাটীয়া সেবা।

৯ম মাসে। ভেরেণ্ডার মূল ।৷০ তোলা কাকোলী ।৷০ তোলা ৪ তোলা শীতল জলের সহিত বাটীযা সেবা। ২য উপায়ান্তর। পলাশবীজ ।৷০ তোলা লবঙ্গ ।৷০ তোলা, কাকোলী ।৷০ তোলা ৮ তোলা কাঁজীর সহিত বাটীয়া সেবা।

১০ম মাসে। নীলোৎপলের মূল ২ তোলা যষ্টীমধু ২ তোলা চিনী ...না জলদিয়া বাটীযা ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

...ল ঔষধ গুলীর মধ্যে যে যেটী প্রয়োজন মতে ব্যবহার করি-...ম কোনটীই একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীরাধাচরণ দাস

কবিরাজী।

হোমিওপ্যাথিমতে Remittent Fever স্বল্প বিরাম

জ্বরের সুচিকিৎসার বিবরণ।

একটী ৬ বৎসর বয়ক্রমের শিশু অদ্য ১২ দিন উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রচলিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস না দেখিয়া আমার চিকিৎসাধীনে আনা হয়. প্রথমতঃ আমি ঐ রোগীর নিম্ন লিখিত লক্ষণ ও উপসর্গাদি লিপিবদ্ধ করি, যথা —উক্ত বালক সদত চক্ষু বজিয়া নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, জ্বর প্রাতে কম থাকে. কিন্তু বৈকালে ১০৩·৫ ডিগ্রি হয়, জিহ্বা আর্দ্র কিন্তু সাদা বর্ণে কিঞ্চিৎ ঢাকা, ঘাম আদৌ হয না, প্রতিরাত্রে পেট কাঁপিয়া থাকে, কিন্তু ৪ দিন হইতে আদৌ বাহ্য হয নাই, মুত্র অধিক পরিমাণে হরিদ্রাক্ত। এই সকল অবস্থায অধ্যাপক ডাক্তার ফিলের উপদেশানুযায়ী জেলসেমিনাম ১ × ১/৩ ফোঁটা মাত্রায ৩ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করা হয়, বলা বাহুল্য এই ঔষধ সেবনের দিন হইতেই শিশু স্বাস্থ্যলাভ করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে ইহাও বলা আবশ্যক, যে প্রচলিত এলোপ্যাথির চিকিৎসার দ্বারা কিঞ্চিৎ বুকে সর্দ্দি বসিযা কাশি উপস্থিত করাও প্রথানুসারে হইয়াছিল, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ২।৪ মাত্রা আমাদের ব্রাওনিয়া ও দিতে হইয়াছিল. এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ঔষধই ব্যবহার করিতে হয় নাই এবং ৫ দিনের দিন উক্ত বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল॥

২য়। বৈদ্যকমতে অর্শরোগ চিকিৎসার বিবরণ।

একজন ভদ্র সন্তান বয়ক্রম প্রায ৩০ বৎসর বাল্যকালে হইতে রক্তস্রাব (Bleeding Piles) অর্শে ভুগিতেছেন. কিছুতেই কিছুই হয়নাই। ভাল ভাল এলোপ্যাথি ও অবশেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করান, তাহাতেও কিছুমাত্র উপকার হয় না, পরন্তু আপনার ২।৩ সংখ্যাসম্মিলনীতে অর্শ হইতে রক্তস্রাব বন্ধের জন্য যে ঔষধ ব্যবস্থা আছে; যথা নাগেশ্বর ফুলের রেণু মাখম ও মিশ্রি প্রত্যেকে চারি আনা মাত্রায ... তাহার ব্যবহারের পরই এত দিনের রোগ একেবারে শান্তি হইয়া গি...

বলিব কি)। যাঁহার প্রায় প্রত্যহই উক্ত অর্শের যন্ত...

কিন্তু আজ প্রায় ৪মাস কাল গত হইল উক্ত

উক্ত রোগের জন্য কোন প্রকার অসুখ...

অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহোদয়গণের সমীপে প্রার্থনা যে যখন কোন একটী রোগে রাশি রাশি ঔষধ ব্যবহারে ও উপকার দেখিতে না পান, তখন একটীবার রোগীর অন্যায় ব্যয়ের পক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি করিয়া, নিজে কি করিতেছি তাহার দিকে একটু তাকাইয়া ও "বদ্দি" চিকিৎসা বলিয়া মনের মধ্যে ঘৃণা না করিয়া প্রথমতঃ ভাল উহাদের ২।১ টী মুষ্টিযোগ পরীক্ষা করিতে শিক্ষা করুন। আরো বলি ইহাতে মানের লাঘব নাই, অধিকন্তু লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আপনারা প্রসিদ্ধ, বিচক্ষণ শাস্ত্রালাপী বলিয়া অধিকতর সকল সমাজেই আদরণীয় হইতে পারিবেন।

ইনচার্য হরিসভা
চন্দন নগর।
দাতব্য চিকিৎসালয়।

শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী H. P.
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

সম্মিলনীর লেখক গণের প্রতি।

এবারে অনেক গুলি প্রবন্ধ ও রোগবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সম্মিলনীতে স্থানাভাব বলিয়া সমস্ত গুলি মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। আশা করি, এজন্য লেখক গণ দুঃখিত হইবেন না।

সম্মিলনী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দুদর্শন।

আমরা ভারতীয় "ষড় দর্শন" (সটীক) সরল বাঙ্গালানুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কতিপয় মহাত্মা অনুবাদ কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় এবং ...শ প্রথিতনামা বদান্যবর সম্বিদ্যান ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ ...ম. এ, মহোদয় বিশেষ উৎসাহ দিয়া অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ... এই মহদ্ব্রতানুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছি। গ্রাহকেচ্ছুক ... শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৭২ পৃষ্ঠার পর।)

অভিগমন বা স্ত্রীপুরুষসংসর্গে অলক্ষিত পাপ।

স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে অলক্ষিতভাবে যে সমস্ত পাপরাশি প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে যেরূপে জন্মের মত চিরসুখে একবারে বঞ্চিত করিতে পারে, বিশেষতঃ যে সমস্ত কুরীতির সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে ভারতবাসীর অধিকন্তু বাঙ্গালী জাতির ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা কোন মতেই নাই, তাহা গত কয়েক সংখ্যা সম্মিলনীতে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। সুতরাং একথা লইয়া আর বাড়াবাড়ির আবশ্যকতা নাই। তবে কথা এইযে, আমারা ত ইহার সমূহ অপকারিতার বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম, অর্থাৎ অবোধ বালক অজ্ঞানতাবশতঃ কালসর্পরূপ হস্তমৈথুনাদি দোষের আশ্রয় লইয়া পরিণামে তাহারা যেপ্রকার শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যুবক ও বালিকা স্ত্রী, এই উভয়ের পরস্পর সংসর্গব্যতীত সহবাসের যেরূপ বিষময় পরিণাম ঘটে, পরন্তু আমাদের দেশীয় অধিকাংশ সুশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ এইরূপ অকার্য্যের যেরূপ পোষকতা করেন এবং তজ্জন্য বালিকাগণের অত্যল্পবয়সেই যেরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাসাধ্য খুব সংক্ষেপে গত কয়েক সংখ্যা সম্মিলনীতে লিখিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা ত এসমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছি এবং আমাদের ন্যায় আরও কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত এই সমস্ত লেখা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি কি? অথবা সাধারণের কথা ছাড়িয়া দাও, সমাজের মধ্যে গণ্য মান্য গোচের ২।১০ জন লোকেও কি ইহাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন? আমরা বলি যে, যাঁদের দ্বারা প্রকৃত উপকার হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রাণীও এসমস্ত বিষয়ে খেয়াল বা অনুধাবন করেন নাই। অবশ্য কেন যে করেন না, তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১ম। কেহ কেহ একথা বলেন যে, হস্তমৈথুনাদি দ্বারা কোন কোন বালকের আংশিক অনিষ্ট ঘটিলেও একপ অশ্লীল কথা সাধারণের মধ্যে আলোচিত হওয়া উচিত নহে। কেন না এসমস্ত কথার আন্দোলনে ফল এই হয় যে, যে সমস্ত বালক এই দুষ্কার্য্যের নামমাত্রও জানে না, তাহারা জানিতে পারিয়া ইহার পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয় এবং অবশেষে ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয়তঃ এসমস্ত দ্বারা যে, সাধারণের দৈহিক কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এসংস্কারই অনেকের নাই। যাহাহউক, এ দুরন্ত শরীর ক্ষয়কারী অপকার্য্যের বিষয় যাঁহাদের অকার্য্য বলিয়া ধারণাই নাই, তাঁহাদিগকে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না। তবে যাঁহারা এসমস্ত বিষয়ের সমূহ অপকারিতা স্বীকার করিয়া বা বুঝিয়া ও ইহার আলোচনায় পক্ষপাতী নন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই কিছু বক্তব্য আছে। অথবা এসম্বন্ধে আমরা নিজে কিছুই বলিতে চাহি না। কেন না অতঃপর স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ-বিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবেক, পাঠকগণ বিশেষতঃ এসমস্ত আলোচনার বিরোধীব্যক্তিগণ তাহাতে দেখিবেন যে, এসম্বন্ধে আমাদের এই সামান্য আলোচনার অপেক্ষা পূর্ব্বকালীয় মুনি ঋষিগণ সাধারণের একান্তহিতকামনায় এসমস্ত বিষয়ের কিরূপ গুরুতর অশ্লীল ভাবের (অবশ্য তাঁহাদের মতে) আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য চরক ও সুশ্রুতাদি গ্রন্থ হইতে ক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গ।

স্ত্রীসংসর্গের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ কাম রিপুর চরিতার্থ এবং অপত্যোৎপাদন। জ্ঞানবান্ মাত্রেই ইহা বেশ জানেন যে, কামরিপুর চরিতার্থ-জনিত যে সুখ, তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃত পক্ষে তাহা সুখের মধ্যেই গণ্য করাযাইতে পারে না। সুতরাং অপত্যোৎপাদনই একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। অতএব কিরূপ প্রণালীতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে সুসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা সাধারণের জ্ঞাত থাকা উচিত। পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে এবিষয়ের সমধিক আলোচনা ছিল।

ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্যার অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই গুরুর নিকট যথারীতি রতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, এই রতিশাস্ত্রের নামে এখনকার লোক হাস্যসম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার পূর্ব্বে যে রতিশাস্ত্র অতি যত্ন ও আদরের সহিত পঠিত হইত, যাহা পাঠ করিয়া তখনকার লোক অতি বলবীর্য্যশালী সুসন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইতেন, অথচ স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়েরই সংসর্গ-জনিত কোনরূপ অনিষ্ট উপস্থিত হইত না, কালপ্রভাবে সেই রতিশাস্ত্র এখনকার লোকের নিকট রহস্য ও অশ্লীলতাময় হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ এখনকার লোক রতিশাস্ত্রকে যেরূপ অশ্লীল সুতরাং অপাঠ্য শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, পূর্ব্বকালের অনন্তজ্ঞানশালী ঋষিগণ কিন্তু তাহা করিতেন না। তাঁহারা পূর্ব্বকালে রতিশাস্ত্র দ্বারা সাধারণকে এই শিক্ষা দিতেন যে, কিরূপ ভাবে স্ত্রীসংসর্গ করিলে সুসন্তান জন্মিতে পারে, কোন্ ঋতুতে কিপরিমাণে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য, কোন্ ঋতুতেই বা কর্ত্তব্য নহে। অধিক কি, তাঁহারা তিথি, বার, নক্ষত্র এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিরাখিয়া তবে স্ত্রীসংসর্গের ব্যবস্থাদিতেন। ফলতঃ তাহাদের মনে এবিষয়ে কোনরূপ কুভাবই ছিল না। তাহারা অপত্যোৎপাদনকে জীবনের একটী গুরুতর কার্য্য বলিয়া জানিতেন এবং তদুদ্দেশে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি করিতেন।

কিন্তু কালপ্রভাবে আমাদের দেশে সে দিন আর নাই। ভারতে সে ব্রহ্মচর্য ও আর নাই, তেমন হিতৈষী গুরুও আর জন্মিবে না এবং রতিশাস্ত্রের ত নামমাত্রও আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ বড় আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এইযে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যে নিয়ম গুলির উদ্দেশ্য অতি পবিত্র, যাহার কার্য্যঅতি সারবান্ এবং যাহার পরিণাম অতি শুভদায়ক, মোটকথা যাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল জনক, কালের পরিবর্ত্তনে সেইসমস্ত বিষয়ের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর এক বারে অবসন্ন হইয়াপড়ে। ভারতে যে বিষ্ণু বা হরিনাম একসময়ে সাধক বা ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল, তাহা আজ

ভণ্ড ভিক্ষুক গণের কণ্ঠস্থ, যে ব্রাহ্মণ অসীম বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়া কেবল পরোপকার ব্রতেই জীবন বিসর্জ্জন দিতেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম মাত্রেই এখন লোকের ঘৃণা উপস্থিত হয়, যে গুরুসম্প্রদায় স্বকীয় নিঃস্বার্থতা-জন্য শিষ্যের নিকট দেবতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান ছিলেন, স্বীয় ঘোরতরস্বার্থের বশবর্ত্তী দোষে তাঁহাদের সে সম্মান আর নাই, যে সঙ্গীত, বেদপারগ ঋষি-গণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিত, সেই অমৃতময় সঙ্গীত আজ বেশ্যাকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কেবল অসৎশিক্ষার আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ যে স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বলবীর্যশালী সুসন্তান উৎপাদন করা, কালমাহাত্ম্যে তাহা আজ কামুক-দিগের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্যই হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ

আধুনিক স্বাস্থ্য-- বিজ্ঞান।

৩১। ওজোন্ নামক বাষ্প।

১ম প্রকৃতি। ইহা ঘনিভূত অক্সিজেন্ বা অম্লযান বাষ্পমাত্র, কিন্তু উহার এক প্রকার আঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং মৃতদেহের গলন নিবারক ও দুর্গন্ধহারক এই দুই উহার প্রধানগুণ। স্বভাবতঃ বায়ুতে কখন কখন ওজনাধিক পরিমাণেজন্মিয়া বড়বড় নগরের দূষিতবায়ুকে সংশোধন করে।

২য়। ওজোন্ প্রস্তুত করার নিয়ম।

কয়েক খণ্ড ফস্ফরস্ নামক মৌলিক পদার্থের এক পার্শ্বচাঁচিবে, তাহাতে ধাতুধর্ম্মক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইলে তাহা এক কুঠরীতে একটা ঘণ্টার আকার মৃৎপাত্রে বা জালাতে রাখিয়া পরে উহার অর্দ্ধেক জল পুরিবে। অনতিবিলম্বে ঐ পাত্রের জল শূন্যভাগ ওজোনে পুরিয়া যাইবে। এবং ঐ পাত্রের ঢাকুনি ফেলিয়া দিলে সেই কুঠরীর বায়ুতে যথেষ্ট ওজোন্ হইবে।

৩য়। ওজোনের ব্যবহার।

দুর্গন্ধি বা গলিত মৎস্য বা মাংসের গন্ধনাশ ও গলননিবারণ করিয়া উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করাতে সামান্য ব্যয়ে কসাই বা পশু-

ষাতবদের পঁচা মৎস্য মাংসকে আবার নির্দ্দোষী ও স্বাস্থ্যজনক খাদ্য কবিযা যথেষ্ট লাভ করিতে পাবে।

৩২। আলোক।

১ম প্রকৃতি। স্বভাবতঃ উহা সূর্য্যেব বা নানা প্রকাব অগ্নিব উত্তাপের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায থাকে বলিয়া আলো ও উত্তাপ এক সঙ্গে অনুভূত হয়। উহা উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুব বৃদ্ধি ও বক্ষণেব পক্ষে যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাব উদাহরণ কযেকটী নিম্নে দেওযাগেল।

২য। আলো অভাবেব ফল।

(১) কীটাণুব ও উদ্ভিজাণুব জন্ম। জীবজন্তুব গলিত বস আলোতে বাখিলে তাহাতে শীঘ্র অসংখ্যজীবাণুজন্মে, কিন্তু অন্ধকাবে বাখিলে কিছুই হয না। দিন বাত অন্ধকাবে বাখিলে সামান্য উদ্ভিজ্জ ও অনতিবিলম্বে মবিযা যায, এবং ঐ সকলেব বীজ অঙ্কুবিত হইতে বা গজাইতেওপারেনা।

(২) বেঙ্গাচিব অপবিবর্ত্তন।

বেঙ্গাচীকে সর্ব্বদা অন্ধকাবে বাখিলে উহা কখনো বেঙ্গে পবিবর্ত্তিত হইতে পাবে না, এবং তদবস্থায থাকিলে ঐ সকলেব ছানা কখনো হয় না,

(৩) গোখুবাসাপেব বিষধ্বংস।

ডাক্তাব বিচার্ডসন বলেন—গোখুবাসাপেব বিষ কাঁচেব চুঙ্গিতে কবিযা অন্ধকাবে বাখিলে উহাব প্রাণনাশক গুণেব হানি কিছুমাত্র হয না, কিন্তু আলোক বাখিলে উহা অনতিবিলম্বে নষ্টহয়। অর্থাৎ উহাব প্রাণনাশক শক্তি আব থাকে না।

(৪) মনুষ্য বুদ্ধিহীন বা হাবা হওযার কাবণ।

আল্‌স ইত্যাদি যে সকল উপত্যকা বা পার্ব্বত্যস্থানে সূর্য্যের আলো ভালরূপে পড়ে না, তথাকাব লোকেবা প্রায়ই হাবা গবা হয় ও তাহাদের গলায গলগণ্ড বোগও প্রায জন্মে।

(৫) সুড়ঙ্গ বা মেটে ঘরবাসীব পীড়া।

যে সকল ছেলেদের নিযত সুড়ঙ্গ বা মেটে ঘবেব অন্ধকারে দিনরাত রাখা হয়, তাহাদেরমধ্যে কাহারও অস্থি কোমল, কাহারও অস্থি ভঙ্গনশীল,

এবং কাহারও বা অস্থি বৃহদাকার হয় এবং ঐ সকলে ছেলেকে রুগ্ন বা কদাকার করে।

(৬) রোগীর গৃহ অন্ধকার হইলে অস্বাস্থ্যকর॥

চক্ষু বা মস্তিষ্কের পীড়া ভিন্ন, অন্যান্য রোগগ্রস্থ লোকদের অন্ধকার ঘরে রাখিবার রীতি যাহাদের মধ্যে আছে, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত কারণে বিশেষ অনিষ্ট হয়, কারণ তাহাতে রোগীরা আলোর স্বাস্থ্যকর গুণসম্ভোগ করিতে পায় না। এইজন্য গৃহের কোন কুঠরীতেই দিনের বেলা স্বাভাবিক আলোর অভাব থাকিবে না।

৩৩। উত্তাপ।

(১) জীব ও উদ্ভিজ্জ জীবন্ত থাকিবার উপায়।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রিয়স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ প্রায় পড়ে না বলিয়া তথায় কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিজ্জ বাঁচিতে পারে না। উত্তাপ উৎপত্তির ছয়টী উপায় আছে।

(১) সূর্য্য সকল উত্তাপের উৎস।

সূর্য্য হইতে সকল প্রকার উত্তাপের উৎপত্তি হয়। ভূভাগে বা উহার মধ্য কেন্দ্রে এত উত্তাপ আছে যে, তথায় ধাতু ইত্যাদি সকল পদার্থ নিয়তই দ্রব্য ও জ্বলন্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ঐ উত্তাপও সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত, কারণ ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন যে,অতিপূর্ব্বে ভূমণ্ডল উত্তপ্ত বাষ্পাকারে সূর্য্য মণ্ডলীর অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কামান হইতে গোলা যেমন বাষ্পীয় শক্তিতে বহু ক্রোশ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সূর্য মণ্ডল হইতেও ভূমণ্ডল সৌর বাষ্পীয় শক্তির প্রভাবে (৪৭৫০০০০০)চারিকোটী পঁচাত্তর লক্ষ ক্রোশদূরে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার (বা পৃথিবীর) উত্তাপ বাহির দিকে ক্রমশঃ বিকীরণের দ্বারা হ্রাস হইয়া ধরাতল কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাতে উহা ক্রমে জীব জন্তুর সৃজনের উপযুক্ত হয়। কিন্তু উহার মধ্যের কেন্দ্র ভাগ এখনো জ্বলন্ত দ্রব্য অবস্থায় আছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

হিন্দুস্থানের সমভূমি প্রদেশ দক্ষিণ ও উত্তরায়ন সীমা মধ্যস্থ হওয়াতে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে দেশীয় লোক এত উত্তপ্ত হয় যে, চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হওত

তাহাদের শরীরকে ঐ উত্তাপ হইতে রক্ষা না করিলে কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

(২ অগ্নি রাসায়নিক উত্তাপের ফল।

কাঠ কয়লা তৈলাদি বায়ুর অম্লযানের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ বিযোগের সময় যে তেজ নির্গত হয় তাহার নামই অগ্নি, ইহাতে মনুষ্যের রন্ধনাদি ক্রিয়া সুসম্পাদিত হয়, শীত প্রধান দেশে উষ্ণ বস্ত্রের অভাবে দরিদ্র লোকেরা অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে শীতল শরীরকে উষ্ণ করে। শীত ঋতুতে এদেশেও দরিদ্র লোকেরা বস্ত্রাভাবে আগুণে শরীর উষ্ণ করে।

(৩) ব্যায়ামে আন্তরিক উত্তাপ জন্মায়।

ব্যায়ামে শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বাহিরের অধিক পরিমাণে অম্লযান বাষ্প (অক্সিজেন) রক্তের তৈল পদার্থ ও কার্ব্বন বা অঙ্গারের সঙ্গে ও শরীরে ক্ষয়প্রাপ্ত অন্যান্য দৈহিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগের সময় যে অধিক তেজ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই শরীরের ভিতর বেশ উত্তাপ জন্মায়। সেই জন্য শ্রমজীবীদের শীতঋতুতেও উষ্ণ বস্ত্রের আবশ্যক হয় না। আবার ব্যায়ামে মাংসপেশীপুষ্ট হয় বলিয়া ধনাঢ্য লোকেরও ব্যায়াদি করাবিধি।

(৪) উষ্ণকর এবং শ্রমকর আহার ও পানীয়।

অপূপ পদার্থ যথা সাগু আরারুট চাউলের আটা, গমের ময়দা ও শার্করীয় পদার্থ যথা চিনি মিশ্রি মিঠাই মোণ্ডা এবং তৈল পদার্থ যথা মাখম তৈল ঘৃত চর্ব্বি এই সকল খাদ্য শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া শরীরের আভ্যন্তরিক উষ্ণতাও বৃদ্ধি করে; এই সকলে কায়িকশ্রমো-উপযুক্ত শক্তিও বৃদ্ধি করে। সেই জন্য ইহাও শেষ শ্রেণীয়খাদ্য এবং শীত প্রধান দেশের উপযুক্ত।

(৫) উষ্ণ কর বস্ত্র পরিধান।

ইহা বাহিরের হিম শরীরে লাগিতে দেয় না এবং শরীর উষ্ণতা

বিকীরণ হইতে যা বাহির হইয়া যাইতে দেয় না বলিয়া পরিধেয় বস্ত্র ও শরীরকে বেশ উষ্ণ রাখে। ফ্লানেল্ ও পশমী কাপড় শীত-প্রধান দেশীয় লোকের পরিধানের উপযুক্ত। শন্, কার্পাস ও শিমুল তুলার বস্ত্র এ দেশের সমভূমিতে জন্মে ও তাহাতে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাই এ দেশের সমভূমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত।

(৬) বৈদ্যুতিক উত্তাপ।

বিদ্যুৎ সকল পদার্থেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে এবং কোন কোন দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে বা ঘর্ষণে জন্মান যায়। ঐ উত্তাপের সঙ্গে শরীরে ভয়ানক আঘাত অনুভব হয় বলিয়া তাহা মনুষ্যের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৪ পানীয় দ্রব্য।

জল লেমনেড্ বা সর্বৎ, জিঞ্জারেড্, সোডাওয়াটার, চা, কাফি, কোকোয়া, দুগ্ধ, ঘোল, কিসমিস, আক, খেজুর ও তালের রস, তাড়ি, সুরা ইত্যাদি সকলই মনুষ্যের পানীয় মধ্যে গণ্য। ইহার প্রত্যেকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

৩৫। জল।

সমুদয় মানবদেহে ও উহার কোন কোন অংশে এবং কয়েক প্রস্রবণে জলের যে ভাগ আছে, তাহা পার্শ্বে দেওয়াগেল।

সমুদয় শরীরে গড়ে শতকরা	...	৯০ ভাগ জল।
দুগ্ধে শতকরা	... ...	৮৯½ ভাগ ঐ
শোণিতে শতকরা	... ...	৭৯ ভাগ ঐ
মস্তিষ্কে ও মাংস পেশীতে শতকরা	...	৮০ ভাগ ঐ
অস্থিতে শতকরা	... ...	১০ ভাগ ঐ

কাজেই মানবশরীর গঠিত হওয়ার পক্ষে জল অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং উহা রক্তস্রোতে প্রবেশ করিবার জন্য বিধাতা এমন সুবিধা করিয়া

দিয়াছেন যে, অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় পাকস্থলীতে জল বিলম্বে জীর্ণ না হইয়া অন্তর্ব্বাহক্রিয়ার দ্বারা উহা একেবারে রক্তস্রোতে মিলিত হয়।

৩৬। শরীরে জলের যে সকল কার্য্য।

শরীরে জলের দ্বারা যে সকল কাজ হয় তাহা নানাবিধ ও অতি প্রয়োজনীয় যথা—দ্রবীভূত খাদ্য সমুদয় অগ্রে জলে দ্রব না হইলে তাহা শোণিতস্রোতে প্রবেশ ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া কি বাষ্পীয় উদ্ভব?

ম্যালেরিয়া শব্দটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা দুইটী লাটিন শব্দের সমষ্টিমাত্র। সেই দুইটি শব্দের অর্থ দূষিত বায়ু *। পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ অল্প বা অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ ও জৈবিক সেন্দ্রিয় (অর্গ্যানিক) পদার্থে পরিপূরিত, যথায় উদ্ভিজ্জাদি সতেজে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয় না, ম্যালেরিয়া বিষ প্রায় সেই সকল স্থানে জনিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোম নগরের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা লেন্‌সিসি জলাভূমির বিষোদ্ভব সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি বলেন জলাভূমির জৈবিক পদার্থগুলি তাপ ও আদ্র‍্যতার সাহায্যে বিয়োজিত ও বিশ্লেষিত হইলে, তাহা হইতে যে সকল বাষ্পীয় পদার্থ উদ্ভূত হয়, তৎসমুদায় হইতেই পর্য্যায় জ্বর উৎপাদিত হইয়া থাকে। লেন্‌সিসি সেই সকল বাষ্পীয় পদার্থকে জলাভূমির বাষ্প বা মার্শ মায়েস্‌মেটা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই শব্দটী অধুনা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেন না বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উৎকর্ষ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়া যে কেবল জলাভূমিতেই

* এই শব্দটী সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকলক সাহেবই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে ব্যবহার করেন। Macculloch's Malaria, p. 2.

উদ্ভূত হয়, এমত নহে, বিশুষ্ক বালুকাময় ও পার্ব্বত্য ভূমিতেও ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এক্ষণে "মার্শ মায়েস্মার পরিবর্ত্তে -ম্যালেরিয়া শব্দটী অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে সকল প্রদেশে পর্য্যায় জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তত্রত্য উদ্ভিজ্জাদির পচন ও বিযোজন হইতে যে সমস্ত বাষ্প উদ্গত হয়, অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে এমন কোন বিশেষ পদার্থ লক্ষিত হয় নাই, যাহা ম্যালেরিয়া নামে অভিহিত হইতে পারে, তবে বায়ুতে সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোন কোনটীর আধিক্য এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য পদার্থও তাঁহারা সেই সমুদয়বাষ্পে দেখিতে পাইয়াছিলেন,—যথা অঙ্গারাম্লের আধিক্য প্রতি সহস্রে ৬ হইতে ৮ পর্যন্ত, গন্ধকীভূত জলজান ফস্ফরীভূত জলজান, এ্যামোনিয়া জলজান এবং জৈবিক ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের আণবিক অবশেষ। এই সকল পদার্থ সাধারণ বায়ুতে ক্বচিৎ পাওয়া যায়; বিশেষতঃ অঙ্গারাম্লের উক্তরূপ আধিক্য বায়ুতে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। যেসকল স্থল ম্যালেরিয়াময় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তত্রত্য জলাভূমিহইতে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাতে এই সমস্ত পদার্থ থাকিতেই পারে; কিন্তু তাহাদের একএকটি স্বতন্ত্র বা সমস্ত হইতে পর্য্যায় জ্বর উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে ঐ সকল বাষ্পীয় পদার্থ ম্যালেরিয়া নহে, ম্যালেরিয়া অপর কোন প্রকৃতির পদার্থ।

ম্যালেরিয়া কি উদ্ভিজ্জ উদ্ভব?

ম্যালেরিয়া এক প্রকার উদ্ভিজ্জ বা জৈবিক পদার্থ;— এরূপ ধারণা আজিকার নহে; অতি পুরাকালে, এমন কি খৃষ্ট জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে ইহা কোন কোন চিকিৎসকের মনে স্থান পাইয়াছিল। সেই দিন হইতে চিকিৎসক মণ্ডলীর মন হইতে তাহা একেবারে অপসৃত হয় নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২৪ অব্দে বোধ হয় ভেরো সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করেন। তদবধি ক্রেশিয়াস (খঃ পূ- ৯৭), ক্যালামেলা (৫০ খৃঃ অঃ) বার্চ্চার (খৃঃ অঃ

১৬০২) ও লিনিয়স (খৃঃ অঃ ১৭৭৮) প্রভৃতি * মনীষিগণ অনুমান করিয়া আসিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া বিষের উৎপাদনের সহিত অবশ্য কোন আণবিক উদ্ভিজ্জ বা জৈবিক পদার্থের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফিলাডেলফিয়ার খ্যাতনামা মিচেল ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ক্রিপ্টোগেমস্ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জকে ম্যালেরিয়া বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। †

সল্সবেরি নামা জনৈক আমেরিকান্ চিকিৎসক ওহিয়ো ও মিসিসিপি উপকূল ভূমিতে সবিরামজ্বরের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাল্মল্ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাইযাছিলেন। সেই সমস্ত উদ্ভিদেরই নাম তিনি জেমিয়সমা অথবা ম্যালেরিয়া-লতা রাখেন। তিনি দেখেন যে, যে সকল গৃহের মৃত্তিকায় ঐরূপ উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছিল, সেইসকল গৃহে যাহারা বাস করিত, তাহারা প্রায়ই জ্বরাক্রান্ত হইত।

ডাক্তার হার্কনেস আল্লগিরিশ্রেণীর উচ্চতম শিখরস্থ তুশাররাশির উপর পাল্মলী ও তাহার অঙ্কুরক দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ বহির্দ্দেশ হইতে লালার সহিত মিশ্রিত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কখন পর্য্যায়জ্বর উৎপাদিত হইতে দেখি নাই। ইদানীং উদ্ভিজ্জ মত লইয়া আবার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ক্লেব্স ও টম্মাসি ক্রুডেলী সেই আন্দোলন বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ১৮৭৯খৃ ষ্টাব্দে রোমায় ক্যাম্পেনার মৃত্তিকা, জল ও বায়ুতে অতিসূক্ষ্ম কতকগুলি আণবিক উদ্ভিজ্জ দেখিতে পান এবং তৎসমুদয়কে 'ম্যালেরিয়া ব্যাসিলাই' নামে আখ্যাত করেন। সেই সকল পদার্থ বায়ু, আদ্রর্তা এবং ১০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেট তাপ সহযোগে সক্রিয় থাকে, সেই সময়ে তাহাদিগের চতুঃপার্শ্ব হইতে দ্রুতবেগে অঙ্কুরক নির্গত হইতে আরম্ভকরে। কিন্তু ঐ তিনটী অবস্থার মধ্যে একটী মাত্রেরও অভাব হইলে ব্যাসিলাস্ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তাহাদেরআর বৃদ্ধি হয় না।

---

* Macculloch's Malaria, p. 419. Dr. Fayrer's climate fevers of India p. 26.

† American Journal of Scienc. Jeary. 1866.

মহাত্মা ক্লেব্‌স ও ক্রুডেলী সেই উদ্ভিজ্জের চাষ করিয়া কতকগুলি সুস্থ কুক্কুরের ত্বকের নিম্নে তাহা প্রবেশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সমস্ত সারমেয়গুলিই সবিরাম জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাহাদিগের প্লীহা বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তন্মধ্যে সেই বিচিত্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে দিন তাঁহাদের এই নূতন সন্দর্শনের ফল জগতে প্রচারিত হইল, সেই দিন হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা মানবের ফুস্‌ফুসে ব্যাসিলাস দেখিতে পাইলেন। বর্ণিত আছে যে, জ্বরাক্রমণের সময় সেইরূপ উদ্ভিজ্জ পদার্থ শোণিতে প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। কোন কোন সন্দর্শক বলেন, যে যাহারা দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের অস্থি, মজ্জা, শোণিত ও প্লীহাতেও ব্যাসিলাস বা অঙ্কুরক দেখিতে পাওয়া যায়।

টৈবিঙ্কি, লাঞ্চি, মার্শিয়াফাভা ও কুরনি প্রভৃতি অনেক ফরাসি বৈজ্ঞানিক সন্দর্শন দ্বারা টমাসী ক্রুডেলীর মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দর্শন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা ম্যালেরিয়া-জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির শোণিত লইয়া কুক্কুর ও শশকের দেহে প্রবেশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সকল জন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। জ্বরের শৈত্যাবস্থায় মানবের শোণিতে ব্যাসিলাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হইবামাত্র তাহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে; তখন কেবল কতগুলি অঙ্কুরক থাকিয়া যায়। সে গুলি কালে আবার পূর্ণ পরাঙ্গপুষ্ট উৎপাদন করে।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ সেনাবিভাগে চিকিৎসক ডাক্তার ষ্টার্ণবার্গ নব অর্লেন্সের মৃত্তিকা, জল ও বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু তিনি ক্লেব্‌স ও টমাসী ক্রুডেলীর মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি জলাভূমির কর্দ্দমের উপর অতি সূক্ষ্ম এলগিজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্‌ দেখিতে পাইয়াছিলেন;— তৎসঙ্গে নানাবিধ আকৃতির ব্যাক্টিরিয়া ছিল। ক্লেব্‌স ও টমাসী ক্রুডেলী যাহাকে ব্যাসিলাস ম্যালেরিয়া বলিয়া

বর্ণন করিবাছেন, বোধ হয় তাহা ঐ সমস্ত এল্গি ও অন্যান্য সেন্দ্রিয় পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ডাক্তার ষ্টর্ণবাবা অনুমান কবেন যে ঐ সমস্ত এল্গি ও অন্যান্য সেন্দ্রিয় পদার্থের পীড়া উৎপাদন করিবাব শক্তি আছে, এবং তদ্দ্বারাই পর্য্যায় জ্বর উৎপাদিত হইয়া থাকে, —ম্যালেরিয়া ব্যাসিলাস দ্বারা নহে।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস,

কলিকাতা।

ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগ একটী আধুনিক পীড়া, পূর্ব্বকালে যে ইহা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দেশীয় চিকিৎসকেরা বিসূচিকা রোগকে ওলাউঠা বলিয় যে বর্ণনা করেন, তাহা প্রকৃতাবস্থায় এক বলিয়া বোধহযনা। কিন্তু কোন কোন ওলাউঠাগ্রস্থ রোগীর অবসন্নতা বা মুমূর্ষু অবস্থায় বিসূচিকা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। নিদানশাস্ত্রে জ্বরাতিসার নামক যে পীড়া বর্ণিত আছে তাহা কখন কখন ওলাউঠার আকার ধারণ করে, এজন্য এ রোগকে ঐ সকল গ্রন্থে জ্বরের প্রকারান্তর অঙ্গ স্থির করিয়া উহাকে যে ভিন্ন রোগ বলিয়া বর্ণনা করাহয় নাই, তাহাই অনুমিত হইতেছে ও উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

নিদান বা কারণ।

এই রোগের বীজ মৃত্তিকা হইতে সময় বিশেষ সূর্য্যের উত্তাপে উত্থিত হইয়া বায়ু, জল ও খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদিকে দূষিত করে। এই সকল বীজের আকার এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে দৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অনুবিক্ষণ যন্ত্রেও তাহা চক্ষুপথে উপলব্ধি হয় না। এজন্য সময় সময় স্থানবিশেষে রোগবীজ প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হওয়াতে ঐ রোগ ও ঐস্থানে বহুব্যাপক হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া নামক জ্বরে রোগের বীজও সময় সময়

ভূমি হইতে উত্থিত হয। এজন্য প্রায দেখাযায যেস্থানে জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব সেই স্থানে সময়ান্তরে উলাওঠা রোগ ও বহুব্যাপক হইযা পড়ে। সচরাচর বঙ্গ ভূমিতে বর্ষার অন্তে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তৎপরে কিম্বা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ওলাউঠা বহুব্যাপক হইযা পড়ে। আবার কোন কোন স্থানে যথা কলিকাতা ও ঢাকা ইত্যাদি জনাকীর্ণ নগরে ওলউঠাও জ্বর দ্বারা বারোমাসই লোককে আক্রান্ত হইতে দেখাযায়। যেসকল স্থলে ও জলে ময়লা বা দুর্গন্ধ পদার্থ থাকে, সেই সকলেই ওলাউঠার বীজাণু যথেষ্ট পোষণকারীহয এই জন্য কোন কোন পুকুর কূপ বা নদীর জলে ওলাউঠার বীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মায বলিযা সেইজল যাহারা পানকরে তাহাদের সকলেরই ওলাউঠা প্রায হইযা থাকে।

কলিকাতায যখন কলের জল ছিলনা, তখন যেমন ভযানক ওলাউঠা হইত এখন যাহারা সদ্য কলের পরিষ্কার জলপান করে, তাহাদের মধ্যে পুর্ব্বের অষ্টাংশের একঅংশ লোকের ও ঐ রোগ হইতেছেনা। যাহারা নীচ ও আর্দ্র এবং দুর্গন্ধস্থানে বাস করে, তথায ওলাউঠার বীজ যথেষ্ট থাকাতে শ্বাসের সঙ্গে তাহা ফুশফুশ ও রক্তে প্রবেশ করিযা রোগ জন্মাইয়া থাকে। সেই জন্য ঐ সকল স্থানে দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যার সময বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিযা কিছুকাল রাখিতে পারিলে লক্ষ লক্ষ ওলাউঠার বীজাণু তাহাতে পুড়িযা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয।

লক্ষণ।

এই রোগের লক্ষণ বঙ্গদেশে কাহার ও অবিদিত নাই। যথা বার বার জলবৎ ভেদ ও জলবৎ বমন অথবা একসঙ্গে ভেদ ও বমন হওয়াতে রোগী ঝটিতি দুর্ব্বল বা অবসন্ন হইযা পড়ে, তাহাতে স্বরভঙ্গ হয় চক্ষু তলিয়া যায়। এবং অনতিবিলম্বে নাড়ী দুর্ব্বল ও সূক্ষ্ম হয় অথবা একে বারে থাকে না। শরীরের রক্তের জলাংশ ভেদ ও বমনের দ্বারা নির্গত হইয়া যাওয়াতে শরীরস্থ সকল ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক জন্মায়। সর্ব্বাগ্রে প্রস্রাব, পিত্ত ও জীর্ণকারী রস ইত্যাদি সকলেরই উৎপাদন ক্রিয়া রহিত হয়।

এজন্য প্রস্রাব জন্মেনা এবং ক্ষুধা বোধ ও থাকে না। বিশেষ হইতে শরীর যথেষ্ট জল ভেদ বমির সঙ্গে বাহির হইয়া যাওয়াতে প্রচুর তৃষ্ণা হয়। এদিকের মাংস পেশীর পোষণক্রিয়া রহিত হওয়াতে শরীরের স্থানে স্থানে উহার আক্ষেপ উপস্থিত হয় বা খিলধরে। এই অবস্থায় রোগী শায়িত না থাকিলে উপবেশন বা দণ্ডায়মান অথবা বাহ্যের জন্য গমনাগমন করিলে নাড়ী আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হটাৎ স্থগিত হওয়াতে রোগী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মরণও হইতে পারে। আবার কোন কোন রোগীর নাড়ী শূন্য ও হিমাঙ্গ হইয়া দুই তিনদিন বাঁচিয়া থাকিয়া পরে তাহার মৃত্যু হইতে দেখা যায়। অন্য কোন কোন রোগীর তদবস্থা হইতে কিছু ভাল হইতে দেখাযায়। অর্থাৎ শরীর আবার উষ্ণ হইয়া উঠে এবং নাড়ীও আবার পাওয়াযায়। এইসকল রোগীর ক্রমে জ্বরভাব হইতে পারে, তাহাতে নাড়ীর বেগ হেতু ও মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য হইয়া পড়ে। তাহাতে রোগীর শিরঃপীড়া, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, প্রলাপ বা অচৈতন্য ইত্যাদি সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। আবার কোন কোন রোগীর প্রস্রাব না হওয়াতে অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু হয়। যেসকল রোগীর শরীর হীম ও নাড়ীর অভাব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভেদ বমি বারণ হওয়াতে শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে ইহাদের শরীরে স্পষ্ট-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল রোগী প্রায় বিনা ঔষধে বাঁচিয়া যায়।

রোগনিবারণ।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে পারিলে রোগ একেবারে এড়ান যায়। নচেৎ পূর্ব্বে এ রোগের যে যে কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদূর করিতে পারিলে এরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

শীতপ্রধান দেশে এই সকল কারণ অধিক ঘটিতে পারে না বলিয়া ঐ সকল দেশে এরোগের অধিক প্রাদুর্ভাব নাই। কোন স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখাগেলে তদ্দেশবাসীরা বায়ু জল ও আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিলে রোগ এড়াইতে পারে। যথা পরিষ্কার বায়ুসেবন করিবেন,

ছাকা জল সিদ্ধ করিয়া আচ্ছাদিত পাত্রে রাখিয়া শীতল হইলে পান করিবে, এবং সহজে জীর্ণ খাদ্য সামগ্রী ভাল রূপে রন্ধন করিয়া আহার করিবে। এই জন্য গলিত শুষ্ক বা লবণাক্ত অথবা চর্ব্বিযুক্ত মৎস্য ও মাংস খাইবে না। তাহা ছাড়া চিঙ্গড়ি মাছ, কাঁকড়া, শাক, সব্জি ইত্যাদি, নানাপ্রকার কড়াই ভাজা, আধসিদ্ধ ডাল ইত্যাদি গুরুপাক অনিষ্টকর সামগ্রী কিছুই আহার করিবে না। পুরাতন সরু দাদখানি বা বালাম চাউলের ভাত, এবং সিঙ্গি, কৈ বা মাগুর মৎস্যের বেঞ্জন লঙ্কা মরিচ ছাড়া রন্ধন করিয়া আহার করিবে। কিন্তু ইহাও প্রচুর পরিমাণে খাইবে না। ওলাউঠার সময় প্রত্যহ একবার করিয়া বেলের সর্ব্বৎ খাইতে পারিলেও ভাল হয়। তৃষ্ণার সময় অতিরিক্ত জলপান করাও নিষেধ। তাহাতে অনেকের সাংঘাতিক ওলাউঠারোগ জন্মে। রোগে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক জন্মিয়া অকারণে অনেকের ঐ রোগের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য প্রত্যেকে মনেতে এই রোগের চিন্তাকে স্থানদিবে না। তজ্জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ঈশ্বর সংকীর্ত্তন ইত্যাদিতে নিয়ত মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু তজ্জন্য রাত্র দেড়প্রহরের অধিক জাগরিত থাকিবে না। যে গৃহে ওলাউঠা-গ্রস্থ রোগীকে রাখা হয়, সেই গৃহের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য উহার কপাট ও জানালা ইত্যাদি দিবা রাত্র মুক্ত রাখিবে। এবং রোগীর শয্যার চতুঃপার্শ্বে কার্ব্বলিক এসিড্ নামক ঔষধ যুক্ত শিশিরের কর্ক খুলিয়া রাখিবে, কারণ ঐ ঔষধের ঘ্রাণে রোগবীজের অনিষ্টকারিতা হ্রাস পায় বলিয়া অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকের বিশ্বাস আছে। আবার ওলাউঠারোগীর পরার বস্ত্র ও বিছানা-পত্র ইত্যাদি বক্কাজলে সিদ্ধ না করিয়া সুস্থ ব্যক্তিরা ব্যবহার করিবে না। এবং রোগীর মল ও ময়লা পদার্থ পানীয় জলের পুকুরে বা কূপে ধুইবে না। কারণ তাহাতে ঐ জলও দূষিত হইয়া পড়ে। তাম্রকলঙ্ক বা জাঙ্গাল ক্ষুদ্রমাত্রায় ব্যবহারে এই রোগবীজশরীরে অনিষ্ট করিতে পারে না। এজন্য ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে ইহা অল্পমাত্রায় প্রত্যহ খাওয়া বিশেষ ফলদায়ক হয়। যথা আদরিত জাঙ্গাল, আদসের দুগ্ধের শর্করা বা সামান্য চিনির

সঙ্গে ক্রমে ক্রমে একষটী পর্য্যন্ত ভালমতে মিশাইযা একটী শিশিতে রাখিয়া দিবে। এবং প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যার সময় খালিপেটে ঐ ঔষধ মিশ্রিত শর্করা ২।৩ আঙ্গুলে যত টুকু উঠে, তাহা মুখের ভিতর দিয়া একটুকু জলদিয়া গিলিলে এ রোগের ভয় হইতে এক প্রকারনিশ্চিন্ত থাকা যায়।

রোগীর শুভাশুভ ফল।

রোগীর শরীর হিম হইলে ও নাড়ী বসিয়া গেলে তাহাকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইযা নাড়ীর প্রাবল্য ও অচৈতন্য বা শ্বাসের কৃচ্ছ্রতা হইলেও রোগীকে প্রায বাঁচান যায না। এই সকল ভিন্ন আর সকল অবস্থা হইতেই রোগীকে উচিত চিকিৎসায় বাঁচান যায়। ক্রমশঃ—

বৈদ্যমতে ওলাউঠা রোগ।

এই রোগের সম্বন্ধে বৈদ্যমতে কোন কথা বলিতে হইলে অগ্রে ইহা জানা আবশ্যক যে প্রকৃত ওলাউঠা রোগ ইতি পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল কি না? কেহ বলেন-এ রোগ ছিল, তবে এখনকার ন্যায় ইহার এত অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল না, কেহ বলেন—স্থানও সময়বিশেষে এইরোগ সাধারণকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিত, তাহাতে ইহার সম্পূর্ণই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেপারে। আবারকেহ বা বিশেষতঃ ইংরেজীশিক্ষিত আধুনিক চিকিৎসকগণ এসমস্ত কথা একবারেই স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ওলাউঠা রোগ যে সে কালেও হইত,এ কথা তাঁহারা কোনমতেই বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক, এ রোগের সম্বন্ধে এইরূপ দশজনে দশ কথা বলিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু দেখা যাউক, আমাদের বৈদ্যশাস্ত্র এরোগসম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিযাছেন। অতএব আমরা এ স্থলে বৈদ্যশাস্ত্রের মতগুলি ক্রমে পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

বৈদ্যচিকিৎসকের মধ্যে যদিও অনেকে বিসূচিকা রোগকেই ঠিক বর্ত্তমান দেশব্যাপী ওলাউঠা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে হইলে

আমরা এ কথার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী নহি। কারণ বর্ত্তমান সময়ে যেমন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই রোগে ভূরিভূরি লোককে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখাযায় অতি পূর্ব্বকালে ওলাউঠার আক্রমণ ঠিক্ যে এত গুরুতর ভাবে ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ বৈদ্যক চরক সুশ্রুত ও বাগভট্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে বিসূচিকা রোগসম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, তাহাতে অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগের ন্যায় আমাদের দেশে যে ঠিক্ এমন কোন গুরুতর রোগ ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। কেননা ওলাউঠা রোগসম্বন্ধে আমরা আজিকালি প্রত্যক্ষযেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে পূর্ব্বকালে যদি সত্য সত্যই এ রোগের এত প্রাচুর্ভাব থাকিত, তাহাহইলে আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষিগণ অবশ্যই তাঁহাদের স্বস্বগ্রন্থে জ্বরাদি অন্যান্য রোগের ন্যায়এরোগেরও বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া যাইতেন। ফলতঃ এস্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্তহইবে যে, সে কালে এ রোগেরএতাদৃশ প্রাচুর্ভাব থাকিলে ঋষিগণ কখনই এরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাদি২।১ কথায় অতি সংক্ষেপে লিখিতেন না। তবে ইহাও আমরা বলি না যে, ওলাউঠা রোগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কিছুমাত্রই উল্লেখ নাই। বৈদ্যশাস্ত্রে যে ওলাউঠা রোগের একবারেই উল্লেখ নাই, একথা বলিই বা কেমন করিয়া? কারণ বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ দূষিত জল, বায়ু, স্থান ও সময় প্রভৃতিকেই ওলাউঠারোগের বিশেষ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও চরক সংহিতার জনপদোদ্ধংসনীয় নামক অধ্যায়ে ঐরূপ জল, বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইলে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা যে গ্রাম ও নগরপ্রভৃতি একবারে উৎসন্ন যায়, এরূপ লিখিত আছে। তবে কথাটা কিছু খোলসা করিয়া লেখা নাই এই মাত্র। তদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থখানিতে লিখিত বিসূচিকারোগের পঞ্চ প্রকার উপদ্রব পাঠকরিয়া দেখিলেও ইহা যে পূর্ব্বে এদেশেহইত, তাহারসম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহাহউক, বৈদ্যমতে এইরোগের কারণ ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সম্ভবতঃ যাহারা এরোগে আক্রান্ত হয় না।

যে সমস্ত ব্যক্তি পরিমিত ভোজন করে, বিশেষতঃ যাহারা আয়ুর হিতাহিত বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ, তাহারা প্রায়ই এ রোগে আক্রান্ত হয় না।*

প্রায়শঃ যাহারা এ রোগে আক্রান্ত হয়।

কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত-কোন্ দ্রব্য বা ভক্ষণ উচিত নহে যাহাদের এ জ্ঞান নাই যাহারা কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত, বিশেষতঃ যাহারা পশুর ন্যায় সর্ব্বদা অপরিমিত ভোজন করে, প্রায় তাহারা এ রোগে আক্রান্ত হয়।*

বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের কারণ।

অতিশয় জলপান কখন অল্প কখন অধিক, কখন লঘুপাকী কখন বা গুরুপাকী দ্রব্য ভোজন, কখন সকালে কখন বা বৈকালে প্রভৃতি অসময়ে ভোজন, মলমূত্রাদির বেগ আসিলে ত্যাগ না করিয়া চাপিয়া রাখা এবং নিদ্রার ব্যতিক্রম (দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ) প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মে। এই অজীর্ণাবস্থায় সাবধান পূর্ব্বক আহারাদি না করিলে আহারের দোষে অজীর্ণ হইতেই প্রায় বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগ জন্মিয়া থাকে।(ক)

বিসূচিকা নির্ব্বাচন।

ইহার বিসূচিকা নাম কেন?

গাত্রে সূঁচ বিদ্ধ করিলে যেরূপ বেদনা জন্মে, এই রোগেও সেই প্রকার বেদনা জন্মে বলিয়া ইহার নাম বিসূচিকা।

---

*নতাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥

(ক এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতার জনপদোদ্ধ্বংসনীয় অধ্যায়ে নানাবিধ কারণে এক সময়ে বায়ু জল প্রভৃতি দূষিত হইলে গ্রাম ও নগরাদি যে পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকা এবং দেশব্যাপী জ্বর প্রভৃতি দ্বারা একবারে উৎসন্ন যায়, এরূপ লিখিত আছে। বিস্তার ভয়ে তাঁহা এখানে লিখিত হইল না। প্রয়োজন হইলে চরক সংহিতায় দেখিতে পাইবেন।

লক্ষণ।

বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগে তিনটী অবস্থা হয়, নিম্নে তিনটী অবস্থার বিষয় ক্রমে বলা যাইতেছে।

১। প্রথমাবস্থা—মূর্চ্ছা, অতীসার (পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে তরল বাহ্যে হওয়া), বমি, পিপাসা, পেটব্যথা, ভ্রম, উদ্বেষ্টন (হাত ও পায়ে খাইলধরা বা মোড়া দেওয়ার ন্যায় বোধ হওয়া) হাঁইওঠা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প এবং বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে বেদনা জন্মে। (ক)

২। দ্বিতীয়াবস্থা—এই অবস্থায় অনিদ্রা (ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া) সকল বিষয়েই বিরক্তিভাব, কম্প, প্রস্রাবরোধ এবং রোগী কখন কখন চেতনা রহিত হয়। (খ)

অসাধ্য লক্ষণ।

৩। তৃতীয়াবস্থা—দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাব (ধূম্র) বর্ণ হয়, বমি হইতে থাকে, চক্ষু বসিয়া যায়, স্বরভঙ্গ (স্বরের বিকৃতিভাব) উপস্থিত হয়, সন্ধি সমূহের শিথিলতা জন্মে এবং চৈতন্যের অল্পতা হয়, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী প্রায় বাঁচে না। (গ)

(ক) ওলাউঠা রোগের এই অবস্থা মারাত্মক নহে। এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই অবস্থায় যদি বিশেষ চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে রোগী বাঁচিয়া উঠে। চিকিৎসা কি ? তাহা পরে বলা যাইবে।

(খ) ওলাউঠায় রোগীর এই পাঁচটী লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। সুতরাং এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ঐ লক্ষণ গুলির যাহাতে আর বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। এই অবস্থার চিকিৎসা পরে বলা যাইবে।

(গ) ওলাউঠাতে প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃই রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে যাঁহারা বলেন এরূপ অবস্থাপন্ন রোগীকেও বাঁচিতে দেখা যায়, তাঁহারা যাথার্থই ঐ সমস্ত লক্ষণের সহিত রোগীর অবস্থা মিলাইয়া দেখিয়াছেন কি না, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফলতঃ রোগী ঐ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেই তাহার জীবনের আশা খুব কম করা যাইতে পারে।

মিলন বা মিমাংসা।

ওলাউঠা রোগ।

কবিরাজ সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক ভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই সংস্কার এই যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে ওলাউঠারোগ একবারেই ছিল না। ইহা একটী আধুনিক পীড়া, তবে দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে বিসূচিকা রোগকে ওলাউঠা বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার সহিত আধুনিক ওলাউঠা রোগের কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। বেশ কথা, যখন দেশ শুদ্ধ লোকেরই সংস্কার এইরূপ, তখন আমাদের সংস্কার যে ইহাপেক্ষা অন্যথা হইবে তাহা বলিনা, সুতরাং আমরাও অবশ্যই সাধারণের মতের পক্ষপাতী আছি। তবে কিনা এসম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই আমাদের মনে মনে বড়ই একটা সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য যে, সেই সন্দেহ লইয়াই আজ এস্থলে কিছু বলিতেছি।

ডাক্তার বলেন—এই রোগের বীজ সূর্য্যের উত্তাপে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইয়া জল বায়ু ও খাদ্য প্রভৃতিকে দূষিত করে, অনন্তর তাহা হইতেই মনুষ্যের ওলাউঠা জন্মে। আর কবিরাজ বলেন—আহারাদির দোষে প্রথমে অজীর্ণ জন্মে, এবং সেই অজীর্ণ হইতেই মনুষ্যের বিসূচিকা বা ওলাউঠা জন্মে। সুতরাং দেখা গেল এ অংশে অর্থাৎ এই রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার কবিরাজের মিল নাই। মিল ত হইল না, কিন্তু কথাটী নিতান্ত গোলযোগময় বা দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইল, কেন না ইহার পরেই আবার ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ওলাউঠা রোগের সময় খুব সতর্কভাবে আহারাদি করিবে অর্থাৎ গুরুপাকী অনিষ্টকর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই রোগের একমাত্র বীজই যদি রোগোৎপত্তির কারণ হইল তবে আবার আহারাদির সাবধানতা লইয়া এত পীড়াপীড়ি কেন? কাজেই আহারাদির অত সাবধানতার কথা শুনিলে মনে যেন সহসাই সেই বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত "অজীর্ণই ওলাউঠার মূল কারণ" এই পুরাতন কথাটী সহসা মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেমন হয় না

কি ? তা যা হউক, ওসব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া একটা সোজা কথা বেশ মনোযোগের সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক বল দেখি, যখন যে দেশে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সেস্থানে কোন্ শ্রেণীস্থ লোকের অধিকাংশ এ রোগে আক্রান্ত হয় ? বোধ হয় ইহার উত্তরে অনেকেই বলিবেন যে, ভদ্রলোকের অপেক্ষা অধিকাংশ ইতর লোকেই এ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইতর ভদ্র শব্দে ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও মুসলমান লইয়া আমরা এরূপ আখ্যা প্রদান করিতেছি। তবে বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণই হউন, আর মুসলমান বা চণ্ডালই হউন, যিনি সে সময়ে পবিত্র অবস্থায় থাকিয়া খুব্ সাবধানতার সহিত আহারাদি করেন, প্রায়ই তিনি এ দুরন্ত রোগের হস্তে পতিত হন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রায় দেখা যায় যে, কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে ওলাউঠা রোগ প্রবেশ করিলে সর্ব্বাগ্রে সেই পরিবারস্থ নিরীহ ঝী না হয় গো বেচারী ভৃত্যটীরই অগ্রে যমালয়ে যাইতে হয়। কিন্তু কেন এরূপ হয় ? হয় এই জন্য যে, গৃহস্থের হাঁড়ীস্থ পান্তা বা বাসী ভাতব্যঞ্জন প্রভৃতি অজীর্ণকর দ্রব্য ভিন্ন অনেক দাসদাসীর ভাগ্যে সুখে জীর্ণকর ঈষদুষ্ণ অন্নাদি ঘটিয়া উঠে না। সে যাহাহউক, এই সমস্ত কারণে অজীর্ণকেই ওলাউঠা রোগের মূল কারণ স্বীকার করিয়া বৈদ্যশাস্ত্র ভাল কি মন্দ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ আমরা কিন্তু এ বৈজ্ঞানিক গূঢ় রহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম অদ্যাপি ভেদ করিতে সমর্থ হইনাই। তবে যদি আমাদের কোন বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ পাঠক এ গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ভেদে আপনাকে সমর্থ মনে করিয়া আমাদের এই সন্দেহ দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয় কথা এই রোগের লক্ষণ লইয়া। অতএব ডাক্তার কবিরাজের মধ্যে এই রোগের লক্ষণগত কিছু মিল আছে কি না তাহা আলোচনা করা যাউক। ডাক্তার বলেন এই রোগে বার বার তরল বাহ্যে ও বমি হওয়াতে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চক্ষু বসিয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা হয় ও

মূত্ররোধ হয ইত্যাদি। আর কবিরাজ তদপেক্ষা কিছু কম বলেন না। বরং কোন কোন অংশে বেশীলক্ষণ ও বলিয়া থাকেন। সুতরাং এ অংশে যতদূর বুঝিলাম তাহাতে যে লক্ষণগত এই রোগে ডাক্তার কবিরাজের মধ্যে কিছুমাত্র অমিল আছে, তাহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। এখন জানিবার কথা এই যে, তবে কি জন্য এ রোগ পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না একথা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে? লক্ষণগত বোধ হয তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। তবে এই রোগের কারণগত প্রভেদ স্বীকারে কিছু বলিবার পথ অবশ্যই আছে। কারণ ডাক্তারগণ যেমন ওলাউঠা রোগের গৌণ ও মুখ্য এই দুইটী কারণ স্বীকার করেন, অর্থাৎ ওলাউঠার বীজকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং অজীর্ণকে উত্তেজক কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, কবিরাজী মতে কিন্তু তাহা নহে। কবিরাজী মতে চরকের জনপদধ্বংসীয় অধ্যায়ের বচন দ্বারা ঠিক্ সেইরূপ দুইটী কারণ দেখান যাইতে পারে না। সুতরাং এ রোগের উৎপত্তির উক্ত দ্বিবিধ কারণ স্থির করিয়া ডাক্তারগণ যে, কতদূর বুদ্ধিমত্তার বা বিজ্ঞানবত্তার পরিচয দিয়াছেন আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাহা অদ্যাপিও বুঝিয়া উঠিতে পারিনাই। কাজেই আপাততঃ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ও সক্ষম নহি। ক্রমশঃ—

মুষ্টিযোগ।

দ্ব্যাহিক ও ত্র্যাহিক জ্বরের ঔষধ।

১। লাল চিতার মূল, মর্ত্তমান কলার মধ্যে ভরিয়া খাইতে হইবে।

২। দধি, চিনি, ঘৃত, সমান ভাগে মিশাইয়া জ্বরের পূর্ব্বে খাইতে হইবে।

৩। * জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শুণ্টী পাতা ছেঁচিয়া দুই হাতের শিরার উপরে দিবে এবং তদুপরি দুই খানা হাঁড়িভাঙ্গা দিয়া উভয হস্ত একত্র করিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। রোগীকে রৌদ্রে রাখাই ভাল।

---

* এইরূপ চিহ্নিতগুলি পরীক্ষিত।

আধ্‌কপালে মাথাব্যথা।

১। * থানকুনিপাতা লবণের সঙ্গে পেশিয়া যে দিকে বেদনা আছে ঐ দিকে প্রলেপ দিবে।

২। ধনিয়া কর্পূরের সঙ্গে মিশাইয়া জলে রাখিবে। প্রাতে ঐ জল দিয়া নাক, মুখ ধৌত করিলে আরোগ্য হয়।

৩। যে দিকের মাথা বেদনা হইবে, সেই দিকের বাহুতে গামছা আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

শিরঃশূল।

১। কদম্বের কুঁড়ি মস্তকে মালিস করিলে আরোগ্য হয়।

২। সূর্য্য-মণিরমূল লঙ্কার সহিত পেশিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

৩। মালঞ্চপাতা ১ রতি লবণ সঙ্গে নস্য নিলে আরোগ্য হয়।

বসন্ত না হইবার ঔষধ।

১। পুনর্নবার মূল গোলমরিচসহ পেশিয়া বাসি জলসহ খাইবে। এক বৎসরে বসন্ত হইবে না।

২। কণ্টকারিরমূল, গোলমরিচের সহিত পেশিয়া খাইলে। কখনও বসন্ত হয় না।

আমাশায়।

১। আফুলা মানকচুর শিকড়, ঘোলের সহিত পেশিয়া এক পোয়া করিয়া তিন দিন খাইলে ব্যারাম আরোগ্য হয়।

২। দাড়িম্বের কচিপাতা, তেঁতুলের কচিপাতা, জামের কচিপাতা, প্রত্যেক এক তোলা, দাড়িম্বের কলি একটী, জিরা চারি আনি এই সমস্ত দ্রব্য ভালরূপ পেশন করতঃ আদপোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে ব্যারাম আরোগ্য হয়।

৩। * ভালধুপ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে চিনির সঙ্গে সমান-ভাগে লইয়া খাইতে হইবে। ২।৩ দিন খাইলে আরোগ্য হয়। ধুপ ও চিনির পরিমাণ এক তোলা হওয়া চাই।

৪। কুড়চির ছাল, দাড়িমের ছাল, সাচিশাক, পুরাতন আমড়া, প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা নিবে। অর্দ্ধসের জল দিয়া পাক করিয়া, আদপোয়া থাকিতে নামাইবে। প্রাতে ও বৈকালে, মধুর সহিত এক ছটাক পরিমাণে খাইতে হইবে। আমরক্ত ভাল হয়।

৫। ধনিয়া দেড়সের, আড়াই সের জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন আতপ চাউল ও মিশ্রী এক ছটাক ঐ জলের সঙ্গে জ্বাল দিবে মণ্ডেরমত হইলে এক ছটাক ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া, রোগী যখনই খেতে চাহিবে, তখন খেতে দিবে।

৬। ধাইফুল, বৃহতির শিকড়, পাকা ডালিমের ছাল সমভাগে, আতপ চাউলের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। জলের সঙ্গে দশ রতি প্রমাণ বটি সেব্য।

৭। শ্বেতধুপ চারি আনা, সোহাগার খৈ চারি আনা, ভাদালিয়ার মূল চূর্ণ দুই আনা, পরিষ্কার চিনি দুই আনা, একত্র করিয়া মটর পরিমাণ বটি তৈয়ার করিবে। থানকুনির রস লোহা দাগ করিয়া, আহারের এক ঘটা পূর্ব্বে রাত্রিতে খাইবে। কুট, মটর, মুগ, মৎস্য আহার নিষেধ। দুগ্ধ খাইতে পারিবে।

৮। একটি বাতাবিলেবুর রসে এক ছটাক চিনি মিশাইয়া, রোগীকে খাওয়াইলে আরাম হয়।

৯। কৃষ্ণাতুলসী ও আদা পেষিয়া, তিনটি বটী দিনে তিনবার খাওয়াইবে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

১০। ডালিমের খোসা চূর্ণ ও জিরা সমভাগে খাইলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

১১। পুরাতন গুড়, আমের শাঁস, পাটনাই ভাঙ্গ বা সিদ্ধি প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা নিবে। পরে ইহা দ্বারা দশটী বটি প্রস্তুত করিবে। জল দ্বারা প্রতি দিন তিনটী খাইবে।

১২। জাঙ্গিহরিতকী ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবেক; ইহার সঙ্গে সমভাগে মিশ্রী একত্র করিবে। বালক হইলে দুই আনা। অধিক

বয়স্ক হইলে চারি আনা হিসাবে দিনে তিনবার খাইবে। রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। জ্বর থাকিলে খাইতে নিষেধ।

১৪। কুলের সাতটী কচিপাতা, আদা ও ঐ পরিমাণে নিয়া একটুক লবণের সঙ্গে ভাল করিয়া পেষিতে হইবে। গরমজলের সঙ্গে তিন চারি দিন খাইলে আরোগ্য হয়।

১৫। থানকুনির পাতার রস পাথরে রাখিয়া একটা জায়ফল কতক পরিমাণে ঘসিবে, তাহাতে অল্প আফিং মিশ্রিত করিয়া নাভীর চারি দিকে প্রলেপ দিবে। ২। ৩ বার দিলেই পেটব্যথা দূর হয়। আমাশয় বা আমরক্তে পেটকামড়ানির পক্ষে এই প্রলেপটী বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চি, স, স।

দাঁতের বেদনা ও ঘা'র ঔষধ।

১। বকুল ছাল, ছাতিমান ছাল ও হরিতকী একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে। ঐ জল দিয়া কুল্লি করিবে।

২। তামাক চূর্ণ, গোলমরিচ চূর্ণ, লালমাটী চূর্ণ, পোড়ান কুচিলা ফলের চূর্ণ, সমভাগে একত্র করিয়া দিনে তিনবার দন্তমর্দ্দন করিবে। ঘা দূর হয় ও মাড়ী শক্ত হয়।

৩। শ্বেতজবা ফুল ও আবন্দ গাছের মূল একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্তমূলে দিবে।

ক্রমশঃ—

১২৯২ সাল
১২।২ হলওয়েল লেন
কলিকাতা।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরকুমার গুপ্ত।

উদ্ধৃত মুষ্টিযোগ।

১। আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন—

অর্শের মহৌষধ। একটা ইন্দুর ধরিয়া মস্তকটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঐ মরা ইন্দুরের মাংস নেকড়ায় পুটলি করিয়া আগুণে গরম করিয়া পুটলির তাং ২। ৩ দিন মলদ্বারে দিলে বেদনা থাকিবে না ও বলি ইয়া ।৯৯আরোগ্য হইবে।

২। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন—

স্ফোটকের ঔষধ—কচি পুঁই পাতার সম্মুখের পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘৃত মাখাইয়া তাহা আগুণে গরম করিয়া দুই ঘণ্টান্তর স্ফোটকের উপর লাগাইয়া দিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যাইবে। এবং সমস্ত পূয নির্গত হইয়া অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

৩। শিল্প ও কৃষি পত্রিকা বলেন—

গরুর স্তনে ঘা।

স্তন অল্প অল্প ফাটিলে জল দিয়া ধুইয়া কেবল মাখন একটু লাগাইয়া দিলেই ভাল হইয়া যাইতে পারে। অধিক ফাটিয়া ঘা হইলে, পুঁজ হইলে বিশেষ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা উচিত। অনেক সময় এই ঘাব সূত্রপাতে ক্রমে জ্বর হইয়া গোরু মরিয়াও যায়। অধিক ফাটিলে এবং ঘা হইলে অর্থাৎ বাঁটে মানুষে হাত দিতে কিম্বা বাছুরে মুখ দিতে গোরু অস্থির হইলে ধীরে ধীরে শীতল জলে দিবসে দুইচারি বার বাঁট ধুইয়া মুছিয়া দেওয়া উচিত। সে সময় দুধ দোহা বন্ধ করাই কর্ত্তব্য। বাঁট ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া পরে এই মলমটি বাঁটে মাখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

১। মোম	...	...	এক ছটাক
২। উত্তম পরিষ্কার ঘৃত		...	আদ পোয়া
৩। সফেদা	...	...	দুই আনা

প্রথমতঃ মোম এবং ঘৃত পৃথক পৃথক পাত্রে গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া পরে সফেদা ও কটকারি চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিতে হইবে। ধাতু পাত্রে না রাখিয়া মাটির পাত্রে মলম রাখা উচিত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপরোক্ত তিনটী ঔষধের মধ্যে প্রথম দুইটী ঔষধ আমাদের বিশেষ-পরীক্ষিত। আশাকরি, পাঠকগণও ইহার পরীক্ষা ও আমাদিগকে ফলাফল জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন। আর পাঠকের মধ্যে যদি কাহারও কোন দৃষ্টফল অথচ সহজলভ্য মুষ্টিযোগ ঔষধের বিষয় জানা থাকে,

তবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা এই পত্রিকাতে মুদ্রিত করিব।

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

কি ইতর, কি ভদ্র, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, আমাদের দেশীয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, "অমুক কবিরাজের এতদূর নাড়ীজ্ঞান ছিল—তিনি রোগীর হাতধরিয়া ছয়মাস পূর্ব্বে মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। অমুক স্থানস্থ অমুক সেনের নাকি সহজ ব্যক্তির নাড়ী দেখিয়া মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে বলিবার শক্তি ছিল। অধিক কি, আমরা ইহাপর্য্যন্তও শুনিয়াছি যে, কোন সুস্থকায় বলিষ্ঠব্যক্তি, এক দিন নাকি একজন বহুদর্শী বিচক্ষণ কবিরাজকে রহস্যভাবে হাত দেখাইয়া বলেন যে, কবিরাজ মহাশয়, বলুন দেখি আমার মৃত্যুর আর কতদিন বাকী আছে? ইহাতে কবিরাজ সেই ব্যক্তির হাতধরিয়া বলেন যে, তোমার মৃত্যুর আর ৬ দণ্ড কালমাত্র বাকী আছে। ইহাতে সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তথা হইতে গমন করে এবং ঠিক্ সেই ৬ দণ্ডের মধ্যেই সে প্রাণত্যাগ করিয়া ছিল ইত্যাদি"। আমাদের দেশের যেখানে সেখানে অধিকাংশ লোকের মুখেই এইরূপ রাশি রাশি গল্প শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, মাথাপেট হইতে পড়িয়া পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য গল্পই কেবল শুনিয়া আসিতেছি। সকলেই বলেন অমুক কবিরাজের এইরূপ অসাধারণ শক্তি ছিল, ইহা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একথা এপর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না বা কেহ বলিলেন না যে, অমুক স্থানে অমুক কবিরাজের উক্তরূপ শক্তি এখনও আছে ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ভূতপূর্ব্ব কবিরাজদিগের এইরূপ অসাধারণ শক্তি বিষয়ক গল্পের কথা যে আমরা কতই শুনিতে পাই, তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের মধ্যে সকলেই বেশ অবগত

আছেন। এখন কথা এই যে, এইরূপ জনরব সম্পূর্ণ সত্য কি একেবারেই মিথ্যা? বলা বাহুল্য যে, উক্ত জনরবের সত্যাসত্য প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের চরম লক্ষ্য।

আমাদের বৈদ্যশাস্ত্র মতে মৃত্যু পরীক্ষার কেবল মৃত্যু পরীক্ষা বলিয়া কেন, সাধারণ রোগমাত্রেই পরীক্ষার জন্য যেরূপ কার্যদাকরণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমুদায়ের সহিত আধুনিক কবিরাজ মহাশয় গণ যে প্রণালীতে রোগ বা মৃত্যু পরীক্ষা করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের পরীক্ষা, পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। কেন যে পারে না, অবশ্যই তাহা ক্রমে বলিতেছি।

ইহা বোধ হয় সচক্ষে সকলেই দেখিতে পান যে, বর্ত্তমান সময়ের কি ডাক্তার বা কি কবিরাজ যাঁহার নিকটেই হউক, রোগ পরীক্ষার জন্যই বল, আর মৃত্যু পরীক্ষার জন্যই বল, পরীক্ষার্থী হইয়া তাঁহাদের নিকট যাওয়া মাত্রেই অমনি কেহ একবার নাড়ীটী টিপিয়া, কেহ বা থার্ম্মমিটারটী বগলে ভরিয়া দিয়া, কেহ বা না হয় বুকে একবার চোঙটী লাগাইয়া তৎক্ষণাৎ রোগনির্ব্বাচন ও ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করেন। বেচারীর ভাগ্যে থাকিল ত ঔষধে কিছু উপকার দর্শিল, নচেৎ সেই পর্য্যন্ত। তবে চিকিৎসকমাত্রেই যে এশ্রেণীস্থ একথা আমরা বলিনা অবশ্য ডাক্তার কবিরাজের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বেশ ধীরভাবে রোগীর অবস্থা আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া তবে তাহার চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেইরূপ চিকিৎসক বর্ত্তমান কালে খুব কমই। কেননা পোড়া উপার্জ্জনস্পৃহা চিকিৎসককে বিশেষতঃ একটু পসারবান্ চিকিৎসককে এতই শশব্যস্ত করিয়া তোলে যে, রোগীর আদ্যোপান্ত অবস্থা বিবেচনা করা দূরে থাকুক, রোগী যদি চিকিৎসকের দেবমূর্ত্তি সাক্ষাৎ মাত্রেই অমনি তাঁহার চরণপ্রান্তে ২।১০ টাকা রাখিয়া প্রণাম করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা বড়ই সুখী হন, ব্যস্ততাসম্বন্ধে ডাক্তার কবিরাজ উভয়েই দোষী হইলেও আমাদের বিবেচনায় কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারের ব্যস্ততা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের এই ব্যস্ততা দোষে কত হতভাগ্য রোগীর

সময় বিশেষ যে কত দুর্দ্দশা ঘটে তাহা বলা যায় না। আমরা না পারিয়া সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে জনৈক ইয়ুরোপীয় ডাক্তারের একটী ভয়ানক ব্যস্ততার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। পাঠকগণ দেখুন, ব্যস্ততার জন্য রোগীর কতদূর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তটী এই——

এই কলিকাতা সহরে কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে জনৈক সাহেব ডাক্তার প্রত্যহ সমাগত রোগীদিগকে দেখিয়া ঔষধাদি প্রদান করিতেন। ডাক্তার সাহেবের বড় পসার কাজেই খুব সকালে উঠিয়াই তাহাকে বাহিরের রোগীদিগকে দেখিতে যাইতে হইত। কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলেও বেতনভোগী বলিয়া ঠিক্ সময়মত অর্থাৎ সকালে ৭টা৷৮টার সময় চিকিৎসালয়ে না পৌছিলেও চলিত না, সুতরাং চিকিৎসালয়ে আসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইতে হইবেক, এই ভাবিয়া এক শত দুই শত বা তিন শত যতই কেন রোগী সেখানে না থাক সেই নির্দ্দিষ্ট ১ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে রোগী দেখিতে হইত। একদিন সকালে উঠিয়াই অবশ্য অধিক অর্থের লোভে ডাক্তার সাহেবকে কিছু অধিক দূরে যাইতে হইয়াছিল, সুতরাং সেখান হইতে চিকিসালয়ে ফিরিয়া আসিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু অতীত হইয়া যায়। ডাক্তার আসিয়া দেখেন, রোগী দ্বারা গৃহটী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আসিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিয়া রোগী দেখিতে আরম্ভ করিলেন। চাপরাসী প্রথমে একটী রোগীকে লইয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিল। ডাক্তার—তোমারা নাম ক্যা হ্যায়? রোগী—আমার নাম গোপী।(অমনি নামটী খাতায় লিখিতে লিখিতে)ডাং-ক্যা বেমার হ্যায়? রো-জ্বর হয়েছে, ডাং ক্যাষ্টর অয়েল সমৃজায় দেও। তৎপরে দ্বিতীয় রোগীর প্রতি, ডাং—তোমারা নাম ক্যা হ্যায়? রো—আমার নাম তিতু। ডাং (অমনি খাতায় নাম লিখিতে লিখিতে) তোমারা ক্যা বেমার হ্যায়? রো-মোর পাটে ব্যাদনা হয়েছে,ডাং চীরাঁর ক্যানাবিস্ সমৃজায় দেও। এইরূপে নিমেষ মধ্যে রাশি রাশি রোগী দেখা শেষ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর এক জনকে লইয়া ধরিল, ডাং-তোমারা নাম ক্যা হ্যায়? রো-আমার নাম বিশ্বনাথ ডাং-(নামটী অধিক অক্ষরযুক্ত হওয়াতে অধিক লিখিতে হইবে

বলিয়া সরোষে) চোপ্ শালে, তোমারা নাম কি ? রো-আজ্ঞে হাঁ আমার নাম বিশু ডাং-(নাম লিখিতে লিখিতে)অমুক কাওয়া সমজায় দেও। তাহার পর আর এক জনকে লইয়া আসিল। ডাং-তোমারা নাম ক্যা হ্যায় ? রো-(খুব্ সভয়ে পদ্মলোচনের স্থলে) আমার নাম পদ্ম। ডাং-(নাম লিখিতে লিখিতে) ক্যা বেমার হ্যায় ? রো-(খুব্ ক্ষীণস্বরে)আমার পীলে জ্বর হয়েছে বাবা। ডাং-লেজাও। তৎক্ষণাৎ আর এক জনকে লইয়া আসিল। ডাং-তোমারা নাম ক্যা হ্যায় ? রো-(তদ্রূপ সভয়ে গোলকচাঁদের স্থলে)আমার নাম গোলক। ডাং—ক্যা বেমার হ্যায় ? রো-দাঁতের অসুখে অস্থির হওয়াতে করুণস্বরে) আমার দাঁতের বেমার হয়েছে। ডাং—ইস্কো বয়ঠায় রোখ। ইত্যবসরে বহুসংখ্যক রোগীর ভিড়ে চাপরাসী তাড়াতাড়ি ঠিক্ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বের পীলের রোগীটিকে লইয়া বসাইয়া রাখিল এবং দাঁতের রোগীকে কম্পাউণ্ডার নিকটে লইয়া পীলের রোগী মনে করিয়া তাহার পেটে একটী ঔষধের লেপ দেওয়ান হইল। এইরূপে এক ঘটার মধ্যে সমস্ত রোগী দেখা শেষ হইল। ডাক্তার শশব্যস্তে উঠিয়া সেই গো বেচারী পীলেরোগীর নিকট গিয়াই চলিলেন তোম হাঁ কর। রোগী হাঁ করিল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ দন্ত উৎপাটক সাঁড়াশী দ্বারা সজোরে রোগীর একটী দাঁত উঠাইয়া ফেলিলেন। বেচারী একেই দুরন্ত পীলে জ্বরে বহুদিন হইতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহাতে আবার কাঁচা দাঁত তোলাতে তাহার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছিল, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। বস্তুতঃ চিকিৎসকের এইরূপ ব্যস্ততা জন্য যে, সময় সময় কত "উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়া" গোছের অনিষ্ট ঘটে. তাহা আর বলিবার নহে।

এই গল্পটী সম্পূর্ণ সত্যমূলক কিনা যদিও আমরা তাহা ঠিক জানি না। তথাপি বিষয়টী অতিরঞ্জিত হইলেও স্থূলতঃ বিবেচনা করিলে একপ গল্প অধিক আশ্চর্য্য বা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তটী কেবল এলোপ্যাথি ডাক্তারের উপর দিয়া বলাতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ যেন ইহাকে সম্প্রদায়িক দোষারোপ মনে না করেন। কেননা সকল

মত পসার থাকিলে ডাক্তার বা কবিরাজ প্রায় সকলেই এ দোষে সম্পূর্ণ দোষী।

সে যাহাহউক, রোগপরীক্ষা বা মৃত্যুরপরীক্ষার জন্য আমাদের বৈদ্য-শাস্ত্রে যেসকল উপায নির্দ্দিষ্ট আছে, পাঠকগণ দেখুন, তাহার তুলনাতে এখনকার কবিরাজ মহাশয়দিগের বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রোগনির্ব্বাচনে সমর্থ কিনা? আর এক কথা এই যে, কবিরাজ মহাশয়দিগের শিক্ষার অভাবে তাঁহারা দস্তুরমত পরীক্ষাদি করেন না বলিয়া আধুনিক সকল সম্প্রদায়েরই বিশ্বাস যে, বৈদ্যমতে এক নাড়ীটেপা ভিন্ন রোগ বা মৃত্যুজ্ঞানের অন্য কোন উপায়ই নাই। অবশ্য ভিতরকার খবর না রাখিয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, বৈদ্যমতে নাড়ী টেপা ত আছেই, তদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অদ্যাপিও কোন দেশে কোন চিকিৎসক দ্বারা তত সূক্ষ্মরূপে আবিস্কৃত হইয়াছে কি না তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। সেই সমস্ত বিষয় এই—

ইহ খলু বর্ণশ্চ স্বরশ্চ গন্ধশ্চ রসশ্চ স্পর্শশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ ঘ্রাণশ্চ রসঞ্চ স্পর্শনঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ভক্তিশ্চ শৌচঞ্চ শীলঞ্চাচারশ্চ স্মৃতিশ্চাকৃতিশ্চবলঞ্চ গ্লানিশ্চ তন্দ্রা চারম্ভশ্চ গৌরবঞ্চ লাঘবঞ্চ আহারশ্চাহারপরিণামশ্চোপায়শ্চাপায়শ্চ ব্যাধিশ্চ ব্যাধিপূর্ব্বরূপঞ্চ বেদনাশ্চোপদ্রবাশ্চ ছায়া চ প্রতিছায়া চ স্বপ্নদর্শনঞ্চ দূতাধিকারশ্চ পথি চৌৎপত্তিকঞ্চাতুরকুলে ভাবাবস্থান্তরাণি চ ভেষজসংবৃত্তিশ্চ ভেষজবিকারযুক্তিশ্চেতি পরীক্ষ্যাণি প্রত্যক্ষানুমানোপদেশৈরায়ুষঃ প্রমাণবিশেষং জিজ্ঞাসমানেন ভিষজা।

অর্থাৎ যে চিকিৎসক আয়ুর (জীবিত কালের) পরিমাণ বিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপদেশ এই তিনটী প্রমাণের যথাসম্ভব প্রমাণ দ্বারা রোগীর বর্ণ, স্বর, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চর্ম্ম, সত্ত্বাদিগুণ, ভক্তি, অভ্যাস, শৌচ, আচার, স্মৃতি বা স্মরণশক্তি, আকৃতি বা অবয়ব, বল, গ্লানি, তন্দ্রা, কর্ম্ম শারীরিক গুরুতা ও লঘুতা, আহার, আহারের পরিণাম, উপায়, অপায়, ব্যাধির

সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র।

পূর্ব্বরূপ, বেদনা বা যাতনা, রোগের উপদ্রব, ছায়া. প্রতিছায়া, স্বপ্নদর্শন, দূতাধিকার, গমন সময়ে পথে উৎপাত দর্শন, রোগীর গৃহের অবস্থা, ঔষধের সংবৃত্তি ও ঔষধের বিকারের যুক্তি এই সমুদায় নিঃসন্দেহরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহা ছাড়া নাড়ী পরীক্ষা ত আছেই। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিলেন ত রোগ বা মৃত্যুপরীক্ষার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পথ সকল আমাদের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে কত সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে, কয়জন কবিরাজ এসব সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান লইয়া চিকিৎসাকার্য্যে হস্তার্পণ করেন? করেন না বলিয়াই আজ কবিরাজ সম্প্রদায় বিদেশীয় কর্ত্তৃক পদদলিত এবং দেশীয় লোকের নিকটেও পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছেন। জানিনা ঈশ্বর কত দিনে কবিরাজ সম্প্রদায়কে এ দুর্নামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন? জানিনা কবিরাজগণই বা আর কতদিন এ গঞ্জনার ভাগী হইয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবেন?

ক্রমশঃ—

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ—

১ম। এলোপ্যাথিমতে।

৮। ৯ বৎসরের একটী বালকের প্রথমতঃ সর্দ্দিভাব হইয়া মুখটী অল্প ফুলিয়া উঠে। তাহার পর ক্রমে সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার ফুলা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে,সে তাহার চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিত না এবং কোষদ্বয়ের ফুলা দেখিয়া ভয় হইত। পরিশেষে এই ফুলার সঙ্গে আরও সর্দ্দির বৃদ্ধি হইয়া অর্থাৎ নাক মুখ দিয়া জলস্রাব হইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে জ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ সেই সময়ে এই রোগীর প্রস্রাব দিবারাত্রে ২। ৩বারে অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ হইত। এ অবস্থায় প্রথমতঃএলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন উপশম না হওয়াতে স্থানীয় একজন কবিরাজকে দেখান হয়, শুনিলাম তিনি নাকি লবণ জল বন্ধ করিয়া কেবল দুধ ও মানমণ্ড আহার দিয়া

স্বর্ণপর্পটী প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ঔষধ ২৩ দিন খাইয়া বালকটীর জল পিপাসা ও গাত্রদাহের এত অধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, সে আর কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারে নাই এবং তাহার রাত্রে নিদ্রাও কিছুমাত্র হইত না। ইহাতে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে ডাবের জল খাইতে পরামর্শ দেন কিন্তু তাহার অভিভাবক সাহস করিয়া তাহা দেন নাই।

যাহা হউক, এই অবস্থাতে সেই রোগীর চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়ে। আমি এই অবস্থায় রোগীকে দেখিয়া তাহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রস্রাবে অত্যন্ত য্যাল্‌বিউমেন আছে। ইহাতে সেই প্রস্রাব-জনিতই উক্ত সমস্ত উপদ্রব মনে করিয়া আমি তাহাকে প্রথমতঃ টিংচার ডিজিটেলিস্‌ ৫ পাঁচ ফোঁটা, সাল্‌ফিউরিক্ ঈথার ১০ ফোঁটা, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগনিশিয়া অর্দ্ধড্রাম্‌, সকাস্‌ স্কোপ্‌ ১০ ফোঁটা ও ভাইনম্‌ এণ্টিমনি দেড় ফোঁটা এই সমস্ত ঔষধ একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিই। এই ঔষধ দুই তিন দিবস সেবন করাতে তাহার ক্রমে ক্রমে দাস্ত ও প্রস্রাব পরিষ্কার হইতে লাগিল। এবং জ্বরের ও ক্রমে শান্তি হইয়া আসিল। বলা বাহুল্য যে ফুলারও ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। এইরূপে দুই সপ্তাহ ঔষধ নিয়মিত সেবন করাতেই তাহার পীড়ার সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া আসিল। যদিও এখনও পর্য্যন্ত তাহার বলের জন্য অন্যান্য ঔষধ দেওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মূল পীড়ার আর কিছুই নাই। আমি ঐসময়ে আহারের জন্য তাহাকে দুগ্ধ ও রুটী দিয়াছিলাম।

শ্রীহীরালাল দাস এল, এম্‌, এস্‌,

কলিকাতা

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার বাবু লিখিয়াছেন যে, স্থানীয় একজন উপযুক্ত কবিরাজ এ বালকের চিকিৎসার ভার লন্‌। এই কথাতে আমাদের সেই কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। অথবা বক্তব্য আর অধিক কিছুই নাই, কেবল

এই মাত্র বলিতে চাহি যে, কবিরাজ মহাশয় কোন্ জ্ঞানে এই রোগীর পক্ষে স্বর্ণপর্প টীর ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন ? কেননা তাঁহার ইহা কি জানা নাই যে, একমাত্র পেটের দোষ ভিন্ন অন্য কোন শোথরোগেই পর্প টী ব্যবহৃত হইতে পাবে না। ফলতঃ কবিরাজ মহাশয়ের উচিত ছিল যে, এরূপস্থলে পর্প টী না দিয়া শোথনাশ পাঁচন ও মলমূত্রকারক ঔষধদিয়া রোগীর চিকিৎসা করা। বলা বাহুল্য যে, তাহা হইলে বেশ উপকার দর্শিত। আশা করি কবিরাজ মহাশয়গণ পর্প টীর ব্যবহারে সতর্ক হইবেন।

---

২ য় বৈদ্যমতে।

কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাবু নবীনচন্দ্র দে (যিনি পাটনা কলেজের আইন অধ্যাপক) নামক জনৈক ৪২ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির গত বৎসর গ্রীষ্মকাল হইতে সর্ব্বশরীরের জ্বালা ও শিড় শিড় করা রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগের সূত্রপাতে প্রথমত স্থানীয় বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ অনেকেই এই ব্যক্তির শরীরস্থ রক্ত দূষিত হইয়াছে, এই মনে করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ডাক্তারগণ কি কি ঔষধ দিয়া ছিলেন, যদিও তাহা জানিনা, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, কবিরাজ মহাশয়েরা সকলেই রোগীর রক্তদোষ মনে করিয়া তাঁহাকে কন্দর্পসার তৈল ও রক্তশোধক নানা প্রকার ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার আহারের জন্য মৎস্য মাংসাদি একবারে নিষেধ করিয়া দিয়া আতপ চাউলের ভাত ও ঘৃতসৈন্ধবেরদ্বারা ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতে দিয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত চিকিৎসাতে রোগীকে রাখা হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার না দর্শিয়া বরং দিন দিন রোগীর রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যাহা হউক, এই অবস্থাতে আমি তাঁহার চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হই। আমি তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার আদ্যোপান্ত অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম যে, তাঁহার রোগের কারণ দূষিত রক্ত কখনই নহে অর্থাৎ ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা রক্তেরদোষ বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন আমার তাহা বোধ হইল না। পরন্তু আমি এই রোগকে একরকম বাতরোগ

স্থির করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। যাহাহউক আমি এই রোগীকে প্রথমতঃ একটী পাঁচন, তিক্তবটী ও বৃহদ, ঘৃতচিন্তামণি ঔষধ এবং মহামাষ তৈল ব্যবহার করিতে দিই। বড় সন্তোষের কথা এই যে, ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা যে রোগের কিছুমাত্র উপকার দর্শে নাই, পরন্তু উক্ত রোগ বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল, সেইস্থলে উপরোক্ত তৈল ঔষধাদি একমাস ব্যবহার করিয়াই রোগীর অনেক উপকার দর্শিয়াছে, যদিও এখন পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি এখন অনেক ভাল আছেন।

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রী—

৩ য়। হোমিওপ্যাথিকমতে।

ঠিক্ লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে যে, অতি সত্বর ও অতি সহজে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, ইহাই দেখান আমার এই বিবরণের উদ্দেশ্য; আর যাঁহাদের বিশ্বাস যে কেবল ওলাউঠা ভিন্ন অন্য পীড়াতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তত ফলপ্রদ নহে, তাঁহাদিগের ভ্রম অপনোদন করাও আমার আর এক উদ্দেশ্য বটে। এভিন্ন ইহাতে কিছুই নূতনত্ব নাই।

বিগত ২৮শে ও ২৯শে মাঘ সরস্বতীপূজার উপলক্ষে আহারের কিছু অত্যাচার করা হয়। পূর্ব্ব হইতে আমার কিছু অজীর্ণরোগও আছে। ৩০শে মাঘ প্রাতঃকালে অল্প একটু বাহ্য হইয়া পেটের মধ্যে বেদনা করিতে আরম্ভ করিল। শয্যা পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে পাকাশয় মোচড়াইয়া বেদনা আসিতে লাগিল। অপরিপাকের জন্য এই বেদনা হইয়াছে বুঝিয়া নক্সভমিকা (৩০) একমাত্রা সেবন করিলাম কিন্তু তাহাতে উপকার পাইলাম না। অতি শীঘ্র শীঘ্র ঐ বেদনা বাড়িয়া উঠিল, একবার শয্যা ছাড়িয়া ছুটিয়া দৌড় মারি, আবার আসিয়া শয়ন করি, আরবার উঠিয়া বসি, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাইলাম না। অত্যন্ত অস্থিরতা এই লক্ষণ ধরিয়া ক্যামোমিলা (১২) সেবন করিলাম কিন্তু কিছুমাত্র উপকার পাইলাম না। তখন দেখিতে দেখিতে বেদনা এত অসহ্য হইয়া উঠিল যে, আমি বাহ্য

জ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল অনবরত চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার বাসার ভদ্রলোক গুলি অতি সহৃদয়, তাঁহারা আমার কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কষ্টযুক্ত হইলেন। আমি যেরূপ ছটফট করিতেছি তাহাতে কোন স্থানে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হই, তাঁহারা তাহাই সতর্ক হইয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। মুখ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া আসিল পুনঃ পুনঃ জলপানেও পিপাসার শান্তি হইল না। উক্ত বন্ধুগণ ব্যাকুল হইয়া একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ডাকা সংকল্প করিলেন। আমার যন্ত্রণা ক্রমে এত অধিক হইয়া উঠিল ও তাহাতে এত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম যে কাহাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ, কাহাকে দারুণ চপেটাঘাত এবং কাহাকে বা ধরিয়া ক্রোড়মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলাম, কখন শুই, কখন বসি, কখন পেটের উপর বালিশ ঠাশিয়া ধরি, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি নাই বন্ধুগণ আমার পেটে তৈল-জল মালিশ করিয়া দিতে লাগিলেন, ক্রমে পেট ফাঁপিয়া উঠিল, পাকাশয় বল্ বল শব্দ হইতে লাগিল, তখন উদর স্পর্শাসহ হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া আর বাঁচিব না বলিয়া চীৎকার ও রোদন করিতে লাগিলাম। সকলে আমাকে ধরিয়া রাখিলেন, অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর মনে করিলাম। শুনিলাম আমার চক্ষু তখন স্ফীত হইয়া কোটর হইতে যেন ছুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে চেহারা দেখিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইলেন। সেই সময়ে অনেক চেষ্টায় বুঝিতে পারিলাম নত হইয়া (ধনুকের মত) থাকিলে কিছু স্বস্তি বোধ হয়। ইহাই ইহার বিশেষ লক্ষণ স্থির করিয়া তখনই কলোসিন্থিস্ নামক মহৌষধকে আমার মনে পড়িল, যন্ত্রণার মধ্যে বার-কয়েক কলোসিন্থিস্, কলোসিন্থিস্ বলিয়া চীৎকার করিলাম, বন্ধুবর্গ তাহা প্রলাপ মনে করিয়া তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। যিনি ডাক্তার আনিতে গিয়াছিলেন তিনি একজন হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র; ডাক্তার না পাওয়ায় তাঁহার বাক্স হইতে কলোসিন্থিস্ নামক ঔষধটী লইয়া আসিলেন তাঁহার কাছে আমার অভিপ্রেত ঔষধ দেখিয়া আমার মনে একটু ভরসা হইল। আশ্চর্য্যের কথা কি কহিব? উক্ত ঔষধের এক ফোঁটা

সেবন মাত্রেই যেন অগ্নিতে জল ঢালিয়া দিল—এত যে যন্ত্রণা—এত যে ছট ফটানি সবই অন্তর্হিত হইল। দশমিনিট মধ্যে বেদনার লেশমাত্রও রহিল না। ইহারই মধ্যে আমি তিনমাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম সত্য কিন্তু সে কেবল আমার ব্যস্ততায়। আমার বিশ্বাস যে এক মাত্রা ঔষধ দ্বারাই আরোগ্যলাভ হইত। সে দিবস লঘু পথ্য করা উচিত বিবেচনায় সরু চাউলের অন্নে জল ঢালিয়া দিয়া অন্ন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া চট্‌কাইয়া উত্তম চিনি সহযোগে আহার করিলাম।

কিছু সময় পরেই গাত্র বেদনা বৃদ্ধি হইল। অতিরিক্ত অঙ্গচালনায় উক্ত বেদনার উৎপত্তি বলিয়া আর্ণিকা ১ম দশমিক ক্রমে দুইমাত্রা সেবন করিলাম। পরদিন আর বেদনা রহিল না। দুই দিন একটু নিস্তেজতা ও বিবর্ণতা ছিল, অদ্য সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছি।

৩রা ফাল্গুন। ১২৯২।
৩৫নং বেনিয়া টোলা লেন,
পটোলডাঙ্গা, কলিকাতা। } শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ভাবপ্রকাশ।

ভাবমিশ্র নামক জনৈক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং কবিরাজ রসিকলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যতপ্রকার সংগ্রহগ্রন্থ প্রচলিত আছে,তন্মধ্যে এই ভাব প্রকাশ গ্রন্থখানি যেমন বিস্তৃত ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, এমন আর কোন গ্রন্থ নহে। নাড়ীপরীক্ষা, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, রোগনির্ব্বাচন,ঔষধনির্ব্বাচন ও পরিভাষা-প্রকরণ প্রভৃতি চিকিৎসাঙ্গের যে কোন অঙ্গ বল, ভাবপ্রকাশে সেই সমস্ত অঙ্গই অতি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত আছে। মোট কথা বৈদ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, একমাত্র ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে তৎসমুদায়ই জানা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, গ্রন্থখানি এতাদৃশ উপযোগী হইলেও দেশীয় চিকিৎসকগণ এপর্য্যন্ত ভাবপ্রকাশ পাঠে বঞ্চিত ছিলেন।

যদিও কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সেই অভাবের অনেকটা মোচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে হওয়ায় বিশেষতঃ বঙ্গানুবাদ না থাকায় তাহা দ্বারা সাধারণের উপকার দর্শেনাই। যাহা হউক, কবিরাজ রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় সেই অভাব মোচনের জন্যই ইহার মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তিনখণ্ড পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই তিনখণ্ডে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও বংশ, শারীরতত্ত্ব, গর্ভোৎপত্তিক্রম, পরিভাষা প্রকরণ, দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা এবং দ্রব্যের উৎপত্তি, লক্ষণ, নামও গুণ প্রভৃতি বিষয় আছে। যাহাহউক, এ সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি না দেখিয়া যদিও প্রকৃত সমালোচনা করা বিধেয় নহে, তথাপি এই মাত্র বলিতে পারি যে, সাধারণের হিতার্থী হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষতঃ মৃত-প্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধার ও বহুলপ্রচারের জন্য যে কোন ব্যক্তি তাহাতে হস্তার্পণ করেন, আমরা তাঁহাকেই আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, সুতরাং এই গ্রন্থের মুদ্রণে রসিক বাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি অচিরাৎ বঙ্গানুবাদসহ সমগ্র ভাবপ্রকাশ মুদ্রিত করিয়া দেশীয় চিকিৎসক-মণ্ডলীর উপকার করিবেন। যে তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে তাহার আকার নিতান্ত ক্ষুদ্রনহে এবং মূল্যও অধিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, অর্থাৎ তিন খণ্ডের মূল্য একটাকার হিসাবে মোট ৩ তিন টাকা মাত্র। প্রার্থীগণ ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

প্রাপ্তিস্বীকার।

নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলির কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। স্থানাভাবে এবারে সমালোচনা করিতে পারিলাম না। সুতরাং আগামী বারে সমালোচনা করা যাইবেক।

১। লক্ষণতত্ত্ব—ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এল্ এম্ এস্ প্রণীত।

২। গৃহ চিকিৎসা—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত।

৩। আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী ১২শ সংখ্যা আশ্বিন কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত।

৪। আয়ুর্ব্বেদার্থ চন্দ্রিকা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভাজনঘাট হইতে প্রকাশিত।

৫। পাতঞ্জল যোগদর্শন ২য় খণ্ড (হিন্দী) পণ্ডিত রুদ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬। বিজলি মাসিক পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা দিলপশার পাবনা হইতে প্রকাশিত।

৭। আরোগ্যদর্পণ—(হিন্দী মাসিক পত্রিকা) এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণের জানা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বের মুদ্রিত চিকিৎসা-সম্মিলনীর ২য় খণ্ডের ৯ম সংখ্যার ৩০১ ও ৩০২ পৃষ্ঠা এবং ১০ম সংখ্যার ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫ ও ৩৪৬ পৃষ্ঠা, মোট এই ৬ খানি পৃষ্ঠা এবারে মুদ্রিত হইল না, যেহেতু উহাতে কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল। আশা করি, এজন্য কেহ ক্ষতিবোধ করিবেন না। পরন্তু পত্রাঙ্কের গোলযোগ জন্য ও কেহ দুঃখিত হইবেন না।

ম্যানেজার।

চিকিৎসা—সম্মিলনী।

(চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা)

২য় খণ্ড, ১২৯২ সাল।

টাকীব বিখ্যাভ ও সুশিক্ষিত জমীদার

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধরী বি এ,

মহাশযের বিশেষ উদ্‌যোগে

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির্

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

২২৭ নং কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট শরং শশী যন্ত্রে

শ্রীহবিমোহন রায় দ্বারা

প্রকাশিভ ও মুদ্রিভ।

১৮৮৮।

প্রতি সংখ্যাব মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

১২৯২ সাল ২য় খণ্ডের

সূচীপত্র।

এলোপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি।

কবিরাজী

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

কেবল শিক্ষাবলে কি হইবে?

এসংসারে সকল কার্য্যেরই এক একটী প্রধান লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যহীন কার্য্য অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষক অতিকষ্টে ভূমি খনন করিয়া তাহাতে নানাবিধ সারপ্রদান ও তাহা হইতে অপরিষ্কৃত জঞ্জালরাশি দূরে নিঃক্ষিপ্ত করে এবং এজন্য সে প্রচণ্ড রৌদ্র ও প্রবল ঝড়বৃষ্টিপ্রভৃতি অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে, কেননা তাহার উদ্দেশ্য—ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট শস্যশালী হইলে সে তাহা দ্বারা দুপয়সা লাভ করিয়া নিজের পরিবার প্রতিপালন করিবে। এইরূপ যিনি যে কাজ করেন, সকলেরই মূলমন্ত্র আপনার লক্ষ্য লইয়া। সকলেরই প্রধান লক্ষ্য ভবিষ্যতের মঙ্গল ভাবিয়া। ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি আজ্ কাল এরূপ একটা লক্ষ্য লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিত্য নূতন সংবাদ পত্রাদির প্রচার, নানা স্থানে সভাসমিতির আবির্ভাব, প্রাণপণে শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি ব্যাপার সেই প্রধান লক্ষ্যের পরিচায়ক। এই যে আজ্ লালমোহন বাবুকে পার্লেমেণ্টের সভ্য করিবার জন্য বিলাত পাঠান হইল, কাল বম্বে সহরে জাতীয় সম্মিলনী সভা গঠিত হইল, এদিকে জাতীয় ধনভাণ্ডার খোলা হইল, ওদিকে অমুক ব্যাপারসংঘটিত হইল, এ সমস্ত ব্যাপারের প্রধান লক্ষ্য কি, সকলে তাহা কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন? অবশ্য কিছু যে বোঝেন নাই তাহা বলি না, তবে আসল কথা কিছু বুঝিয়াছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কেন সন্দেহ আছে তাহা বলিতেছি। মনে কর, মনুষ্যহৃদয় স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং এই স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহারা না করিতে পারে এমন কাজই নাই। এই যে ভারতবাসী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এত লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই জন্য ইংলণ্ডে, কেহ জর্ম্মাণে, কেহ ফ্রান্সে কেহ বা আমেরিকায় গমন করিতেছেন, এই যে প্রজামণ্ডলী দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সাহায্যে নানাবিধ সভা-সমিতির সংস্থাপনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এসমস্ত ব্যাপারের প্রধান লক্ষ্য কি? স্বাধীনতারূপ অমূল্যধনলাভ ভিন্ন ইহাতে আর যে কোন বিশেষ

গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহা জানি না। কারণ সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষাবিস্তার, সভা সমিতির সংস্থাপন, দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণ প্রভৃতি যাহা কিছু বল আসল লক্ষ্য স্বাধীনতারূপ আসন্ন সুখ লইয়া। সে যাহা হউক, ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি মূলমন্ত্র স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়া যে এসমস্ত ব্যাপারের আন্দোলনে দিন দিন অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সুসংবাদেরই কথা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিষয় ভাবিতে গেলে মন বড়ই ব্যাকুল ও নিরাশ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, সেই অভাবের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, কেবল শিক্ষা, কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাবাগীশ, কেবল এম,এ, বি,এ, পাশ অথবা কেবল তর্ক বা বচনবাগীশ হইতে পারিলেই তাহাদের দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না প্রকৃতরূপে কার্য্যসম্পন্নের ইচ্ছা করিলে শিক্ষাবল, দৈহিকবল ও অর্থবল এই তিনেরই একত্রে সমাবেশ চাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশীয় লোকের মধ্যে যদিও দিন দিন শিক্ষাবল কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দৈহিক বলের এবং আর্থিক অবস্থারও নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বিশ্বাস—দেশীয় লোক দিন দিন শিক্ষাবিস্তারের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া যেমন ভাল কাজ করিতেছেন, পক্ষান্তরে দৈহিক বা অর্থবল রক্ষার বা বৃদ্ধির উপায় চিন্তা না করিয়াও তাঁহারা তেমনই গর্হিত কার্য্য করিতেছেন। কেননা শরীর সম্যক্ বলিষ্ঠ না হইলে প্রচুর অর্থবল না থাকিলে কেবল শিক্ষাবলে বচনের ঝুড়ি দ্বারা প্রকৃত মনোরথ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোন মতেই নাই। সুতরাং যাঁহারা দৈহিক বা অর্থবলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শিক্ষাবিস্তার বা উচ্চশিক্ষার জন্য হৈ হৈ রবে চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করেন, আমরা তাঁহাদিগকে নিতান্তই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তা ত' করিলাম, এখন কথা এই যে, তবে আমাদের দেশীয় সংস্কারক ব্যক্তিগণের প্রধান কর্ত্তব্য কি? বর্ত্তমান

উপায় ভিন্ন অন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেশের প্রকৃত ভাবী উন্নতি ঘটিতে পারে? যদিও এ সকল প্রশ্নের উত্তরে দেশীয় আচার, রীতিনীতি, বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন প্রণালী প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ সংস্কারের কথা আসিয়া মনে উদয় হয়, তথাপি বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত গর্ভাধানকেই সকল সংস্কারের মূল বলিয়া বোধ হইবেক। বস্তুতঃ দেশীয় লোক যতদিন না আবার প্রাচীন-পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক গর্ভাধানরূপ মূলসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত বলবীর্য্যশালী সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা না করিবেন, ততদিন তাঁহারা যতই কেন বাহ্যাড়ম্বর করুন, কিন্তু কোন মতেই তাঁহাদের আসল মনোরথ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেন যে নাই, তাহা অবশ্যই ক্রমে বিবৃত হইবেক।

শুনিয়াছি বিলাতে নাকি একটী বৃষ বা ষাঁড় এক সময়ে এক লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। কারণ সেইরূপ প্রভূতবলশালী বৃষদ্বারা গাভীতে সন্তান উপাদন করাইলে সেই বৎসও অসাধারণ বলশালী হইতে পারে। এই ত গেল শোনা কথা, তা ছাড়া আমাদের এদেশেও স্বচক্ষে দেখিতে পাই যে কোন গৃহস্থ তাহার প্রতিপালিত গাভীতে সন্তান উৎপাদনের জন্য একটী বলবান্ বৃষের অনুসন্ধানে বড়ই লালায়িত হন এবং সেই জন্য পূর্ব্বে আমাদের দেশে "ধর্ম্মের ষাঁড়" ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কেন না এরূপ করিলে গাভীর গর্ভ অব্যর্থ হইবে এবং তাহার প্রসূত বৎসও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে। আবার গরুর কথা ছাড়িয়া দিয়া সামান্য একটা প্রতিপালিত কুক্কুর বা ছাগল সম্বন্ধেই দেখ না, তাহার উৎকৃষ্ট বাচ্চা উৎপাদন করার জন্য আমরা কতদূর না চেষ্টা করি। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে ইহা বোধ হয় সহজ বুদ্ধিতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহাতে গোড়ায় দোষ না জন্মে, তাহার জন্য লোকে পূর্ব্ব-হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করে। কিন্তু বড় দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামান্য একটা জীবের উৎপাদন বিষয়ে মনুষ্য এত সাবধানতা অবলম্বন করে, আর জীবশ্রেষ্ঠ স্বজাতির উৎপত্তির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সাবধানতা দূরে থাক্, সে কথা অনেকে একবার মনেও করেন না অথবা তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াই হয়ত অনেকের জানা নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে

কিছু দিবস পূর্ব্বে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ সম্পাদক একটী সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির করেন। প্রবন্ধটীর সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সংস্কারতত্ত্বে গর্ভাধান।

চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছে যে সমাজ সংস্কার কর, জাতীয় সংস্কার কর, ধর্ম্মনীতির সংস্কার কর, চক্ষেও দেখিতেছি সর্ব্বত্রই লোক জনতা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত; দলে দলে লোক সকল পথ সংস্কারে ব্যস্ত রহিয়াছে, দলে দলে অট্টালিকার সংস্কার করিতেছে; যাতায়াতের সুবিধার জন্য যান সকলের সংস্কার হইতেছে, চক্ষুর সহায়তা করিবার জন্য চসমা সকলের সংস্কার হইতেছে, কর্ণের সাহায্য করিবার জন্য টেলিফোঁ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেশ সংস্কারক তৈল সকল প্রস্তুত হইতেছে—দন্ত সংস্কারক চূর্ণক সকলের সংস্কার কার্য্য চলিতেছে—সৌন্দর্য্য সংস্কারক দ্রব্যের আয়োজন হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বত্রই এইরূপ সংস্কার কার্য্যের জন্য সমাজে মহাকোলাহল পড়িয়াছে। এক্ষণে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেরই মন সংস্কারের দিকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে বালক একজন উন্নত ভারতসংস্কারক হইয়া ভারতের সর্ব্বত্রই সংস্কারের ঘোষণা করিতেছে, ঈশ্বরে মনোনিবেশ হইতে না হইতেই যুবক একজন মহাপুরুষমধ্যে গণ্য হইয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির পন্থা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া সকলকেই সেই পন্থায় আহ্বান করিতেছেন, যুবতীর কমনীয় প্রকৃতিও ভারতের এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রহণশক্তির সংস্কার করিতে হইবে, গমন কার্য্যের সংস্কার করিতে হইবেক, দর্শন ও শ্রবণাদি কার্য্যের সংস্কার করিতে হইবেক—শিক্ষা কার্য্যের সংস্কার চাই, অশ্ব সকলকে সংস্কৃত বীর্য্যে উৎপাদন করিতে হইবেক, গাভী সকলের সুসংস্কৃত হইয়া জন্ম হওয়া চাই; এক্ষণে ঘটিকা যন্ত্রের সংস্কার করিতে হইবেক, বস্ত্রের সংস্কার করিতে হইবে, আহারের সংস্কার করিতে হইবেক—সর্ব্বত্রই এই সংস্কার চেষ্টা ও চিন্তা

এবং সর্ব্বত্রই সংস্কারক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ইদানীন্তন সভ্য জাতিগণের সংস্কার এই যে এরূপ সংস্কার কার্য্যের যদি গতিরোধ না হয়, তবে অচিরাৎ এই পৃথিবী হইতে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, আপদ, বিপদ্ সকলি প্রস্থান করিবে—পৃথিবী আনন্দময় ধাম হইবেক—ইহাতে কাহারও কোন অভাব থাকিবে না। অনেকেই এই সকল বাহ্য সংস্কারের চাকচিক্য ও গোলমাল দেখিয়া অবাক্ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। নবীন আর্য্য সমাজ এই সংস্কার কার্য্যে একেবারে উন্মত্তপ্রায়। কেবল প্রাচীন সমাজের কতিপয় লোক এই সংস্কার কার্য্যে একেবারে আত্মবিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা এই সকল সংস্কার কার্য্য দেখিয়া যে পরিমাণে হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন, লোকে সংস্কারের মূলমন্ত্র একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ততোধিক ব্যথিত রহিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যের মতে গর্ভ হইতেই জীবের সংস্কার কার্য্যের আরম্ভ। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারই জীবের ঐহিক ও পারত্রিকের পক্ষে একমাত্র শ্রেয় এবং পিতা-মাতা ও আচার্য্য যথার্থ সমাজ সংস্কারক। আর্য্য মনে করেন যে জীবের উন্নতির পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ের পক্ষে গর্ভাধানই প্রথম ও প্রধান সংস্কার। গর্ভকে সংস্কৃত কর, রেতকে সংস্কৃত কর—হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক সন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করুক, তাহা হইলেই সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্ম-নীতির উন্নতি—সকল উন্নতিই আপনাপনি হইবেক। বাস্তবিকও কেবল-মাত্র অট্টালিকা সকলকে সুসংস্কৃত করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য চেষ্টা করিলে কি হইবে? অট্টালিকামধ্যে যে জন বাস করিবে, অগ্রে তাহার স্থায়িত্ব বিধানের চেষ্টা করা চাই। কেবলমাত্র চস্‌মা সকলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিলে কি হইবে—যে চক্ষুযোগে চস্‌মা সহায়তা করিতে সক্ষম, অগ্রে সেই চক্ষুসংস্কারের প্রয়োজন—নতুবা অন্ধ ও বধির পুরুষ সকলকে জন্ম দান করিয়া তাহাদের জন্য চস্‌মা ও টেলিফোঁ প্রস্তুত করিলে কি হইবে? শিক্ষা কার্য্য আপামর সাধারণে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে শিক্ষা করিবে, ধারণা শক্তির বীজ অগ্রে তাহার হৃদয়ে রোপণ করা চাই। কেবলমাত্র পথে পাদ্রিগণের প্রচারকতা করিলে কি হইবে? জীবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বীজ যাহাতে

বর্ণিত হয়, অগ্রে সেই চেষ্টা করিতে হইবেক। জগতে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্য দ্রব্যের উৎকর্ষতা সাধন করিলে কি হইবে? অগ্রে ভোগায়তন দেহকে সেই সব ভোগের উপযুক্ত করা চাই। অগ্রে জৈবিক উন্নতি, পশ্চাৎ রাস্তা, ঘাট, বেশভূষার চাক্‌চিক্য সম্পাদন। নতুবা মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধমাত্র রাস্তা ঘাট লইয়া কি হইবে? বীরত্বে বঞ্চিত হইলে কেবলমাত্র কামানে কি করিবে? জীবনীশক্তি না থাকিলে কেবল মাত্র ঔষধ প্রয়োগে কি হইবে? মূঢ় অবস্থায় জীবকে জন্মদান করিয়া বুদ্ধি শক্তি উন্মেষের জন্য তাহাকে গণিত শাস্ত্র পড়াইলে কি ফল ঘটিবে? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গর্ভাধানকে সকল সংস্কারের মূল বলিয়া বোধ হয়। পরম্পরা সম্বন্ধে যদিও ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা মাতাই আমাদের স্রষ্টা। বলবান্, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ও গুণী-ক্রান্ত সন্তান সকল পিতা মাতার পুণ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন আর্য্যগণ যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন—আধুনিক কোন সভ্যতাভিমানী জাতিগণের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে এ সংস্কারের তত মান্য দেখা যায় না। পরিপক্ক বীজে সতেজ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়—পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি গুলিন সন্তানে সংক্রামিত হয়—ব্যাঘ্রশাবক ব্যাঘ্রই হইয়া থাকে—অশ্বশাবক অশ্বই হইয়া থাকে—এসকল কথা সকলেই জানেন, আধুনিক দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও এ সকল কথার সারবত্তা স্বীকার করেন। পরন্তু আর্য্য ব্যতীত অপর কোন জাতীয় জীবন এ সত্য দ্বারা সম্যক্ পরিচালিত হয় নাই। আর্য্যগণের বিবাহ প্রথা, বর্ণা-শ্রম প্রকরণ, দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, আচারানুশাসন, সামাজিক উচ্চ নীচ বৃত্তির সংস্থান—এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যের সমুদায় ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মূলে এই সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ইদানীন্তন সভ্যতাভিমানী জাতিগণের মধ্যে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে গোত্রাদির কিছুমাত্র বিচার নাই—হিতাহিত বিবেকশক্তি কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত হইলে এমন কি তাঁহারা সহোদরাকেও বিবাহ করিতে যেমন কুণ্ঠিত নন, বর্ণের আদর তাঁহাদের মধ্যে যেমন কিছুমাত্র নাই—পিতা মাতার পরিচয় যেরূপ থাকুক না কে স স্থা

অর্থবল ঠিক্ থাকিলেই হইল, ইদানীন্তন সভ্য সমাজে কামাচার যেমন পাপমধ্যে গণ্য হয় না—পরন্তু অর্থ থাকিলে বেশ্যাসম্ভোগ নির্বাহ সুখমধ্যে পরিগণিত—বিবাহের ব্যয়ভাররূপ রাজদণ্ড বহন করিতে পারিলে যেমন অবলীলাক্রমে বিবাহমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়—যে সকল দ্রব্য সেবনে কামের উত্তেজনা করে, সেই সব আহার ব্যবহার যেমন আধুনিক সভ্য সমাজের আচরণীয় পরন্তু আর্য্যগণের বিধি ব্যবস্থা, তেমনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুসংস্কৃত জীব সকল জন্মগ্রহণ করিলে জাতীয় অপরাপর উন্নতি আপনা হইতেই হয়, এই ধারণা থাকাতে তাহারা অপরাপর সংস্কারকগণকে সমাজে তত উচ্চপদ প্রদান করেন নাই। পিতা মাতা ও আচার্য্যকেই তাঁহারা সমাজের প্রধান স্থানীয় বলিয়া মান্য করিতেন। আজ কাল যেমন যথার্থ সংস্কারকর্ত্তা পিতা মাতা ও আচার্য্যের অবহেলা বরং তদপেক্ষা সভ্যগণ পাপের সংস্কারকর্ত্তা ডাক্তার, উকীল ও মিস্ত্রী আদিকে যথেষ্ট সমাদর করেন, আর্য্যগণ তাহা করিতেন না। তাঁহারা চিকিৎসকদিগকে অধর্ম্মজীবীর শ্রেণীতে গণ্য করিতেন। পিতা মাতা হইতে সুস্থদেহ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আচার্য্য কর্তৃক দ্বিজত্বে উপনীত হইতে পারিলে জীব সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংস্কার গুলিন হইয়া গেল, এই তাঁহারা জানিতেন। জীবের বাহ্য বিষয়ের সংস্কার সকল ইহার আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ করিতেন। বাস্তবিকও জৈবিক সংস্কারই মূল সংস্কার—বাহ্য তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র। আমার দেহে রোগ না থাকিলে আমি ঔষধ বিজ্ঞানের তত মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারি না—আমার দন্ত সকল সবল থাকিলে আমি অনায়াসে দান্তিক ডাক্তারকে তুচ্ছজ্ঞান করি; আমার পদদ্বয়ে সামর্থ্য থাকিলে আমি অনায়াসে তদ্দ্বারা যানসংস্কারক মিস্ত্রীদিগকে তুচ্ছ করিতে পারি—আমি বিবাদ বিসম্বাদ না করিলে উকীলেই বা আমার কি হইবে? লোকে যতই বাহ্যাবলম্বন প্রিয় হয়—ততই তাহার অন্তর শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে স্বভাবের নিয়মই এই। এই অন্তর শক্তিকে বলবতী রাখিয়া বাহ্যশক্তি সকলকে তাহার পৃষ্ঠপোষিকা করাই আর্য্য সভ্যতার মূলতন্ত্র ছিল। পরন্তু এক্ষণে জনসমাজে যে ভাবে সভ্যতার বেগ বহিতেছে—

ইহাতে অন্তরশক্তি সকল ধৌত হইয়া বাহির শক্তির সহায়তা করিতেছে। অন্তর এক্ষণকার মুখ্যকল্প নয়। এক্ষণে বহির্দ্দৃষ্টি এতদূর প্রবল—যে লোকে অন্তরের পানে একেবারে দৃষ্টিহীন হইয়াছে। রৌপ্যাশক্তির জন্য আজ কাল লোকের মনের যেরূপ বেগ, তাহাতে বোধ হয় যদি আত্ম-বিনিময়ে রৌপ্য খনি হইয়া জন্ম গ্রহণ করা যায়, তবে মনুষ্য তাহাতেই আনন্দ প্রকাশ করে—দেহের স্থায়িত্বকে নষ্ট করিয়া যদি অট্টালিকা লাভ করা যায়, মনুষ্য তাহাতেই আপনাকে মহান্ সুখী বলিয়া বোধ করে—পদহীন হইয়া যদি কেবল রেলওয়ে লাভ করে, সভ্যগণের তাহাতেই মহাহর্ষ—মনুষ্যত্বের বিনিময়ে যদি শৃগাল কুক্কুর হইয়া অবিরত ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়, তবে সভ্যগণ আপনাকে মহাভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতে থাকে।

অগ্রে আপনি—তার পর বিষয় আশয়; সুতরাং গর্ভ হইতেই জীবের যথার্থ সংস্কার আরম্ভ। পিতা মাতা হইতে সন্তান সকল যেরূপ বলবুদ্ধি ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে—জীবে চিরকাল সেই সকল শক্তি বলবতী থাকিবে। বাহ্য শিক্ষাদি উপায় সকল সেই সকল শক্তির সহায়তা করিবে, পরন্তু সেই সকল শক্তি প্রদানে সক্ষম হইবেক না। যদি মনুষ্যকে যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, ধনবান ও ধার্ম্মিক দেখিতে চাও, তবে মনুষ্য বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীর্য্যের পক্কতা ও পুষ্টিসাধন কর, সুক্ষেত্র অন্বেষণ কর এবং যথাকালে বীজ বপন কর। যথাকালে উর্ব্বরক্ষেত্রে পরি-পক্ব বীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে সতেজ বৃক্ষ সকল ও সুস্বাদু ফল সকল লাভ করা যায়। যদি পুত্রকে পবিত্র, উন্নত ও শোভনতম দেখিতে চাও, তবে আপনাকে পবিত্র, উন্নত ও শোভন কর, পশ্চাৎ পুত্রকামী হইও। ঋষিগণের উপদেশ এই—শাস্ত্রের বিধান এই—যে অগ্রে অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী ভাবে অবস্থান কর—পশ্চাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিও। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ না হইলে তবে গৃহস্থাশ্রমের অধিকারী হওয়া যায় না। বিদ্যা, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ব্রহ্মচারীভাবে অন্ততঃ জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত করিতে হইবে, পশ্চাৎ দারপরিগ্রহের

বিধান। নিয়ত স্বাধ্যায় পাঠ দ্বাবা--মঙ্গল কার্য্যের নিয়ত চর্চ্চা দ্বারা--রেতঃ--সংযম দ্বাবা প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করিতে হইবেক—পশ্চাৎ অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিতে হইবে। বেতঃসংযম এই ব্রহ্মচাবীব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও রেত বিচলিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই ব্রহ্মচাবীব প্রধান কর্ত্তব্য। এমন কি স্বপ্নেও যদি রেতঃ--স্খলন হয়, তবে ব্রহ্মচাবীকে তজ্জন্য অনুতাপিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। যত রেতেব ধাবণা হইবেক, ধাবণাশক্তি, বল, বুদ্ধি, জীবন, ধর্ম্ম ততই বৃদ্ধি পাইবেক—বীর্য্য ততই পবিপক্ক ও পুষ্ট হইতে থাকিবে। শুক্রেই ধর্ম্ম, শুক্রেই বুদ্ধি, শুক্রেই জ্ঞান, শুক্রেই শক্তি, পূজ্যপাদ আর্য্যগণ এ কথার যেমন মর্ম্ম অনুধাবন কবিযা গিয়াছেন, বোধ কবি, জগতেব কোন জাতিতে সেরূপ অনুধাবনা নাই। আর্য্যগণ বেতকে অমৃত ও ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবন, বল, মন, বুদ্ধি ব্রহ্মেব সেই পবমাশক্তি সকল—সমস্ত প্রকৃতিব অমৃতসাব অন্নকে আশ্রয কবিযা বেতরূপে পরিণত হয় এবং এই রেতই জীবেব প্রথম অধিষ্ঠান ভূমি। এই বেতের আশ্রযে এক জনেব মনোবৃত্তি, অন্য জীবে সংক্রামিত হইতেছে—এক জনেব বোগ সকল অপবদেহে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই বেত ধাবণ কবিতে পাবিলেই বল, বুদ্ধি, সাহস ধর্ম্ম ও দীর্ঘায়ুত্ব লাভ করা যায়। ঊর্দ্ধবেতা হইতে পাবিলেই শবীবে অনবরত আনন্দকম্পন হইতে থাকে। এই বেত বক্ষাকেই আর্য্যেবা জীবনের গুরুতব কার্য্য বলিযা জানেন। এই বেতঃ ক্ষীণ হইলে লোকে নির্ব্বংশ ও লুপ্তপিণ্ডোদক হইযা ঐহিক ও পাবত্রিক উভয পথে ভ্রষ্ট হইযা থাকে। সংসাবেব যত কিছু বোগ, শোক, দুঃখ, দাবিদ্র্য, সকল যাতনাব মূলই অযথাবেতঃপবিচালন। একারণ স্নান, ভোজন, পান, শযন, দর্শন, স্পর্শনাদি আর্য্যগণেব আচাব সম্বন্ধে যত কিছু বিচাব আছে, সকলই এই বেতকে লক্ষ্য করিযা। শরীবকে সমশীতল বাখিবাব জন্য প্রতিদিন যে সময়ে স্নান করিতে হইবেক, রশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, শল্কহীন মৎস্য, গ্রাম্য কুক্কুট ও ছত্রকাদি যে সকল উগ্র দ্রব্য সেবনে শবীবেব সমতা নষ্ট হইবেক, মদ্যাদি যে সকল তীব্র তরল দ্রব্যপানে বেতকে উৎক্ষিপ্ত করিবে,

রাত্রি জাগরণে বায়ু প্রকুপিত হইলে পাছে রেতকে প্রকুপিত করে, অন্নের সংস্রবে পাছে পাপীর তাড়িত দেহ প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরের পাপ বৃদ্ধি করে—স্ত্রীলোককে অনাবৃত দেখিলে পাছে কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়, এই আশঙ্কায় আর্য্যগণ অতি সদাচারে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অকৃতদার ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ সকল আচার অবশ্য প্রতিপাল্য। অন্নের পরিণাম রেতঃ। অন্নই জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত ও রেতরূপে পরিণত হয় এবং মাংস মেদ, অস্থি আদি, দৈহিক স্থূল বিকার সমূহের এবং মন, প্রাণ, বুদ্ধি আদি আন্তরিক স্ক্ষ্মবৃত্তি সকলের পুষ্টি হইতে থাকে। সকল শৌচাচার অপেক্ষা অন্নশৌচ একারণ প্রধান। আহারশুদ্ধি গুণে আর্য্যগণ শুক্র সংযমন করিতে পারিতেন, মানসিক সাধনবলে শুক্র বহির্মুখীন হইলেও তাঁহাদের চিত্তকে তৎকর্ত্তৃক কামবিকৃত করিতে পারিত না। এক্ষণকার যেমন চেষ্টা কি কি বিশেষ উপায়ে নিষেক কার্য্যের এই ক্ষণিক সুখ বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, প্রাচীনগণের তদ্রূপ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কি কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে জীব এই ক্ষণিক সুখে বিরত থাকিতে পারে ও সেই পুণ্যে কিসে সমাজে দীর্ঘজীবন, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রসাদ সকল অজস্র ধারে বিতরিত হয়। আর্য্যগণের বিবাহ প্রকরণও স্বতন্ত্র। সগোত্রা, সপিণ্ডা, অসবর্ণা কন্যাতে আর্য্যের দার পরিগ্রহ একেবারে নিষেধ। আর্য্যগণ নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করাকে দার পরিগ্রহের চরম উদ্দেশ্য মনে করেন না। পরন্তু তাঁহারা পুত্রার্থে ভার্য্যা পরিগ্রহ বিবেচনা করেন, সুতরাং ভার্য্যা পরিগ্রহের পূর্ব্বে সুরূপ, বলবান ও গুণান্বিত পুত্রকামনায় সুক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। প্রাচীন আর্য্যগণ কাম-প্রবৃত্ত হইয়া পরস্ত্রী গমন করা দূরে থাকুক, নিজ ভার্য্যাতেও অজ্ঞানে উপরত হইতেন না। ভার্য্যাগমন কালে দেশ, কাল ও পাত্রের বিশেষ বিবেচনা করিয়া গমন না করিলে তাঁহাদের হৃদয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। অস্নাত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়, বহুপথ ভ্রমণের পর, ক্ষুধিত অবস্থায় অথবা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া, রাগ ও শোকাদি কর্ত্তৃক মন উদ্বিগ্ন থাকিলে পর, দেহ রুগ্ন থাকিলে পর, স্ত্রী প্রকুপিত থাকিলে অথবা তাঁহার মনোবৃত্তি সম্যক্ প্রফুল্লিত না থাকিলে

ইত্যাদি যে যে নানাবিধ অবস্থায় স্ত্রী গমন করিতে নাই—অথবা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি যে যে পর্ব্বকালে এবং সায়ংকালের যে ভাগে গমন করিতে নিষেধ, এই সমুদায় মানিয়া তাঁহারা স্ত্রী গমন করিয়া থাকেন। স্ত্রীগমন কালে পিতা মাতার সমগ্র মন যে ভাবে অবস্থিত থাকিবেক, পুত্রের মনেও রেতযোগে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগমন কালে পিতার সমগ্র মন যদি কামেতে অবস্থিত হয়, তবে কামোপভোগই পুত্র মনের প্রধান আকর্ষণ হইবেক, ইহা আর্য্যগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। বিশেষতঃ আচার, স্বাধ্যায় ও তপস্যা দ্বারা সদা গম্ভীর ও শোভনভাবে যাঁহারা অবস্থান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, স্ত্রীগমন কালেও তাঁহাদের সেই উন্নত ও শান্ত প্রকৃতি কেন পশু ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে? নিষেকের পূর্ব্বে কিরূপে ব্রহ্মগর্ভ আহিত হইবেক, সুরূপ, বলবান্ ও ধার্ম্মিক পুত্রকে কি প্রকারে লাভ করিব, স্ত্রী পুরুষের মনের একাগ্রতা তখন সেই পুত্রকামনায় অবস্থিত থাকিত। তাঁহারা গর্ভাধানের পূর্ব্বে সুপুত্র লাভ করিবার জন্য পিতৃ ও দেবগণের সহায়তা বাবস্থার প্রার্থনা করিতেন। সুপুত্র লাভ কামনায় একাগ্র হইয়া তাঁহারা সিনীবালীকে বলিতেন "গর্ভং ধেহি সিনীবালি" ব্রহ্মগর্ভ আহিত কামনায় তাঁহারা সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেন "গর্ভং ধেহি সরস্বতি" স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পতি বলিতেন "গর্ভস্তেহশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ" গর্ভাধানকালে স্ত্রীর হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিশাইয়া একীভূত হইয়া তাঁহারা আনন্দে বিশ্বস্রষ্টার গুণগান করিতে করিতে বলিতেন "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং" কিসে সুপুত্র লাভ করিতে পারা যায়, একারণ তাঁহারা কালেরও সহায়তা গ্রহণ করিতেন। পুণ্যাহে পুণ্যক্ষণে নিষেক কার্য্যের সমাধা হইত।

গর্ভাধানই ইহ জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য। পুত্রের চিরকালের সুখ দুঃখ বিদ্যা বুদ্ধি ইহার উপর নির্ভর করে। নীচ প্রবৃত্তি প্রেরিত হইয়া এমন গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করা জ্ঞানবান্ মনুষ্যের কোন প্রকারেই উচিত নয়। গর্ভাধানাদি অষ্টবিধ সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে আর্য্যগণ কাহাকেও দ্বিজত্বে

উপনীত হইতে অধিকার দেন নাই। যথেচ্ছার প্রেরিত হইয়া যে পিতা মাতা সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহাদের সন্তানের মানসিক স্বাভাবিক আকর্ষণ সকল যথাভাবে অবস্থিত হইতে পারে না। এমন কি পিতামাতা কি পদার্থ তাহা যেমন পশুগণের পরিগ্রহ নাই, সেই অযথ জাত পুত্রের পিতৃআকর্ষণ ছিন্ন হওয়াতে সে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক পিতামাতার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠে। শুদ্ধপুত্রের দোষ দিলে কি হইবে? পিতামাতা স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুঝিলে পুত্রও আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে। যথা নিয়মে স্ত্রী গমন করিলে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক, সে কেননা বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্ম্মিক ও পিতৃমাতৃপরায়ণ হইবেক? কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্রে কেননা সেই কাম প্রবৃত্তির অধিকতর সংক্রমণ হইবেক? ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করা পুত্র জন্মের মূল কারণ হইলে পুত্রের নিকট কি প্রকারে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবে? পুত্রের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে দেশ, কাল, পাত্র না মানিবে কেন? সকল কর্ম্মে শ্রেয়োলাভ করিবার জন্য দেশকাল পাত্রের বিবেচনা আছে, আর এমন গুরুতম কর্ত্তব্যে মনোনিবেশে অবহেলা কেন? উৎকৃষ্ট পশু সকল, বলবান ও সুশ্রী অশ্ব সকল কিসে জন্ম গ্রহণ করে, সেই ভাবনায় আধুনিক সভ্যগণ পশুউৎকর্ষিণী সভা করিতেই মহাব্যস্ত, পরন্তু উৎকৃষ্ট মনুষ্য সকল কিসে জন্মলাভ করে সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না। পরন্তু এসব কথা বলিতে গেলে লোকে ব্যলীক ও পাগল বলিয়া উপহাসাস্পদ করে। জড় সকলের সংস্কার যদি সম্ভব হয়, অশ্ব ও গবাদি জাতির সংস্কার করিতে যদি লোকে সক্ষম হয়, তবে মানবের সংস্কার করিতে লোকে কেন না সক্ষম হইবে? কামমোহিত হইয়া এরূপ গুরুতর ব্যাপারের প্রতি লোকে কিরূপে অন্ধ থাকিবেক? পশুরাও অযথাকামাচার করে না। বিশেষ পশু বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কালে স্ত্রীগমন করিয়া থাকে; দেশ, কাল, পাত্রের বিবেচনা করে, এই কারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি সকলও যথাজীবী ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। আর মনুষ্য কি বুদ্ধিমান্ জীব হইয়া এমন গুরুতর বিষয়ে সম্যক্ অবহেলা করিয়া আপনার সভ্যতার পরিচয় দিবে? সংসারে রোগ, শোক, দরিদ্র-

তার যত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অযথাকামাচার সকলের মূল বলিয়া বোধ হয়। এই অযথাকামাচারে শরীর রুগ্ন হয়, মন ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি লোপ পায়। এই কামাচারীর সংখ্যা অধুনা বৃদ্ধি হওয়াতেই সংসার দিন দিন রুগ্ন শীর্ণ ও কুৎসিৎ পুরুষ সকলের আবাসভূমি হইতেছে। এই অযথা কামাচারের বিষময়ফল কেবল যে আপনাকে ভোগ করিতে হয় তাহা নহে, পরন্তু পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা অনন্ত কাল এই দুরাচারের ফলভোগ করিতে থাকে—এবং সমুদায় সমাজে ব্যক্তি বিশেষের এই দুরাচারের কলঙ্ক অঙ্কিত থাকে। ইদানীন্তন সভ্য সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সকল এই কামাচার বৃদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল—সুতরাং উৎকট উৎকট রোগ সকল যেমন এখনকার সমাজে নূতন নূতন বেশে দিন দিন দেখা দিতেছে—পূর্ব্বে এ সব রোগের কথাও লোকে শুনে নাই। এক্ষণে সকলেই ক্ষীণায়ু ক্ষীণ-দেহী। সুতরাং অপরাপর সংস্কারের কথা এক্ষণে দূরে রাখিয়া অগ্রে সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবেক। তাঁহারা সুসন্তান উৎপাদন করিবার জন্য যে যে নিয়ম বলিয়া গিয়াছেন, সেই নিয়ম সকল অবলম্বন করিতে হইবেক, তাহাদের চর্চ্চা করা চাই এবং দেশ মধ্যে তাহার প্রচার করিতে হইবে। সকল সংস্কারের মূল গর্ভাধান এইটী স্থির সিদ্ধান্ত মানিতে হইবে।" তাই আমরাও বলি যে অগ্রে মূলের সংস্কার না করিয়া যে সে বিষয়ের সংস্কারের জন্য ব্যগ্র হওয়া সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। চি, স, স,

ক্রমশঃ—

আমরা আশা করি, দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধটীর আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া ইহার সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। চি,স,স,

---

কুইনাইন।

ম্যালেরিয়া-জনিত জ্বরের উপশমন ও দূরীকরণার্থ যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কুইনাইন প্রধান। ঐ রোগে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা যে প্রকার সম্যক পরিস্ফুট, স্থির ও সম্পূর্ণ, প্রায় অন্য কোন রোগে কোন ঔষধের ফল সে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল কথা, যদি কোন বৈশেষিক রোগের কোন বিশেষ ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা সবিরাম জ্বরের কুইনাইন। বলা বাহুল্য যে, কুইনাইন সিন্‌কোনার সার বা বীর্য্য। সিন্‌কোনা হইতে কুইনাইন ব্যতীত কুইনিডিন, সিন্‌কোনিন, সিন্‌কোনিডিন ইত্যাদি অন্যান্য সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু কুইনাইন অপেক্ষা এই সকল সার কার্য্যে যেমন দুর্ব্বল, মূল্যেও সেইরূপ সুলভ। ১ গ্রেণ কুইনাইন, ২ গ্রেণ কুই-নিডিন এবং ৪ গ্রেণ সিন্‌কোনিডিনের সমতুল্য বলা যাইতে পারে। অথচ এ গুলির বমনোদ্দীপক ক্ষমতা যে পরিমাণে আছে, কুইনাইনের তাহা অপেক্ষাকৃত কম *।

* আজি কালি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকৃত সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ নামক যে ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সিন্‌কোনার বীর্য্য ও অপরাপর সর্ব্ব প্রকার সারের সমষ্টিমাত্র। কি কুইনাইন, কি অপরাপর সার সকলই সিন্‌-কোনা বৃক্ষের ত্বক হইতে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজও সেই ত্বক্ হইতে নিষ্কাশিত স্থূল চূর্ণ বিশেষ।

তিন প্রকার সিন্‌কোনা বৃক্ষ ঔষধার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের বল্কলের বর্ণ পার্থক্য হেতু উহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে,—

১। পীত বল্কল সিন্‌কোনা (Cinehonæfiavæ)
২। পাণ্ডু বল্কল ,, (,, Pallidæ)
৩। রক্ত বল্কল ,, (,, Rubræ)

ইহাদের মধ্যে পীত বল্কলে কুইনাইনের ভাগের অধিক্য, পাণ্ডু বল্কলে সিন্‌কোনিয়ার আধিক্য এবং রক্ত বল্কলে ঐ উভয়ই প্রভূত পরিমাণে থাকে। পীত বল্কলে শতকরা ২, ৫ হইতে ৩, ৮ কুইনাইন, পাণ্ডু বল্কলে ১, ৭ হইতে ১, ৪ সার সমষ্টি এবং রক্ত বল্কলে শতকরা ২, ৬ কুইনাইন ও ১, ৫ সিন্‌কোনিয়া পাওয়া যায়।

কি ঐকাহিক,কি তৃতীয়ক,—সবিরাম জ্বরের সকল প্রকারেই কুইনাইন সমান ফলপ্রদ। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ব্যবহার করিতে পারিলে কুইনাইন ক্বচিৎ নিষ্ফল হয়, বরঞ্চ সময়ে সময়ে চিকিৎসকের অশাতীত ফল প্রদান করে। সবিরামজ্বরে কি সময়ে কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। জ্বরপর্য্যায়-প্রকাশসূচক সময়ে রোগীর শরীরাভ্যন্তরে একরূপ পরিমাণ কুইনাইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাহাতে অন্তঃস্থ বিষরাশি বিনষ্ট এবং জ্বরের বাহ্যবিকাশ প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে;—প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সবিরাম জ্বরে কুইনাইন ব্যবস্থা করা উচিত। ঐকাহিক প্রকারের জ্বর প্রকাশ পাইবার এবং তাহার উপশমোপযোগী কুইনাইন প্রয়োগ করিবার কালস্থির করিয়া লওয়া যত সহজ, দ্বিতীয়ক ও তৃতীয়কের বিষয়ে সেরূপ নহে। শেষোক্ত প্রকারদ্বয়ে সময়ে সময়ে নিয়মিত রূপে, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন প্রয়োগ করা হয় না বলিয়াই বোধ হয় কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, ঐরূপ স্থলে এই ঔষধের উপকারিতা অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন প্রায় অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধ।

এক্ষণে মনুষ্যদেহে কুইনাইনের কার্য্য, ইহার মাত্রা ও ইহার প্রয়োগ বিষয়ে ক্রমান্বয়ে গুটিকতক কথা বলা যাইতেছে।

১। মনুষ্যদেহে কুইনাইনের কার্য্য।—কুইনাইন ম্যালেরিয়ানাশক ও পর্য্যায়নিবারক। ইহার ম্যালেরিয়া বিষ ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষমতা থাকাতে ম্যালেরিয়া আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহা ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশে সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া বিষে আক্রান্ত হইলে ইহা প্রধান ঔষধরূপে প্রযুক্ত হয়। এই ঔষধ যথানিয়মে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত, মনুষ্য দেহে ইহা কিরূপ ফল উৎপাদন করে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান থাকা আবশ্যক; তাহা না থাকাতে সময়ে সময়ে অনেক অনিষ্ট উৎপাদিত হইতে দেখা যায়। মাত্রার পরিমাণ ভেদে জীবদেহে ইহার ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার অল্প ও বৃহৎ মাত্রার কার্য্য যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।

কুইনাইন অল্প মাত্রায় (১ হইতে ২ গ্রেণ) সেবন করিলে ইহা বলকারক ও উত্তেজককরূপে কার্য্য করে। স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে ইহা প্রথমে স্থানিক ক্রিয়া বর্দ্ধন করে,—মুখগহ্বর, পাকাশয় ও অন্ত্র সমুদায়ের নিঃস্রবণ প্রস্রবণ অধিক পরিমাণ হইতে থাকে, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির উন্নতি সাধিত হয়। কুইনাইনের প্রভাবে পচন ও বিযোজন ক্রিয়া নিবারিত হইয়া থাকে। এই জন্য পাকনালীর কতকগুলি কার্য্যবিকার প্রশমনে ইহা বিশেষ সহায়তা করে। কুইনাইন শরীর মধ্যে শোষিত হইলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ও ধমনীমণ্ডলে শোণিত চাপ বৃদ্ধি এবং স্নায়ুমণ্ডলের বলাধান করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক বলকারককরূপে কার্য্য করিতে থাকে।

কিন্তু বৃহৎ মাত্রায় (১০ হইতে ৩০ গ্রেণ) প্রয়োগ করিলে ঠিক ইহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ ইহা অল্প বা অধিক পরিমাণে স্থানিক উত্তেজনা উৎপাদন করে এবং পাকস্থালীর কার্য্যের ব্যতিক্রম জন্মাইয়া দেয়; পরে পাকাশয় হইতে দেহে সম্পূর্ণরূপে শোষিত হইতে না পাইলে ইহা অন্ত্রমধ্যে নীত হয় এবং তথায়ও সেইরূপ ফলউৎপাদন করিয়া থাকে। কুইনাইন শোষিত হইতে আরম্ভ করিলে,ইহা প্রথমে দেহের সাধারণ উত্তেজনা সাধন করে, পরে যখন ইহা শোণিতে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ডের বল হ্রাস পায়, ইহার সঙ্কোচনের বল কমিয়া আইসে এবং শোণিতচাপ শিথিল হইয়া পড়ে,—এইরূপে কুইনাইন সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

কুইনাইন শরীর মধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে দেখা যায়,—

১। ইহা হিমোগ্লোবিনে অম্লজান দৃঢ়তর আবদ্ধ করে; ইহাতে লালকণিকা সমূহের অম্লজানোৎসর্গ বা অক্সিজিনেশন্ কার্য্য কমিয়া যায়।

২। ইহা প্রত্যেক লালকণার আয়তন বর্দ্ধিত করে।

৩। ইহা শোণিতের শ্বেতকণিকাগুলির স্বতঃসিদ্ধ সঞ্চালনবল হ্রাস বা দমন করিয়া তাহাদিগের পরিক্রমণ বোধ করিয়া থাকে।

এতদ্দর্শনে প্রতীতি হইতেছে যে, কুইনাইন অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে

লালকর্ণিকা সমূহের অম্লজানোৎসর্গ কার্য্যের ব্যাঘাত সংঘটন করে। এরূপ কার্য্য দ্বারা ইহা শরীরের সন্দাহকার্য্য কমাইয়া আনে। শরীরের সন্দাহকার্য্যের সহিত নিষ্কাশ্য পদার্থের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরতাপ বৃদ্ধির সহিত নিষ্কাশ্য পদার্থেরও বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য কুইনাইন যেমন শারীর তাপোৎপাদন কমাইয়া আনে, অমনি সেই সঙ্গে ইউরিয়া, ইউরিক অম্ল প্রভৃতি কঠিন পদার্থসমূহের এবং অঙ্গারাম্লেরও পরিমাণ হ্রাস করিয়া থাকে। কুইনাইনের প্রভাবে সুস্থাবস্থায় শারীর তাপের হ্রাস স্বল্প পরিমাণে হইয়া থাকে, কিন্তু জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় এই তাপহ্রাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কুইনাইন দেহের সন্দাহকার্য্য কমাইয়া আনে বলিয়া ইহাকে প্রকৃত জ্বরঘ্ন বলা যাইতে পারে।

কুইনাইন বৃহৎ মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের ঘোরতর দৌর্ব্বল্য সাধন করিতে দেখা যায়। যখন শোণিতে প্রচুর কুইনাইন বিদ্যমান থাকে, মস্তিষ্কীয় উপাদানসমষ্টির উপর ইহার প্রত্যক্ষ কার্য্যফল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেরূপ অবস্থায় রোগীর শ্রবণশক্তির নানা ব্যতিক্রম ঘটে,—কর্ণকুহরে ঘণ্টাধ্বনি ভোঁ ভোঁ ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হইতে থাকে; কচিৎ বধিরতা সংঘটিত হয়, কাহার দৃক্‌শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে,—নয়নসমক্ষে আলোক-রেখা পরিদৃশ্যমান হয়; রোগী শিরোঘূর্ণন শিরঃপীড়ায় নিতান্ত কাতর হয় এবং আভ্যন্তরীন চাপে মাথা যেন ফাটিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়; রোগী অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত হইলে এই সকল দুর্লক্ষণ দমিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক শোণিতপূর্ণতা প্রযুক্ত ঐ সকল নিসর্গ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাক্তার হেমণ্ডের বহুল সন্দর্শন দ্বারা মস্তিষ্কে কুইনাইনের কার্য্যফল প্রমাণিত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী ও ঐকান্তিক সন্দর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কুইনাইন মস্তিষ্কীয় শোণিত সঞ্চালক, নালীসমুদায়ের আয়তন ও শোণিতপূর্ণতা বর্দ্ধিত করিয়া

স্থলে কেরোটিড ও টেম্পোরাল ধমনীর এবং রেটিনা ও টিম্পোনিয়মের শোণিতাধিক্য বাড়াইয়া মস্তকের উত্তাপবিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

কুইনাইনের উক্ত প্রকার কার্য্যফল দেখিয়া প্রতীতি হইতেছে যে, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, ইহার দৌর্ব্বল্য, এবং পাকনালীর প্রদাহ বা উত্তেজিত ভাব থাকিলে ইহার প্রয়োগ অনিষ্টোৎপাদক হইয়া পড়ে; এরূপ স্থলে সাধারণতঃ তাহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীরও উক্তরূপ অবস্থা সংঘটিত হইলে অল্প অল্প মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া ইহার কার্য্যফল পরীক্ষা করিতে হয়।

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মস্তিষ্কে শোণিতাধিক্য এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রবাহ বা উত্তেজিত ভাব থাকিলে কেহ কেহ অল্প মাত্রাতেও কুইনাইন ব্যবস্থা করেন না। এরূপ স্থলে তাহারা কুইনাইন ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু সিনকোনা (সিনকোনা টিংচার বা ডিকৃশন) প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবার বিধি দিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়ার বিপক্ষে কার্য্য করিতে হইলে অধিক পরিমাণ সিনকোনা আবশ্যক; কিন্তু তাহাতে দেহের নানা প্রকার উত্তেজনা সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত সিন্‌কোনার সঙ্কোচন ক্ষমতা থাকাতে ইহা নিঃস্রবণ প্রস্রবণের হ্রাস সাধন করিয়া থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ অথবা আমাশয়ের উত্তেজনা থাকিলে সিন্‌কোনা দ্বারা তৎসমস্ত পীড়ার বৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু কুইনাইন দ্বারা এরূপ অপকার সাধিত হয় না।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা ১৮৮৬। } শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস।

আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক?

ত্রিগুণ।

বা

সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ।

"আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক" প্রবন্ধে বায়ু-পিত্তকফের পরিচয় দিতে দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইয়াছি। হিন্দু বিজ্ঞানের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে, হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ কি জিনিষ, তাহা বুঝা যাইবে না। তাই বায়ুপিত্ত কফ বুঝিতে হইলে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানার বড় দরকার, তাহাদের স্থূল স্থূল মর্ম্ম আগে বলিয়া প্রস্তুত বিষয়ের উপসংহার করা যাইবে। ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাই আজি ত্রিগুণের কথা কিছু বলিব।

গুণ বলিলে আমরা সচরাচর পদার্থের ধর্ম্ম বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ত্রিগুণ বলিলে সেরূপ বুঝাইবে না। ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটী পদার্থ। প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি ইহাদিগের ধর্ম্ম। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মূলে ত্রিগুণ এবং সর্ব্বের প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীল। কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা জানিতে পারি যে দ্রব্যটী তিনটী পদার্থের ব্যাপার বিশেষ।

স ব্যাপার সত্ত্বগুণে ইহা প্রকাশশীল, রজোগুণে ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণে স্থিতিশীল।

ভগবান্ পাতঞ্জলির উক্তি—

তে (ধর্ম্ম ধর্ম্মিণঃ) ব্যক্তসূক্ষ্মগুণাত্মানঃ

কৈবল্য পাদ। ১৩ সূত্র

পদার্থ সকল ব্যক্ত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছে এবং মৃদন্বিত ঘটাদি যেমন মৃৎপরিণাম রূপ, তদ্রূপ সর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের পরিণামস্বরূপ।

এই ত্রিগুণের বিশেষ ব্যখ্যার পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা এই কারণ ত্রয় লইয়া কিরূপে জগৎকার্য্য বুঝাইয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব।

প্রলয় অবস্থায় কিছুই ছিল না, ছিল এক মাত্র শক্তি তাহাও তমোরূপে বিদ্যমান ছিল।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।"

মনু ১ অঃ। ৫ শ্লোক।

আমরা এক্ষণে যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি বা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতেছি, এ সমুদায়ই তমোভূত অর্থাৎ তমোগুণে লীন এবং সর্ব্বত্রই প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল।

যথাতম এবেদমগ্র আস তৎপরেণেরিতং।
বিষমত্বং প্রযাত্যেতদ্বৈ রজসোরূপং তদ্রজঃ।
খল্বীরিত বিষমত্বং প্রযাত্যেতদ্বৈত্বস্য রূপমিতি॥

সাংখ্য-সার।

অগ্রে সমস্তই তমোরূপে ছিল। তারপর বৈষম্যবশতঃ তমঃ রজঃ রূপে এবং রজঃ সত্বগুণে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বৈষম্য পরিণতিতে যখন সত্বাদি দ্রব্যত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে স্থষ্টির প্রাক্কালীনাবস্থা বা বীজাবস্থা বলে। ইহারই অপর নাম প্রকৃতি।

"সত্ত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সাংখ্যদর্পণ। ১। ৬১।

সা চ সাম্যাবস্থযোপলক্ষিতং সত্বাদি দ্রব্যত্রয়ং।

বিজ্ঞানভিক্ষু।

সর্ব্ব ভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণ-
মষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তনামেতি॥

ভাবমিশ্রোদ্ধৃত বচনং।

এ সকল কথার অর্থ এই যে, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম

প্রকৃতি। প্রকৃতিই জগৎ সম্ভবহেতু স্বয়ং অকারণ হইয়াও সর্ব্বভূতের কারণ; সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণ, অষ্টরূপ * এবং অব্যক্ত। এই প্রকৃতিকে প্রধান, নিত্যা শক্তি এবং অবিকৃতিও বলে।

"প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তির্নিত্যাচাবিকৃতি স্তথা।
এতানি তস্যা নামানি * * *

ভাব প্রকাশঃ।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা অবিকৃতি। ত্রিগুণের ন্যূনাধিক হইলেই বিকৃতি উপস্থিত হয়। এরূপ ঘটিলে সৃষ্টির আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং জড়ভাবাপন্না, তাহাকে বিকৃত করিতে বা ত্রিগুণকে ক্ষোভিত করিতে কারণের আবশ্যক। সেই কারণ—পুরুষ প্রকৃতি যোগে সৃষ্টি।

১। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ।
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদব্যয়াৎ॥

ভাব প্রকাশ।

২। আত্মাজ্যোতিশ্চিদানন্দরূপো নিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতের্যোগাৎ স গুণং কুরুতে জগৎ॥

ভাব প্রকাশ।

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এইরূপ—

১। গুণ—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। প্রকৃতিতে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রকৃতি জড়ভাবাপন্না বটে কিন্তু চিদব্যয় পরমাত্মার যোগে জগতের কর্ত্রী।

২ জ্যোতিঃস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নিত্য, নিস্পৃহ এবং নির্গুণ আত্মা অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগে সগুণ জগৎ সৃষ্টি করেন।

প্রথম শ্লোকে প্রকৃতি কর্ত্রী, দ্বিতীয় শ্লোকে পুরুষ কর্ত্তা। বস্তুতঃ সৃষ্টি-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব কাহার? প্রকৃতির না পুরুষের? যদি বলা যায় মৃত্তিকা কুম্ভকার যোগে ঘটে পরিণত হইল বা কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট গড়িল।

* প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র।

তাহা হইলে বুঝিব কি ? বুঝিব যে ঘটত্বে পরিণতির শক্তি মৃত্তিকার আদৌ ছিল না, মৃত্তিকা জড়, শত সহস্র বৎসরেও সে ঘটে পরিণত হইত না। কুম্ভকার যোগে যে এরূপ শক্তি পাইয়াছে বা কুম্ভকার তাহাকে এরূপ শক্তি দিয়াছে যে তাহাতে সে ঘটে পরিণত হইতে পারিয়াছে। কুম্ভকার কারণ—শক্তি সঞ্চারের প্রকৃতি কর্ত্রী—পরিণামের।

সকলেই জানেন যে জড়লৌহ চুম্বকের অত্যন্ত সান্নিধ্যবশতঃ চুম্বকের শক্তি পায়। প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ পুরুষের শক্তি পায; যে শক্তিপায় তাহাতে গুণক্ষোভ বশতঃ জগৎকার্য্যে পরিণত হইতে পারে। ফলতঃ পুরুষের শক্তি সংক্রমিত হইলে প্রকৃতি জগৎকর্ত্রী।

অত ঈশশ্চিদাত্মৈব জগতঃ সন্নিধানতঃ।
মণিবৎ প্রেরকত্বেন জড়ানাময়সামিব।
বিজ্ঞান ভিক্ষু।

শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন——

অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ
অকরোদ্বিশ্বমখিলং * * * *

এই পরমাত্মা বা পুরুষ—সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, প্রকৃতি—বিশ্বজননী। এই প্রকৃতি কিরূপে জগৎকার্য্যে পরিণতা সে বিষয়ে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষ নিস্পৃহ, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে তিনি নির্লিপ্ত। প্রকৃতিতে পুরুষশক্তি সংক্রমিত হইলে গুণক্ষোভ উপস্থিত হয়। ক্ষোভ জন্য প্রকৃতি বিকৃত হইযা পরিণাম প্রাপ্ত হয। প্রথম পরিণাম মহৎ বা মহত্তত্ব। ইহাকে বুদ্ধিতত্বও বলে।

প্রকৃতির্ব্বিশ্বজননী পূর্ব্বং বুদ্ধিমজীজনৎ।
ইচ্ছাময়ীং মহদ্রূপাং * * *।
শার্ঙ্গধর।

বিশ্বজননী প্রকৃতি সর্ব্বাদৌ ইচ্ছাময়ী মহাদ্রূপা বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন। মহত্তত্ব, বুদ্ধিতত্ব আত্মা বা মনঃ ত্রিগুণাত্মক, বীজরূপিণী প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা অষ্টধাতুকী প্রকৃতির প্রকৃতি।

সত্ব, রজঃ এবং তম প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় ছিল, গুণক্ষোভবশতঃ সত্ব-গুণের আধিক্য হইলে প্রথম পরিণাম হইল-মহৎ। পূর্ব্বে বলিয়াছি সত্ব গুণ প্রকাশশীল সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম—প্রকাশ বহুল মহত্তত্ব। ইহা সর্ব্বব্যাপী।

সত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনোগুণান্
যৈর্ব্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্
সর্ব্বানশেষিতঃ

মনুঃ। ১২ অ। ২৪ শ্লোকে

ইহার টীকায় কল্লুকভট্ট বলেন———

সত্বরজস্তমাংসিত্রীণি বক্ষমান লক্ষণানি
আত্মোপকারকত্বাদাত্মনো মহতো গুণান্ জানীয়াৎ।
যৈর্ব্যাপ্তো মহানিমান্ স্থাবরজঙ্গমরূপান্
পদার্থান্ নিঃশেষেণ ব্যাপ্য স্থিতঃ।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—

যেরূপ তিনগাছি গুণ সমবেতে একগাছি রজ্জু; সেইরূপ বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় আত্মার উপকারক অর্থাৎ ইহা হইতে আত্মা বা মহত্তত্ব উদ্ভব হইয়াছে। মহত্তত্ব, সত্বঃ রজঃ এব তমো-গুণে ব্যাপ্ত হইয়া স্থাবর জঙ্গমরূপ পদার্থ নিঃশেষে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে।

মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী। তবে বুঝা গেল যে ইহাই জগতের সমষ্টি বুদ্ধি। তেজঃ যেমন জগতের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট আছে, বুদ্ধিতত্ত্ব ও তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী। জড়ে, উদ্ভিদে, জীবে সর্ব্বত্রই বুদ্ধির সঞ্চার আছে, তবে সকল স্থলে বুদ্ধির বিকাশ তুল্য নহে। জড়াপেক্ষা উদ্ভিদে তদপেক্ষা জীবে বুদ্ধির আংশিক বিকাশ উপলব্ধি হয়।

"সর্ব্বত্র শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বং ব্যাপ্য স তিষ্ঠতি।"

এই মহত্তত্বই স্রষ্টা ঈশ্বর। ইনি পরিণত হইয়া জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইনি সর্ব্বভূত স্থিত এবং ইঁহাতে সমস্তই অধিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রলয়ে আর কিছুই ছিল না, এক মাত্র তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানই বিদ্যমান ছিল, সুতরাং সর্ব্বৈব অব্যক্ত ছিল।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্ত ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥
মনুঃ ১ অ। ৬ শ্লোক।

তার পর স্বয়ম্ভু সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং অপ্রতিহতশক্তি প্রকৃতি প্রেরক পুরুষ মহাভূতের আদি মহতাদি তত্ত্বে অব্যক্তকে প্রকটিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইযাছিলেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে তম অর্থাৎ অজ্ঞান তদুপহিত চিৎশক্তি তমোগুণকে রজঃ সত্ত্বে রূপান্তরিত করিলে,যখন গুণত্রয়ের সমতা ঘটিল, তখন সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থা হইল। কিন্তু পরিণত না হইয়া কিছুই ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয় না "না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।"

সুতরাং যখন গুণত্রয়ের সত্ত্বের আধিক্য হইল, তখন হইল মহান্।

"——অহঙ্কারস্ততোঽভবৎ"
শার্ঙ্গধরঃ।

মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার মহত্তের বিকার। যখন সত্ত্বগুণ রজঃগুণ তমোগুণে রূপান্তরিত হইতে হইতে বিশেষ ভাবপ্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে অহঙ্কার বলে।

ত্রিবিধঃ সোঽপি সঞ্জাতো রজঃ সত্ত্বতমগুণৈঃ।
শার্ঙ্গধরঃ।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব কর্ত্তৃক রজঃ সত্ত্ব তমোগুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত—রাজসিক অহঙ্কার সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং তামসিক অহঙ্কার।

বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জায়তেমনঃ।

বৈকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ জন্মিয়াছে। মনঃ ছয় প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয়।

লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব বা।
সতি হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষেণ বর্ত্ততে॥
বৈবৃত্ত্যান্মনসোঽজ্ঞানং সান্নিধ্যাত্তচ্চ বর্ত্ততে।
অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ॥

চিন্ত্যং বিচার্য্যং মূহ্যঞ্চ ধ্যেয়ং সংকল্পমেবচ।
যৎকিঞ্চিন্মনসো জ্ঞেয়ং তৎসর্ব্বহ্যর্থসংজ্ঞকং।
ইন্দ্রিয়াভিগ্রহঃ কর্ম্মমনসস্তস্য নিগ্রহঃ।
উহো বিচারশ্চ ততঃ পরং বুদ্ধি প্রবর্ত্ততে।

চরক। শারীর স্থান। ১ অধ্যায়

আত্মা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রূপাদি পাঁচ প্রকার, অর্থ ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ হইলেও মনের সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না; সুতরাং জ্ঞানের অভাব মনের লক্ষণ, তাহার আত্মা ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থ এবং মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞানেব ভাবও মনের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে অতএব জ্ঞানের ভাব এবং অভাব মনের লক্ষণ। অণুত্ব এবং একত্ব মনের দুইটী গুণ। মনের জ্ঞেয় বিষয়কে মনের অর্থ বলে; যেমন চিন্ত্য, বিচার্য্য, তর্ক্য, ধ্যেয় এবং সঙ্কল্প্য প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়ের চালনা এবং স্বয়ং চলিত হইয়া মনের কার্য্য। এই সমুদয় ঘটিলে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়।

"অতশ্চ রাজসাহঙ্কারোদ্দশেন্দ্রিয়াণি।"

রাজসাহঙ্কার হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্মাত্রানীত্যপি গন্তব্যং।

তামসাহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণশালী আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণকে তন্মাত্র বলে। পঞ্চতন্মাত্র যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র। ন্যায়মতে ইহাদিগকে পরমাণু বলে।

"তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি।" সাংখ্য দর্শন।

"তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চস্থূলভূতানি।"

বিজ্ঞান ভিক্ষু।

তন্মাত্রেভ্যো বিয়দ্বায়ুবহ্নিবারি বসুন্ধরাঃ
এতানি পঞ্চজায়ন্তে মহাভূতানি তৎক্রমাৎ।
একোত্তর পরিবৃদ্ধ্যা বিষদাদয়ো জায়তে ইত্যর্থঃ

তদ্যথা—শব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দগুণং বিয়জ্জায়তে

শব্দতন্মাত্র সহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শগুণো বায়ুর্জায়তে।

শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্রসহিতাৎ রূপতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপগুণো বহ্নির্জায়তে। শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্ররূপতন্মাত্রসহিতাদ্রসতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগুণং বারি জায়তে। শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্রসহিতাদ্ গন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধগুণা বসুন্ধরা জায়তে॥ ভাবপ্রকাশ।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি এই পঞ্চ স্থূল ভূত পঞ্চতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে একোত্তর পরিবৃদ্ধি নিয়মে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং আকাশাদি স্থূলভূত পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশ উৎপন্ন হইযাছে;—শব্দ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয়ে শব্দ স্পর্শগুণ বায়ুর উৎপাদক, শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র এবং রূপ তন্মাত্র হইতে শব্দ স্পার্শ রূপগুণ তেজের উদ্ভব হইযাছে; শব্দস্পার্শ রূপরসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শ রূপরসগুণাত্মক জল জন্মিযাছে। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে শব্দাদি পঞ্চগুণ ক্ষিতির উৎপত্তি হইযাছে।

ঋষিরা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব লইয়া সৃষ্টি প্রকরণ বুঝাইযাছেন। কোন কোন গ্রন্থে ইহার ন্যূনাধিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ন্যূনাধিক্যের মীমাংসাও আছে; ফলবিষয়ে বিরোধ নাই। প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করিলাম। সাংখ্যকার পুরুষ নামে আর একটী স্বীকার করেন।

তাঁহার মতে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি। এ স্থলে আমরা সাংখ্যসূত্র এবং ভাষ্যকারের মত উদ্ধার করিলাম।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। সাংখ্য দর্শন। ১ অঃ। ৬১ সূত্র।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা।

প্রকৃতেঃ কার্য্যোমহান্ মহত্তত্ত্বম্।

মহতশ্চ কার্য্যোঽহঙ্কার।

অহঙ্কারস্য কার্য্যদ্বয়ং তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং চ।
তত্রোভয়মিন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদৈনৈকাদশবিধম্।
তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চ স্থূলভূতানি।
স্থূলশব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতম্।
পুরুষস্তু কার্য্যকারণ বিলক্ষণ ইতি।
ইত্যেবং পঞ্চ বিংশতির্গণঃ পদার্থ ব্যূহ এতদতিরিক্ত
পদার্থো নাস্তীত্যর্থঃ। ক্রমশঃ—

মাগুরা খুল্না } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিরত্ন।

আধুনিক স্বাস্থ্য--বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২) শরীরে ব্যবহৃত বা দূষিত অনাবশ্যকীয় প্রায় পদার্থ সকল ও জলীয় বাষ্প, স্বেদ বা মূত্রে দ্রব না হইলে শরীর হইতে নির্গত হইতে পারে না।

(৩) জলীয় বাষ্পের দ্বারাই দৈহিক উষ্ণতা সর্ব্ব শরীরে বন্টন হয়।

(৪) একদিকের দৈহিক পদার্থের পুষ্টি সাধনকর ক্রিয়া ও অপরদিকে উহার দূষিত পদার্থ পৃথককর রাসায়ণিক ক্রিয়া দুই কার্য্যই জলের সাহায্যে বা উহাতে দ্রব হইয়াই হয়।

(৫) প্রশ্বাস বায়ুরসঙ্গে ও শরীরের চর্ম্ম হইতে যে জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়, মল, মূত্র ও ঘর্ম্মাদির সঙ্গে শরীর হইতে যে জল নির্গত হইয়া যায় এই সকলও জলপানের দ্বারা পুরণ হয়।

৩৭ সুস্থাবস্থায় যে পরিমাণ জলের আবশ্যক।

শীত প্রধান দেশে পোনের বা বিশছটাক এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উর্দ্ধ সংখ্যায় তাহার দ্বিগুণ জল পানের আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যাহারা যথেষ্ট পরিমাণে চা, বা কাফি বা সুরাপান করে তাহারা সচরাচর পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের তিনগুণ জল পান করিয়া থাকে।

শরীর হইতে নিয়ত এরূপে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল নিঃসরণ হইতে লাগিলে শরীরের যে সকল যন্ত্রের দ্বারা এ সকল অতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় বিশেষতঃ—কিডনি বা মুত্রোৎপাদক যন্ত্র অনতিবিলম্বে কার্য্যের অক্ষম হইয়া কোন না কোন পীড়াগ্রস্থ হয়।

৩৮ অপরিষ্কার জলের অনিষ্টকারিতা।

যত প্রকার অনিষ্টকর পদার্থ জলে মিশ্রিত হয়, তাহাতে প্রায় শরীরও ভিন্ন ভিন্ন মতে আক্রান্ত হয় যথা।

(১) গলিত উদ্ভিদমিশ্রিত জল।

এরূপ জল পান করিলে প্রায়ই উদরের পীড়া বা ভেদ অথবা বমন হইযা শবীর প্রকৃতিস্থ হয়।

(২) জ্বর উৎপাদক বীজ মিশ্রিত জল।

যে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য সেই দেশের পানীয় জলেও ঐরূপ জ্বরাত্মক বীজ মিশ্রিত থাকিতে পারে। কাজেই সেই জল সিদ্ধ করিলে ঐ সকল বীজ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া জলপান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বা তৎসংক্রান্ত অন্যান্য পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) ওলাউঠার বীজ মিশ্রিত জল।

ওলাউঠার প্রাবল্য সময়ে উহার বীজ বায়ু হইতে জলে মিশ্রিত হইয়া উহাকে দূষিত করে। আবার ওলাউঠায় আক্রান্ত রোগীর ব্যবহারের কাপড় বা বিছানা পত্র যে পুকুরে ধোয়া হয় অথবা বমি বা বাহ্য করা ময়লা যে পুকুরের জলে ত্যাগ করা হয়, সেই পুকুরের জল পান করিলে ঐ রোগ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

(৪) বসন্তরোগের বীজমিশ্রিত জল।

বসন্তরোগের বীজও জলে মিশ্রিত হয় অর্থাৎ বায়ু হইতে পানীয় জলে পড়িলে বা রোগীর পরার কাপড় বা বিছানা পানীয় পুকুরের জলে ধুইলে অথবা ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল মূত্রাদি পুকুরেরজলে ত্যাগ করিলে সেই জল অন্য কেহ ব্যবহার করাতে তাহারও প্রায় ঐ পীড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বসন্ত রোগীর কাপড় ফুটা জলে সিদ্ধ না করিয়া রজক বা ধোপা বাড়ী পাঠাইলে ঐ বীজ অন্যের কাপড়ে লাগিয়া তাহাদেরও ঐ পীড়া জন্মিতে পারে।

(৫) বিষ্ঠা বা ময়লা মিশ্রিত জল।

দূষিত বিষ্ঠার পরমাণু মিশ্রিত জল ঘ্রাণ শূন্য এবং দেখিতে উজ্জল ও পরিষ্কার হইলেও তাহা সিদ্ধ না করিয়া পান করিলে উদরাময় কিম্বা ভয়ানক অন্ত্রজ্বর বা অন্ত্রাতিসার পীড়া হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

শেতখানা বা কাচা পায়খানা বা নর্দ্দমার নিকট পানীয় জলের কূয়া বা পুকুর থাকিলে ঐ সকলের জলে ময়লা জল ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইয়া মিশ্রিত হওত উহাকে দূষিত করে। এবং সেই জল পান করিলে পূর্ব্বোক্ত অন্ত্রজ্বরাদি গুরুতর পীড়া জন্মিতে পারে।

(৬) গলিত দৈহিক রস মিশ্রিত জল।

জীব জন্তুর মৃত গলিত দেহের রস পানীয় জলের কূপে বা জলাশয়ে ত্যাগ করিলে অথবা ঐ কূয়া বা পুকুরের নিকট গোর-দেওয়ার স্থান থাকিলে ঐ জল দূষিত হয় এবং তাহা পান করিলে টাইফস্ নামক দূষিত জ্বর বিকার পীড়া জন্মিতে পারে।

(৭) খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জল।

উত্তর—পশ্চিম, অযোধ্যা প্রভৃতি উচ্চপ্রদেশের অতি গভীর কূপজলে ফস্‌ফেট অভ্‌লাইম্ চূর্ণ, সোডা, ম্যাগনিসিয়া প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, দ্রব থাকাতে তাহা নিয়ত পান করিলে মূত্র কোষে অশ্মরী বা পাথরী রোগ ইত্যাদি জন্মিতে পারে। নদী বা স্রোতের জল পান করিলে সেই সকল রোগের ভয় থাকে না। কিম্বা সেই সকল জল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে

উহার লবণ ভাগ নীচে পতন হয় পরে উপরের পরিষ্কার জল অন্যপাত্রে ঢালিয়া রাখিবে এবং ঐ জল পান করাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

(৮) সীসক বা তাম্র কলঙ্ক মিশ্রিত জল।

সীসার পাত্রে যে জল রাখা যায় কিম্বা সীসার পাইপ বা চুঙ্গির ভিতর দিয়া যে জল স্রোত বহে, তাহা পান করিলে উদরশূল বা হস্তদ্বয়ের অবসন্নতা রোগ জন্মিতে পারে। লৌহধৌত জলে কোন পীড়া জন্মেনা। তাম্র কলঙ্ক ধৌত জলে হৃৎকম্প রোগ ইত্যাদি হইতে দেখা যায়।

(৯) অনাবৃত বা অপরিষ্কার জল—পাত্রের জল।

দেশে সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগের প্রাবল্য হইলে অনাবৃত পাত্রের জল পান পীড়াদায়ক হয়। আবার অপরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার জল রাখিলেও সেই জল পানে অনিষ্ট হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত নবমবিধ কারণে জল যে দূষিত হয় তদ্বিষয়ে প্রত্যেকে সতর্ক থাকিয়া নির্ম্মল জল পান করিলে তাতে কোনপ্রকার পীড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

৩৯। ভিন্ন ভিন্ন জলের নির্ম্মলতা।

জলের উৎস বা ধৃত-স্থান ভেদে উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে নির্ম্মল বা পরিষ্কার অবস্থায় পাওয়া যায় যথা।

(১) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প ঘনীকৃত জল।

সামুদ্রিক লবণ জলকে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা প্রথম নির্ম্মল বাষ্পাকারে উড়াইয়া পরে এক উপযুক্ত যন্ত্রে ঐ বাষ্পকে বেশ করিয়া চাপিলে বা শীতল করিলে উহা পুনর্ব্বার নির্ম্মল জলের আকার ধারণ করে। এরূপ জলে স্বাদ থাকে না, কিন্তু লৌহ ভিন্ন অন্য কোন ধাতুতে নির্ম্মিত পাত্রে উহাকে ধরিলে ঐ ধাতুর কলঙ্ক তাহাতে দ্রব হইয়া ঐ নির্ম্মল জল দূষিত হইয়া পড়ে। অর্ণবপোত বাসীরা অকূল সমুদ্রে ঐরূপ উপযুক্ত যন্ত্র বা কলের দ্বারা লবণ জল হইতে পানীয় জল প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করতঃ জীবন ধারণ করিতে পারে।

(২) বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প জনিত ঘনীকৃত বৃষ্টির জল।

বর্ষাকালে আকাশের বায়ু অত্যন্ত শীতল হইলে উহাতে যে নির্ম্মল জলীয় বাষ্প থাকে, তাহাও হিমে জমিয়া গিয়া বৃষ্টির আকার ধারণ করতঃ আবার ভূতলে পতিত হয়। ঐ জল মৃত্তিকাতে পড়িবার পূর্ব্বে নির্ম্মল অবস্থায় ধরিতে পারিলে প্রায় শেষোক্ত জলের ন্যায় বৃষ্টির জলও পরিষ্কার থাকে, অথচ আস্বাদনে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হয়।

(৩) বৃষ্টির জল ধরার সহজ উপায়।

এক খানা বড় পরিষ্কার কাপড় ৮ হাত উচ্চ ৪ চারিটী খুটীর উপর চন্দ্রাতপ বা চাঁদ-য়ার মত কোন দুর্ব্বাঘাসে আবৃত মুক্তস্থানে বা ছাতের উপর ঝুলাইয়া অন্যূন অর্দ্ধসের ওজনের এক খানা পরিষ্কার পাথর বা ধৌত ইট ঝুলাইয়া দিলে ঐ স্থানের কাপড় নিম্নদিগে অধিক ঝুলিয়া পড়িবে এবং ঠিক তাহার নীচে একটী উচ্চতে-পাওয়ার উপর একটী মৃন্ময় পাত্র বা কলসী বসাইয়া দিলে বৃষ্টির পরিষ্কার জলে তাহা শীঘ্র পুরিয়া যায়। প্রথম ২। ৩ পল যে বৃষ্টি জল পড়ে তাহাতে বায়ুস্থ ধূলা, ময়লা বা নানা রোগ বীজাণু-মিশ্রিত থাকে বলিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া পরের জল সংগ্রহ করিবে। জল যে আবৃত পাত্রে রাখা হইবে তাহা দুই দিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলা আবশ্যক।

৪। প্রস্রবণের বা ঝরণার জল।

বৃষ্টির জলের পরে প্রস্রবণের জলই উৎকৃষ্ট পানীয়, কিন্তু কোন কোন প্রস্রবণের জলের সঙ্গে যথেষ্ট খনিজ ক্ষার পদার্থ দ্রব থাকিলে তাহা পানের পক্ষে অস্বাস্থ্য-কর ও অনুপযুক্ত। এরূপ জল সিদ্ধ করিলে ক্ষার পদার্থ নীচে জমে তখন উপরের পরিষ্কার জল আর এক পাত্রে রাখিবে ও শীতল হইলে পান করিবে।

৫। কূয়ার জল।

নর্দ্দমার বা শৌচখানার ময়লা জল, অথবা মাঠের কাদামাখা কিম্বা মরা উদ্ভিজ বা জন্তুর গলিত মৃত দেহ ধৌত জলে অগভীর কূপ পূরিত হয় বলিয়া তাহা পানের অনুপযুক্ত। উত্তর-- পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি উচ্চ স্থানের গভীর

কূয়াতে চূর্ণ ফস্ফেট অভ্‌লাইম্‌ ইত্যাদি খনিজ ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে তাহাও প্রথম অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে, তাহাতে ঐ সকল চূর্ণযুক্ত লবণ পদার্থ পাত্রের নিম্নভাগে জমিয়া গেলে উপরের নির্ম্মল জল ভিন্ন পাত্রে রাখিবে, শীতল হইলে তাহা পান করাতে হানি নাই, নচেৎ ঐরূপ ময়লা জল ব্যবহার করিলে প্রস্রাবে পাথরী রোগ জন্মিতে পারে।

৬। নদীর জল।

বর্ষাকালে যথেষ্ট কাদা ও পর্ব্বত ও মাঠের পঁচা উদ্ভিজ ও অন্যান্য ময়লা মিশ্রিত থাকে বলিয়া নদীর জল ফিল্টার যন্ত্রে প্রথম ছাকিয়া পান করিবে কিম্বা জ্বর, ওলাউঠা বসন্ত ইত্যাদি পীড়ার প্রাবল্য সময়ে ছাকা জল সিদ্ধ করিবে এবং আবৃত পাত্রে রাখিয়া শীতল হইলে ব্যবহার করিবে। অন্যান্য সময়ে নদীর জল বেশ পরিষ্কার থাকে এবং উহার জলে কলসী ডুবাইয়া পূরিতে পারিলে তাহা পান করিলে কোন হানি হয় না।

৭। হ্রদ বা সরোবরের জল।

যে সকল সরোবর বা পুকুরের চারিদিকের উচ্চপাড় থাকে কিম্বা পর্ব্বত বেষ্টিত উপত্যকা ভূমি বা কন্দরে যে সকল হ্রদ থাকে, নদী বা কূয়ার জল অপেক্ষা ঐ সকলের জল উৎকৃষ্ট। না ছাকিয়া বা সিদ্ধ না করিয়া তাহা পান করা যায়, কিন্তু তাহাতে মরা উদ্ভিদ বা জন্তুর গলিত দেহ থাকিলে উহার জলও নদীর জলের ন্যায় ছাঁকিয়া ও সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

৪০ পরিষ্কার জলের পরীক্ষা।

পরিষ্কার জল হইলে, উহার উপরে কিছুই ভাসিবেনা এবং উহার পাত্রের তলাতেও কিছু জমিবে না। উহা দৃষ্টিতে বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইবে। এবং গন্ধহীন স্বাদরহিত বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে রাসায়নিক পরীক্ষায় উহার লাবনিক বা খানিজ ময়লার দোষ ছাঁকিয়া সিদ্ধ করিলে প্রকাশ পাইবে না।

৪১। ফীল্টার বা জল ছাঁকার যন্ত্র।

সাদাবর্ণের মোটাবালু, কাঁকর হাড়ের কয়লা বা কাঠের ও ফোপরা লোহাতে নানা রকমের ফিল্টার বা ছাঁকনী-যন্ত্র প্রস্তুত হয়।

১। ব্যক্তি বিশেষের প্রস্তুত কয়েকটী প্রসিদ্ধ চোয়ান-যন্ত্র।

প্রসিদ্ধ বিস্কফ্ সাহেবের ফোঁপরা লোহার ছাকনীযন্ত্র এবং ডাক্তার বণ্ড মহাত্মার সুবহনীয় বা ক্ষুদ্র ছাকনী-যন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ডাক্তার বণ্ডের ক্ষুদ্র যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে যথা তথা নেওয়া যায় বলিয়া তাহা ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ-দরকারী। পুকুরে কিম্বা জলের জালাতে ঐ যন্ত্রটী ফেলিয়া রাখিলে উহা ছাকা জলে পুরিয়া থাকে। এরূপে তাহাতে প্রত্যহ ন্যূনাধিক আধমন ছাকা জল পাওয়া যায়। ক্রমশঃ—

—:০:—

দুই এক কথার প্রত্যুত্তর

ও

প্রতিবাদের শেষ অঙ্ক।

আমরা ২য় ৩য় সংখ্যক সম্মিলনীতে প্রতিবাদ ও সম্মিলন শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াই মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম; আজ ঠিক্ তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া, যুগপৎ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ক্ষোভিত হইয়াছি। মনে করিয়া ছিলাম, প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াই শীতল বাবু তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিবেন। কাজে কাজেও আজ্ তাহাই দেখিতে পাইলাম। প্রতিবাদের উপর দু এক কথা বলিবেন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু কথা যেন কাজের হয়। প্রকৃত কথা শত সহস্র বার ভ্রান্তি জালে বিজড়িত হউক, তথাপি স্বীয় মত অটুট রাখিব, এরূপ কুপ্রবৃত্তি আমরা কখনই হৃদয়ে পোষণ করিতে ইচ্ছা করি না। প্রতিবাদটী ভ্রমসঙ্কুল হইলে সংশোধন করিবেন, তাহাতে আপত্তি নাই। অথবা শীতল বাবুর নিকট নূতন ধরণের দুই চারি কথা শিক্ষা

করিতেও আমরা লজ্জিত নহি। কিন্তু ইহা কি অপরিসীম পরিতাপের বিষয় নহে যে, যিনি এক দিন গুরু গম্ভীর স্বরে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, তিনিই আজ সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, অনর্থক কুটতর্ক জালে সাধারণের দৃষ্টি-পথ অবরুদ্ধ করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, যখন মাননীয় কবিরত্ন মহাশয় দুই এক কথা লিখিয়াছেন; তখন খুজিয়া দেখা যাউক, তাহাতে রত্ন আছে কি না?

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয় প্রতিবাদের উপর দুই এক কথা বলিতে বসিয়া, আমাদিগকে ঘোরতর অপরাধী বিবেচনায়, ক্রমে ক্রমে কয়েকটী চার্জ্জ আনিয়াছেন। তাঁহার প্রথম চার্জ্জ "সম্মিলন নামের সার্থকতা কোথায়?' ভাল, সম্মিলন নামের সার্থকতা আছে কি না, তাহা পরে দেখাইব। আপাততঃ কবিরাজেরা নবজ্বরে দুগ্ধ দিতে পারেন কি না তাহাই খুজিয়া দেখা যাউক।

কবিরত্ন মহাশয় "জ্বর ক্ষীণস্য" ইত্যাদি চরকের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে, চরক স্পষ্টতই নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদানের বিধান করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদুত্তরে বলিয়া ছিলাম যে, নবজ্বরে রোগীর ক্ষীণ হওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল, কাজে কাজেই উক্ত প্রমাণটী নবজ্বরে দুগ্ধ প্রদানের বিধান নহে। সুখের বিষয় শীতল বাবুর নিকট "নবজ্বরে রোগী ক্ষীণ হইতে পারে না" এ কথাটী নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছে, নবজ্বরে রোগী ক্ষীণ হইতে পারে কি না, তাহা পরে দেখাইবার ইচ্ছা আছে। আপাততঃ উক্ত বচনটীর যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াই দেখা যাউক, কতদূর কি দাঁড়ায়।

যে রোগী জ্বর দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া নিরুহ বা দুগ্ধ দ্বারা মল নিঃসারণ করাই কর্ত্তব্য। এস্থলে যদি নবজ্বরে দুগ্ধ দ্বারা মল নিঃসারণই চরকের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সাধারণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ করিয়া, কেন যে মহর্ষি সংহিতা খানিকে অতিকথনদোষে দুষ্ট করিয়াছেন; তাহা বুঝিতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম। কেননা আমরা মহামতি শার্ঙ্গধর প্রভৃতির মুখে স্পষ্টই শুনিতে পাই যে, নবজ্বরে সাধা-

রূপতঃ বিরেচক ঔষধ প্রদান নিষিদ্ধ।* নিষেধের উপর আবার এক্ত নিষেধ কেন? নবজ্বরে রোগী ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়াই না কি দুগ্ধ দ্বারা মল নিঃসারণ পুষ্টিতা সম্পাদনের একটী অমোঘ উপায় ঘটে! পাঠক বোধ হয় উল্লিখিত বচনটীতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জীর্ণ জ্বরীকে লক্ষ্য করিয়াই হউক আর কবিরত্ন মহাশয়ের মতে নবজ্বরীকে লক্ষ্য করিয়াই হউক মল নিঃসারণই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। যদি মল নিঃসারণই এক মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যেখানে নবজ্বরে রোগী ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই, সেখানে কি পূজ্যপাদ শার্ঙ্গধর-প্রমুখ ভিষজ্ঞগুলীর শিরোদেশ পদরেণুতে রঞ্জিত করিয়া, ত্রিবৃতাদি তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিতে হইবে? যাহা হউক আমাদিগের বোধ হয় "জ্বরক্ষীণস্য' ইত্যাদি বচন কেবলমাত্র জীর্ণ জ্বরীকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। কেন না জীর্ণ জ্বরে বিরেচন বিধির অব্যাহত গতি। যেরূপ জীর্ণজ্বরীই কেন না হউক, মৃদু বিরেচক দুগ্ধাদিই বল, আর তীক্ষ্ণ বিরেচক ত্রিবৃতাদিই বল, সর্ব্ববিধ বিরেচক ঔষধ প্রদানেই তোমার হস্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত কেহই তাহার প্রতিষেধ করিতেছে না। তাই মহর্ষি চরক বলিলেন সাবধান! জ্বর দ্বারা ক্ষীণ হইলে তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিও না। যদি একান্তই মল নিঃসারণ কর্ত্তব্য মনে কর, তাহা হইলে নিরুহ বা মৃদুবিরেচক দুগ্ধ দ্বারাই মল নিঃসারণ করিও।

আমরা কবিরত্ন মহাশয়ের মুখে "দাহতৃষ্ণাপরীতস্য বাতপিত্তোত্তরং জ্বরং। বদ্ধপ্রচ্যুতদোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ॥" এই কথাটী শুনিয়া বলিয়া ছিলাম যে, ইহার উদ্দেশ্য নবজ্বরের প্রান্তভাগও স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। কেবল মাত্র মহর্ষি নিরাম বা জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ পানের ব্যব-

* "বালবৃদ্ধাবতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষ্ণার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী।
নব প্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা॥"
শার্ঙ্গধরঃ।

দ্বারাই ইহাতে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শীতল বাবু তদুত্তরে অনেক কথাই তুলিয়াছেন দেখা যাউক তাঁহার কথাই বা কতদূর সারবতী হইয়া দাঁড়ায়।

কবিরত্ন মহাশয়, নবজ্বরেই হউক আর জীর্ণ জ্বরেই হউক, বাতপিত্তো-জ্বরে যে, দুগ্ধ পান বিহিত,একথাটী যেন স্বীকার করিলাম। দাহতৃষ্ণা সমন্বিত বাতপিত্ত জ্বর বলার তাৎপর্য্য কি? দাহ ও তৃষ্ণা ব্যতীতও কি বাতপিত্ত জ্বরের সম্ভাবনা আছে? দাহ ও তৃষ্ণা না বাতপিত্ত জ্বরের নিত্যধর্ম্ম।* যদি দাহ ও তৃষ্ণা বাতপিত্ত জ্বরের নিত্যধর্ম্ম হয়, তবে আর এত গ্রন্থগৌরব কেন? বোধ হয় বলিবেন যে, দাহ ও তৃষ্ণার আধিক্য প্রদর্শন জন্যই বিশেষণ দুইটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাল, পিপাসার আতিশয্যও না পচ্য-মান জ্বরের একটী নিয়ত চিহ্ন? তাহা হইলে আবার বদ্ধ প্রচ্যুতদোষ এ কথাটীর পুনরুল্লেখ কেন? অথবা যদি বদ্ধপ্রচ্যুত দোষ এই কথাটী দ্বারাই পচ্যমান জ্বর সূচিত হইয়াছে এরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে আবার তৃষ্ণাধিক্য প্রদর্শনের আবশ্যকতা কি? বোধ হয় কবিরত্ন মহাশয় ইহার উত্তরে বলিবেন যে, পর্ব্ব সম্পূর্ণলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ পচ্যমান জ্বরের চরম অবস্থা সূচনার্থই একটুকু বাড়াবাড়ি করিয়া বলা হইয়াছে। ভাল, তাহা হইলে আবার নিরামশব্দের প্রয়োগ কেন? যে বালক রদনোদ্গমের পূর্ব্বেই অবলীলাক্রমে ভৃষ্ট কলাই চর্ব্বনে সমর্থ; সে যে আর দন্তোদ্ভেদের পর কখনই কলাই খাইতে পারিবে না ইহা নিতান্তই অসম্ভব। যে সময়ে পরিপাক শক্তি সম্যক্ রূপে বলবতী হয় না, সেই সময়েই (পচ্যমান অব-স্থায়) যদি সুসিদ্ধ অন্নাপেক্ষা গুরুতর দুগ্ধ সহজেই জীর্ণ পাইতে পারে এরূপ মনে করা যায়; তাহা হইলে কি আর নিরাম জ্বরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদান করিতে কাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? যদি পচ্যমান জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে দেখিয়া নিরাম জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে

---

* তৃষ্ণামূর্চ্ছা বমিরথ কটুকঞ্চাননে রুক্ষতা স্যাৎ
অন্তর্দ্দাহো বপুষি নয়নে রক্ততা কণ্ঠশোষঃ।
নিদ্রানাশঃ শ্বসনশিরসো রুক্ প্রভেদোঽঙ্গভঙ্গঃ
রোমাদ্ ঘর্ম্মতমকমিতি চেদ্বাতপিত্ত জ্বরঃ স্যাৎ॥
হারীত সংহিতা।

কাহার মনে সন্দেহ না জন্মে ; তাহা হইলে আর তজ্জন্য একটী স্বতন্ত্র বিধিসূত্র প্রণয়নের প্রয়োজন কি ? মনুষ্য জাতিকে পদ দ্বারা গমন করিতে হইবে' এরূপ বিধিসূত্র কি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় ?

তাই আমরা এই সমুদয় বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয়াছিলাম যে, 'দাহ তৃষ্ণা ইত্যাদি বচনটীতে মহর্ষি নিরাম বা পক্ক অথবা জীর্ণ জ্বরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।' কেন না তিনি বাতপিত্ত জ্বরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন ; কিন্তু কথা পরিষ্কার হইল না—কেবল বাতপিত্ত জ্বর বলাতেই তরুণ জ্বর বা সাম জ্বরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, তাই দাহও তৃষ্ণাযুক্ত বাতপিত্ত জ্বর বলিলেন। দাহ ও তৃষ্ণার আধিক্য প্রদর্শনে পিত্তের প্রাধান্য সূচিত হইয়া, রস, বীর্য্য ও বিপাকাদিতে পিত্তের বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত দুগ্ধ প্রয়োগের উপযুক্ত অবস্থা নির্ণীত হইল বটে, তথাপি দেখিলেন এখনও হৃদয়ের ভীত চকিতভাব অন্তর্হিত হয় নাই—এখনও পচ্যমান জ্বরের সীমা অতিক্রম করিতে পারি নাই, তাই আবার বদ্ধপ্রচ্যুত দোষের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না—হৃদয়ের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল না, কেননা শুদ্ধ বদ্ধপ্রচ্যুত দোষের উল্লেখ করিলে, পচ্যমান জ্বরের চরমসীমা সম্পূর্ণরূপে উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেবল মাত্র নিরাম জ্বর সূচিত হইতে পারে না। তাই মহর্ষি শেষে স্পষ্টাক্ষরে নিরামশব্দ প্রয়োগ করিয়া বাতপিত্তোত্তর জীর্ণ জ্বরে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক বদ্ধপ্রচ্যুত দোষ কথাটী নিরামের বিশেষণ হইতে পারে কি না ? কবিরত্ন মহাশয় বলেন "দোষবদ্ধ আছে অথচ নিরাম একথা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়। কেননা দোষ-প্রবৃত্তি নিরামজ্বরের অন্যতম লক্ষণ।" এস্থলে পাঠক একটুকু চিন্তারতচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ প্রশ্নটীর উত্তর পূর্ব্বেই তিনি মধুকোষের আভাস লইয়া, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা ;—"অসমাসকরণাৎ ক্ষুদাদয়োব্যস্তঃ সমস্তাশ্চ অষ্টাহশ্চ পক্কলক্ষণমিতি জেজ্জড়ঃ।" যদি ক্ষুদাদি নিরাম জ্বরজ্ঞাপক সমস্তচিহ্নগুলির যুগপৎ উদয় অথবা কেবলমাত্র জ্বরমার্দ্দবাদি একটী চিহ্ন দেখিয়াও জ্বর নিরামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এ কথা বলিলে

কোন দোষ না ঘটে ; তাহা হইলে কি আমরা বলিতে পারি না যে, জ্বরবেগ মন্দীভূত হইয়াছে এবং দোষের প্রবৃত্তিমাত্র হইয়াছে অথচ সম্যক্‌রূপে সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয় নাই, এবম্ভূত অবস্থাক্রান্ত নিরাম জ্বর দুগ্ধ দ্বারা জয় করিবে। তাই বলিয়াছিলাম, দোষবদ্ধই থাকুক আর প্রচলিতই হউক, তৎপ্রতি বিশেষলক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র জ্বর মার্দ্দবাদি নিরাম জ্বরজ্ঞাপক চিহ্ন দুই একটী দেখিতে পাইলেই দুগ্ধপান করিতে দিবে। অন্যথা শীতল বাবুর কথায় সায় দিয়া পচ্যমান জ্বরের চরম অবস্থায় দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদান করিলে হারীত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির সহিত চরকের বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কেন যে বিরোধ ঘটে তাহা পরে দেখাইতেছি।

পাঠক আবার শীতল বাবু বলিয়াছেন "বদ্ধপ্রচ্যুত দোষ নিরামের বিশেষণ হইলে বা শব্দের সার্থকতা থাকে না।" কিন্তু কেন যে বা শব্দটী নিরর্থক হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় কবিরত্ন মহাশয় অমরের মুখে "উপমাযাং বিকল্পে বা" শ্রবণ করিয়াই সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছেন। সন্দেহের কথা বটে। যাহা হউক একটুকু অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে এ সংশয় আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যায়। কেন না আমরা জানি যে. এক একটী অব্যয় বহুবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি উপমা ও বিকল্পার্থ ভিন্ন ও বা শব্দটীকে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, তাহাহইলে আমরা এখানে বিয়োজক অব্যয়রূপে বা শব্দটীকে ব্যবহার না করিয়া, সংযোজক অব্যয় অর্থে গ্রহণ করতঃ "দাহতৃষ্ণা পরীতস্য ,বাতপিত্তোত্তরং বদ্ধপ্রচ্যুতদোষঞ্চ নিরামং জ্বরং পয়সা জয়েৎ।" এরূপ অর্থ করিলেও কি আমাদিগের অর্থ সংগ্রহে ভুল হইয়াছে বলিতে পারেন? বা শব্দটী চকারার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তাহা সদর্থ চতুর বাগ্‌ভটের নিম্নলিখিত উক্তিটী পাঠ করিলে, পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন ; যথা;—

"তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ।
সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয় নির্ব্বিষম্॥

"শুচিহংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলম্।
নাভিষ্যন্দি ন বা রুক্ষং পানাদিষমৃতোপমম্॥"

(অষ্টাঙ্গহৃদয় সংগ্রহ, সূত্রস্থান, ৩য় অঃ)

এখন এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি কবিবর মহাশয়কে সরলহৃদয়ে প্রাণ খুলিয়া বলিতে বলা যায়, তাহা হইলে কি তিনি বলিবেন যে, পচ্যমানজ্বরে দুগ্ধ পান প্রশস্ত? তিনি জিগীষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কোন রূপেই তাঁহার ওরূপ কথা অনুমোদন কবিতে পারি না। পাঠক তুমি অন্ধবিশ্বাস বল, আর যাই বল, আমাদিগের ত কেমন যেন একরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, নিরাম জ্বর ভিন্ন সাম বা পচ্যমান জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে স্বতঃই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। সুধু আমাদিগেরই যে এরূপ বিশ্বাস তাহাও নহে। চরক সমুদ্রের কর্ণধার-প্রবর চক্রপাণিদত্তও যেন এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, তাই মহামতি চক্রপাণিদত্ত "দাহতৃষ্ণা" ইত্যাদি বচনের আভাস লইয়া, সরলভাবে স্বীয় সংগ্রহে জীর্ণজ্বর প্রকরণে লিখিয়া গিয়াছেন, "জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্। তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্।"

আমরা সুশ্রুতের ও চরকের উল্লিখিত বাক্যটীর অনুরূপ দুইটী শ্লোক দেখিতে পাই। ভরসা করি তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ ভ্রান্তির নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া, সহজেই সত্যের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় আসিতে সক্ষম হইবেন। তাই আমরা শ্লোক দুইটী নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কৃশোহল্পদোষো দীনশ্চ নরো জীর্ণজ্বরার্দ্দিতঃ।
বিবদ্ধঃ স্বষ্টদোষশ্চ রুক্ষঃ পিত্তানিলজ্বরী॥
পিপাসার্ত্তঃ স দাহো বা পয়সা স সুখী ভবেৎ।
তদেব তু পুনঃ পীতং তরুণে হন্তি মানবম্॥"

সুশ্রুত সংহিতা।

আমরা ভিষক্ প্রবর বাগ্‌ভটের মুখেও চরকের "দাহতৃষ্ণাপরীতস্য" বাক্যের অনুরূপ একটী বচন শুনিতে পাই কথাটী এই;—

ক্ষীবোচিতস্য প্রক্ষীণশ্লেষ্মণো দাহতৃড্ বতঃ।
ক্ষীবং পিত্তানিলার্ত্তস্য পথ্যমপ্যতিসাবিণঃ॥"

পাঠক, বৃদ্ধ বাগ্‌ভটেব এখানে জ্বরে দুগ্ধপানেব ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন সত্য বটে। কিন্তু তিনি সামজ্বরে কি নিরামজ্বরে, তরুণজ্বরে কি জীর্ণজ্বরে দুগ্ধপান বিহিত স্পষ্টাক্ষরে ইহাব কোনই স্থিব নিশ্চয় কবিয়া যান নাই। তিনি কেবল মাত্র বলিয়াছেন যে, শ্লেষ্মা সম্যক্‌রূপে মন্দীভূত হইলে বাত পিত্ত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত দাহ ও তৃষ্ণায় প্রপীড়িত দেখিযা দুগ্ধপান কবাইবে। অপিচ তিনি স্থু এই মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন, কেবল দাহ ও তৃষ্ণা দেখিয়াই—কফের বল মৃদু অনুভব কবিযাই বা বাতপিত্তোত্তবজ্বর দেখিযাই দুগ্ধপানের অনুমতি প্রদান করিও না, দুগ্ধপানেব উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াই দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদান করিও। তিনি আবও বলিযাছেন;—

"তদ্বপুল জ্বনোত্তপ্তং প্লুষ্টং বনমিবাগ্নিনা।
দিব্যাম্বুজীবয়েত্তস্য জ্বরশ্চাশু নিযচ্ছতি॥
সংস্কৃতং শীতমুষ্ণং বা তস্মাদ্ধাবোষ্ণমেব বা।
বিভজ্যকালে যুঞ্জীত জ্বরিতং হন্ত্যতোহন্যথা॥"

বুড়ো আবাব বলিলেন, জ্বরিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কালে দুগ্ধপান কবিতে অনুমতি প্রদান কবিও। সাবধান যেন অকালে দুগ্ধপান করান না হয়। যদি অকালে দুগ্ধপান কবিতে দাও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, রোগী শমন ভবনে গমন কবিযাছে।

পাঠক বাগভটের এসব কথায় কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি? আপনি বুঝিতে পারুন, আব নাই পারুন, আমাদিগেব মনে প্রচুব সন্দেহ জন্মিয়াছে। দুগ্ধপানের উপযুক্ত পাত্রে দুগ্ধ অর্পণ কব দুগ্ধপানেব আবার উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তি কি? দুগ্ধ আমাদিগের আজীবন বান্ধব; "সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং" দুগ্ধ আজন্ম আমাদিগেব সাত্ম্য। যে মুহূর্ত্তে পরমারাধ্যা জননীর জঠর হইতে ভূমণ্ডলে পদার্পণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দুগ্ধের ঐ স্বর্গী শক্তি প্রভাবে ইহাকে জীবনের জীবন ও ভালবাসার

আধার বলিয়া হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছি। যে পর্য্যন্ত না আমরা এই নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট দেশে গমন করিব, সে পর্য্যন্ত দুগ্ধকে আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। ফল কথা পৃথিবীতে দুগ্ধের তুল্য এমন কোন দ্রব্যই নাই যে, শুদ্ধ যাহার আশ্রয়ে আমরা অবলীলা ক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। (৩) যদি দুগ্ধ আমাদিগের

---

(৩) ঘর্ম্মাদিরূপে আমাদিগের শরীর হইতে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত পদার্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ক্ষতিপূরণ জন্যই আমাদিগকে আহার গ্রহণ করিতে হয়। বহুপরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, যে সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের দেহ হইতে অহরহঃ অপচিত হইতেছে, তন্মধ্যে অঙ্গার (Carbon) ও নাইট্রজেনের (Nitrogen) ভাগই অধিক। অতএব সহজেই অনুমীত হয় যে, এমন দ্রব্য আমাদিগের ভোজন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে উক্ত অপচিত অঙ্গার ও নাইট্রজেনের অংশ পোষাইয়া যায়। প্রতীচ্য চিকিৎসক খ্যাতনামা ডাক্তার এড্ওয়ার্ডস্মিথ্ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, একজন অল্প পরিশ্রমী সুস্থ যুবকের শরীর হইতে ৩৪৫৬ গ্রেণ অঙ্গার ও ২০০ গ্রেণ নাইট্রজেন্ আর অধিক পরিশ্রমীর ৫৪৬৮ গ্রেণ অঙ্গার ও ২৫০ গ্রেণ নাইট্রজেন্ প্রতিদিন ব্যয়িত হইয়া থাকে। ডাক্তার প্লেফেয়ার বলেন—অলস বা সামান্য পরিশ্রমীর ৪৩০০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন্ আর অধিক পরিশ্রমীর ৩৮৮৮ গ্রেণ অঙ্গার ও ১৮০ গ্রেণ নাইট্রোজেন দৈনন্দিন অপচিত হইতেছে। লেথব্রিজ বলেন সামান্য পরিশ্রমীর ৫৬৮৮ গ্রেণ অঙ্গার ও ৩০৭ গ্রেণ নাইট্রজেন আর অধিক পরিশ্রমীর ৬৮৩২ গ্রেণ অঙ্গার ৩০১ গ্রেণ নাইট্রজেন প্রত্যহ ব্যয় হইয়া থাকে। ডাক্তার কার্ক বলেন—প্রতিদিন গড়ে আমাদিগের দেহ হইতে ৪৫০০ গ্রেণ অঙ্গার ও ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন ব্যয়িত হইয়া থাকে। যদিও [আ]মরা উল্লিখিত বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধে শতকরা ৮ ভাগ [অ]ঙ্গার ও ৫ ভাগ নাইট্রজেন দেখিয়া দুগ্ধকে বিজ্ঞানুমোদিত দেহরক্ষার [প্রধা]নতম সাধন বলিতে কোন রূপেই অগ্রসর হইতে পারি না। তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সুধু দুগ্ধ বা দুগ্ধ কলাভোজী এক একজন [ব্রাহ্মণ?]ীনের তেজপুঞ্জ বপুঃ দেখিয়া স্বতঃই মনে ভক্তির উদ্রেক হইয়া উঠে। [তখন কে]মন করিয়া বলিব যে, সুধু দুগ্ধপান করিয়া অক্লেশে জীবন ধারণ [করা যা]য় না। পাঠক, যখন দুগ্ধের স্নেহাংশ লইয়া দুই এক কথা উঠি[বে ত]খন আমরা দুগ্ধকে জীবনধারণের পক্ষে এতাদৃশ মহোপকারী

দ্রব্য হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি যে দুগ্ধপানের অনুপযুক্ত, ইহা স্থির করিতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম। তবে বুড়ো কি আমাদিগকে ফাঁকি দেওয়ার মানসেই এসব জটিল পথের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন? না, আমাদিগের মত সেকালের বৃদ্ধেরা তত ফাঁকি জুকি জানিতেন না। আজ কাল অন্ধকারে বড়েটীপে কিস্তি মাৎ করিতে আমরা যেমন তৎপর, সেকালের লোক সেরূপ ছিল না। তবে কি বাগ্‌ভট এ বিষম সমস্যার কোন মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন? হঁা, তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন—যে জ্বরিত পুরুষের কোষ্ঠ আমে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার পক্ষে দুগ্ধ সর্পবিষপানের ন্যায় কেবলমাত্র যমালয়ের পথপ্রদর্শক স্বরূপ। (৪)

পাঠক এখন দুগ্ধপানের উপযুক্ত কাল কোনটী তাহাই দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "জীর্ণজ্বরং মূত্রকৃচ্ছ্রং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।" বাগ্‌ভট জীর্ণজ্বরই দুগ্ধপানের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথবা যখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমাভিভূতকোষ্ঠ পুরুষের পক্ষে ক্ষীরপান বিহিত হয় নাই, তখন স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, জ্বরোৎপত্তির পর হইতে আরম্ভ করিয়া দশরাত্রি অতীত না হইলে ক্ষীরপান যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা বাগ্‌ভট কেবলমাত্র আমসমাচ্ছন্ন কোষ্ঠের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দোষসাম্যতায় কি রসসাম্যতায় দুগ্ধ পান বিহিত নহে, তিনি ইহার কোনই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই। কাজে কাজেই আমরা দোষদূষ্য এতদুভয়ে সম্যক্‌রূপে নিরামত্ব প্রাপ্ত না হইলে কোন রূপেই জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে সাহসী হইতে পারি না। মহামতি শিবদাস সেন

প্রধানতম সাধন বলিয়াছি বলিয়া পাছে ইহারও প্রতিবাদে সম্মিলনীর অ... দেশ কলঙ্কিত হইয়া উঠে। তাই অপ্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণায় কি... কাল চীৎকার করিয়া সময় নষ্ট করিলাম ভরসা করি এ যাত্রায় ... করিবেন।

(৪) "আমাভিভূত কোষ্ঠস্য ক্ষীরং বিষমহেরিব।"
অষ্টাঙ্গহৃদয় সংগ্রহ চিকিৎসাস্থান ১ম অ।

বলেন, জ্বরে দোষ দূষ্য সম্যক্‌রূপে নিরামতা প্রাপ্ত হইতে প্রায়শই দশরাত্র অতীত হইয়া থাকে (*)। আমাদিগের বোধ হয় এই জন্যই মহর্ষি চরক "দশাহং তাবদশ্নীয়াৎ লঘ্বন্নং জ্বরশান্তয়ে।" এই কথাটীর পর জ্বরে দুগ্ধ ও ঘৃতাদি পানের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, দশাহের পর এরূপ সময়বাচক শব্দ দ্বারা যে, পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করা সমীচীন, ইহা আমরা কখনই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি না। কেন না কোন কোন রোগীর এমন অবস্থাও পরিলক্ষিত হয় যে, দশাহ দূরের কথা, ১২। ১৪ দিনের পরে ও তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে সাহস হয় না। আবার কোন কোন রোগীর এমন অবস্থা ও দেখা গিয়া থাকে যে, তাহাকে জ্বরোৎপত্তির ২। ৩ দিন পরে দুগ্ধ প্রদান করিলেও কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত আমরা জ্বরের প্রবল প্রতাপ ও ক্ষুধাদির অভাব প্রভৃতি আমদোষ জ্ঞাপক চিহ্নের এবং মুখের বিরসতা ও অরোচকাদিরূপ আমরস সূচক লক্ষণের অন্যথা ভাব দেখিতে না পাইব, সে পর্য্যন্ত জ্বরে কোন রূপেই দুগ্ধ প্রদানের পরামর্শ দিতে পারিব না। আর ইহার অন্যথা ভাব অর্থাৎ সম্যক্‌রূপ নিরাম অবস্থা বুঝিতে পারিলেই মুক্তকণ্ঠে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রদানে প্রস্তুত আছি।

পাঠক এখন আর ও একটী জটিল প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রশ্নটী এই,—বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের মতে পচ্যমান জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করা যায় কি না?

শীতল বাবু "দাহতৃষ্ণাপরীতস্য" ইত্যাদি বচনে মহর্ষি চরককে পচ্যমান জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিতে স্পষ্টতঃই দেখিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বাগ্‌ভট সে কথায় কি বলেন। যদি বাগ্‌ভট পচ্যমান জ্বরে মহর্ষি চরককে প্রদান করিতে দেখিয়া থাকেন। তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই কবিমহাশয়ের বাক্য অনুমোদন করিতে প্রস্তুত আছেন। অন্যথা মূঢ়ের ন্যায়

* সম্যক্ নিরামতা চ দশরাত্রাৎ পরমেব দোষসামতা রসনামতয়োঃ সর্ব্বথা নিবৃত্ত্যা প্রায়শো ভবতি।

তত্ত্বচন্দ্রিকা।

বৃদ্ধের মস্তকে সজোরে পদাঘাত করিয়া, শীতল বাবুর কথায় সায় দিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন কি? ক্রমশঃ—

কয়েয়া
পাবনা } শ্রীমধুসূদন রায় কবিরাজ।

ওলাউঠা।

এলোপ্যাথিমতে।*

অনেকে বলেন—ওলাউঠা রোগ পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। এমন কি, ২০০ শতবৎসর পূর্ব্বে যে এ দেশে এ রোগ জন্মিত, তাহা কেহ কেহ বিশ্বাসই করেন না। এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এ রোগের জন্মস্থান যশোহর, আর সেই স্থান হইতেই ইহা ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইতে যাইতে এখন ইয়ুরোপের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ওলাউঠা রোগ যে সে কালে এ দেশে ছিল না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। কেননা অনেক অনেক গ্রন্থকর্ত্তা যাঁহারা ওলাউঠার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মতে এসিয়ার অনেক প্রদেশেই পেষ্টিলেন্স্ বা মহামারী রোগের যে সমস্ত চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে তাহার অনেক চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

১। ওলাউঠার কারণ।

ওলাউঠা রোগের কারণ এলোপ্যাথিমতে নানা জনে নানা রূপ বলি[য়া] থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি কি কারণ হইতে কিরূপ ভাবে যে, ও[লাউঠা]

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার [...] বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা[য়] তাঁহার বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার [...] না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন। চি, স, ক[...]

উঠা রোগ জন্মে, তাহার প্রকৃত কারণ অদ্যাপিও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ বলেন--জল ও বায়ু দূষিত হইয়া তাহা হইতেই ওলাউঠা রোগ জন্মে। কেহ বলেন—জলে অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ কিংবা জান্তব পদার্থ পচিয়া জলকে দূষিত করিলে সেই জল পানে তাহা হইতে ওলাউঠা জন্মে। কেহ কেহ কহেন—বায়ুতে ওজোন্ পদার্থের অল্পতা হইলে ওলা-উঠা রোগ উৎপন্ন হয়। আবার কেহ কেহ কহেন—যে, বায়ুতে খুব্ অধিক পরিমাণে এক রকম আণুবিক্ষণিক জান্তব পদার্থ থাকিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এইরূপে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। এই জান্তব পদার্থের নাম ব্যাসিল্যাস্। ইহা বায়ুতে এবং জলে এই দুয়েতেই বাস করিতে পারে। আব বায়ু ও জলেব যে কোন উপায় দ্বারা হউক, ইহা শরীরে প্রবেশ করিলে এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা হউক, আমি এইবোগের উ'পত্তি সম্বন্ধে অদ্যাপিও কোন বিশেষমত স্থির করিতে পাবি নাই। কিন্তু আমার মনে এই একটী ধারণা আছে যে, ওলা-উঠার বিষবীজ জলের দ্বাবা কিংবা বায়ুব দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। আর ইহাও সর্ব্বদা দেখা যায় যে, অপরিষ্কার অর্থাৎ খারাপ জল-পায়ী ব্যক্তির এবং দুর্গন্ধস্থানে বাসকারী ব্যক্তিদিগেব মধ্যেই এই রোগ প্রথমে উৎপন্ন হয়। পবন্ত এইরূপ লোকের মধ্যে ওলাউঠা প্রবেশ কবিলে তাহাদেব মৃত্যুসংখ্যাও অধিক হইতে দেখা গিয়া থাকে। যাহা হউক, ওলাউঠা বীজ যে বাস্তবিক কোন জান্তব কি উদ্ভিজ্জ পদার্থ, তাহা আমি বলিতে পারি না।

২। ওলাউঠার লক্ষণ।

এই রোগের নাম ওলাউঠা বা ভেদবমি। সুতরাং ইহার নাম দ্বারাই র এক রকম প্রধান চিহ্ন উক্ত হয়। অর্থাৎ এই রোগে পুনঃ পুনঃ ও বমনই প্রধান চিহ্ন। কিন্তু কোন কোন সময় এই রোগে ভেদ কিছুমাত্র না হইয়া রোগীর ক্রমে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে হইতে নাড়ী ইয়া চক্ষু বসিয়া যায় এবং শরীর কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হইয়া উঠে

পরন্ত ক্রমে নাড়ীক্ষয় পাইয়া অবশেষে মৃত্যু ঘটে। এইরূপে মৃতব্যক্তির শবচ্ছেদ করিলে তাহাদের অন্ত্রের মধ্যে ওলাউঠা রোগের যে প্রধান চিহ্ন আমানির বা কুমড়াধোয়া কিংবা চাউলধোয়া জলের ন্যায় জল, তাহা দ্বারা তাহাদের অন্ত্র পরিপূর্ণ থাকে। ইহাতে বিশেষ বোধ হয় এই যে, এ অবস্থাতে যদিও রোগীর বাহ্যিক ভেদ বা বমন না হউক, কিন্তু তথাপি তাহার অভ্যন্তরে ওলাউঠার রসস্রাব যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া রোগীর প্রাণনষ্ট করে। যাঁহারা ওলাউঠা রোগ অনেক পরিমাণে দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই এরূপ লক্ষণাক্রান্ত রোগী দেখিয়া থাকিবেন। যখন এরূপ অবস্থায় কোন রোগীর মৃত্যু হয়, তখন তাহাকে সাধারণ কথায় লোকে "সর্দ্দিগর্ম্মি' দ্বারা মৃত্যু বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে সময়ে যে স্থানে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর ভেদ বা বমি কিছুমাত্র হয় নাই, অথচ মৃত্যুর পর শবস্কন্ধে লইয়া যাওয়ার সময় তাহার মলদ্বার দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ওলাউঠার ভেদ নির্গত হইতে দেখা যায় কিম্বা শবচ্ছেদের সময় তাহার অন্ত্রের মধ্যেও ঐরূপ দেখা গিয়া থাকে।

৩। ওলাউঠা রোগের অপর সাধারণ চিহ্ন।

এই রোগের উপরোক্ত ভেদ ও বমন ভিন্ন অন্যান্য চিহ্নও লক্ষিতহইয়া থাকে। যথা—অতিঘর্ম্ম, নাড়ীর অতিশয় দুর্ব্বলতা, গাত্রদাহ, অস্থিরতা, প্রবল পিপাসা, হাত বিশেষতঃ পায়ে খাইলধরা, উদরাধ্মান, রোগীর বর্ণে বিকৃতভাব, স্বরভঙ্গ, চক্ষু মুখ বসিয়া যাওয়া এবং রোগীর ভয় ও মৃ[ত্যু] আশঙ্কা প্রভৃতি দেখা যায়। বিশেষতঃ রোগের সূত্রপাতে প্রস্রাব হই[য়া] দেখা গেলেও পরে রোগ কিছুকাল অবস্থিতি করিলে প্রস্রাব এক[বারে] বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার কারণ এই যে, প্রস্রাব গ্রন্থিতে প্রস্রাব উৎপাদন ক্রিয়াই একবারে বন্ধ থাকে। এ

মস্তিষ্কেরক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এমন কি যতক্ষণ রোগীর জীবন শেষ না হয়, ততক্ষণ তাহার এই মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না বলিয়া তাহার চৈতন্যেরও লোপ হয় না। কিন্তু এসময়ে রোগীর পিত্তের উৎপাদন ক্রিয়া এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের শোষণ ক্রিয়া একবারে স্থগিত থাকে। আর এই শোষণ ক্রিয়া বন্ধ থাকে বলিয়া প্রায়শঃ এরোগে ঔষধ প্রদান করিলে সেই ঔষধ সহসা রক্তস্রোতে মিশিয়া কোন উপকার দর্শাইতে পাবে না। পরন্তু এ অবস্থায় কেবল একটী ক্রিয়ার আধিক্য হইতে দেখা যায়। ইহার নাম ইংরাজীতে ডিষ্ট্রকৃটিভ্‌য়্যাসিমিলেসন্‌ বা শারীরিক আণুবিক ধ্বংস কহে।

৪। ওলাউঠায় ভেদ ও বমন।

এই রোগের প্রথম চিহ্ন প্রায়ই ভেদ আরম্ভ হয়। এবং সেই ভেদ প্রথম ২। ১ বার মলসংযুক্ত সেই মলের বর্ণ স্বাভাবিক হরিদ্রাবর্ণ অথবা অত্যন্ত তরল ও পরিমাণে অধিক নির্গত হয়। এই রকম ২। ১ বার ভেদ হইযাই পরে সেই মলের বর্ণের অন্যথা হইতে থাকে। অর্থাৎ মল ক্রমে চেলুনিজলের ন্যায় বর্ণযুক্ত ও অত্যন্ত পাতলা ও খুব্‌ দুর্গন্ধময় হইযা উঠে। তাহার পর সেই মল একবারে বর্ণহীন জলবৎ অথচ দুর্গন্ধ-যুক্ত নির্গত হয। ওলাউঠা রোগীর মলে এমন একটী বিশেষ দুর্গন্ধ-হয় যে, যে ব্যক্তি একবার উক্ত মলের ঘ্রাণ লইয়াছে, সেই ব্যক্তি ওলা-উঠা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রেই রোগীকে দেখিবার পূর্ব্বেই সেই ঘ্রাণের দ্বারাই জানিতে পারে যে, সেই গৃহে ওলাউঠা রোগী আছে। যে ময়ে ওলাউঠা রোগ ভেদ ও বমন হইয়া সুরু হয়, সে সময়ের পূর্ব্বেপ্রায়ই াগীর ভেদ আরম্ভ হইতে দেখা যায়। এবং এইরূপ ২। ৪ বার ভেদের বই বমন হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু রোগীর ভেদে যেরূপ দুর্গন্ধ থাকে, ার বমনে তাদৃশ কোন বিশেষ দুর্গন্ধ থাকে না। কখন কখন এই বমন, ওয়ার পর হইতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। খন বা ২। ৪ বার বমন হইয়া অনেক বিলম্বে একবার বমন হয় কবারেই বমন বন্ধ হইয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে রোগীর

ভেদ হইতে থাকে, অথচ এক বারেই বমন হয় না। আমার মনে এমন ধারণা আছে যে যে সকল রোগীর প্রচুর পরিমাণে পুনঃ পুনঃ ভেদ হইতে থাকে অথচ এক বারেই বমন হয় না, সেই সমস্ত রোগীর জীবনের আশা অতি অল্পই করা যাইতে পারে। পরন্তু ভেদের সহিত যে সমস্ত রোগীর শেষ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বমন দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত রোগীর মধ্যে অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করে।

৫। ওলাউঠারোগে ঘর্ম্ম।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় যখন ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়, তখন প্রায়ই ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায় না। তবে ভেদ ও বমন কিছুকাল অবস্থিতি করিলে পরে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করে। যে সকল রোগীর ভেদ ও বমনের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয়, তাহারা প্রায়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এই রোগে কিছুকাল ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে রোগীর শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়। কেবল সেই সময়ে রোগীর বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকে। রোগীর শরীরের শীতলতা এত অধিক হয় যে, সেই সময়ে তাহার শরীর স্পর্শ করিলে কেমন একটা অস্বাভাবিক শীতস্পর্শানুভাব দ্বারা রোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে চিকিৎসকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর যদি রোগীর অতি ঘর্ম্ম হইয়াও শরীর উষ্ণ থাকে, তবে তাহা কতকটা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবেক। আরও অতি ঘর্ম্ম দ্বারা রোগীর শরীরের আকুঞ্চন ভাব, বিবর্ণতা ও পিপাসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৬। ওলাউঠা রোগে রোগীর নাড়ীর অবস্থা।

এই রোগে রোগীর নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা তাহার ভাবী শুভাশুভের অর্থা জীবন মৃত্যুর বিষয় যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এমন আর কোন লক্ষণদ্ব বুঝিতে পারা যায় না। এই রোগে ২। ৪ বার ভেদ বমির পরেই রো নাড়ী প্রায়ই চঞ্চল হইয়া থাকে। অর্থাৎ নাড়ীর স্বাভাবিক গতি* স্

* এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, সুস্থাবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ৭২ হইতে ৮০ বার পর্য্যন্ত হয়।

এসময়ে তাহার স্পন্দন বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যাহাদের নাড়ী এক মিনিটে ১২০ বারের অধিক স্পন্দিত হয়, আর যদি এইরূপ স্পন্দনের সহিত নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল হয় অর্থাৎ নাড়ীর উপরে অঙ্গুলী দ্বারা অল্পচাপনে যদি নাড়ীর স্পন্দন অনুভব না হয়, তবে সেই সকল রোগী প্রায় বাঁচে না। এই রোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে ক্রমে নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া যায় ও অতি কষ্টে উহার স্পন্দন অনুভব হয়। পরন্তু এই রোগের প্রথমাবস্থায় ভেদ বমনের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তর্জ্জনীতে অবস্থিতি করে। এবং সেই সময়ে নাড়ীর স্পন্দন অতিকষ্টে অনুমীত হয়। প্রায় সকল রোগীরই নাড়ীর অবস্থা এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই নাড়ীর অবস্থা যদি ক্রমশঃ ভাল হইয়া আইসে অর্থাৎ ক্রমে নাড়ী সবল হয় অথচ যদি উহার স্পন্দন বেগ ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, তবে সে সমস্ত রোগী প্রায়ই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বারে নাড়ী সবল হইলেও যদি তাহার স্পন্দন বেগ না কমে, তাহা হইলে সেই নাড়ী পুনর্ব্বার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রোগীর জীবন ধ্বংস করে।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু, এম্, ডি।

হোমিওপ্যাথি মতে।

(ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।) *

ওলাউঠা রোগ রীতিমত বিবেচনা করিবার জন্য ইহাকে ...স্থায় বিভক্ত করা গেল। যথা—

...নিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তার সর...
...গান বলিয়া পরিগণিত। আবার ওলাউঠারোগের চিকিৎসাতে
...কের হোমিওপ্যাথির উপরেই ঝোঁক বেশী। সুতরাং ওলা-
...গ বা চিকিৎসা সম্বন্ধে উপরোক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মত-
...এব প্রকাশযোগ্য মনে করিয়া সাধারণের অব-
...যাহা ক্রমে বিবৃত করিব। এস্থলে ইহাও বলা আব-

১ম—অঙ্কুরিতাবস্থা, আক্রমণ বা ঔপক্রমিক লক্ষণ সকল।

২য়—প্রবল অবস্থা বা রোগের পূর্ণ-প্রাদুর্ভাব।

৩য়—সংকোচাবস্থা বা অবসন্ন-ভাব।

৪র্থ—প্রতিক্রিয়া বা রোগোপশমের সূত্রপাত।

৫ম—জীর্ণ বা পরিণামাবস্থা, অথবা ভাবীফল।

অত্যন্ত সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থা এত ত্বরিতরূপে দ্বিতীয় অবস্থায় লীন হয় যে, তাহা পৃথক করা অসাধ্য।

যাহা হউক, অধিকাংশ স্থলে ইহা উপস্থিত থাকে। সেই সময়ে পীড়া যাহাতে বাড়িতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। রোগের মৃদু মূর্ত্তিতে পঞ্চম অবস্থার অভাব হইতে পারে। চতুর্থ অবস্থা বা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যবৃত্তির সংস্থাপন হয়। রোগের এই পাঁচ অবস্থার মধ্যে তৃতীয় আর পঞ্চম অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। এতদুভয় অবস্থার এক অবস্থায় প্রায় মৃত্যু হয়।

লক্ষণ।

মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা, শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ, ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ, ভেদাঃ॥

সুশ্রুতঃ

নিদ্রানাশোহরতিঃ কম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা।
অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চ দারুণাঃ॥

বাহ্বট।

বিসূচিকার লক্ষণ—রোগের পূর্ণ প্রাদুর্ভাবকালে শ্বেতবর্ণ তরল ভেদ ও বমন, আক্ষেপ, চট্‌চটে ঘর্ম্ম, শীতল গাত্র, কোটরস্থিত ভঙ্গ, ক্ষীণ বা বিলুপ্ত নাড়ী, অস্থিরতা, যন্ত্রণা, অপরিতৃপ্তনীয় পি

শ্যক যে ডাক্তার সরকার মহাশয়ের ইংরেজী গ্রন্থ হইতে
চন্দ্র ঘোষ যাহা অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা সেই
উদ্ধৃত করিলাম। চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সকল উপস্থিত থাকে। অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত না থাকিলেও পীড়াকে ওলাউঠা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভেদ বমন নাই এমন ওলাউঠা অতি বিরল। যে বিসূচিকাতে ভেদ বমন হয় না, তাহাতে মৃত্যু এত শীঘ্র হয়, যে পাকস্থলী বা মলবাহী অন্ত্র হইতে ভেদ বমন বাহির হইবার সময় পায় নাই বলা যাইতে পারে। অথবা উহাদের আবরণীয় মাংসপেশীর অতীব গাঢ় পক্ষাঘাত নিবন্ধন স্ব স্ব ক্লেদ ত্যাগ করিতে অক্ষম হয়। এই স্থলে আমাদের বিবেচনায় অন্নবহা নাড়ী বা তৎশুভাশুভ বিধায়ক গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ুমণ্ডল এই রোগোৎপত্তির স্থান।

বিসূচিকার জাতিভেদ—কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের প্রাদুর্ভাবে বিসূচিকার জাতিভেদ করা গেল। যথা—ভেদাতিশয্যে উদবাময় বিসূচিকা, বমনাধিক্যে ছর্দ্দন বিসূচিকা, ভেদ ও বমন এতদুভয়ের প্রাদুর্ভাবে ছর্দ্দোনোদবাময় বিসূচিকা, অঙ্গগ্রহের প্রবলতায় আক্ষেপিক বা অঙ্গ-গ্রাহিক বিসূচিকা। এইরূপ অন্যান্য অনেক জাতির নাম গ্রন্থকর্ত্তারা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—ভেদ ও বমন এতদুভয়ের অভাবে, নাতি-সারো-বমথু বিসূচিকা বলে। ইহাতে ভেদ বা বমন হয় না, কিন্তু স্বরভঙ্গ, বিলুপ্ত নাড়ী, এবং গাত্রের সীসকবর্ণ ও শীতলতা নিবন্ধন জীবনী শক্তির অত্যন্ত হঠাৎ অবসন্ন ভাব নির্দ্দেশ করে।

অন্যান্য প্রত্যেক রোগের চিকিৎসাতে যেমন নিদান, নির্ব্বাচন, রোগ-লক্ষণ, রোগ-বৃত্তান্ত, ভাবীফল ও পরিণামাদি জানিবার নিতান্ত আবশ্যক তেমনি ওলাউঠার চিকিৎসাতেও এই গুলি জানিবার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যতা হয়। ভিষকেরা যখন এই সমস্ত গুণজ্ঞ হইয়া বিসূচিকার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন শুদ্ধ ধারক দিয়া শুদ্ধ পাচন দিয়া ...ক ঔষধ দিয়া, শুদ্ধ অহিফেন দিয়া, শুদ্ধ ক্যালোমেল দিয়া এবং ... দিয়া ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করিবার বিষয় আর কর্ণ-... না। আমাদের মতে ওলাউঠা রোগ নানা জাতিতে বিভক্ত, ...লাউঠা, কেবল ইহার একটী সাধারণ নাম মাত্র। ইহার ...নানা প্রকার। তাহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব লক্ষণ অনু-

সারে আলোচনা করা উচিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে এক একটার নিজ নিজ বিশেষ আছে। এই প্রভেদটী কেবল লোক-বিশেষে উৎপন্ন হয় নাই,যে সকল কারণ হইতে রোগের উৎপন্ন হইয়াছে; সেই সকল কারণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অতএব এক পক্ষে যেমন রোগের সাধারণ মূল প্রকৃতির উপর ভিষকের দৃষ্টি র'খা উচিত, পক্ষান্তরে তেমনি প্রত্যেক রোগের বিশেষ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাঁর যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ওলাউঠার চিকিৎসা নিম্ন-লিখিত দুই প্রকারে বিভক্ত করিতে পারা যায়; যথা—অবিবেক ও বিবেক।

প্রথম, অবিবেক।—অর্থাৎ বিবেচনা রহিত বা হাতুড়েমি। ইহা যে, কোন বিশেষ বিচার-সম্মত বা পূর্ব্বাপর উপকার হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেমন প্রাচীন প্রথামতে, ওলাউঠা মাত্রেই ক্যালোমেল প্রযোগ করা তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল।

দ্বিতীয়, বিবেক।—অর্থাৎ বিচারসম্মত। যেহেতু যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক বা কিয়ৎ পরিমাণে বিচার করিয়া যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং নিম্ন-লিখিত তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা—

(১ম)—কারণানুমানিক—Etiological

(২য়)—নৈদানিক—Pathological—অথবা উভয় প্রকার

(৩য়) কারণানুমানীয় নৈদানিক—Etiologicopathological

(১ম)—কারণানুমানিক।—যাহারা কারণের প্রতি লক্ষ্য ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগকে কারণানুমানিক বলে, এবং ঐ কারণে অনুসারে চিকিৎসার ভাবান্তর হয়।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ মনুষ্য শরী করাতে, শারীর যন্ত্র উহাকে ভেদ বমন দ্বারা বাহির করিতে ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হয়; তাঁহারা স্বভাবের ঐ সাহায্য হইবে বলিয়া বিরেচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যে সকল ঔষধে ভেদ বমন হয়, তাহাই তাঁহারা থাকেন।

যে সকল ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, কোন তীক্ষ বিষাক্ত পদার্থে শরীর বিষাক্ত হইলে ওলাউঠা রোগ উৎপন্ন হয় ; কিন্তু তাঁহারা ওলাউঠার ভেদ বমনকে পাকাশয়ের উপর ঐ বিষের ক্ষতিকারক শক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন ; তাঁহারা নিম্ন-লিখিত ত্রিবিধ প্রকার চিকিৎসা করেন। যথা—

ক—বিষঘ্ন, অর্থাৎ কারণ নাশক—Antidotic of the poison itself.

খ—কার্য্যঘ্ন, অর্থাৎ ফল বা রোগনাশক—Of its effects

গ—উভয়ঘ্ন, অর্থাৎ কার্য্যঘ্ন ও বিষঘ্ন—Of both combind

(২য়)—নৈদানিক—যাঁহারা কারণের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাঁহারা এই কার্য্যঘ্ন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

(৩)—কারণানুমানীয় নৈদানিক—যাঁহারা এই শ্রেণীস্থ চিকিৎসক, তাঁহারা কার্য্য ও কারণ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তাঁহারাই এই বিষঘ্ন রীতির-চিকিৎসার তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ক্রমশঃ—

—:০:০—

মুষ্টিযোগ।

আমাশয়।

ভাণ্ডি বা ভাঁটী গাছের কচিপাতা ও আদা সমভাগে লইয়া তৎ শীতল জল সহযোগে প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্দ্ধতোলা ।াইবে। এক সপ্তাহকাল সেব্য।

ড়িম্বগাছের শিকড়ের ছাল, বেলশুঁঠ, দারচিনী ও জৈত্রি ' তোলা পরিমাণে একত্র করতঃ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ' নামাইয়া ছাকিয়া তাহাতে অর্দ্ধপোয়া ভাল রাণ্ডি

সরাপ মিলাইয়া প্রাতে ও বৈকালে এক তোলা পরিমাণে খাইবে। ইহাতে পুরাতন আমরক্তের পীড়াও আরাম হয়।

৩। আমরুলপাতার রস, রোগীর চক্ষুর মধ্যে ক্রমে ২। ৩ দিন দিলে রোগ মুক্ত হয়।

৪। থানকুনী গাছের মূল, সুপারির তিনভাগের এক ভাগ একটী পানের সহিত ৩। ৪ দিন খাইলে রোগ আরাম হয়।

৫। আদা, দরুণফুল গাছের শিকড় সহ পেষিয়া খাইলে আরাম হয়।

৬। কুটরাজ (কুটীস্বর) গাছের পাতলা ছাল ভাল করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ—অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে এক একটী বটী তৈয়ার করিবে। তন্মধ্যে প্রত্যেক বটীতে চারি গ্রেণ আফিং দিবে।

কুটরাজের দুই তোলা ছাল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার একটী বটী সহ প্রাতে বৈকালে সেবন করিবে। কলা দধি, দুগ্ধ, পুটী, বোয়াল মৎস্য, টক ইত্যাদি আহার নিষেধ।

দাঁতের বেদনা ও ঘার ঔষধ।

১। চামেলী ফুলের পাতা, সৈন্ধব লবণ সহিত পেষিয়া দন্তের গোড়ায় দিলে বেদনা দূর হয়।

২। রোমিমস্তকি, আকরকোবা, চিকি সুপারির পোড়া চূর্ণ সমভাগে লইয়া দন্তে দিলে দন্ত—শক্ত হয়।

৩। সৈন্ধব লবণ, পাতখোলার মাটী, গোলমরিচ সমভাগে লইয়া করতঃ—দন্ত মর্দ্দন করিবেন।

বাগভেরেণ্ডার আটা এক তোলা, লবণ চারি আনা মিশ্রিত পীতলের পাত্রে উষ্ণ করতঃ—দন্তের মাড়ির দুই দিকে দিবে পরে ধুইয়া ফেলিবে। এইরূপ দিনে তিনবার করিয়া তিন ভাল হয়।

৫। যখন দন্তমাড়ী ফুলে উঠে, ঘা হয়, সহজে রক্ত তখন টাট্‌কা সার্ষপ তৈল দ্বারা কুলি করিবে এবং মর্দ্দন ক

৬। যাহাদের সহজে দন্ত বেদনা করে, রক্ত পড়ে, দ